ইতি ণ্যৎ, টাপ্। বা ভয়া দীপ্ত্যা আর্য্যা। বেদবিধান দ্বারা বিবাহিতা স্ত্রী। যে স্ত্রীকে শাস্ত্রানুসারে বিবাহ করা যায়, তাহাকে ভার্য্যা কহে। পর্য্যায়—পত্নী, পাণিগৃহীতী, দ্বিতীয়া, সহধর্ম্মিণী, জায়া, দারা, ধর্ম্মচারিণী, দার, কলত্র, কলত্রক। (শব্দরত্না°) শত অপকর্ম্ম করিলেও ভার্য্যাকে ভরণ পোষণ করা অবশ্যকর্ত্তব্য।

"যস্ত নাস্তি সতী ভার্য্যা গৃহেষু প্রিয়বাদিনী।
অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° প্রকৃতিখ° ৫৬ অ°)

যাহার গৃহে প্রিয়বাদিনী সতী ভার্য্যা নাই, তাহার অরণ্যে গমন করা উচিত। যে হেতু তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান।

মনুতে লিখিত আছে, যে পরিবার মধ্যে ভর্ত্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তুষ্ট থাকেন, সে কুলে নিশ্চয়ই কল্যাণ হইয়া থাকে। বস্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী না হইলে ভার্য্যা ভর্ত্তার প্রমোদ জন্মাইতে পারে না, আবার স্বামীর প্রীতি না হইলেও সুসন্তানোৎপাদন হয় না। ভার্য্যা যদি ভূষণাদি দ্বারা সর্ব্বদা মনোহরভাবে সজ্জিতা থাকেন, তবে সমুদায় গৃহই শোভা পাইতে থাকে, আর স্ত্রী যদি রুচিকর না হয়, তাহা হইলে সকল গৃহই শোভাহীন হয়।

যে কুলে স্ত্রীদিগের সম্যক্ সমাদর আছে, দেবতারা তথায় প্রসন্ন থাকেন,—সে কুলে সর্ব্বদা মঙ্গল হয়। যে পরিবার মধ্যে স্ত্রীগণ সদা দুঃখিত, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। অতএব যাহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সংকার্য্য কালেই হউক, আর উৎসব কালেই হউক, নিত্যই অশন, ভূষণ ও বসনাদি দ্বারা স্ত্রীদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। (মনু ৩অ°)

ভার্য্যার দোষ—ভার্য্যা যদি বিরূপা, কশ্মলা, কলহপ্রিয়া, বাক্যের প্রতিবাদকারিণী, কুক্রিয়াসক্তা, লজ্জাহীনা, ও পরগৃহাকাঙ্ক্ষিণী হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃত জরাযুক্ত বলা যায়। সর্পযুক্ত গৃহে বাস করিলে যেমন প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, সেইরূপ ঈদৃশ ভার্য্যা যাহার গৃহে বিদ্যমান, তাহার মৃত্যু নিশ্চয় অর্থাৎ প্রতি মুহূর্ত্তে তাহাকে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ভার্য্যা অনুরাগিণী কিনা, তাহা বিভব ক্ষীণ হইলে বুঝা যায়। *

ভার্য্যার গুণ—যে ভার্য্যা গুণজ্ঞা, অল্পসন্তুষ্টা, পতিপ্রাণা, গৃহকার্য্যে দক্ষা, সর্ব্বদা ভর্ত্তার প্রিয়বাদিনী, নিত্য স্নাতা, সুগন্ধা, স্বল্পভাষিণী, ধার্ম্মিকা, পিতৃ ও দেবপ্রিয়া এবং সর্ব্বসৌভাগ্যবর্দ্ধিনী হয়, তাহার পতি মনুষ্য হইয়াও স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের তুল্য। এইরূপ ভার্য্যা লাভ বহু পুণ্যফলেই ঘটিয়া থাকে। ভার্য্যা, অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা, ভার্য্যাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্, এবং ভার্য্যাই একমাত্র ত্রিবর্গের মূল।

"সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী।
সা ভার্য্যা যা পতিপ্রাণা সা ভার্য্যা যা পতিব্রতা ॥
অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ সখা।
ভার্য্যামূলং ত্রিবর্গস্ত ভার্য্যামূলং তরিষ্যতঃ ॥"
(ভারত ১৭৪ অ°)

ভার্য্যাই একমাত্র ধর্ম্মার্থকামের মূল। অতএব যাহাতে ভার্য্যার প্রীতি উৎপাদন হয়, তৎপক্ষে যত্নবান্ হওয়া অবশ্য বিধেয়। যাহার ভার্য্যা নাই, তাহার গৃহ শূন্য, এইজন্য ভার্য্যা গৃহপদ-বাচ্য।

"ভার্য্যাশূন্যা বনসমাঃ সভার্য্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ।
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° ৫৬ অ°)

ভার্য্যা কখনই ত্যজ্য নহে। যদি কেহ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অনপত্যা যুবতী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার মোক্ষ হওয়া দূরে থাকুক, বরং নরক হইয়া থাকে। যুবতী ভার্য্যাকে দূরে রাখিয়া প্রবাসে বাণিজ্যাদির জন্য অধিক দিন থাকা শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

"অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাম্।
ত্যক্ত্বা ভবেদ্‌যঃ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী যতীতি বা ॥
বাণিজ্যে বা প্রবাসে বা চিরং দূরং প্রয়াতি যঃ।
তীর্থায় তপসে বাপি মোক্ষার্থং জন্ম খণ্ডিতুম্।
ন মোক্ষস্তস্য ভবতি ধর্ম্মস্য স্খলনং ধ্রুবম্ ॥
অভিশাপেন ভার্য্যায়া নরকঞ্চ পরত্র চ।
ইহৈব চ যশোনাশ ইত্যাহ কমলোদ্ভবঃ ॥"
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু° শ্রীকৃষ্ণ জন্মখ° ১১২ অ°)

* "যস্ত ভার্য্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়া।
উত্তরোত্তরবাদাস্তাৎ সা জরা ন জরা জরা ॥
যস্ত ভার্য্যাশ্রিতান্যত্র পরবেশ্মাভিকাঙ্ক্ষিণী।
কুক্রিয়া ত্যক্তলজ্জা চ সা জরা ন জরা জরা ॥
দুষ্টা ভার্য্যা শঠং মিত্রং ভৃত্যাশ্চোত্তরদায়কাঃ।
সসর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥
আপৎসু মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শূরমৃণে শুচিম্।
ভার্য্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিথিম্ ॥"
(গরুড়পু° নীতিসা° ১০৮, ১০৯ অঃ)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পরিণীতা ভার্য্যাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কেন না, তাহাদিগের সন্তোষে মঙ্গল, আর অসন্তোষে অমঙ্গল হইয়া থাকে। যে ঘরে বা বংশে ভর্ত্তা বা ভার্য্যায় বিশেষ প্রীতি নাই, তথায় সদাই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। চন্দ্রদেব ভার্য্যাদিগের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করায় রাজযক্ষ্মরোগে আক্রান্ত হন। (কালিকাপু॰ ২০ অ॰)

পুরুষদিগের সুখ ও ধনাগম সকলই ভার্য্যাধীন। যজ্ঞাদি ধর্ম্ম কর্ম্ম ভার্য্যা ভিন্ন হয় না, যেথানে ভার্য্যা থাকে, তথায় গৃহ এবং ভার্য্যাকে লইয়াই পুরুষ গৃহী হইয়া থাকে।

"ভার্য্যাধীনং সুখং পুংসাং ভার্য্যাধীনো ধনাগমঃ।
ভার্য্যাধীনো মখোৎপত্তিঃ ভার্য্যাধীনঃ সুখোদয়ঃ॥
যত্র ভার্য্যা গৃহং তত্র ভার্য্যাধীনো গৃহে বসেৎ।
ন গৃহেন গৃহস্থঃ স্যাৎ ভার্য্যয়া কথ্যতে গৃহী॥"

(পরাশরস্মৃতি)

ভার্য্যাট (ত্রি) ভার্য্যয়া অটতি বর্ত্ততে ইতি অট গতৌ পচাদ্যচ্। অন্যকে স্বীয় স্ত্রীদাতা। যে নিজ স্ত্রীকে অন্যের উপভোগের নিমিত্ত প্রদান করে, অথবা পর পুরুষের নিকট গমনার্থ অনুমতি দেয়।

ভার্য্যাটিক (পুং) অট গতৌ ভাবে ঘঞ্, ভার্য্যয়া আটো গতিভ্র্মণং বা অস্ত্যস্যেতি ভার্য্যাট-ঠন্। ১স্ত্রী কর্ত্তৃক পরাজিত। ২ হরিণবিশেষ। (মেদিনী) ৩ মুনিবিশেষ। (হেম)

ভার্য্যাত্ব (ক্লী) ভার্য্যা ভাবে ত্ব। ভার্য্যার ভাব বা ধর্ম্ম, পত্নীত্ব।

"এতেষামেব জন্তূনাং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ।" (মনু ১২।৬৯)

ভার্য্যাপতী (পুং) ভার্য্যা চ পতিশ্চ তৌ, (রাজদন্তাদিষু পরম্। পা ২।২।৩১) ইতি সাধুঃ। যোষিৎপতী, স্ত্রী ও স্বামী। এই শব্দ নিত্য দ্বিবচনান্ত। পর্য্যায় দম্পতী, জম্পতী, জায়াপতী। (অমর)

ভার্য্যাধিকারিক (ত্রি) ১ ভার্য্যা সম্বন্ধীয় বক্তব্য বিষয় যাহাতে আছে। ২ বাৎস্যায়নকৃত কামসূত্রের তদ্বিষয়ক অধ্যায়ভেদ।

ভার্য্যারু (পুং) ভার্য্যাং ঋচ্ছতীতি ঋ গতৌ উণ্। ১ মৃগভেদ। ২ ক্রীড়া দ্বারা পরভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদক। ৩ পর্ব্বতভেদ। (মেদিনী)

ভার্য্যাবৎ (ত্রি) ভার্য্যা বিদ্যতেঽস্য মতুপ্, মস্য ব। ভার্য্যাযুক্ত, পত্নীযুক্ত।

ভার্য্যাবৃক্ষ (পুং) ভার্য্যাবৎ প্রিয়ো বৃক্ষঃ। পত্তঙ্গবৃক্ষ।

ভার্য্যোঢ় (পুং) ঊঢ়া ভার্য্যা যেন, আহিতাদিত্বাৎ বাহ॰ পরনিপাতঃ। ঊঢ়ভার্য্যক, বিবাহিত।

ভাল (ক্লী) ভা দীপ্তৌ ভাবে ক্বিপ্, ভাং লাতি গৃহ্লাতীতি লা (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩) ইতি ক। ভ্রূদ্বয়ের ঊর্দ্ধভাগ কপাল। পর্য্যায়,—ললাট, অলিক, গোধি। (রাজনি॰)

"স্বামিন্ ভঙ্গুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্ কুরু।
প্রাণেশ ত্রুটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয়॥"

(সাহিত্যদ॰ ৩ পরি॰)

ভালকৃৎ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। (প্রবরাধ্যায়)

ভালচন্দ্র (পুং) ভালে চন্দ্রো যস্য। ১ শিব। ২ গণেশ। (স্ত্রী) ৩ দুর্গা।

ভালচন্দ্রাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

ভালদর্শন (ক্লী) ভালে ললাটে দর্শনং যস্য। সিন্দূর।

ভালদৃশ্ (পুং) ভালে ললাটে দৃক্ নেত্রং যস্য। শিব।

ভালন্দনক (ত্রি) ভলন্দনের গোত্রাপত্য।

ভালনেত্র (পুং) ভালে নেত্রং যস্য। ১ শিব। (স্ত্রী) ২ দুর্গা।

ভালয়ানন্দাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

ভাললোচন (পুং) ভালে লোচনং যস্য। ভালনেত্র। শিব।

"ভাললোচনভাবজ্ঞা ভূতভব্যভবৎপ্রভুঃ।" (কাশীখ॰ ২৯।১৩০)

ভালাঙ্ক (পুং) ভালস্যেব অঙ্কো যত্র ভালে অঙ্কো যস্যেতি বা। ১ করপত্র অস্ত্র, চলিত করাত। ২ শাকভেদ। ৩ রোহিত মৎস্য। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ। ৫ কচ্ছপ। ৬ হর। (মেদিনী) ভালস্য অঙ্কঃ। ৭ ললাটচিহ্ন।

ভালু (পুং) ভৃণাতি রোগান্ ভৃ উদসনে উণ্ রস্য ল। আদিত্য। (উজ্জ্বল)

ভালুক (পুং) ভলতে হিনস্তি প্রাণিন ইতি ভল হিংসায়াং বাহুলকাৎ উক, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্। ভল্লুক।

'ভালুকো ভালুকো ভল্লোঽচ্ছভল্লোঽচ্ছোঽপি ভল্লুকঃ।'(ভরত)

ভালুকি (পুং) ১ জনৈক সংহিতাকার। ইনি লাঙ্গলক মুনির শিষ্য ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুং) যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। হঠপ্রদীপিকায় ইহঁার নাম পাওয়া যায়। ৩ বৈদিক গ্রন্থপ্রণেতা জনৈক পণ্ডিত। টোডরানন্দে ইঁহার নামোল্লেখ আছে।

ভালুকিন্ (পুং) আচার্য্যভেদ।

ভালুকীপুত্র (পুং) আচার্য্যভেদ। (শতপথ ব্রা॰ ১৪।৯।৪।৩১)

ভালুষণা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মহীকান্তা এজেন্সির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। প্রধান নগরের নাম ভালুষণা। অক্ষা॰ ২৩° ৫০´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭২°৫০´ পূঃ। ভূপরিমাণ ৫৯ বর্গমাইল। এই স্থানের সামন্তরাজ জাতিতে কছুবন কোলি এবং হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। ইনি ইদররাজকে বার্ষিক ১১৬০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। ইঁহার উপাধি ঠাকুর।

ভালূক (পুং) ভলতে হিনস্তি জীবানিতি ভল-(উলূকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১) ইতি উক ততঃ প্রজ্ঞাদিত্যাদণ্। ভল্লূক স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ঙীষ্। [ভল্লূক দেখ।]

ভালেস্থলতান, রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহাদিগের মধ্যে ভালেস্থলতান উপাধি সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। স্থলতানপুরে প্রবাদ এই যে, অররায়ের পুত্র বড়ার রায় দিল্লীর বাদশাহের অধীনে বৈদ বংশীয় সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। একদা তিনি বাদসাহ কর্তৃক ভাড়দিগকে দমন জন্য প্রেরিত হন। তিনি কৃতকার্য্য হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলে বাদসাহ তাঁহাকে যে "আও ভালে স্থলতান" এই বাক্য দ্বারা অভিনন্দন করেন। তদবধি উহারা এই সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহারা তিলকচাঁদ হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন কোন পণ্ডিতের মতে ইহারা বলভীবংশীয় সৌরাষ্ট্রপতিগণের বংশধর। বুলন্দসহরবাসিগণ সিদ্ধরাজ জয়সিংহকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। সাহাবুদ্দীন্ ঘোরী পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিবার পর জয়সিংহকে ভালেস্থলতান উপাধি প্রদান করেন।

ভাল্ল (ত্রি) ভল্ল সম্বন্ধীয়।

ভাল্লকীয় (ত্রি) ভল্লকীসম্বন্ধীয়।

ভাল্লপালেয় (ত্রি) ভল্লপালের গোত্রাপত্য।

ভাল্লবি (পুং) ১ সাম শাখাভেদ। তদধ্যেতা। "তামেতাং ভাল্লবায় উপাসতে" (তাণ্ড্যব্রা০ ২।২।৪) 'তামেতাং পরিবর্ত্তিনীং বিষ্টুতিং ভাল্লবিশাখাধ্যায়িন উপাসতে' (ভাষ্য)

ভাল্লবিন্ (পুং) ভল্লবির শিষ্য বা তন্মতানুবর্ত্তক সম্প্রদায়।

ভাল্লবেয় (পুং) ১ ভল্লবির গোত্রাপত্য। ২ ইন্দ্রদ্যুম্নের নামান্তর। ৩ আচার্য্য ভেদ।

ভাল্লবেয়োপনিষদ্, উপনিষদ্‌ভেদ।

ভাল্লূক (পুং) ভালুক। (অমরটীকা ভরত)

ভাব (পুং) ভাবয়তি চিন্তয়তি পদার্থানিতি ভূ-ণিচ্, পচাদ্যচ্, ভবতীতি ভূ 'ভবতেশ্চেতি বক্তব্যম্' ইতি কাশিকোক্তের্ণো বা। ১ নাট্যোক্তিতে বিদ্বান্, নাটকে যে স্থলে ভাব শব্দের প্রয়োগ হয়, তথায় বিদ্বান্‌কে বুঝায়। ২ মানসবিকার। ৩ সত্তা।

"নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ॥" (গীতা ২।১৬)

৪ স্বভাব। ৫ অভিপ্রায়।

"তস্য ধর্ম্মার্থবিদুষো ভাবমজ্ঞায় সর্ব্বশঃ।
ব্রাহ্মণাবলমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ॥" (রামায়ণ ২।২।১৯)

৬ চেষ্টা। ৭ আত্মা। ৮ জন্ম। (অমর) ৯ চিত্ত। (মনু ৪।২২৭) ১০ ক্রিয়া। ১১ লীলা। ১২ পদার্থ। (রঘু ৩।৪১) ১৩ বিভূতি। ১৪ বুধ। ১৫ জন্তু। ১৬ রত্যাদিভাব। ১৭ গৌরবিত। ১৮ অভিনয়ান্তর। (ত্রিকা০) ১৯ বিষয়।

"অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহিশয়নং হরেঃ॥" (হিতোপদেশ)

২০ পর্য্যালোচনা। (মনু ৬।৮০) ২১ প্রেম। (গীতা ১০।১৮) ২২ যোনি। ২৩ উপদেশ। (ধরণি) ২৪ সংসার। (অনেকার্থকোষ) ২৫ ধাত্বর্থ। (মুগ্ধবোধটীকা রামতর্কবাগীশ) ২৬ নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশ চেষ্টা।

সঙ্কেতকৌমুদীতে দ্বাদশ ভাবের বিষয় যে রূপ লিখিত আছে, সংক্ষেপে এই স্থলে তাহা পর্য্যালোচিত হইল। কোষ্ঠী-বিচার করিতে হইলে গ্রহদিগের ভাবের উপর বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়, কারণ কোন্ গ্রহ কি ভাবে আছে, তাহার ফল দিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহা স্থির করিয়া তৎফল-নির্ণয় করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। দ্বাদশভাব যথা—

১ শয়ন, ২ উপবেশন, ৩ নেত্রপাণি, ৪ প্রকাশন, ৫ গমনেচ্ছা, ৬ গমন, ৭ সভাবসতি, ৮ আগমন, ৯ ভোজন, ১০ নৃত্যলিপ্সা, ১১ কৌতুক ও ১২ নিদ্রা। এই দ্বাদশ ভাব। নিম্নলিখিত প্রণালী অনুসারে এই সকল ভাব স্থির করিতে হয়।

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশভাব নিরূপণ করিতে হইলে, তৎকালে গ্রহগণ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত, তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ গ্রহাধিষ্ঠিত নক্ষত্র দ্বারা গ্রহকে পূরণ করিতে হইবে এবং গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে নবাংশভাবে অবস্থিত আছেন, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্কদ্বারা ঐ পূরিত অঙ্ককে গুণ করিবে, পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্মনক্ষত্রাঙ্ক ঐ অঙ্কে যোগ করিয়া জন্মলগ্নসংখ্যক অঙ্ক ও উদয়াবধি জাতদণ্ড তাহাতে মিলিত করিতে হইবে। তৎপরে ঐ সকল অঙ্ককে ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক সংখ্যায় দ্বাদশ ভাব জানা যাইবে। যদি শেষাঙ্ক এক থাকে, তাহা হইলে শয়ন ভাব, ২ থাকিলে উপবেশন ভাব, এইরূপে ভাবসকল স্থির হইবে।

রবিগ্রহের শয়নাদি ভাবগণনা করিবার সময়ে দ্বাদশ হৃতাবশিষ্ট অঙ্কে ৫ যোগ করিতে হইবে, এবং চন্দ্রগ্রহের ৩, মঙ্গলের ২, বুধের ৩, বৃহস্পতির ৫, শুক্রের ৩, শনিগ্রহের ৩, রাহুগ্রহের ৪, এবং কেতুগ্রহের ৫ যোগ করিয়া ভাব বিচার করিতে হইবে। যুক্তাঙ্ক দ্বাদশের অধিক হইলে পুনরায় উহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে ভাব সকল জানা যাইবে। রবির ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের ৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২০ পূর্ব্বাষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্ব্বফল্গুনী, শুক্রের ৮ পুষ্যা, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেষা, এই সমুদয় নক্ষত্র গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিখ্যাত। পূর্ব্বে যে গ্রহগণের জন্ম-

নক্ষত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ জানিতে হইবে।

এই দ্বাদশভাব আনয়নেরও বিস্তর মতভেদ আছে। মতান্তরে ভাবানয়ন—শয়নাদি দ্বাদশভাব বিচার করিতে হইলে রব্যাদি গ্রহগণ যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশিমিত অঙ্ক দ্বারা সূর্য্যাদিগ্রহসংখ্যক অঙ্ককে গুণ করিতে হইবে। পুনরায় ঐ অঙ্ককে ৯৯ দিয়া পূরণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণনা করা হইবে, সেই গ্রহের জন্মনক্ষত্র উহাতে যোগ করিতে হইবে। পরে লগ্নসংখ্যক অঙ্ক, আর জাতদণ্ডপরিমিত অঙ্ক এই উভয়াঙ্ক উহাতে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ক্রমে শয়নাদি ভাব স্থির করা যাইবে। মতান্তরে—যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অঙ্ক দ্বিগুণ করিয়া ১৫ দিয়া তাহাকে গুণ করিবে, এবং যে নক্ষত্রে গ্রহ আছে, সেই নক্ষত্রপরিমিত অঙ্ক পূর্ব্বগুণিত অঙ্কে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা দ্বারা ভাব স্থির হইবে।

প্রথমে গ্রহগণের বলাবল বিশেষরূপে স্থির করা আবশ্যক। কারণ, কোন স্থানে গ্রহের কিরূপ বল, তাহা অগ্রে না জানিয়া ভাববিচার নিষ্প্রয়োজন। কারণ বল স্থির না করিয়া কেবল ভাব দ্বারা ফল ঠিক হয় না, ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এইজন্য বলাবলের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা জ্যোতির্বিদের অবশ্যকর্ত্তব্য।

নিদ্রাভাবস্থিত কোন পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিলে শুভদায়ক হয়, কিন্তু পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে কদাচ শুভকর হয় না, যদি স্বীয় শত্রুগৃহগত পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিয়া শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পত্নীর সহিত তাহার মৃত্যু হয়। যদি ঐ স্থানে শুভগ্রহ থাকে এবং ঐ শুভগ্রহ শুভাশুভ গ্রহকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জায়াস্থানে শয়নভাবেরও ফল এইরূপ অশুভ।

কোন পাপগ্রহ নিদ্রা বা শয়নাবস্থায় সুতস্থানে থাকিলে শুভদায়ক হইয়া থাকে, ইহাতে আর কোনরূপ বিচারের আবশ্যক নাই। কিন্তু ঐ পাপগ্রহ যদি স্বীয় উচ্চ স্থানে কিংবা আপনার গৃহে অথবা মূল ত্রিকোণে থাকিয়া সুতস্থানগত হয়, তাহা হইলে অবশ্যই সন্তানের হানি হইয়া থাকে। নিদ্রা বা শয়ন ভাবাপন্ন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইয়া সুতস্থানে থাকিলে প্রথম সন্তানের বিঘ্ন হয়।

নিদ্রা বা শয়নভাবাপন্ন পাপগ্রহ মৃত্যুস্থানে থাকিলে রাজা বা শত্রু কর্ত্তৃক অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। যদি ঐ পাপগ্রহ শুভগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, অথবা শুভগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়।

শনি, মঙ্গল বা রাহু মৃত্যুস্থ হইলে অপমৃত্যু বা শিরশ্ছেদন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কর্ম্মস্থানে কোন পাপগ্রহ শয়ন বা ভোজন ভাবে থাকিলে দরিদ্রতা হেতু সমস্ত ভূমণ্ডলে পরিভ্রমণ করিতে হয়।

চন্দ্র কৌতুক অথবা প্রকাশ ভাবে কর্ম্মস্থানে থাকিলে প্রবল রাজযোগ হয়। যদি শুভগ্রহ পাপগ্রহের সহিত অযুক্ত হইয়া ২,১০,১১,৯ বা ৫ম গৃহে থাকে, তাহা হইলে মহতী সিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

রবি শয়নভাবে থাকিলে মন্দাগ্নিযুক্ত, পিত্তশূলরোগ, শ্লীপদ এবং অর্শ বা ভগন্দর রোগ হয়। উপবেশনভাবে থাকিলে শিল্পকর্ম্মকারী, শ্যামবর্ণ দেহবিশিষ্ট, উত্তম বিদ্যারহিত, দুঃখযুক্ত ও পরসেবায় রত হয়। রবি যদি নেত্রপাণিভাবে থাকিয়া লগ্নের পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তমস্থান-গত হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার সুখ, এবং এই সকল স্থান ভিন্ন অন্যস্থলে থাকিলে ক্রূরপ্রকৃতি ও জলদোষ রোগযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকাশন ভাবে থাকিলে চক্ষূরোগ, অতিশয় ক্রোধী, পরদ্বেষ্টা, ধার্ম্মিক ও ধনবান্ হয়। কিন্তু ত্রিকোণ ও সপ্তমস্থানে থাকিলে দাতা, ভোক্তা, মানী, রাজতনয় ও ধনাধিপ হইবে। রবি গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে নিদ্রাভিলাষী, ক্রোধী, নরাধম, ক্রূরপ্রকৃতি, দাম্ভিক, কৃপণ ও পরদার-রত হয়। রবি গমনভাবে থাকিলে প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র বিনষ্ট হয়, সভাবসতি ভাবে থাকিলে ভার্য্যাপ্রিয়, মানী, অনেক গুণযুক্ত, বিদ্যা ও বিনয়সম্পন্ন, আগমভাবে থাকিলে মূর্খ, সর্ব্বদা কর্ম্মকুশল, মিথ্যাবাদী, কুৎসিতবিদ্যাসম্পন্ন, নির্দ্দয় ও পরনিন্দক; ভোজনভাবে থাকিলে দাম্ভিক, মৎস্য ও মাংসলোভী, শাস্ত্রবেত্তা এবং সদাচারী; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে কর্ণরোগী, নানাবিদ্যাকুশল, রাজপূজ্য ও পণ্ডিত; কৌতুকভাবে থাকিলে উৎসাহযুক্ত, ধনধান্যসম্পন্ন, সর্ব্বদা কৌতুকপরায়ণ,দাতা, ভোক্তা ও শিল্পনিপুণ; নিদ্রাভাবে থাকিলে নিদ্রালু, ব্যাধিযুক্ত, প্রবাসী, রক্তচক্ষুঃ, ক্রোধী এবং পরনিন্দক হইয়া থাকে।

রবির এইরূপে শয়নাদি দ্বাদশ ভাগফল স্থির করিতে হইবে। চন্দ্রের ভাবফল—চন্দ্র শয়নভাবে থাকিলে ক্রোধী, দরিদ্র, অতিশয় লম্পট, গুহ্যরোগী ও অলস হয়। চন্দ্রের শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষভেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। চন্দ্র উপবেশনভাবে থাকিলে বিদ্বেষ্টা, প্রবাসী, পিত্তশূলরোগী, ধনহীন, কৃপণ, ও কুটিল; নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে চক্ষূরোগী, শ্লীপদী, বাচাল, ক্রূর, খল ও বীর; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে অস্থিরমতি, মায়াবী, শ্লীপদরোগী ও ধনহীন; সভাবসতিভাবে থাকিলে দাতা, ধার্ম্মিক ও পুরুষশ্রেষ্ঠ; আগমনভাবে থাকিলে

বাচাল, প্রিয়, শান্তপ্রকৃতি, দ্বিপত্নীক, বহু সন্ততিযুক্ত, ক্রোধী, মহাদুঃখী ; ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় লোভী, জ্ঞাতিগণে পরিপূরিত, দাতা, ভোক্তা, অতিশয় মানী, ধনবান্, ক্রূরকর্ম্মা, চিররোগী, অতিশয় কৃশ এবং নিয়ত প্রবাসী ; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে গুণবান্, ধার্ম্মিক, ধনবান্ বহুপুত্র ও দাতা, কৌতুক ভাবে থাকিলে সর্ব্বসুখসম্পন্ন, বিদ্বান্ ও দাতা ; নিদ্রাভাবে থাকিলে পাপী, পুত্রশোকযুক্ত, অতিশয় দুঃখী এবং নিয়ত পৃথিবীভ্রমণশীল হইয়া থাকে।

মঙ্গলের ভাবফল।—মঙ্গল শয়নভাবে থাকিলে লম্পট, কৃপণ, সুখী, অতিশয়ক্রোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত, উপবেশনভাবে থাকিলে নরাধম, ধনবান্, ক্রূরকর্ম্মকারী, নিষ্ঠুর, ও পাপী ; নেত্রপাণিভাবে থাকিলে সকল স্থলে সুখ, পুত্র, দারা ও ধনযুক্ত,দেহমধ্যে কিঞ্চিৎ জড়তা, অঙ্গসন্ধি বেদনাযুক্ত, ব্যাঘ্র, অগ্নি, সর্প ও জলে ভয়যুক্ত হয়, ইহা কেবল লগ্নব্যতীত অন্যস্থলে থাকিলে হইবে। কিন্তু লগ্নে থাকিলে ইহার অশুভ হইবে। মঙ্গল প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান্, ক্ষণিক সুখ-যুক্ত, বামলোচনে ক্ষতাদি চিহ্ন এবং উচ্চ হইতে পতন ; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে প্রবাসশীল, গুহ্যরোগী, ধনহীন ও কুকর্ম্মকারী ; সভাস্থিতভাবে থাকিলে ধার্ম্মিক, বহুসন্ততি-বিশিষ্ট, গুণবান্, অত্যন্ত দাতা, শিরোরোগী ; আগমনভাবে থাকিলে খঞ্জ, কর্ণরোগী, পিত্তশূলরোগাক্রান্ত, নরাধম, ধনবান্ ; ভোজনভাবে থাকিলে মাংসলোভী, ক্ষুদ্রাকৃতি, ক্রোধী, নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও ধনবান্ ; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে দাতা, ভোক্তা ও সুখী ; কৌতুকভাবে থাকিলে সুপুত্রযুক্ত, ধনী ও দুইটী পত্নী এবং বহুকন্যাসন্তানযুক্ত নিদ্রাভাবে থাকিলে মূর্খ, ধনহীন, ক্রোধী ও নরাধম হয়। লগ্ন, দ্বিতীয়, তৃতীয়, নবম ও একাদশ এই সকল স্থানে থাকিলে উক্তপ্রকার ফল হয়। অন্যস্থলে থাকিলে শুভফল হইয়া থাকে।

বুধের ভাবফল।—বুধ শয়নভাবে থাকিলে ধনী, ক্ষুধিত, খঞ্জ এবং তাহার অঙ্গচ্ছেদ হইয়া থাকে। অন্যস্থানে থাকিলে দরিদ্র ও অতিশয় লম্পট হয়। বুধ উপবেশনভাবে থাকিলে কবি, বাক্পটু, গৌরবর্ণ ও অতিশয় বিশুদ্ধাচারী হইয়া থাকে। উপবেশনভাবস্থিত বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত এবং শত্রুগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলে মহাপাতক রোগ হয়। কিন্তু উক্তভাবস্থ বুধ স্বক্ষেত্রে বা মিত্রগ্রহের সহিত মিলিত হইলে নানাবিধ সুখ প্রদান করেন, নেত্রপাণিভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগ, বিদ্যাবিহীন ও পুত্রনাশ,প্রকাশন ভাবে থাকিলে দাতা,ধার্ম্মিক, ধনবান্, গুণী ও বেদপারগ, গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে লম্পট, স্ত্রৈণ, দুষ্টভার্য্যাসম্পন্ন,বহুবিধ দুঃখযুক্ত ও নিত্যকলহকারী এবং বহুপ্রকাররোগবিশিষ্ট, গমনভাবে থাকিলে জলদোষ রোগ, বাণিজ্য দ্বারা ধনলাভ, সর্প ও সলিলভয়, নানাদুঃখভোগ, স্ত্রী-নাশ এবং অঙ্গবৈকল্য ; সভাবসতিভাবে থাকিলে মূর্খ,ধনবান্, ধার্ম্মিক ও চিররোগী ; আগমন ভাবে থাকিলে ক্রূরপ্রকৃতি, খল, অতিশয় মূর্খ, পাপশীল, নরাধম, অস্থিরমতি, গুহ্য ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগবিশিষ্ট ; ভোজনভাবে থাকিলে ধনহীন,পরদ্বেষ্টা, প্রবাসী, রোগী, বামদেহে ক্ষতাদিযুক্ত; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে ধনবান্, পণ্ডিত, কবি, উৎসাহান্বিত, অতিশয় ক্রোধী, এবং দুইটী পত্নীযুক্ত; কৌতুকভাবে থাকিলে সর্ব্বজনপ্রিয়, সন্তান-বিশিষ্ট, অর্শ, দদ্রু ও ত্বক্‌রোগী ; নিদ্রাভাবে থাকিলে সমস্ত দুঃখের একমাত্র পাত্র, অল্পায়ু এবং বিবাদকারী হইবে। লগ্নে বা দশম স্থানে বুধ নিদ্রাভাবে থাকিলে এই সকল ফল হয়, নচেৎ শুভফল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির ভাবফল।—বৃহস্পতি শয়নভাবে থাকিলে বিদ্বান্, ধনসম্পন্ন, নানাগুণের আশ্রয় ও সুখী ; উপবেশন ভাবে থাকিলে দুঃখী, বহুভাষী, রোগী, কোন জীবের দন্তাঘাত-বিশিষ্ট, শিল্পকর্ম্মবেত্তা, এবং শ্লীপদরোগী ; নেত্রপাণিভাবে থাকিলে গৌরবর্ণ, শিরোরোগী ও ধনী এবং লগ্ন হইতে নবম, ষষ্ঠ, বা অষ্টমগৃহে এই ভাবে থাকিলে শত্রুক্ষয় এবং নিশ্চয় গঙ্গাতে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমগৃহে থাকিয়া যদি প্রকাশনভাবস্থ হন, তাহা হইলে সে সন্তান ধনবান্,নানাপ্রকার রত্নযুক্ত এবং রাজমন্ত্রী হয়। গমনেচ্ছাভাবে লগ্নে থাকিলে পণ্ডিত, নচেৎ লিঙ্গে রোগ হইয়া থাকে। সভাবসতিভাবে থাকিলে বক্তা, দাতা, ধনবান্, রাজসেবান্বিত, পণ্ডিত ; আগ-মন ভাবে থাকিলে ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, মানী, নানাতীর্থভ্রমণ-শীল, উৎসাহান্বিত এবং অহঙ্কারী ; ভোজনভাবে থাকিলে নানাবিধ সুখী, মাংসলোভী, শ্রেষ্ঠ, কামুক ও প্রিয়ভাষী; নৃত্য-লিপ্সা ভাবে থাকিলে পণ্ডিত, ধনবান্ সাত্ত্বিক, অতিশয় ঐশ্বর্য্যশালী ; কৌতুকভাবে থাকিলে সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, নিয়ত উৎসাহবিশিষ্ট ও সুখী ; নিদ্রাভাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, কৃপণ, বাচাল ও দুঃখিত হইয়া ভূমণ্ডল পরিভ্রমণশীল হয়। নিদ্রা-ভাবস্থ গুরু যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম, সপ্তম বা দশমগৃহে থাকেন, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীপুত্রের নাশ এবং লগ্নে থাকিলে দরিদ্র হয়।

শুক্রের ভাবফল।—লগ্নের সপ্তম বা একাদশ স্থানে শুক্র শয়নভাবে থাকিলে নানাবিধ সুখ ও বহুসন্তান হয়। সপ্তম ও একাদশ ভিন্ন অন্যস্থানে থাকিলেও সুখী এবং পুত্রনাশ হইয়া থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে ধনবান্ ও ধার্ম্মিক ; ও নেত্রপাণিভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ হয়। ঐ যদি শুক্র

লগ্নে বা সপ্তমে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চক্ষু নষ্ট হয়। একাদশে থাকিলে অতিশয় দরিদ্র হয়। শুক্র প্রকাশনভাবে দ্বিতীয়, সপ্তম, বা নবমগৃহে থাকিলে ধনবান্, ধার্ম্মিক এবং বিশুদ্ধাচারী, ইহা ভিন্ন অন্যস্থানে থাকিলে রোগী, নিয়ত-বিদেশবাসী, দুঃখভোগী এবং নৃত্যকার্য্যে রত থাকে। গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে মাতৃনাশ, নিত্য উৎসাহবিশিষ্ট, শিল্পকার্য্যে নিপুণ ও তীর্থপর্য্যটনশীল; সভাবসতিভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, ধনেশ্বর, সমস্ত কার্য্যে দক্ষ ও শূলরোগী; আগমন ভাবে থাকিলে, দুঃখী, বহুভাষী, পুত্রশোকসন্তপ্ত এবং নরাধম; ভোজনভাবে থাকিলে বলবান্, সর্ব্বদা ধর্ম্মপরায়ণ, বাণিজ্যলব্ধ অথবা সেবা দ্বারা লব্ধ ধনে ধনবান্ হয়। শুক্র নৃত্যলিপ্সা ভাবে থাকিলে বাগ্মী, পণ্ডিত ও কবি হইয়া থাকে। যদি ঐ শুক্র নীচ গৃহস্থিত হয়, তাহা হইলে মূর্খ, কৌতুক ভাবে থাকিলে ধনবান্, সাত্বিক, সর্ব্বদা আহ্লাদযুক্ত ও উত্তম বক্তা; ঐ শুক্র নীচস্থ হইলে ইহার বিপরীত ফলযুক্ত হয়। কিন্তু নিদ্রাভাবে থাকিলে উপতাপবিশিষ্ট, নিয়ত ক্লেশভাগী, রোগী, দরিদ্র ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

শনির ভাবফল।—শনি শয়নভাবে থাকিলে ক্ষুধার্ত্ত, বিকলাঙ্গ, গুহ্যরোগী এবং কোষবৃদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শনি যদি লগ্ন, ষষ্ঠ এবং অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে নিয়ত বিদেশবাসী, দরিদ্র, বিকৃত এবং স্থূলশরীরবিশিষ্ট হয়। পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা দশমে থাকিলে ধার্ম্মিক ও দাতা হইয়া থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে শ্লীপদ ও দদ্রুরোগী এবং নিয়ত পীড়া ও ধননাশ হইয়া থাকে। শনি লগ্নে বা দশমে উপবেশন ভাবে থাকিলে সকল প্রকার দুঃখভোগী; নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে অবোধ ব্যক্তিও পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত, ধনবান্, ধার্ম্মিক ও বহুভাষী; প্রকাশন ভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, নানাগুণবিভূষিত ও ধার্ম্মিক; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে বহুপুত্রবিশিষ্ট, বিপুল ধনবান্, পণ্ডিত, দাতা এবং মানব-শ্রেষ্ঠ; গমনভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগী, দন্তাঘাতচিহ্নযুক্ত, অতিশয় ক্রোধী, কৃপণ এবং পরনিন্দুক; সভাবসতি ভাবে থাকিলে স্ত্রীপুত্রযুক্ত, ধনশালী ও নানারত্নযুক্ত; আগমনভাবে থাকিলে অতিশয় ক্রোধী ও রোগী এবং সর্পাদি দংশনে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। শনি ভোজনভাবে থাকিলে মন্দাগ্নি-বিশিষ্ট, অর্শ, শূল ও চক্ষুরোগী, নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে চিরকাল ধনবান্ ও ধার্ম্মিক, কৌতুকভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, বিপুল ধনবান্, দাতা, ভোক্তা, অতিশয়কর্ম্মকুশল, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচারী, নিদ্রাভাবে থাকিলে ধনবান্, পণ্ডিত, নেত্র ও পিত্তশূলরোগী, দ্বিভার্য্যা ও বহুসন্ততিযুক্ত হইয়া থাকে।

রাহুর ভাবফল।—রাহু শয়নভাবে থাকিলে ক্লেশ, অতিশয় দুঃখ, শ্লীপদরোগ, নিয়ত ধননাশ এবং রাজপীড়া হইয়া থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে কুষ্ঠাদিরোগে কাতর এবং রাজা বা শত্রু দ্বারা তাহার ধননাশ হয়। নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে নিশ্চয়ই চক্ষুরোগী, সর্প ও ব্যাঘ্র হইতে ভয়যুক্ত, অধার্ম্মিক, স্ত্রৈণ, কুটিল, ধৈর্য্যগুণবিশিষ্ট এবং বহুভাষী, প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান্, নিয়তধর্ম্মপরায়ণ, বিদেশবাসী, উৎসাহান্বিত, সাত্বিক এবং রাজকর্ম্মকর হইয়া থাকে। ঐ ভাবে রাহু কর্কট বা সিংহে থাকিলে শিরশ্ছেদযোগ হয়। রাহু গমনেচ্ছা-ভাবে থাকিলে বহুপুত্রবিশিষ্ট, অতিশয় ধনবান্, পণ্ডিত, গুণবান্, দাতা এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ হয়। সভাবসতিভাবে থাকিলে কৃপণ, ধনবান্, নানাসদ্গুণসম্পন্ন, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচারী; আগমন ভাবে থাকিলে সকল লোকের দুঃখদাতা এবং নানাবিধ ক্লেশযুক্ত; ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় লোভী, মন্দাগ্নিরোগযুক্ত, দুঃখিত, কৃপণ, ক্রূর এবং কলহপ্রিয়, নৃত্যলিপ্সাভাবে লগ্নে থাকিলে খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত, চক্ষুহীন এবং দুর্দ্ধর্ষ হয়, কৌতুকভাবে থাকিলে সকল গুণের আবাসস্থল, ধনবান্ এবং পিত্তশূলরোগে অভিভূত, নিদ্রাভাবে থাকিলে শোক ও দুঃখে অভিভূত, নানাস্থানবাসী, ধনহীন ও পুত্ররহিত হয়। (সঙ্কেতকৌ০)

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশভাবের ফল এইরূপে স্থির করিতে হয়। ইহা ভিন্ন ষড়্ভাব ও নবভাব আছে, তাহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্তভাবে লিখিত হইল,—

১ লজ্জিত, ২ গর্ব্বিত, ৩ ক্ষুধিত, ৪ তৃষিত, ৫ মুদিত, ৬ ও ক্ষোভিত, এই ষড়্ভাব।

যদি কোন গ্রহ লগ্ন হইতে পঞ্চমগৃহে রাহুর সহিত একত্র অবস্থিতি করে, তাহা হইলে ঐ গ্রহ অথবা যে কোন গ্রহ রবি, শনি ও মঙ্গলের সহিত একত্র থাকেন, তাহা হইলে লজ্জিত ভাব হয়। যদি কোন গ্রহ স্বীয় তুঙ্গস্থানে অথবা স্বীয় মূল ত্রিকোণে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাকে গর্ব্বিতভাব কহে। যদি কোন গ্রহ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া রিপুগৃহে অবস্থিত এবং রিপুকর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ গ্রহ, অথবা কোন গ্রহ যে কোন স্থলে শনির সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষুধিত, জলরাশিতে কোন গ্রহ থাকিয়া শত্রুকর্ত্তৃক দৃষ্ট এবং কোন শুভগ্রহ কর্ত্তৃক যদি দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে তৃষিতভাব হয়। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন নাম জলরাশি, কোনমতে কুম্ভ ও মীনও জলরাশি। যদি কোন গ্রহ মিত্র-গ্রহ কর্ত্তৃক অবলোকিত হইয়া মিত্রের সহিত মিত্রভবনে

অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ, এবং যে গ্রহ বৃহস্পতির সহিত মিলিত থাকেন, সেই গ্রহ মুদিতভাবাপন্ন। যে গ্রহ রবির সহিত এক রাশিতে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্ত্তৃক দৃষ্ট হয়, আর যদি তাহাতে নিজ শত্রুগ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে ক্ষোভিত ভাব হয়।

তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে সমস্ত গ্রহই যদি ক্ষুধিত ও ক্ষোভিত ভাবে থাকে, তাহা হইলে জাতক দুঃখের একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ হয়। যদি তন্বাদি দ্বাদশ স্থানের কোন স্থানে দুইটী অথবা তাহার অধিক গ্রহ থাকে, এবং তন্মধ্যে পরস্পর বিভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা একগ্রহ লজ্জিত ও গর্ব্বিত ইত্যাদি ভাবদ্বয়, কিংবা ভাবত্রয় যুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবের গ্রহদত্ত ফল মিশ্র হইবে। গ্রহ সকল যদি দুর্ব্বল হয়, তাহা হইলে ফলের হানি ও সবল হইলে সম্পূর্ণ ফল হয়। কর্ম্মস্থানে লজ্জিত, তৃষিত, ক্ষুধিত ও ক্ষোভিত গ্রহ থাকলে, দুঃখ ভাগী হয়। ষড়্‌ভাবের মধ্যে মুদিত ও গর্ব্বিত ভাবই প্রশস্ত।

দীপ্তাদি দশভাব,—১ দীপ্ত, ২ দীন, ৩ সুস্থ, ৪ মুদিত, ৫ সুপ্ত, ৬ প্রপীড়িত, ৭ মুষিত, ৮ পরিহীয়মানবীর্য্য, ৯ প্রবৃদ্ধবীর্য্য ও ১০ অধিকবীর্য্য, এই দশভাব। স্বীয় উচ্চস্থ গ্রহ দীপ্ত, নীচস্থ গ্রহ দীন, স্বগৃহস্থিত গ্রহ সুস্থ, মিত্রগৃহস্থিত মুদিত, শত্রুগৃহস্থিত সুপ্ত, গ্রহ-যুদ্ধে পরাজিতগ্রহ প্রপীড়িত, অস্তগতগ্রহ মুষিত, যে গ্রহ স্বীয় নীচাভিমুখে গমন করে, তাহা পরিহীয়মানবীর্য্য, স্বীয় উচ্চ গৃহাভিমুখে গতিবিশিষ্ট গ্রহ প্রবৃদ্ধবীর্য্য, শুভগ্রহের ক্ষেত্রাদি ষড়্‌বর্গস্থিত গ্রহ অধিকবীর্য্যভাবযুক্ত। গ্রহগণ দীপ্তভাবে থাকিলে উত্তমরূপে কার্য্যসিদ্ধি, দীনভাবে থাকিলে নরপতিও দীনতাপ্রাপ্ত, সুস্থভাবে ধন, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও সুখ, মুদিতভাবে আমোদ এবং বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তি, সুপ্তভাবে সর্ব্বদা বিপদ্, প্রপীড়িতভাবে শত্রুকর্ত্তৃক পীড়া মুষিতভাবে, অর্থ ক্ষতি, প্রবৃদ্ধবীর্য্যে হস্তী ও ঘোটক প্রভৃতি লাভ, এবং অধিক বীর্য্যভাবে রাজসদৃশ ও বিপুল সম্পদ্ লাভ হয়।

দীপ্তাদি নবভাব,—১ দীপ্ত, ২ সুস্থ, ৩ মুদিত, ৪ শান্ত, ৫ শক্ত, ৬ প্রপীড়িত, ৭ দীন, ৮ বিকল ও ৯ খল। গ্রহগণ অবস্থানভেদে নয় প্রকার ভাব ধারণ করিয়া স্ব স্ব দশা কালে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে।

স্বীয় উচ্চ রাশিগত গ্রহকে দীপ্ত, স্বক্ষেত্রগত গ্রহকে সুস্থ, মিত্ররাশিগত গ্রহকে মুদিত, শুভক্ষেত্রগত গ্রহকে শান্ত, এবং এই সকল রাশি ভিন্ন অন্য রাশিতে অর্থাৎ নীচ বা পাপগৃহগত গ্রহকে হীন, শত্রুরাশিগত গ্রহকে দুঃখিত, পাপগ্রহ সংযুক্ত গ্রহকে বিকল, পরাজিত গ্রহকে খল, সূর্য্যকিরণদগ্ধ গ্রহকে কুপিত গ্রহ বলা যায়।

দীপ্তগ্রহের দশাকালে মানবের রাজ্য, উৎসাহ, শৌর্য্য, ধন, বাহন, স্ত্রী, পুত্র, সুহৃদ্, সম্মান ও রাজসম্মান লাভ হইয়া থাকে। সুস্থগ্রহের দশাকালে সুস্থদেহ, রাজা হইতে ধন, সুখ, বিদ্যা, যশ, আনন্দ, মহত্ত্ব, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, অর্থ এবং ধর্ম্মলাভ হইয়া থাকে। মুদিত গ্রহের দশাকালে মানব বস্ত্রাদি, ভূমি, গন্ধদ্রব্য, পুত্র, অর্থ এবং ধৈর্য্য লাভ করে, পুরাণাদি ধর্ম্ম ও গীতশ্রবণ, দান, পেয় এবং অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হয়। শান্তগ্রহের দশাকালে সুখ, ধৈর্য্য, ভূমি, পুত্র, কলত্র, যানাদি, বিদ্যা, আনন্দ, বহু অর্থ ও রাজসম্মান লাভ হয়। হীনগ্রহের দশা কালে মানবের বন্ধুবিয়োগ, স্থাননাশ ও কুৎসিত বৃত্তি দ্বারা জীবনাতিপাত, জনগণদ্বারা পরিত্যক্ত এবং রোগনিপীড়িত হয়। দুঃখিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্য অপবাদগ্রস্ত হইয়া সর্ব্বদা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে, বিদেশগমন, বন্ধু-বিয়োগ এবং চৌর, দস্যু ও রাজা হইতে ভীত হইয়া থাকে। বিকল গ্রহের দশাকালে মানবের বিকলতা ও মনোবিকার এবং পিত্রাদির মৃত্যু, বাহন ও বস্ত্রাভাব, স্ত্রী, পুত্র ও চোরকর্ত্তৃক পীড়িত হয়। খলগ্রহের দশাকালে মানবের কলহ, বিচ্ছেদ ও পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ, শত্রুবৃদ্ধি, ধন ও ভূমিনাশ এবং আত্মীয়জন হইতে নিন্দা, কুপিতগ্রহের দশা কালে নানাপ্রকারে পাপসঞ্চয় এবং বিদ্যা, যশ, স্ত্রী, ধন, ভূমিনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়।

এই প্রকারে ভাবফল এবং গ্রহদিগের বলাবল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্দ্দেশ করা অবশ্য বিধেয়। (সারাবলী)

ইহা ভিন্ন তনু প্রভৃতি দ্বাদশ স্থানে কোন্ কোন্ গ্রহ থাকিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা এই স্থলে বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। এই দ্বাদশ স্থলকে তন্বাদি দ্বাদশ ভাব কহে। [দ্বাদশ ভাব দেখ।]

২৭ স্ত্রীদিগের যৌবনকালে স্বভাবজ অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের অন্তর্গত অঙ্গজ প্রথমালঙ্কার। স্ত্রীদিগের ভাব, হাব ও হেলা এই তিন প্রকার অঙ্গজ অলঙ্কার। ইহা সত্ত্বজ।

"যৌবনে সত্ত্বজাস্তাসামষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ।
অলঙ্কারাস্তত্র ভাবহাবহেলাস্ত্রয়োঽঙ্গজাঃ॥"

(সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

নির্ব্বিকারাত্মকচিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব, জন্ম হইতে কখন যাহার চিত্তে কোনরূপ বিকার হয় নাই, পরে প্রথম যে বিকার, তাহাকে ভাব কহে।

"নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।"

জন্মতঃ প্রভৃতি নির্ব্বিকারে মনসি উদ্‌বুদ্ধমাত্রো বিকারো ভাবঃ।' (সাহিত্যদ° ৩ পরি°)

নায়ক ও নায়িকার প্রথম দর্শনে চিত্তের যে প্রথম বিকার, তাহাও ভাবপদবাচ্য। উদাহরণ—

"স এব সুরভিঃ কালঃ স এব মলয়ানিলঃ।
সৈবেয়মবলা কিন্তু মনোঽন্যদিব দৃশ্যতে॥"(সাহিত্যদ° ৩প°)

সেই সুরভিকাল, সেই মলয়ানিল ও সেই স্ত্রী, কিন্তু কেবল মনই অন্য প্রকারের ন্যায় দেখা যাইতেছে। এইস্থলে যে মানস বিকার, তাহাই ভাব। ইহাকে প্রণয় বলা যাইতে পারে। সকলই ঠিক আছে, কিন্তু মন বিকৃত হইয়াছে, ঐ মনের বিকৃতিই ভাব।

ভাবের অন্য লক্ষণ—শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিকারজনক বিভাবজনিত যে চিত্তবৃত্তি তাহাকে ভাব কহে। পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাব দুইই এক।

"শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্য বিকারাণাং বিধায়কাঃ।
ভাবা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তয় ঈরিতাঃ॥
পুরাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বয়োস্তু রতিভাবয়োঃ।
সমানার্থতয়া চাত্র দ্বয়মৈক্যেন লভ্যতে॥"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় চিত্তবিকারের নাম ভাব। ভরত ভাব শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—'ভাবয়তি জনয়তি রসান্ ভাবঃ।' নানাবিধ অভিনয় সম্বন্ধে রস জন্মায় এইজন্য নাটকোক্তিতে উহাকে ভাব কহে। এই ভাব ত্রিবিধ—স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক।

"নানাভিনয়সম্বন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসানিমান্।
যস্মাত্তস্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাটকোক্তিষু॥"(অমরটীকা ভরত)

স্থায়িভাব।—রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, জুগুপ্সা ও বিস্ময়, এই সকল স্থায়িভাব।

ব্যভিচারি ভাব।—নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, মদ, শ্রম, আলস্য, দৈন্য, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্ব্ব, বিষাদ, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, অপস্মার, স্বপ্ন, বিবোধ, অমর্ষ, উগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক এই সকল ব্যভিচারিভাব

সাত্ত্বিকভাব—স্বেদ, স্তম্ভ, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রু ও প্রলয় এই আটটী সাত্ত্বিক ভাব। *(অমরটীকা ভরত)

ভগবদ্বিষয়ক চিত্তানুরক্তিকেও ভাব কহে।

"শুদ্ধসত্ত্ববিশেষাত্মা প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্।
রুচিভিশ্চিত্তমাসৃণ্যকৃদসৌ ভাব উচ্যতে॥" (ভক্তিরসামৃতসি°)

২৮ তন্ত্রোক্ত পশ্বাচারাদিত্রয়। দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব।

"ভাবস্তু ত্রিবিধো দেবি! দিব্যবীরপশুক্রমাৎ।
দিব্যবীরৌ মহাভাবৌ অধমঃ পশুভাবকঃ॥" (তন্ত্রসার)

এই তিন প্রকার ভাবের মধ্যে দিব্য ও বীর এই দুইটী ভাব উত্তম, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পরমেশ্বরকে পূজা করে, কিন্তু দিব্য ও বীরভাবেই সত্বর উত্তমা সিদ্ধি লাভ হয়। [এই সকল ভাবের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য]

২৯ সঙ্গীতসঙ্গত পদার্থদ্যোতক হস্তাদি চেষ্টাভেদ। ৩০ 'যস্য চ ক্রিয়য়া ক্রিয়ান্তরং লক্ষ্যতে স ভাবঃ' ইতি ব্যাকরণপরিভাষিত পদার্থ। যাহার ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, তাহাকে ভাব কহে, এইভাবে সপ্তমী বিভক্তি হয়, এইজন্য ইহাকে ভাবে সপ্তমী কহে। ৩১ উৎপত্তিযুক্ত পদার্থ, ষড়্ভাব বিকারযুক্ত পদার্থ, জীব মাত্রই ষড়্ভাব বিকারযুক্ত। জন্মবিশিষ্ট, অস্তিত্বযুক্ত, বর্দ্ধনশীল, ক্ষয়শীল, পরিণামশীল ও বিনাশযুক্ত এই ষড়্ভাব বিকার প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। 'জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্যতি' এই ৬টাই ষড়্ভাব বিকার। জীব জন্ম গ্রহণ করে, অস্তিত্বযুক্ত হয়, ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্বদাই পরিণত হয়, ক্ষণকালও অপরিণত অবস্থায় থাকে না, ক্রমে ক্ষীণ হয়, পরে নষ্ট হইয়া থাকে, জীবের যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন জীব এই ষড়্ভাব বিকারযুক্ত থাকিবে। মুক্তির পর এই ভাববিকার থাকিবে না। [সাংখ্যদর্শন ও পুরুষ দেখ।]

৩২ সাংখ্যমতসিদ্ধ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি বুদ্ধিধর্ম্ম।

"সংসরতি নিরুপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্।"

"ভাবৈরধিবাসিতং ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানাজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরাগ্যেশ্চ যাবৈশ্বর্য্যাণি ভাবাস্তদন্বিতা বুদ্ধিঃ তদন্বিতঞ্চ সূক্ষ্মশরীরমিতি

---

* "স্থায়িনো ভাবাঃ—
রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়স্তথা।
জুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
ব্যভিচারিণো যথা—
নির্বেদগ্লানিশঙ্কাখ্যাস্তথাসূয়ামদশ্রমাঃ।
আলস্যঞ্চৈব দৈন্যঞ্চ চিন্তা মোহো ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥
ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।
গর্ব্বো বিষাদ ঔৎসুক্যং নিদ্রাপস্মার এব চ॥
স্বপ্নো বিবোধোঽমর্ষশ্চাপ্যবহিত্থমথোগ্রতা॥
মতির্ব্যাধি স্তথোন্মাদ স্তথামরণমেব চ॥
ত্রাসশ্চৈব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
ত্রয়স্ত্রিংশদমী ভাবাঃ প্রযান্তি রসসংস্থিতিম্॥
সাত্ত্বিকা যথা—
স্বেদঃ স্তম্ভোঽথ রোমাঞ্চঃ স্বরভঙ্গোঽথ বেপথুঃ
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়ঃ ইত্যষ্টৌ সাত্ত্বিকা মতাঃ॥
রত্যাদয়ঃ স্থায়িনোঽষ্টৌ নির্ব্বেদাদ্যা ব্যভিচারিণস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ স্বেদাদয়ঃ সাত্ত্বিকা অষ্টৌ চেতি উনপঞ্চাশদ্ভাবাঃ, পঞ্চাশদ্ভাবা ইত্যন্যে' (অমরটীকা ভরত)

তদপি ভাবৈরধিবাসিতং যথা সুরভিচম্পকসম্পর্কাদ্বস্ত্রং তদামোদবাসিতং ভবতি তস্মাৎ ভাবৈরধিবাসিতত্বাৎ সংসরতি"
(তত্ত্বকৌমুদী)

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য, ইহারা ভাব, বুদ্ধি এবং সূক্ষ্মশরীর ভাবযুক্ত, এই সকল ভাব দ্বারা অধিবাসিত হইয়া জন্ম, জরা ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিসূক্ষ্মপর্য্যন্তম্।
সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং লিঙ্গম্॥"
(সাংখ্যকারিকা ৪০)

সৃষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার জন্য এক এক সূক্ষ্ম শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত, অর্থাৎ কোথায়ও তাহার প্রতিরোধ হয় না। এমন কি, তাহা শিলা মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে। ইহা আদি সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হইয়া মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় না। এই শরীরই সংসরণ করে, অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্য স্থূল শরীর গ্রহণ করে। সূক্ষ্ম শরীর নিরূপভোগ। স্থূল শরীর ব্যতীত সে শরীরে স্বতন্ত্ররূপে সুখ দুঃখাদি ভোগ জন্মায় না। ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য ও অনৈশ্বর্য্য ভাবপদবাচ্য। এই ভাব সকলের সংস্কার এই স্থূল শরীরের বিদ্যমানতায় সূক্ষ্মশরীরে সংলগ্ন হয়, চিত্র যেরূপ আশ্রয় ব্যতীত ও ছায়া যেরূপ বৃক্ষাদি ব্যতীত অবস্থান করে না, তেমনি বুদ্ধ্যাদিও সূক্ষ্ম শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে থাকে না। এই লিঙ্গশরীর পুরুষের ভোগাপবর্গের উদ্দেশে প্রকৃতি কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃতির বিভুত্বে প্রকৃতির আশ্রিত, এবং অন্তর্বাহ্যভেদে দ্বিবিধ। নটী যেরূপ নানা সাজে সাজে, সূক্ষ্মশরীরও তেমনি ভাবপ্রেরণায় দেবমনুষ্যাদি শরীর ধারণ করে।

"সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্ম্মাদ্যাঃ।
দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কললাদ্যাঃ॥
(সাংখ্যকা° ৪৩)

ধর্ম্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভাবপদবাচ্য। এই ভাব তিন প্রকার—সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। স্বতঃসিদ্ধকে সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিককে প্রাকৃতিক এবং উপায়ানুষ্ঠানপ্রভবকে বৈকৃতিক কহে। গর্ভে শুক্রশোণিতের সংযোগ, প্রথমতঃ কলল, তৎপরে বুদ্‌বুদ, ক্রমে মাংস, পেশী, করণ্ড, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, তৎপরে বাল্যাদি অবস্থা, এই সকল বৈকৃতিক ভাব। ভাব ব্যতীত লিঙ্গের এবং লিঙ্গ ব্যতীত ভাবের স্বরূপ থাকে না। এইজন্য ভাব ও লিঙ্গ নামে দ্বিবিধ সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত হয়। লিঙ্গ—তন্মাত্র বা সূক্ষ্মসৃষ্টি, ভাব—প্রত্যয়সৃষ্টি। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—পুরুষার্থ শব্দাদিভোগ্য পদার্থ ও ভোগায়তন দ্বিবিধ শরীর (স্থূল ও সূক্ষ্ম) ব্যতীত সম্পন্ন হয় না। ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই দুই ব্যতীত ভোগ সম্ভাবনা কি ? ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মাদি ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদি থাকিবার বা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং মোক্ষকারণ বিবেক জ্ঞানই বা কোথা হইতে হইবে। এইজন্য ভাবসৃষ্টি ও লিঙ্গসৃষ্টি উভয়েই উভয়ের কারণ।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ।
লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মাদ্দ্বিবিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥"(সাংখ্যকা° ৫২)
[বিশেষ বিবরণ সাংখ্যদর্শন দেখ]

৩৩ বৈশেষিকোক্ত ষট্‌পদার্থ, পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব, ইহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম্ম, সামান্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্‌পদার্থ ভাবপদবাচ্য।

"দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চভাবা অনেকে সমবায়িনঃ।" (ভাষাপরি° ১৪)

'তথা হি পদার্থো দ্বিবিধঃ, ভাবোঽভাবশ্চ। তত্র ভাবাঃ ষট্, সপ্তমস্ত অভাবস্বকীর্ত্তনাৎ' (সিদ্ধান্তমুক্তাবলী)

৩৪ তত্ত্ব পদার্থাসাধারণ ধর্ম্ম।

ভাব, প্রেমভক্তির উপাসক বৈষ্ণবদিগের চিত্তবিক্রিয়া-বিশেষ। ঈশ্বরার্পিতচিত্তের সম্মিলনাভাসজ্ঞাপক বিকৃত অবস্থার বাহ্যবিকাশ অথবা ইষ্ট বস্তুতে ঐকান্তিক আনুরক্তি-নিবন্ধন তন্ময়তা ও তৎপ্রেমরসাস্বাদগ্রহণে আগ্রহাতিশয়তা প্রযুক্ত মানসিক অবস্থান্তর বিঘটনরূপ চিত্তবিকার বিশেষই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের নিকট ভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে। সাধক মাত্রেরই ভাবপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা একমনে ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন, তাঁহাদের হৃদয়ে সেই চিন্তারই অনুরূপ প্রক্রিয়াসমূহ সমুপস্থিত হয়। এই ভাবান্তরের চরমাবস্থার নাম দশা-প্রাপ্তি। ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিবিহ্বলতা হেতু ভাবাবেশ ঘটে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দশাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। [দশা দেখ।]

নায়ক সম্মিলনে নায়িকার হৃদ্‌গত প্রেমের অপূর্ব্ব অভিব্যক্তি কএকটী বহিরঙ্গে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাসক্ত শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে প্রেমভাবসমুচ্চয় উদিত হইত, তাহার এক একটী অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের বিকাশনগুলি ভাবলক্ষণ। অলঙ্কার, উদ্ভাস্বর ও বাচিক ভেদে অনুভাব রস তিন প্রকার।

ভক্তির প্রাধান্যহেতু ভক্তহৃদয়ে প্রেমাবেশ হইয়া থাকে। ঈশ্বরে প্রেমাতিশয্যনিবন্ধন প্রেমিকের হৃদয়ে সময়বিশেষে ভাব-বিপর্য্যয় সমুপস্থিত হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমানুরক্তিকে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চিত্রে প্রকটিত করিয়াছেন। প্রেমিকের বাচিক

বা মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে তাহার হৃদ্গত প্রেমের আভাস পাওয়া যায়। হরিনাম-রূপ অমৃতাস্বাদনকালে হর্ষ, রোমাঞ্চ,অশ্রু, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি যে সকল বিকার লক্ষণ অনুভূত হয়, তাহাই তাঁহার ভাব বা সুখদুঃখসূচক অবস্থান্তর মাত্র।

ভক্ত অনুরাগবশতঃ যখন যে ভাবে ইষ্টবস্তু ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তখন চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে সেইরূপ ধ্যানের একটা অনুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই সাধকমাত্রেই চিত্তের বিকারহেতু যেন ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় ভাবনার অনুরূপ চিত্রই প্রকটিত করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ প্রেম-অনুধ্যায়ী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর হৃদয়ে সদাই সেইরূপ নায়িকাপ্রেমভাব জাগরিত হইত। কখন কখন তিনি বিরহবিধুরা শ্রীরাধার ন্যায় "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া রোদন করিতেন। আবার কখন তিনি রাধিকার ভাবনায় উন্মত্ত হইয়া 'কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার' শব্দে ইতস্ততঃ রোদন করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার রাধা ও কৃষ্ণভাবের পূর্ণ লক্ষণ। কৃষ্ণচিন্তায় তাঁহার মূর্চ্ছা, কম্প প্রভৃতি অপরাপর ভাবও দেখা যাইত। কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে তিনি আত্মবিহ্বল হইয়া নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্যে সাধারণ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিষয়িণী নানাকথার অবতারণা করিতেন। কখনও বা চিত্তবিকারের আতিশয্যনিবন্ধন মূর্চ্ছাভাব প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার এই কৃষ্ণপ্রেমভাবে সর্ব্বদাই রমণীশ্রেষ্ঠা রাধিকার নায়িকাভাব ও প্রেমিকার অনুবেদনাদি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত বলিয়া তদ্ধর্ম্মসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ তন্মতের পক্ষপাতী হইয়া নায়িকা-ভাবেরই লক্ষণসমূহ প্রেমধর্ম্মের পরাকাষ্ঠারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। [প্রেম ও ভক্তি দেখ]

এই হৃদ্‌বিকারজনিত অভিব্যক্তি ভাব নামে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে অলঙ্কার ভাব সর্ব্বপ্রধান। অলঙ্কার যথা,—ভাব, হাব ও হেলা অঙ্গজ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি প্রগল্‌ভ্য, ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ধর্য্য অযত্নজ এবং লীলা, বিলাস, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, বিচ্ছিত্তি, বিব্বোক, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, ললিত ও বিকৃতি স্বভাবজ লক্ষণ *।

যেরূপ প্রক্রিয়ায় মনোবৃত্তির ক্রীড়ারসাস্বাদনবিকাশক চিহ্নসমূহ উদিত হয়, তাহাকে উদ্ভাস্বর ভাব কহে †। আলাপাদি বাচিকভাব দ্বাদশ প্রকার‡। এতদ্ভিন্ন প্রেমরতিতে

* উজ্জ্বলনীলমণির অনুভাব-বিবৃতিপ্রকরণে উহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

ভাব—প্রাদুর্ভাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাব উজ্জ্বলে।
নির্ব্বিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া॥
হাব—গ্রীবারেচকসংযুক্তো ভ্রূনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীষৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥
হেলা—হাব এব ভবেদ্ধেলাব্যক্তশৃঙ্গারসূচকঃ।
শোভা—সা শোভা রূপভোগাদ্যৈর্যৎ স্যাদঙ্গবিভূষণম্॥
কান্তি—শোভৈব কান্তিরাখ্যাতা মন্মথাপ্যায়নোজ্জ্বলা।
দীপ্তি—কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ।
উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্তিরুচ্যতে॥
মাধুর্য্য—মাধুর্য্যং নামচেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থাসু চারুতা॥
প্রাগল্‌ভ্য—নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্‌ভতা।
ঔদার্য্য—ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ॥
ধৈর্য্য—স্থিরাচিত্তোন্নতির্য্যত্তু তদ্ধৈর্য্য-মিতি কীর্ত্ত্যতে।
লীলা—প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈর্বেশক্রিয়াদিভিঃ॥
বিলাস—গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং।
তাৎকালিকন্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসপ্রিয়সঙ্গজম্।
বিচ্ছিত্তি—আকল্পকল্পনাল্পাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ॥
বিভ্রম—বল্লভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্ভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়ঃ॥
কিলকিঞ্চিত—গর্ব্বাভিলাষরুদিতস্মিতাসূয়াভয়ক্রুধাম্।
সঙ্করীকরণং হর্ষাদুচ্যতে কিলকিঞ্চিতম্॥
মোট্টায়িত—কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তদ্ভাবভাবতঃ।
প্রাকট্যমভিলাষস্য মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে॥
কুট্টমিত—স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্ভ্রমাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুধৈঃ॥ যথা—
করৌদ্ধত্যং হন্ত স্থগয় কবরী মে বিঘটতে।
দুকূলঞ্চ স্থকত্যঘহর তবাস্তাং বিহসিতম্।
কিমারব্ধং কর্ত্তুং ত্বমনবসরে নির্দ্দয় মদাৎ।
পতাম্যেষা পাদে বিতর শয়িতুং মে ক্ষণমপি॥
বিব্বোক—ইষ্টেঽপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ॥
ললিত—'বিন্যাসভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাসমনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তদুদাহৃতম্॥
বিকৃতি—হ্রীমানের্ষাদিভির্যত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।
ব্যজ্যতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ॥

† উদ্ভাসন্তে স্বধাম্নীতি প্রোক্তা উদ্ভাস্বরা বুধৈঃ।
নীব্যুত্তরীয়ধম্মিল্লস্রংসনং গাত্রমোটনম্॥
জৃম্ভা ঘ্রাণস্য ফুল্লত্বং নিশ্বাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ॥

‡ আলাপশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ।
অনুলাপোঽপলাপশ্চ সন্দেশশ্চেতি দেশকঃ॥
অপদেশোপদেশৌ চ নির্দ্দেশো ব্যপদেশকঃ।
কীর্ত্তিতা বচনারম্ভা দ্বাদশামী মনীষিভিঃ॥
চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপো বিলাপো দুঃখজং বচঃ।
উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্‌বাক্য-সংলাপ ইতি কীর্ত্ত্যতে॥
ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ স্যাৎ অনুলাপো মুহুর্বচঃ।
অপলাপস্তু পূর্ব্বোক্তস্যান্যথা যোজনং ভবেৎ॥
সন্দেশস্তু প্রোষিতস্য স্ববার্ত্তাপ্রেষণং ভবেৎ।

আরও অনেক প্রকার ভাব সমুপস্থিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে সাত্ত্বিকভাব১, মহাভাব২, সঞ্চারিভাব৩, ব্যভিচারভাব৪, পরস্পর-বশীভাব৫, স্থায়িভাব৬, প্রেমবৈচিত্ত্য৭, বিপ্রলম্ভ৮, দিব্যোন্মাদাদি৯, উল্লেখযোগ্য। এই ভাবাবেশে অনেক সময় ভক্তের দশাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। উহা সাধারণতঃ দশবিধ১ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভাবউপনিষদ্, উপনিষদ্ভেদ।

ভাবক (পুং) ভাব এব স্বার্থে কন্। ১ ভাব। ২ মানস-বিকার। (হলায়ুধ) ভবতীতি ভূ কর্ত্তরি ণ্বুল্। (ত্রি) ৩ সত্তা-শ্রয়। ৪ উৎপাদক।

ভাবগম্ভীর (ত্রি) ভাবেন গম্ভীরঃ। ভাব দ্বারা গম্ভীর, যাহার তাৎপর্য্য দুরূহ।

ভাবগ্রাহিন্ (ত্রি) ভাব-গ্রহ-ণিনি। ভাবগ্রহণ করিতে সমর্থ, ভাবক।

ভাবচন্দ্র সূরি, শান্তিনাথচরিত্র রচয়িতা জনৈক জৈনসূরি।

ভাবত (ত্রি) ভবত অয়মিতি ভবৎ-অণ্। ভবদীয়।

ভাবৎক (ত্রি) ভবতামযমিতি ভবৎ (ভবতষ্ঠক্ছসৌ। পা ৪।২।১১৫) ঠক্। ভবদীয়।

"ভাবৎকং দৃষ্টবৎস্বেতদস্মাস্বধিসুজীবিতম্।" (ভট্টি• ৫।৬৯)

ভাবত্ব (ক্লী) ভাবসম্বন্ধীয়।

ভাবদেবসূরি, কালিকাচার্য্যকথানকপ্রণেতা।

ভাবদেবী, জনৈক প্রাচীন স্ত্রী কবি।

ভাবন (ক্লী) ভূ-ণিচ্ ল্যুট্। ১ ভব্য, চলিত চাল্‌তা। ২ ভাবনা।

"সুখদুঃখাদিভির্ভাবৈর্ভাবস্তদ্ভাবভাবনম্।" (সাহিত্যদ• ৩ প•)

ভাবয়তীতি ভূ-ণিচ্-ল্যু। (ত্রি) ৩ উৎপাদক।

"দৃষ্টৈব চ স রাজানং শঙ্করো লোকভাবনঃ।
উবাচ পরমপ্রীতঃ শ্বেতকিং নৃপসত্তমম্॥" (ভারত ১।২২৪।৪৫)

(পুং) ৪ বিষ্ণু। ৫ অধিবাসন। ৬ ধ্যান।

ভাবন (দেশজ) বেশবিন্যাস-তৎপরতা। যে সকল স্ত্রী-লোক গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বদাই কেশ ও বেশ পারিপাট্য এবং অঙ্গরাগ-ধারণে যত্ন লইয়া থাকে, তাহাদের সেই কার্য্যকে ভাবন করা বলে।

ভাবন, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা• ২৬°২৬´ উঃ এবং দ্রাঘি• ৮১°১৮´ পূঃ। ভাবন নামা জনৈক ভর-সর্দ্দার স্বনামে এই নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। মুসলমান আধিপত্যে ভর জাতির অধঃপতন ঘটিলে এই নগর মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধীন হয়। এখানে একটী ভগ্ন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

সোঽতিদেশস্তদুক্তানি মদুক্তানীতি যদ্বচঃ॥
অন্যার্থকথনং যত্ত্ সোঽপদেশ ইতীরিতঃ।
যত্ত্ শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে॥
নির্দ্দেশস্তু ভবেৎ সোঽয়মহমিত্যাদি ভাষণম্।
ব্যাজেনাত্মাভিলাষোক্তির্ব্যপদেশ ইতীর্য্যতে॥

(১) কৃষ্ণসম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্চিদ্বা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সত্ত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥
সত্ত্বাদস্মাৎ সমুৎপন্না যে ভাবাস্তে তু সাত্ত্বিকাঃ॥

(২) মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যসাবতিদুর্ল্লভঃ।
ব্রজদেব্যেকসংবেদ্যো মহাভাবাখ্যয়োচ্যতে॥
বরামৃতস্বরূপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ।
স রূঢ়শ্চাধিরূঢ়শ্চেত্যুচ্যতে দ্বিবিধো বুধৈঃ॥

(৩।৪) অথোচ্যন্তে ত্রয়স্ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।
সঞ্চারয়ন্তি ভাবস্য গতিং সঞ্চারিণোঽপি তে॥
নির্ব্বেদোঽথ বিষাদো দৈন্যং গ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বৌ।
শঙ্কাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ।
মোহো মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াবহিত্থা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো হর্ষ ঔৎসুক্যঞ্চ॥
ঔগ্র্যামর্ষাসূয়াশ্চাপল্যঞ্চৈব নিদ্রা চ।
সুপ্তির্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণো সমাখ্যাতাঃ॥

(৫) পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমবৈচিত্ত্যকং তথা।
অপ্রাণিন্যপি জন্মাপ্ত্যৈ লালসাভর উন্নত.॥
বিপ্রলম্ভেঽস্য বিস্ফূর্ত্তিরিত্যাদ্যাঃ স্যুরিহক্রিয়াঃ॥

(৬) স্থায়িভাবোঽত্র শৃঙ্গারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ।
সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ॥
কুব্জাদিষু মহিষীষু চ গোকুলদেবীষু চ ক্রমশঃ॥

(৭) প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

(৮) যূনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তৌ প্রকৃষ্যতে।
স বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ॥

(৯) অত্রানুভাবা গোবিন্দে কান্তাশ্লিষ্টেঽপি মূর্চ্ছনা।
অসহ্যদুঃখস্বীকারাদপি তৎসুখকামতা।
ব্রহ্মাণ্ডক্ষোভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনম্।
স্বভূতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্ণামৃত্যুপ্রতিশ্রয়াৎ।
দিব্যোন্মাদাদয়োঽপ্যন্যে বিদ্বদ্ভিরনুকীর্ত্তিতাঃ॥
প্রায়ো বৃন্দাবনেশ্বর্য্যাং মোহনোঽয়মুদঞ্চতি।
সমাগ বিলক্ষণং যস্য কার্য্যং সঞ্চারি মোহতঃ।
এতস্য মোহনাখ্যস্য গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ।
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীর্য্যতে॥
উদ্ঘূর্ণা চিত্রজল্পাদ্যাস্তদ্ভেদাবহুধামতাঃ॥"

(১) "চিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা।
প্রলাপো ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুদশা দশ॥" (উজ্জ্বলনীলমণি)

ভাবনগর, গুজরাতের একটী করদ মিত্ররাজ্য। এই রাজ্য কাঠিয়াবাড় এজেন্সির অন্তর্গত। অক্ষা° ২০° ৫৬´ ৩০´´ হইতে ২২° ১৮´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ১৮´ হইতে ৭২° ২০´ ৪৫´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ২৮৬০ বর্গ মাইল। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও লবণ উৎপন্ন হয়। এখানে তাম্র ও পিত্তলের বাসন এবং তৈলের বাণিজ্য চলে। এখানকার রাজা গুহিলবংশীয় রাজপুত এবং ঠাকুর উপাধিধারী।

১২৬০ খৃঃ অব্দে সেজাক নামক সর্দ্দারের নেতৃত্বাধীনে গুহিল রাজপুতগণ এইস্থানে অবস্থিতি করেন। তৎপুত্র রণজী ভাবনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২৩ ভাবসিংহ ভাবনগর নির্ম্মাণ করেন। স্বয়ং ভাবসিংহ ও তৎপুত্র রাবল আখেড়জী এবং তদীয় পৌত্র ভক্তসিংহ জলদস্যুদিগকে শাসন করিয়া স্বদেশের বাণিজ্যোন্নতিমানসে বোম্বাই গবর্মেণ্টের সহিত ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সদ্ভাব সংস্থাপন করেন।

ভাবনা (স্ত্রী) ভূ-ণিচ্, যুচ্-টাপ্। ১ ধ্যান।

"নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্॥" (গীতা ২।৬৬)

২ পর্য্যালোচন। ৩ অধিবাসন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—ভাবনা তিন প্রকার। প্রথম ব্রহ্মভাবনা, দ্বিতীয় কর্ম্মভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্মকর্ম্ম উভয় ভাবনা। সনন্দন প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্ম ভাবনাযুক্ত থাকেন এবং দেবতা হইতে স্থাবর ও চর সকলেই কর্ম্মভাবনা করিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিষয়ই ভাবনা আছে। যাহার যেরূপ বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরূপ ভাবনা থাকে।*

চিত্ত যেরূপ হয়, ভাবনাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। সমল চিত্তে বিষয়ভাবনাই হইয়া থাকে। চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্মবিষয়ক ভাবনা হয়। এইজন্য যাহাতে চিত্ত নির্ম্মল হয়, শাস্ত্রসমূহে তাহারই বিধিব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪ অনুভব ও স্মৃতি জন্য সংস্কারভেদ। এই সংস্কার স্মরণ ও প্রত্যভিজ্ঞার জনক।

"অতীন্দ্রিয়েষু বিজ্ঞেয়ঃ ক্বচিৎ স্পন্দেঽপি কারণম্।
ভাবনাখ্যস্তু সংস্কারো জীববৃত্তিরতীন্দ্রিয়ঃ॥
স্মরণে প্রত্যভিজ্ঞায়ামপ্যসৌ হেতুরুচ্যতে॥" (ভাষাপরি)

৫ বৌদ্ধমত সিদ্ধ ভাবনাচতুষ্টয়। ৬ নির্য্যাসাদি দ্বারা চূর্ণ দ্রব্যের মিশ্রীকরণ ঔষধের সংস্কার বিশেষ, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অমুক দ্রব্যের ভাবনা দিতে হয়।

"দ্রব্যেন যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্ব্বং প্লুতং ভবেৎ।
ভাবনায়াঃ প্রমাণন্তু চূর্ণে প্রোক্তং ভিষগ্বরৈঃ॥"
(ভাবপ্র° মধ্যখ°)

চূর্ণ বস্তুর ভাবনাবিষয়ে বৈদ্যদিগের অভিমত এইরূপ যে পর্য্যন্ত দ্রব দ্রব্য মিশ্রিত করিলে চূর্ণ ঔষধ সম্যক্ প্লাবিত হয়, সেই পরিমাণই ভাবনা দিতে হয়। দ্রব পদার্থ দ্বারা পুনঃ পুনঃ ঔষধ মারণ ও শোষণ করিতে হয়। টোডরানন্দ ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"দ্রবেণ যাবতা দ্রব্যমেকীভূয়ার্দ্রতাং ব্রজেৎ।
তাবৎ প্রমাণং নির্দ্দিষ্টং ভিষগ্ভির্ভাবনাবিধৌ॥"

চূর্ণ দ্রব্য দ্রব দ্রব্য দ্বারা একত্র হইয়া আর্দ্র হইলে ভাবনা হইয়াছে জানিতে হইবে।

ভাবনারায়ণ, দাক্ষিণাত্যের পুন্নুর নগরস্থ বিষ্ণুমূর্ত্তিভেদ।

ভাবনাময়, (ত্রি) ভাবনা-ময়ট্। ভাবনাস্বরূপ, চিন্তাস্বরূপ। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্বে জীবের একটী ভাবনাময় শরীর হয়, আজীবন ধরিয়া জীব পাপ বা পুণ্য যে সকল কর্ম্ম করিয়াছে, তদনুরূপ তাহার এই ভাবনাময় শরীর হয়, জীবাত্মা সেই ভাবনাময় শরীর আশ্রয় করিলে তখন মৃত্যু হয়। জলৌকা যেরূপ একটী তৃণ আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত তৃণ ত্যাগ করে না, জীবও তদ্রূপ কর্ম্মানুরূপ ভাবনাময় শরীর আশ্রয় না করিয়া পূর্ব্বাশ্রিত দেহত্যাগ করে না।
(সাংখ্যদর্শন)

ভাবনাশ্রয় (ত্রি) শিবের নামান্তর।

ভাবনি, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য° ৩৬।১০)

ভাবনিকা (স্ত্রী) রাজকন্যাভেদ। (কথাসরিৎসা ১০।১০২)

ভাবনীয় (ত্রি) চিন্তা বা বিচারযোগ্য। 'নরস্ত বিরোধেহত্র ভাবনীয়ঃ' (মনু টীকা কল্লূক ২।২৩১)

ভাবপাদ (পুং) সারস্বতাভিধান নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভাবপ্রকাশ, বৈদ্যক গ্রন্থ বিশেষ। এই গ্রন্থ শ্রীমন্ ভাব মিশ্র বিরচিত। ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহা পূর্ব্ব, মধ্য ও উত্তর খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ধন্বন্তরি, আত্রেয় ও চরকাদির প্রাদুর্ভাব, সৃষ্টিপ্রকরণ, শারীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবৃত্তি, পরিভাষা, দ্রব্যগুণ, ধাত্বাদির শোধন ও মারণবিধি, পঞ্চকর্ম্ম, পঞ্চনিদান,

* "ত্রিবিধা ভাবনা বিপ্র বিশ্বমেতন্নিবোধ মে।
ব্রহ্মাখ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা॥
ব্রহ্মভাবাত্মিকা হ্যেকা কর্ম্মভাবাত্মিকা পরা।
উভয়াত্মিকা তথৈবান্যা ত্রিবিধা ভাবভাবনা॥
সনন্দনাদয়ো ব্রহ্মভাবভাবনয়া যুতাঃ।
কর্ম্মভাবনয়া চান্যে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ॥
হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্রহ্মকর্ম্মাত্মিকা দ্বিধা।
বোধাধিকারযুক্তেষু বিদ্যতে ভাবভাবনা॥" (বিষ্ণুপু° ৬।৭ অ°)

এবং রোগসমূহের নিদান ও চিকিৎসা প্রভৃতি আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এমন কি এই একখানি গ্রন্থ পাঠ করিলে আয়ুর্ব্বেদীয় সমস্ত বিষয়ই অবগত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারা যায়। চরক, সুশ্রুত, বাগ্‌ভট প্রভৃতি যে কোন পুস্তকই পাঠ কর, তাহাতে পুস্তকান্তরের আবশ্যকতা হইবে। ভাবপ্রকাশ ঐ সকল গ্রন্থেরই সারসংগ্রহ বলিয়া এই ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলেই সকল গ্রন্থপাঠের ফল হইয়া থাকে। গ্রন্থকার পুস্তকসমাপ্তিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"যাবদ্ব্যোমনি বিম্বমম্বরমণেরিন্দোশ্চ বিদ্যোততে।
যাবৎ সপ্ত পয়োধরাঃ নগিরয়স্তিষ্ঠন্তি পৃষ্ঠে ভুবঃ॥
যাবচ্চাবনিমণ্ডলং ফণিপতেরাস্তে ফণামণ্ডলে।
তাবৎ সদ্ভিষজঃ পঠন্তু পরিতো ভাবপ্রকাশং শুভম্॥"

যে পর্য্যন্ত অম্বরপথে সূর্য্যমণ্ডল ও চন্দ্রমণ্ডল অবস্থান করিবে, এবং যতদিন সপ্তসমুদ্র ও পর্ব্বতসমূহ ভূপৃষ্ঠে অবস্থান করিবে, ও নাগরাজের ফণামণ্ডলে যতকাল পৃথিবী অবস্থান করিবে, ততদিন সদ্‌বৈদ্যগণ এই মঙ্গলময় ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন। এই গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভাববন্ধন (ত্রি) প্রেমরজ্জু দ্বারা গ্রন্থন। (রঘু ৩।২৪)

ভাববোধক (পুং) ভাবস্য রত্যাদের্বোধকঃ অনুভাবকঃ। রত্যাগ্যনুমাপক ভ্রূভঙ্গ্যাদি দেহচেষ্টাবিশেষ। ১ মুখরাগাদি। যাহা দ্বারা ভাববোধ হয়। ২ মনোভাবজ্ঞাপক।

ভাবভট্টসঙ্গীতরায়, জনার্দ্দন ভট্টের পুত্র। ইনি অনুপ-সঙ্গীতবিলাস, নষ্টোদ্দিষ্টপ্রবোধক ধ্রৌবপদটীকা ও মুরলী-প্রকাশ নামে তিনখানি সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

ভাবমিশ্র, ১ ভাবপ্রকাশ ও গুণরত্নমালা নামক গ্রন্থরচয়িতা। মিশ্র লটকনের পুত্র। ২ শৃঙ্গারসরসীপ্রণেতা। ৩ নাট্যোক্তিতে প্রভুসংজ্ঞাবাচক মহাশয় ব্যক্তি।

ভাবয়িতব্য (ত্রি) ভূ-ণিচ্-তব্য। চিন্তার যোগ্য। (ঐতরেয়োপ০ ৪।৩)

ভাবয়িতৃ (ত্রি) ভূ-ণিচ্-তৃচ্। ১ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। ২ প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৩ উদ্ভাবনকর্ত্তা। "ক্রোধো হন্তা মনুষ্যাণাং ক্রোধো ভাবয়িতা পুনঃ" (ভারত ৩ প০)

ভাবয়ু (ত্রি) ভাবমিচ্ছতি ক্যচ্, উণ্, বেদে নিপাতনাৎ সাধু। ভাবেচ্ছু। (ঋক্ ১০।৮।১৫)

ভাবরত্ন, সুবোধিনী নাম্নী জ্যোতির্ব্বিদাভরণব্যাখ্যাপ্রণেতা।

ভাববিদ্যেশ্বর, শিবাদিত্যকৃত সপ্তপদার্থী গ্রন্থের টীকারচয়িতা।

ভাবল, (ভাওয়াল) ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। অক্ষা০ ২৩°৫৯´৩৫″ উ এবং দ্রাঘি০ ৯০°২৭´৫০″ পূঃ। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্ত্তী কএকখানি গ্রাম রোমান্ ক্যাথলিক মিসনারিগণের সম্পত্তিভুক্ত হয়। তৎকালে এখানে প্রায় ৫ শত ঘর পর্ত্তুগীজ খৃষ্টানের বাস ছিল। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ রাজবংশীয়ের অধীনে এই স্থানের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।*

ভাবরামকৃষ্ণ (পুং) একজন প্রাচীন পণ্ডিত। বিশ্বনাথ দীক্ষিতের পিতা। ভাব ইঁহাদের বংশোপাধি। (প্রবোধচ০২খ)

ভাবরূপ (ত্রি) ১ যথার্থ, প্রকৃত। ২ যাহার অস্তিত্ব আছে।

ভাববচন (ত্রি) ব্যাকরণোক্ত ভাববিহিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ।

ভাববৎ (ত্রি) ভাব-মতুপ্ মস্য ব। ভাবযুক্ত। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।

ভাববিকার (পুং) ভাবস্য বিকারঃ ৬তৎ। যাস্কোক্ত উৎপত্তি-যুক্ত পদার্থের জন্মাদি ষড়্‌ধর্ম্ম। ভাববিকার ৬টী "ষড়্‌ভাব-বিকারা ভবন্তীতি বার্ষ্যায়ণিঃ, জায়তে অস্তি বিপরিণমতে, বর্দ্ধতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীতি" (যাস্ক) জন্ম, অস্তিত্ব, পরি-ণাম, বর্দ্ধন, ক্ষয় ও নাশ এই ৬টী ষড়্‌ভাব বিকার। জীবের যতদিন পর্য্যন্ত জ্ঞান না হয়, ততদিন এই ষড়্‌ভাব বিকারের অধীন হইতে হয়।

ভাববিবেক (পুং) জনৈক শাস্ত্রবিদ্ বৌদ্ধ পণ্ডিত। ইনি কপিল ও নাগার্জ্জুনের মতানুসারী ছিলেন। ধর্ম্মপাল বোধি-সত্ত্বের অনেক মত ইনি খণ্ডন করিয়া যান।

ভাববৃত্ত (পুং) ভাবঃ সত্তা বৃত্তঃ প্রবৃত্তোঽস্মাদিতি যদ্বা ভাবঃ সৃষ্টিঃ, তত্র বৃত্তঃ প্রবৃত্তঃ। ১ ব্রহ্মা।

"অনুষ্টুপ্ চ ভবেচ্ছন্দো ভাববৃত্তস্তু দৈবতম্।" (স্মৃতি)

(ত্রি) ২ সৃষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধীয়। (ঋক্ ১০।১২৯-১৩০)

ভাববৃহস্পতি, সোমনাথ মন্দিরের জনৈক পুরোহিত। ইনি "সোমনাথপত্তন" নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

ভাববৃত্তীয় (ত্রি) ভাববৃত্তজাত।

ভাবশবলা (স্ত্রী) মনোবৃত্তিসমূহের সমন্বয়।

ভাবশর্ম্মন্, কাতন্ত্রপরিভাষাবৃত্তিপ্রণেতা।

ভাবসাগর, জনৈক জৈনাচার্য্য। সিদ্ধান্তসাগরের ছাত্র। তিনি ১৫১০ সম্বতে জন্ম গ্রহণ করেন। কাম্বেনগরে জয়কেশরি সূরির নিকট তিনি দীক্ষিত হন। ১৫২০ সম্বতে আচার্য্যপদ প্রাপ্তি ও ১৫৮৬ সম্বতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ভাবসার, শূদ্রজাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলায় ইহাদিগের প্রধানতঃ বাস। ইহারা বলরাম, কৃষ্ণ এবং হিঙ্গলা মাতার অর্চ্চনা করিয়া থাকে। ইহারা অগ্নি

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দ্বারা মৃত ব্যক্তির সংকার করে এবং একাদশ দিবসে উহাদিগের অশৌচান্ত হইয়া থাকে। বালিকাদিগের একাদশ বর্ষ মধ্যে বিবাহ হয়। পুরুষগণ বিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকে। কন্যার পিতা স্বয়ং মনোনীত বরের পিতার নিকটগমন করিয়া বিবাহ স্থির করে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মত।

ভাবসিংহ, রাজা মানসিংহের পুত্র ও ভগবানদাসের পৌত্র। তাঁহার সভাপণ্ডিত রুদ্র তাঁহার সম্মানের জন্য ভাববিলাস প্রণয়ন করেন। ২ মেদিনীরাজের পুত্র। ইঁহার আশ্রয়ে থাকিয়া ভট্টবিনায়ক 'ভাবসিংহপ্রক্রিয়া' রচনা করিয়া যান।

ভাবসিংহদেব, বাঘেলবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি হৌত্রকল্প-ক্রমপ্রণেতা লক্ষ্মণভট্টের প্রতিপালক ছিলেন।

ভাবসেন, কাতন্ত্ররূপমালা ও কৌমারব্যাকরণপ্রণেতা।

ভাবাচার্য্য, গীতগোবিন্দটীকাপ্রণেতা।

ভাবাকূত (ক্লী) মানসিক চিন্তা বা কল্পনালহরী।

ভাবাগণেশ দীক্ষিত, তত্ত্বযাথার্থ্যদীপনপ্রণেতা, ভাববিশ্বনাথের পুত্র। ইনি বিজ্ঞানভিক্ষুর নিকট শিক্ষালাভ করেন।

ভাবাট (পুং) ভাবং ভাবেন বাটতীতি অট-অণ্। ১ ভাবক। ২ সাধু। ৩ নিবেশ। ৪ কামুক। ৫ নট। (মেদিনী) ৬ ভাবপ্রাপ্তি।

ভাবাত্মক (ত্রি) কোন বিষয়ের প্রকৃতাবস্থাসূচক।

ভাবানুগা (স্ত্রী) ভাবং মূর্ত্তপদার্থমনুগচ্ছতীতি অনু-গম-ড, টাপ্। ১ ছায়া। (রাজনি॰) (ত্রি) ২ ভক্ত্যাদি দ্বারা অনুগত। ৩ অভিপ্রায়ানুগত।

ভাবালীনা (স্ত্রী) ভাবেষু মূর্ত্তপদার্থেষু আলীনা। ছায়া।

ভাবিক (ত্রি) ভাবেন নির্বৃত্তং ঠক্। ১ ভাবসাধ্য পদার্থ। ২ অর্থালঙ্কার-ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"অদ্ভুতস্য পদার্থস্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ।
যৎ প্রত্যক্ষায়মাণত্বং তদ্ভাবিকমুদাহৃতম্॥"
(সাহিত্যদ॰ ১০।৭৫১)

ভূত ও ভবিষ্যৎ অদ্ভুত পদার্থের যে স্থলে প্রত্যক্ষায়মাণত্ব হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ন্যায় অনুভূত হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"অতীতানাগতে যত্র প্রত্যক্ষ ইব লক্ষিতে।
অত্যদ্ভুতার্থকথনাদ্ভাবিকং তদুদাহৃতম্॥" (কুবলয়ানন্দ)

যে স্থলে অতীত ও অনাগত প্রত্যক্ষের ন্যায় লক্ষিত হয়, এবং অতি অদ্ভুতার্থের কথন হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। উদাহরণ—"আসীদঞ্জনমত্রেতি পশ্যামি তব লোচনে।
ভাবিভূষণসম্ভারাং সাক্ষাৎ কুর্ব্বে তবাকৃতিম্॥"(সাহিত্যদ॰১০প॰)

ভাবিত (ত্রি) ভাব্যতে স্মেতি ভূ-ণিচ্ ক্ত। ১ বাসিত। ২ প্রাপ্ত। (মেদিনী) ৩ বিশোধিত।

"যে চৈনং প্রতিপদ্যন্তে ভক্তিযোগেন ভাবিতাঃ।
তেষামেবাত্মনাত্মানং দর্শয়ত্যেব হৃচ্ছয়ঃ॥"
(ভারত ১৩।১৬।৩৮)

৪ চিন্তিত। ৫ মিশ্রিত। ৬ সমর্পিত।

"এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥"(ভারত ১।৫।৩২)

'ভগবতি ভাবিতং সমর্পিতম্' (টীকা) ৭ সিক্ত। বৈদ্যকোক্ত ভাবনাযুক্ত দ্রব্য। (সুশ্রুত) ৮ বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত অনেকবর্গ সমীকরণ দ্বারা ব্যক্তীকরণ।

ভাবিতা (স্ত্রী) ভাবিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাবিত্ব, ভবিষ্যতের ভাব বা ধর্ম্ম।

ভাবিত্র (ক্লী) ভবতীতি ভূ-(ভুবাদিগৃভ্যো ণিত্রন্। উণ্ ৪।১৭০) ত্রৈলোক্য, স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল।

ভাবিন্ (ত্রি) ভবিষ্যতীতি ভূ (ভুবশ্চ। উণ্ ৪।৮) ইতি ইনি, স চ ণিদ্ভবতি। ভবিষ্যৎ কালাদি, বর্ত্তমানপ্রাগভাব-প্রতিযোগ্যুৎপত্তিক।

"বীরপ্রতিপদা নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

ভাবনী (স্ত্রী) ভাবঃ শৃঙ্গারচেষ্টাবিশেষো বিদ্যতেঽস্যা ইনি, ঙীপ্। স্ত্রীবিশেষ। (রাজনি॰) ২ স্কন্দ মাতৃগণের অন্যতমা। (ভারত ৯।৪৬।১১) ৩ বর্ত্তমান প্রাগভাবপ্রতিযোগিনী।

ভাবুক (ক্লী) ভবতীতি ভূ (লষপতপদস্থাভূবৃষেতি। পা ৩।২।১৫৪) ইতি উকঞ্। মঙ্গল। "শক্র! সর্ব্বত্র কুশলমস্মাকং, অপি ভাবুকং বঃ সুরাণাম্" (প্রদ্যুম্নবি॰ ১অ॰) (ত্রি) ২ মঙ্গল-যুক্ত। ৩ ভাবনাশ্রয়। ৪ রসবিশেষ, ভাবনাচতুর।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ॥"
(ভাগবত ১।১।৩)

(পুং) ৫ নাট্যোক্তিতে ভগিনীপতি। (হেম)

ভাবুক, গোকুলবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন। নিরন্তর পুত্রভাবে হরিভজনায় তাঁহার ভাবসিদ্ধি ঘটিল। তিনি পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার মনে ঐশ্বর্য্যভাব আসিয়া উদিত হওয়ায়, তিনি কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত হন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ দুঃখিতান্তঃকরণে আর্ত্তনাদ সহকারে শ্রীকৃষ্ণচরণে মনোব্যথা জানাইলেন এবং পুনরায় কৃষ্ণগত প্রাণ হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রীত হইয়া পরজন্মে তাঁহাকে দর্শন দেন। (ভক্তমাল)

ভাব্য (ক্লী) ভূ-ষ্যণ্। অবশ্য ভবিতব্য, যাহা নিশ্চয় হইবে।
"কৃতস্য করণং নাস্তি দৈবাধিষ্ঠিতকর্ম্মণঃ।
ভাবীত্যবশ্যং যদ্ভাব্যং তত্র ব্রহ্মাপ্যবাধকঃ॥"
(কালিকাপু° ৩৮ অ°)

ভাব্যতা (স্ত্রী) ভাব্যস্য ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাব্যত্ব, যাহা অবশ্য ঘটিবে, তাহার ভাব বা ধর্ম্ম।

ভাব্যরথ (পুং) জনৈক নরপতি। (বিষ্ণুপুরাণ)

ভাষ, বচন, কথন। প্রাদি আত্মনে দ্বিক° সেট্। লট্ ভাষতে। লিট্ বভাষে। লুট্ ভাষিতা। লুঙ্ অভাষিষ্ট, অভাষিষাতাং অভাষিষত। সন্ বিভাষিষতে। যঙ্ বাভাষ্যতে। যঙ্ লুক্ বাভাষ্টি। ণিচ্ ভাষয়তি। লুঙ্ অবভাষৎ, অবীভষৎ। অপ-ভাষ—নিন্দা। 'ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে' (কুমার ৫৮৩) আ+ভাষ উক্তি—আলাপ। পরি+ভাষ পরিভাষণ। প্রতি+ভাষ প্রতিবচন। সম্+ভাষ সম্ভাষণ। "তে ভ্রাম্যন্তি ফলাদ্বহির্বহিরহো দৃষ্ট্বা ন সম্ভাষসে।" (ভ্রমরাষ্টক)

ভাষ, পক্ষিজাতিবিশেষ।

ভাষক (ত্রি) বক্তা।

ভাষণ (ক্লী) ভাষ্-ভাবে ল্যুট্। কথন।
"হাস্যলোভভয়ক্রোধ-প্রত্যাখ্যানৈর্নিরন্তরম্।
আলোচ্য ভাষণেনাপি ভাষয়েৎ সুনৃতং ব্রতম্॥"
(সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে আর্হত দর্শন)

ভাষা (স্ত্রী) ভাষ্যতে শাস্ত্রব্যবহারাদিনা প্রযুজ্যতে ইতি ভাষ্ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩৩।১০২) ইতি অ প্রত্যয়ঃ। টাপ্। ১ রাগিণীবিশেষ। (হলায়ুধ) ২ বাক্য। ৩ বাগ্‌দেবতা। পর্য্যায়—ব্রাহ্মী, ভারতী, গির্, বাচ্, বাণী, সরস্বতী, ব্যাহার, উক্তি, লপিত, ভাষিত, বচন, বচস্। (অমর)

৪ শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা। যথা ১ সংস্কৃত, ২ প্রাকৃত, ৩ উদীচী, ৪ মহারাষ্ট্রী, ৫ মাগধী, ৬ মিশ্রার্দ্ধ মাগধী, ৭ শকাভীরী, ৮ শ্রাবস্তী, ৯ দ্রাবিড়, ১০ ওড্রীয়, ১১ পাশ্চাত্য, ১২ প্রাচ্য, ১৩ বাহ্লীক, ১৪ রন্তিকা, ১৫ দাক্ষিণাত্য, ১৬ পৈশাচী, ১৭ আবন্তী, ১৮ শৌরসেনী। প্রাকৃত লঙ্কেশ্বরে এই সকল ভাষার লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত আছে।

ভাষাতত্ত্ব, মানবজাতির মুখোচ্চারিত শব্দপরম্পরার সুল-লিত সমাবেশ ও মনোভাবব্যঞ্জক ব্যাকরণ-সমন্বয়-সাধ্য পদাবলীকে ভাষা কহে। ভাষা সাধারণতঃ দুই প্রকার ১ কথিত—যাহাতে ব্যাকরণসাধ্য শব্দ বা পদ পরম্পরার আবশ্যক করে না, কেবল মাত্র মুখোচ্চারিত শব্দবিন্যাস দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের আনুষঙ্গিক কার্য্যভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহাই কথিত-ভাষা (Spoken dialect) এবং যাহা ব্যাকরণসিদ্ধ পদপরম্পরা দ্বারা গ্রথিত ও মনোভাববিকাশে সমর্থ হয়, তাহাই ভাষা (Language)। কালক্রমে বর্ণমালার আবিষ্কার সহকারে সেই শব্দপরম্পরা লিপিবদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় (Written language) পরিণত হইয়াছে।

মনুষ্য সৃষ্টি হইবার পর, ভাষার সৃষ্টি হয় নাই। প্রথমে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনরূপ শব্দসংযোজনায় মানবগণ মনো-ভাব জ্ঞাপন করিত। এই বিশাল জগদ্বক্ষে বিচরণ করিয়া মানব ক্রমশই দর্শন জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। মানসিক উন্নতির বলে যতই তাহারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ততই তাহাদের দৃষ্ট্যাদি শক্তি বৃত্তির বিকাশ পাইয়া-ছিল। যখন নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর পরিবর্ত্তে কোন নৈসর্গিক ঘটনার উপর তাহাদের লক্ষ্য পড়িত, তখন তাহারা জ্ঞান ও দূরদর্শিতা বলে সেই বিষয়ের ভাবপরিজ্ঞাপক শব্দমালার আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়াছিল। বর্ত্তমান অনুসন্ধানে এত-দ্বিষয়ের প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পর্ব্বতের নিভৃত গুহামধ্যে অথবা বনান্তরালের দুর্ভেদ্য প্রান্তরমধ্যে লুক্কায়িত এবং প্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে লালিত-পালিত অসভ্য বনচারিগণ জ্ঞানের অতিরিক্ত অপর কোন বিষয়ই তাহাদের কথিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে উন্নতশীল জাতির আবিষ্কৃত কোন অভিনব বস্তু প্রদর্শন করিলে, তাহারা কখনও সেই পদার্থের বিষয় অবগত না থাকায়, তাহার প্রতিরূপ কোন অর্থবোধক শব্দই প্রয়োগ করিতে পারে না, কিন্তু ইংরাজ, জর্ম্মণ, বা অপর কোন সুসভ্য জাতিকে অন্যের আবিষ্কৃত বস্তু প্রদর্শন করিলেই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার অনুরূপ একটা শব্দ প্রয়োগের আবশ্যকতা বুঝিয়া ভাষামধ্যে একটা শব্দসংগঠন করিয়া লয়েন। এই হেতু কালক্রমে অনেক-গুলি বিভিন্ন জাতীয় শব্দ অন্যান্য অনেক ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে গঠিত (Coined) শব্দ ও অপর ভাষা হইতে গৃহীত (Naturalised) শব্দের উদ্ভব হইয়াছে।*

শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণ শব্দসাদৃশ্যের অনুসন্ধান ও আলোচনা দ্বারা দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন আর্য্যজাতির শব্দানুকরণে বর্ত্তমান সভ্য জগতের ভাষা সমুদায় সৃষ্টি হইয়াছে। সেই আর্য্যসন্তান-গণ উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিলে, তাঁহাদের আবশ্য-কীয় মন্তব্যসিদ্ধির জন্য নানাশব্দাবিষ্কারের উপায় উদ্ভাবন করেন। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদসংহিতা পাঠ করিলে ঐরূপ দুর্ব্বোধ্য আবশ্যকীয় বহুতর শব্দের প্রয়োগ

* প্রায় প্রত্যেক ভাষায়, বিজাতীয় ভাষা হইতে গঠিত বা গৃহীত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, জলতত্ত্ব, জ্যোতিস্তত্ত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা সম্যক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তত্ত-দ্বিষয়ের উপযোগিতানুসারে তদনুরূপ শব্দের উদ্ভাবনা করিয়াছেন।

আর্য্যপ্রবাহপ্রসঙ্গে আর্য্যজাতির বৈদিক ভাষা বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাই আমরা আর্য্যভাষাগত একটী শব্দের অনুরূপ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গ্রীক্, জর্ম্মণ, ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় দেখিতে পাই।

[বিস্তৃত বিবরণ শব্দতত্ত্বে দেখ।]

মনুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ সামাজিকতা, একত্র বসবাসেচ্ছা, পরস্পরের সহানুভূতি বা সাহায্য প্রভৃতি গুণ থাকায় এবং পরস্পরের আবশ্যক মত বৈষয়িক কথোপকথনাদির সুবিধার জন্য মানব বাধ্য হইয়া ভাষার উদ্ভবে মনোযোগী হইয়াছে। মানব জাতির আদিম অবস্থা কল্পনা করিলে জানা যায় যে, তজ্জন্মের প্রথম অবস্থা হইতেই মানবগণ বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে যত্নবান্ ছিলেন, অথবা তত্তাবৎ অবস্থা দ্বারা তত্তদ্বিষয়াঙ্গ-সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টিত হইতেন। মানব যতই অশিক্ষিত অবস্থায় পতিত থাকুক না কেন, তাহার তাৎকালিক অবস্থায়ও সে বাক্যপরম্পরা দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইত। তৎকালে তাহার ভাষা সুললিত ও প্রাঞ্জল না হইলেও দুর্ব্বোধ্য ও অসম্পূর্ণ ছিল।

মানবের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উহাতে দুইটী বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ১ কিশোর শিশু-স্বভাব ও ২ শিক্ষা-সম্পন্ন যুবক মূর্ত্তি। প্রকৃতির ক্রোড়শায়ী শিশুর আধারভূত শক্তি, ইচ্ছাপ্রবণতা ও ঈশ্বরদত্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুচ্চয়ের প্রণিধান করিলে অনুমান হয় যে, উহা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, অথবা তাহার হৃদয়নিহিত স্বভাবজ বৃত্তিগুলি যথানিয়মে কর্ষিত ও স্ফুরিত হইলে, কালে তাহাও পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইতে পারে। অপর শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের হৃদয়জাত জ্ঞান, সামাজিক আচার ও পাণ্ডিত্যানুশীলন অনুধাবনা করিলে বুঝা যায় যে, তাহার এই গুণপরম্পরা পূর্ব্বপুরুষের সুকৃতিবলে তাহাতে সমর্পিত হইয়াছে। স্বভাবজ গুণসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র শিক্ষার আতিশয্য হেতু উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মনুষ্য মাত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে উপ-যুক্ত শিক্ষা বিধান করিলে তাহাকে উন্নত অবস্থায় আনয়ন করা যায়। এতদ্বিষয়ে তাহার পূর্ব্ব পুরুষার্জ্জিত জ্ঞানবৃত্তির অপেক্ষা রাখে না। ফল কথা, তাহার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ স্বতই স্ফূর্ত্তি পাইয়া ভাষাজ্ঞানের উপযোগী হয়। পক্ষান্তরে একটী শিক্ষিত ব্যক্তির শিশু-সন্তানকে প্রকৃতি নির্জ্জনবক্ষে রাখিয়া দিলে, তাহার কখনও পূর্ব্বপুরুষের ন্যায় বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইবে না; এমন কি, সে শিক্ষিত সভ্যের গৃহবাসাদি-নির্ম্মাণে অথবা তাহাদের মত শিল্পবিদ্যায় পারদর্শী হইবে না। প্রকৃত পক্ষে সে ভাষাহীন মূকের ন্যায় হইয়া যায়, কিন্তু তাহার হৃদয়নিহিত সচেষ্টতা একবারে বিদূরিত হয় না। তাহার সহজাত প্রকৃতি তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রকে শিক্ষা-বীজবপনের উপযোগী করিয়া রাখে।

মনুষ্যের আদিম অশিক্ষিত অবস্থা কল্পনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা বর্ত্তমান উন্নতমানবজাতি ও বানরকুলের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন। তৎকালে তাহারা পশ্বাদির ন্যায় ভ্রমণসহিষ্ণু, কর্ম্মঠ ও পক্ষ্যাদির নীড়নির্ম্মাণ-পটুতার ন্যায় শিল্পনিপুণ ছিলেন। এ সকল সহজাত কৌশল তাহাতে বিদ্যমান থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা সেই সময়ে প্রকৃত ভাষায় বঞ্চিত ছিলেন, কিন্তু জীব জগতের অস্ফুট অব্যক্ত স্বরের ন্যায় তাহা-দেরও জিহ্বাগ্র হইতে স্বরলহরীর অভ্যুত্থান হইত। সেই বাক্যাবলী মার্জ্জিত ও সুশ্রাব্য না হইলেও মানবের মৌলিক-কথিতভাষা বলিয়া অনুমিত হয়। উহাতে ভাষাগত কোন নিয়ম সংযোজিত না থাকিলেও তাহাই তাহাদের মনোভাবজ্ঞাপক ছিল। প্রথমে তাহারা নিত্য-ব্যবহার্য্য কতকগুলি বিষয়ের ভাব-প্রকাশের জন্য কতকগুলি শব্দ উদ্ভাবন করিয়া লয়। পরে নির-ন্তর অভাব-জ্ঞাপনে পারদর্শিতাহেতু মানসিক ক্রিয়ানিচয়ের বিকাশ, জলবায়ু-প্রকৃষ্টতাহেতু দৈহিক বল ও বুদ্ধিশক্তির স্ফূর্ত্তি এবং অভিনব বস্তুসমূহে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের নূতন স্বরসংযোজনার আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে স্বভাব-জাত মনুষ্য নানাবিষয়ে শিক্ষা-প্রয়াসী হইয়া ভাষার উন্নতি-কল্পে শিক্ষিত ও উন্নত-মনুষ্যরূপে গণ্য হইতে সমর্থ হয়। তাহার এই স্বভাবসাধ্য গুণলব্ধ শিক্ষা কিছুতেই অপনোদিত হইবার নহে, বরং উন্নত শিক্ষাপ্রভাবে তাহার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হইতে পারে।

মানব-জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের পর, কতদিন পর্য্যন্ত মনুষ্য পরম্পরাশ্রুত-কথা ও বিষয়বিশেষের উপযোগী শব্দানুকরণ দ্বারা মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। সেই অবস্থা হইতে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থার অন্তর অনুধাবন করিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

প্রয়োজনীয়তানুসারে অনুকারী শব্দ লইয়া প্রথমে মানব-জাতির ব্যক্ত ভাষার সংগঠন হয়। তৎপরে পরম্পরাশ্রুতকথা ও পুনরনুকারী শব্দসমুচ্চয় ভাষার সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে। পরে ক্রমশঃ সেই পরম্পরা-শ্রুতকথাই ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

এই অনুকৃতিবাদই ভাষার উৎপত্তিমূলক বলিয়া সাধারণে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কোন পদার্থনিঃসৃত শব্দ, জন্তুর স্বতঃপ্রবৃত্ত রব অথবা ইন্দ্রিয়গোচর কোন পদার্থ-দর্শনে আমাদের মুখ হইতে আপনাপনি যে স্বর বা শব্দ উত্থিত হয়, তাহার অনুকরণেই ভাষার উৎপত্তি স্বীকার করা যায়। অনুকরণশক্তি মানবের স্বভাবসিদ্ধ, তাই আমরা বালককে বাঁশী দেখিলেই 'ভোঁপো,' কুকুর দেখিলে 'ঘেউঘেউ,' গোরুকে 'হাম্বা', পারাবতকে 'বকুম্' প্রভৃতি অনুরূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখি। মনুষ্যসৃষ্টির প্রারম্ভে সম্ভবতঃ ঐরূপ অনুস্মৃতিতে আর্য্য পূর্ব্বপুরুষগণ শব্দসৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

সুপ্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় বৈয়াকরণগণের উপদ্রব হেতু অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে, বর্ত্তমানে শব্দ ধরিয়া তাহার মূল গোত্র নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। সংস্কৃত 'নিষ্ঠীবন' শব্দে অনুকৃতি-লক্ষণ লুক্কায়িত আছে। বিশেষরূপে বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হওয়ায়, এক্ষণে তাহার সেরূপ সহজে অনুভূত হয় না। কিন্তু তাহার প্রকৃতিপ্রত্যয় নির্দ্দেশ করিলে, নিষ্ঠীবন=নি+ষ্ঠীব্+ল্যুট্ এই প্রকার পদ হইবে। এই ষ্ঠীব্ শব্দ বা ধাতু (অর্থাৎ মূল শব্দ বা root) শুদ্ধ অনুকরণাত্মক। নিষ্ঠীবন ত্যাগকালে মুখ হইতে কিংবা পতনান্তর ভূমি হইতে যে শব্দ সমুত্থিত হয়, তাহা সংস্কৃতে ষ্ঠীব্, বাঙ্গালায় ছিপ, ছেপ, পিক্ বা পিচ্ ও ইংরাজীতে স্পিট্ (Spit) প্রভৃতি শব্দে অনুকৃত হইয়াছে। চলিত বাঙ্গালা 'থুথু' শব্দ যে অনুকরণমূলক তাহা সহজে উপলব্ধি হইয়া থাকে।

নিষেধবাচক দন্ত্য 'ন' শব্দের উৎপত্তিও ঐরূপ *। পুত্র-পোষণেচ্ছু মাতা ক্রোড়স্থ শিশুকে বলপূর্ব্বক দুগ্ধ পান করাইতে উদ্যত হইলে, বালক মুখবদ্ধ করিয়া 'নি নি না নুঁ উঃ' প্রভৃতি অব্যক্ত স্বর উচ্চারণ করে। প্রথমে ন উচ্চারণ করিয়া বালক নিষেধজ্ঞাপন শিক্ষা করিয়া থাকে। বালকের শিক্ষা হইতে যুবকের অভ্যাস হয়। অসভ্য আদিম নর যাহা শিখিয়াছিল, এখন সভ্য নরের তাহাই অভ্যস্ত হইল। আদিমের অনুকরণ সভ্যের পরম্পরা-শ্রুত হইয়া দাঁড়াইল।

অপোগণ্ড শিশুর ইচ্ছাশক্তি না থাকাই সম্ভব, সুতরাং তাহার অনুকরণেচ্ছা বলবতী হইতে পারে না। তাঁহার এরূপ কার্য্য কেবল শারীরিক-অনুস্মৃতিমূলক।

বর্ত্তমান ভাষাবিদ্‌গণের মধ্যে কেহ কেহ এই অনুকরণ-বাদ হইতে ভাষার অপৌরুষেয়ত্ববাদ ও সম্মতিবাদ এবং কেহ কেহ ঐ একই কথা ঘুরাইয়া ভাষাকে স্বভাবজা ও অনুকৃতি-লক্ষণা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন।

ব্যাকরণ বিপর্য্যয়ে ভাষার যেরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দেশভেদে ও অবস্থাভেদে ভাষার সেইরূপ উচ্চারণবৈষম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। উহাই ভাষার বিবর্ত্তনবাদ। এতদ্ভিন্ন একই দেশে ক্ষিপ্রপ্রয়োগবশতঃ শব্দেরও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। তাই আমরা সপ্তসিন্ধব স্থানে হপ্তহিন্দ ও হিন্দি বা 'হিন্দব' স্থানে 'ইণ্ডিয়া' নামের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

সর্ব্বত্রই নগরের ভাষা হইতে পল্লিগ্রামের ভাষার স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। পল্লিগ্রামের ভাষা শিথিল, বিরল গ্রন্থ ও দীর্ঘাবয়ববিশিষ্ট, পক্ষান্তরে নগরের ভাষা, সাধারণতঃ দৃঢ়বদ্ধ অস্পষ্ট ও স্বল্পাবয়ববিশিষ্ট হইয়া থাকে। নগরবাসিগণ পরস্পরের জনতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততানিবন্ধন স্বল্প কথায় মনোভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপ 'করিলা আমি বা হাম' স্থলে করিলাম, কল্লাম, কর্লুম ও কর্ন্ন; মধ্যম দাদা মহাশয় স্থলে মেজদা, ঠাকুর-মাতা-ঠাকুরাণী স্থানে ঠাউমা বা ঠামা প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রথমে ধাতুকে (root) শব্দের মূল বা প্রকৃতি গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপসর্গ (prefix) ও প্রত্যয় (suffix) যোগ করিলে শব্দের লালিত্য ও অর্থ-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। আবশ্যকমত শব্দের রূপপরিবর্ত্তনের জন্য কএকটী বিভক্তি (affix) প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভাষার অঙ্গপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। তদনন্তর শব্দের শ্রুতিমধুরতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। সেই শব্দমাধুর্য্য পরিবর্দ্ধন-প্রয়াসে ভাষার লালিত্য ও পুষ্টি সাধিত হইয়াছে।

ক্রন্দনাদি অব্যক্ত স্বর ব্যতীত মানবের একটী ব্যক্তস্বর (articulate sounds) আছে, উহা দ্বারা তাহারা মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। বর্ণমালার আবিষ্কারপ্রসঙ্গে যখন সেই পরম্পরাশ্রুত স্বর-লহরী ভাষায় প্রয়োজিত হয়, তখন তাহাতে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জন বর্ণের সমাবেশ আবশ্যক হইয়া পড়ে। বর্ণমালা উদ্ভবের প্রাক্কালে ভাষা পূর্ব্বাপর শ্রুতিবিদ্যায় পরিণত ছিল। জগতের সর্ব্বপ্রাচীন উন্নত আর্য্যগণের বেদভাষা পরম্পরা-শ্রুত হইয়া আসিতেছিল। বর্ণমালার আবিষ্কার-সহকারে এক্ষণে তাহা সাধারণের পাঠ ও উপলব্ধির উপযোগী হইয়াছে। প্রথমে প্রাচীন কালের মানবগণের লিখিত ভাষা পক্ষিচিত্র বা কোণাকার লিপিতে সমাহিত হইত। এক্ষণে নানা সুসভ্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার ব্যবহার হইতেছে। [বর্ণমালা শব্দ দেখ।]

* সংস্কৃত—ন, বাঙ্গালা—না, হিন্দুস্থানীয়—নেহি, লাটিন—নি, ইংরাজী—নো প্রভৃতি।

ভাষা ও শব্দতত্ত্ববিদ্‌গণ আর্য্যজাতির শ্রুতিগীতিকে ভাষা-তত্ত্বের প্রথম আদর্শ বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহারা সেই আর্য্য-প্রোক্ত ভাষাকে সকল ভাষার জননী স্থির করিয়া এইরূপ একটী ভাষাবংশের বিস্তার কল্পনা করিয়াছেন।
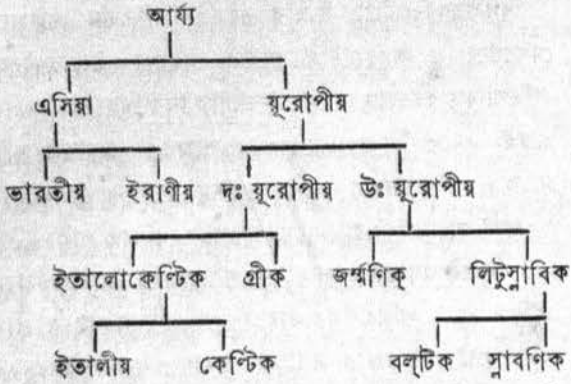
আর্য্যগণের পাশ্চাত্য উপনিবেশ অনুসরণ করিয়া য়ুরোপীয় ভাষার পৌর্ব্বাপৌর্য্যনির্ণয় করিতে হইলে, আর্য্যজাতির দূরান্তর-গমন-নিবন্ধন ভাষার পরিবর্ত্তন-তারতম্য স্বীকার করিতে হয়। এক একটী বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু আর্য্যজাতির পাশ্চাত্য-বাহিনী শাখার ভাষাবিপর্য্যয় সংঘটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান য়ুরোপীয় ও ইন্দো-জর্ম্মণ ভাষা ব্যতীত সেমিতিক শ্রেণীর হিব্রু, ফিনিকীয়, আসিরীয়, সিরীয়, আরব্য ও আবিসিনীয় প্রভৃতি ভাষা ইতিহাস ও সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। উত্তর আফ্রিকার বর্ব্বর বা লিবীয় ভাষা, মিসিরীয়, কোপ্তীয় ও ইথিও-পীয় প্রভৃতি হামিতিক শ্রেণীগত। দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া অর্থাৎ চীন, শ্যাম, ব্রহ্ম ও তিব্বত প্রভৃতি দেশীয় ভাষা এক পদারূঢ়। য়ূরাল-অল্টেক বিভাগীয় পার্ব্বত্য প্রদেশের ভাষা মঙ্গোলীয়, তাতার, তুর্ক, হুণ, শক ও তুরাণীয় প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অন্যান্য যাবতীয় স্থানে আদিম অসভ্যজাতির মধ্যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত আছে। ভারত মহাসাগরস্থ মাদাগাস্কর হইতে মলয় ও পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলি-পাইন, ফর্ম্মোজা, জাপান প্রভৃতি দ্বীপাবলিতে এক একরূপ ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। ঐরূপ ককেসস্ পর্ব্বত, অষ্ট্রেলিয়া, ইট্রুরিয়া একেডিয়া, মেসোপোটোমিয়া, সুমিরীয়া, কামস্কাটকা, য়ুকাগীর, 'ছুকৎচি, বস্ক, বান্টু, আলগোঁকিন্, ইরোকে ও দকোটা প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা য়ুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার স্থান বিশেষে ব্যবহৃত ছিল। এখন উহার মধ্যে কএকটী ভাষা তদ্দেশবাসী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন ভাষা গৃহীত হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃত ভাষার সহিত জর্ম্মণ ভাষার ধাত্বর্থ-গত সৌসাদৃশ্য থাকায় শব্দবিদ্‌গণ ইন্দো-জর্ম্মণীয় ভাষাকে আর্য্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াছেন। তদনুসারে তাঁহারা আর্য্য ভাষা হইতে ১০টী স্বতন্ত্র থাক কল্পনা করিয়া থাকেন।

১ ভারতীয়—বৈদিক সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি।

২ ইরাণীয়—মিদিয়ার ও পারস্যের কথিত ভাষা, তন্মধ্যে প্রাচীন পারসিক, জন্দ (আবস্তিক,) বাহ্লিক, আকিমীয়, কোণাকারলিপিলিখিত ভাষা, পহ্লবী, শাসনীয়, পাজন্দ (পারস্য)-আফগান খুর্দ প্রভৃতি।

৩ গ্রীক—গ্রীস ও রোমের বিভিন্ন ভাষা।

৪ আল্বিয়—শ্বেতদ্বীপের ভাষা। ইহা য়ুরোপীয় আর্য্য-ভাষার অনুরূপ, কিন্তু গ্রীক হইতে স্বতন্ত্র।

৫ আর্মেনীয়—তদ্দেশের বিভিন্ন ভাষা।

৬ ইতালীয়— লাটিন, ফলিস্কান, আম্‌ব্রিয়ান ও ওস্কান।

৭ কেল্টিক—ব্রিটনদ্বীপের প্রাচীন ভাষা, এখনও আয়র্লণ্ড, স্কটলণ্ড ও ওয়েলসের স্থানে স্থানে এই ভাষার প্রচলন আছে।

৮ জর্ম্মণ বা টিউটন—জর্ম্মণ, ইংরাজী, ফরাসী, ওলন্দাজী, দিনেমার, স্কন্দনেবীয়, সুয়েডিস্, নর্স, আইসলণ্ডীয় প্রভৃতি ভাষা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

৯ বাল্টিক — প্রুসিয়, লিথুয়নীয় ও লেটীয়।

১০ স্লাবনিক — রুষীয়, রুথেনীয়, বুলগেরীয়, সার্ভীয়, স্লাবনীয়, ক্রোসীয়, বোহেমিয় ও পোলীয়।

পূর্ব্ববাহী আর্য্য উপনিবেশের মধ্যে ভারতীয় বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা সাধারণের বিশেষ আদরণীয়। ঋগ্বেদসংহিতার ন্যায় সুপ্রাচীন দুর্ল্লভ গ্রন্থ জগতে আর নাই। তাই আর্য্যতত্ত্ব-অন্বেষণে ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার এত অধিক আদর। মার্কণ্ডেয়-কবীন্দ্রকৃত প্রাকৃতসর্ব্বস্বে ভাষা, বিভাষা, অপভ্রংশ ও পৈশাচ * প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার বিভেদ লক্ষিত হয়।

[সংস্কৃত, পৈশাচ, প্রাকৃত, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

ইরাণীয় প্রভৃতি ভাষার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। জন্দ, অবস্তা ও পারস্য প্রভৃতি শব্দের ইতিবৃত্তে তাহাদের প্রাচীনত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। [তত্তৎ শব্দ দেখ।]

---

* "মহারাষ্ট্রী শৌরসেনী প্রাচ্যাবন্তী চ মাগধী।
ইতি পঞ্চবিধা ভাষা যুক্তা ন পুনরষ্টধা॥"
"শাকারী চৈব চাণ্ডালী, শাবর্য্যাভীরিকী তথা।
শাক্কীতি যুক্তাঃ পঞ্চৈব বিভাষা ন তু ষড়্‌বিধাঃ॥"
"নাগরো ব্রাচড়শ্চোপনাগরশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অপভ্রংশাঃ পরে সূক্ষ্মভেদত্বান্ন পৃথঙ্‌মতাঃ॥
কৈকেয়ং শৌরসেনং চ পাঞ্চালমিতি চ ত্রিধা।
পৈশাচ্যো নাগরা যস্মাত্তেনাপ্যন্যা ন লক্ষিতাঃ॥"

এতদ্ভিন্ন এই বিশাল ভারতসাম্রাজ্যে আরও নানাপ্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়ীয়, কোলরীয়, তিব্বতীয়-ব্রহ্ম, খস্, তৈ, মোন্, আনাম ও মলয়ভাষা সর্ব্বপ্রধান।

দ্রাবিড়ভাষা।—তামিল, তেলগু, কণাড়ী, মলয়ালম্, তুলু, কোড়গ ও সিংহলী ভাষা মার্জ্জিত ও উন্নত। দক্ষিণ ভারতের তোড়া, কোটা, গোঁড়, খণ্ড,ইরুলর, কোড়ব, কুরুম্বর, বেদ্দা ও মধ্য ভারতের ভূঁইয়া, ভুঁইহার, বিঞ্জর, কৌরব, কোচ, মাল, মালে পাহাড়ী, রাজমহলী, ওরাওন ও রৌতিয়া প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষা অমার্জ্জিত।

কোলরীয় ভাষা।—অসুর বা আগরিয়া, ভীল, ভিলল,ভুই, ভুঁইহার,ভূমিয়া,ভূমিজ, ভূঞ্জিয়া, বিঞ্জর, বীরহোড়, বয়ার, বাগা-চেরু, ধাঙ্গড়, গড়বা, হো, ঝোঙ্গ, কবর, খড়িয়া বা দেল্‌কী, খরবার, কিষণ, নাগেশ্বর বা নকাসিয়া, কোল,কোড়া, কোড়বা, মুয়াসী, মইর, মাঁঝি, মেহতু, মিনা, মুণ্ডা, নহর, সাঁওতাল, সাবন্ত, জোঙ্গ ও শবর প্রভৃতির কথিত ভাষা।

তিব্বতীয়-ব্রহ্মভাষা।—এই বিভাগে তিব্বত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পার্ব্বত্য ভূভাগের সভ্য ও বন্য জাতীয়গণের লিখিত ও কথিত ভাষার তালিকা প্রদত্ত হইল। কাছাড়ী বা বোদো,মেছ, হোজো, গারো, পানিকোচ, দেওরি, ছুটিয়া, ত্রিপুর বা মোরঙ্গ, ভোট, সর্পা, ভুটানী, লোপা, চঙ্গলু, ত্বঙ্গ, গুরঙ্গ, মুর্ম্মি, তক্য, নেবার, পাহাড়ী, মগর, লেপ্‌ছা, দফলা, মিড়ি, আবর, লো, আকা, মিস্‌মি, চুলিকাটা, তইঙ্গ, দিগরু, মিঝু, ঢিমলা, সুনাবর কথ্বি ভাষা মিলচন, তীবরস্কদ্ সুনচু। কিরান্তী, লিম্বু, কুনাবর,ব্রমু, চেপঙ্গ, বায়ু ও কুসন্দ জাতীর ভাষা। নাগা জাতির কথিত ভাষা—নম্‌সঙ্গ বা জয়পুরিয়া, বোনপাড়া, মিঠন, ত-ব্লুঙ্গ, মলঙ্গ, থরি, নোগাঁও, তেঙ্গসা, লোটা, অঙ্গামী, রঙ্গমা, অরঙ্গ, কুচা, লিয়ঙ্গ বা করেঙ্গ ও মরুম্। মিরি, সিংফো, জিলি, ও ব্রহ্ম। কুকিদিগের কথিত ভাষা—থদো, লুসাই, হল্লমী, থ্যেঙ্গ, মণিপুরী, মরিঙ্গ, থোইবু, কু-পই, তঙ্গখুল, লুহুপ, খুঙ্গুই, ফদঙ্গ চম্ফুঙ্গ, খুপোম, তকৈমি, অন্দ্রো, সেঙ্গমাই, চৈরেল, অনাল ও নম্ফু। কুমি, কামি, মু, বনযোগী বা লুঙ্গ-খে, পঙ্খো, সেন্দু, পোই, শক ও ক্যো। করেনজাতির কথিত ভাষা—স্কৌ, বঘাই, করেনী, প্বো, তরু, মোপঘা, গৈখো, তোঙ্গথু, লিসান। গ্যারুঙ্গ, তক্‌পা, মন্যাক, থোচু, হোর্পা। খাসি, তই, থই বা শ্যামী, লাও, শান,আহোম, খাম্‌তী, ঐতোন, তওমো। মোন-আনাম, মোন্, কম্বোজম্, আনমী ও পলোঙ্গ।

সংস্কৃতাদি ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও কএকটী ভাষার প্রচলন আছে। উহা গৌড়ীয় বা মিশ্র সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। নিম্নে তাহার বিষয় উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালা ও আসাম প্রদেশে—বাঙ্গালা, ত্রিহুতী বা মৈথিলী, আসামী ও উড়িয়া, সুসভ্য উড়িষ্যাবাসিগণের লিখিত ভাষা প্রায়ই বাঙ্গলার অনুরূপ, কিন্তু উড়িষ্যার পার্ব্বত্য প্রদেশবাসীদিগের ভাষা অপেক্ষাকৃত স্বতন্ত্র। বিহার, উত্তরপশ্চিম, মধ্য ও গুজরাত প্রদেশে—হিন্দুস্থানী, উর্দ্দু, ব্রজভাষা, রঙ্গ্রীভাষা, ভোজপুরী, পঞ্জাবী, মূলতানী, জাটকী, কাশ্মীরী, নেপালী, সিন্ধি, থরেলী, ঠাকুরালী জিবোলী, হরাবতী,মারবাড়ী, গুজরাতী, কচ্ছী, মরাঠী, কোঙ্কণী প্রভৃতি প্রধান।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। ঐ সকল ভাষার অধিকাংশই কথিত। কেবল তন্মধ্যে কএকটী লিখিত ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে জাতি যে সকল ভাষায় কথা কহে, তাহাদের ভাষাও প্রায় সেই সেই নামাভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দেড় শতাধিক জাতির বাস আছে। উহাদের মধ্যে ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। নিম্ন দ্বীপবাসী ও তাহাদের ভাষার নাম প্রদত্ত হইল,—

অদনে…লুশোঁ।
আলাগাতে…লুশোঁ।
অনমরোপু…ঐ।
অর্ফাক্…নিউগিনি।
অরু…নিউগিনি।
আলোর…আলোর।
বজ্লাট…সিলেবিস্।
বতুমেরা…আম্বয়না।
বেলোঁ…তিমোর।
বেৎসিলিও…হোভ।
বিলোঙ্গ…মীনহস্‌স।
বীমা…সম্বব।
বোনি…সিলেবিস্।
ব্রজেরক…দঃ অষ্ট্রেলিয়া।
বতুমেরা…আম্বয়না।
বুগী বা বুজী…সিলেবিস্।
কলিঙ্গ…লুশোঁ।
দদয়…তগলজাতি।
দোরে…নিউগিনি।
দ্যক…বোর্ণিও।
ফেবর্লঙ্গ…ফর্ম্মোজা।
গলেলা…গিলোলো।
গলেতেঙ্গ…সুন্দ।

অগুতৈনো…ফিলিপাইন।
অলোম…নিউগিনি।
অপয়ো…লুশোঁ।
অস্‌ব্রৌ…বৌরু।
অহতিয়াগো…অহতিয়াগো।
আসাহন…সুমাত্রা।
বশিশি…মলাক্কা।
বত্তর…সুমাত্রা।
বেৎসিমিসারাকা…মাদাগাস্কার।
বিকোল…ফিলিপাইন।
বিলা…মলাক্কানিগ্রিটো।
বিসয়…ত্বকজাতীয়।
বোলাঅঙ্গো…পাপুয়া (সিলেবিস্
বোটঙ্গে…মীনহস্‌স (উঃ সিলেবস্)
বৎচিয়ান…কৈওয়া।
বুরিক…ফিলিপাইন্।
চিমরো…লুশোঁ।
দেদেলে…নিউগিনি।
দোমজল…মিন্দোরো।
এন্দে…ফ্লোরিস্।
গন্দন…তগল (লুশোঁ)
গহ…সিরম্ (পাপুয়ান্)
গণি…গিলোলো।

গরোন্তলো···মীনহস্‌স। গিলোলো···হল্মহেরা।
গাইমানি···লুশেঁা। হোঙ্গোতে···ফিলিপাইন।
হোতোন্তলো···মীনহস্‌স। হোভ (ইবারা)···মাদাগাস্কার।
ইবালাও···লুশেঁা। ইনমগ্···ফিলিপাইন।
ইদয়ন্···ফিলিপাইন। ইগোরোত্তে ঐ
ইফুগাও···লুশেঁা। ইকোলো···নিউগিনি।
ইল্লনোদ্···বোর্ণিও। ইলোকনো···লুশেঁা।
ইলোঙ্গোতে···লুশেঁা। ইসিনয়ে···ঐ
ইতানে···ঐ। ইত্নেগ···ঐ
যব···যবদ্বীপ। জকুন···মলয়প্রায়োদ্বীপ।
জুরু···মলাক্কা। কনক···মাওরি-তনাট।
কপৎসি···নিউগিনি। কুরু···নিউগিনি।
কবি···যব ও বালি। কয়ন···বোর্ণিও।
কিয়াও···ত্বকজাতি। কেদা···মলাক্কা।
কেমা···সিলেবিস্। কিও···ফ্লোরিস্।
কৈয়ারি···নিউগিনি। কোইপতু নিউগিনি।
কোঙ্গ···সুন্দ, ফ্লোরিস। কোরিঙ্কি সুমাত্রা।
কুবু···সুমাত্রা। কুলকলিজা···নিউগিনি।
কুলো···নিউগিনি। কুপন···তিমোর।
লম্পং···সুমাত্রা। লেত্তী···সর্ব্বতোদ্বীপ।
লুবু···সুমাত্রা। মদঙ্গ···বোর্ণিও।
মৈব···নিউগিনি। মাহুরী···মলয় ও মহুরাদ্বীপ।
ময়সোল···সিরম্। মতারেল্লো···সিরম্।
মলনেগ···ফিলিপাইন। মলয়···দ্বীপপুঞ্জের প্রধান ২ স্থান।
মালো...বোর্ণিও। মল্লিকোলো···হিব্রাইডিজ্।
মনটোটো···তিম্মোর। মমমন্থুয়া···ফিলিপাইন।
মন্দর···সিলেবিস্। মন্দয়···ফিলিপাইন।
মঙ্গরই···ফ্লোরিস্। মঙ্কস্‌স (মাকেসর)···সিলেবিস্।
মঙ্গিনিস্···মিন্দোরো। মনোবো···মিন্দানাও।
মাওরা···নিউজিলণ্ড। মহ্না···সিরাম।
মেন্তবী···পগাইদ্বীপ। মারো···শূকর ও বন্থাকদ্বীপ।
মিল্লনবি···সারাবক। মিন্কোপি···আন্দামন।
মিন্তিরা···মলাক্কা। মিরিয়ম···তোরেস্ প্রণালী।
মোতু···নিউগিনি। মুরঙ্গ···বোর্ণিও।
নমন···নিউগিনি। মুরুৎইদান···ঐ
মাইফোড়···মানসনাম। তিয়োরম···তবল্লো।
নন্কৌড়ী···নিকোবর। নিগ্রিটো···ফিলিপাইন।
এলো···সুমাত্রা। তেতো···তিমোর।
ওরঙ্গ বিনুয়া···মলাক্কা। ওরঙ্গ হিন্দি···বইগিয়ো।

ওরঙ্গ ক্লিঙ্গ···ভারত। ওরঙ্গ কুবু···সুমাত্রা।
ঐ লৌট···সামুদ্রিকদস্যু। ঐ মলয়···মলয়।
ঐ সলৎ···ঐ ঐ সিরণী···পর্ত্তুগীজ মিশ্র।
ঐ উটঙ্গ···বন্যমানুষ। ঐ গুণোঙ্গ···পর্ব্বতবাসী।
ঐ দরৎ···কৃষকজাতি। ঐ সকাই···মলাক্কানিগ্রিটো।
পলবর···নিউগিনি। পম্পঙ্গো···তগল।
পনয়নো···বিষয়জাতি। পঙ্গসিন···তগল।
পাপক···নিউগিনি। পাপুয়ান্···নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপ
পরিগি···মীনহস্‌স। কুইবো···নিউগিনি।
রেজঙ্গ···সুমাত্রা। রোক···ফ্লোরিস ও সুন্দ।
রোবো···যুল দ্বীপও নিউগিনি। সহোত্র···গিলোলো।
শকলব···মাদাগস্কার। সকরণ···বোর্ণিও।
সম্পিত···বর্ণিও। সরবি···সুমাত্রা।
সসক···লোম্বোক। শোম-বএঙ্গ···নিকোবর।
সিয়াক···সুমাত্রা। সিদেইয়া···ফর্ম্মোজা।
সিলোঙ্গ···মাগু'ই। সিমঙ্গ···মলাক্কাস-নিগ্রিটো।
সুক্লিন্···লুশেঁা। সুন্দ···সুন্দ।
তগল···সিন্দোরো ও লুশেঁা। তলকাওগো···মিন্দনাও জাতি।
তঙ্গুইয়ন্···তগলজাতি। তৌল···নিউগিনি।

বর্ত্তমান আদমসুমারি হইতে ইংরাজাধিকৃত ভারতে বিভিন্ন ভাষার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের জাতিগত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতির মধ্যে কতকগুলি এসিয়াবাসী ও অপরে য়ুরোপ ও আমেরিকাবাসী। নিম্নে তাহাদের নাম ও ভাষা লিখিত হইল:—

আবর, আরবী, আরাকানী, আর্ম্মাণি, আসামী, বড়গ, ব্রাহুই, বগ্রি, বলুচী, বাঙ্গালা, ভীল, ভূঁই, ভোটানী, ব্রহ্ম, কণাড়ী, কাছাড়ী, কৈখড়ী, কমৌনি, কণৌজিয়া, করেন, করেনী, কাশ্মীরী, খাম্তি, খন্দ, খড়িয়া, খস্থি, খইসি, কোঁচ, কোল, কোলিসয়া, কোঙ্কণী, কুন্, কোর্কু, কোতর, কুকী, কোড়গী, কচ্ছী, কুরুখর, চব, চেনৎসু, চিন্, চীন, চৌঙ্গথা, দাফলা, দৈনেত, ধাঙ্গড়, দোগ্ড়ি, গডবা, গড়বালী, গারো, গয়েতী, গোয়ানিজ্, গোঁড়, গুজরাতী, হজোঙ্গ, হিব্রু, হিন্দু, হিন্দুস্থানী, জাপানী, জাট্কী, জোন্লা, লাক্কাদ্বীপী, লাড়, লাডকী, লহলী, লালুঙ্গ, লম্বড়ী, লম্বনী, লেপচা, লিম্বু, মরাঠী, মক্রাণি, মলয়, মলয়ালম্, মালের, মণিপুরী, মারবাড়ী, মেছ, মিক্বির, মিরি, মিশ্‌মী, মুখী, মুর্ম্মি নাগ, নাগর, নাগপুরী, নেপালী, নেবারী, পাহাড়ী, পাঞ্জাবী, পারসিক, পথ্তু, পুত্হুল, রভা, শক, সলোন, সংস্কৃত, শবর, শান, শান্দু, শ্যামী, সৈন্ধবী, সিংহলী, সিংফো,

সাঁওতালী, সোনতেঙ্গ, তলৈঙ্গ, তামিল, তেলগু, ভোট, ত্রিপুরী, তোড়া,তৌঙ্গথু, তুলু, তুর্ক, ওরাওন, উড়িয়া, যোবিন, যেনাড়ী, যের্কাল ও কোড়গের বন্য জাতির অপূর্ব্ব-ভাষা এসিয়ামহাদেশীয় বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন মিসর, বর্ব্বর প্রভৃতি আফ্রিকাদেশীয়-কেল্টিক, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাজ, ফরাসী, জর্ম্মণ, ফিনিস্, ফ্লেমিস, গেলিক, গ্রীক, হাঙ্গেরীয়, আইরিষ, ইতালিয়, লাপ্, লণ্ডীয়, নরওয়েজীয়, পোলিয়, পর্ত্তুগীজ, রুমণিয়, রুষ, ক্লেভীয়, স্পেনীয়, স্কচ, সুইডিস, সুইস, সিরীয় ও ওয়েল্স্ প্রভৃতি।

বর্ণমালার আবিষ্কারের পর আর্য্যজাতির বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা লিখিত হইতে থাকে। ঐতিহাসিক গবেষণা ও শিলালিপি দ্বারা জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে ভাষার বিভিন্নতা সহকারে লিপিরও পার্থক্য হইয়াছিল। বিখ্যাত পারস্যরাজ দরায়ুসের পুত্র জরক্ষেস তদধিকৃত ১২৭টী প্রদেশে তত্তদ্দেশীয় ভাষায় অনুজ্ঞা-লিপি প্রচার করেন, তন্মধ্যে সামারিতান, হিব্রু, ফিনিকিয়, গ্রীক, প্রাচীন বাহ্লিক (আবস্তিক), ইজিপ্তের দিমতিক, বহিস্তুন-ফলকলিপি, অক্কদ ও সুসার ভাষা ব্যতীত অপর কাহারও নিদর্শন নাই। বাবিলোনিয়ার মৃত্তিকানিহিত পুস্তাকালয়ে প্রাপ্ত মৃৎফলকলিপি, ইজিপ্তের হাইরোগ্লিফিক্স, সিরিয়ার কোণাকার লিপি ও ভারতের অশোকলিপি সর্ব্বপ্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। ভাষাতত্ত্ববিদ্গণ অশোকলিপির পর ফিনিকিয় প্রভৃতি বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা করেন। দক্ষিণ এসিয়া ও ভারতে যে সকল বর্ণমালায় শিলালিপি ও তাম্রফলকে ভাষা লিখিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল। আলাহাবাদ লাট ও গুপ্ত অক্ষর, অমরাবতী, অর্ম্মিয়, আর্য্য বা বাহ্লিক, বাঙ্গালা, ভিল্সা, কালদীয় পহ্লবী, বা পার্থিব, দেবনাগরী, গুজরাতী ফলক ও বর্ত্তমান লিপি, কুফা, কুফিক্, কুটিল, লাট বা ভারতীয় পালি, বর্ত্তমান পহ্লবী ও শাসনীয় পহ্লবী, ব্রহ্মের পালি ও বর্ত্তমান পালি, পাম্বিরাণী, পঞ্জাবী, পার্থিয়, ফিনিকিয়, পিউনিক, সৌরাষ্ট্রের শাহরাজ-লিপি, সেমিতিক, সিনাই, ৫ম শতাব্দের সিরীয় ও বর্ত্তমান সিরীয় লিপি, তেলিঙ্গ, ভোট, পাশ্চাত্য গুহালিপি ও জন্দ বর্ণমালাই প্রধান।

ডাঃ প্রিন্সেপ সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার রূপান্তর কাল এই রূপ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন, ১ বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালীন খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম শতাব্দের সংস্কৃত লিপি। ২ পশ্চিম ভারতীয় গুহা-লিপি। ৩ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীয় জুনাগড়ের অশোকলিপি। ৪ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের গুজরাত-তাম্রফলক। ৫ খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের আলাহাবাদ-গুপ্তলিপি। ৬, ৭ম শতাব্দের সংস্কৃতের অনুকরণে ভোটলিপি। ৯ম ও ১০ম শতাব্দের কুটিল লিপি ও বাঙ্গালা বর্ণমালা এবং তৎপরবর্ত্তী দেবনাগরী ও ক্রমে কাইথী, হিন্দী প্রভৃতি অক্ষর ও ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মামুদের ভারতাক্রমণ হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহে পারসিক ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে উজীরপ্রধান আবুল আব্বাস্ ও আহ্মদ মৈমন্দি মুসলমান রাজসরকারের যাবতীয় কাগজ পত্র পারসিক ভাষায় এবং চিরস্থায়ী নথিপত্র আরবী ভাষায় লিখনপ্রথা প্রবর্ত্তিত করিয়া যান। সুতরাং তৎকালে ভারতবাসীকে কর্ত্তব্যবোধে অথবা বাধ্য হইয়া উক্ত ভাষাদ্বয় অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বিজাতীয় শব্দ বা পদনিচয় ভারতীয় হিন্দি ভাষায় সংমিশ্রিত হইয়া খৃষ্টীয় ১৪শ খৃষ্টাব্দে উর্দ্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। হিন্দিকে এই অভিনব ভাষার ভিত্তি করিয়া তাহাতে আরবী, পারসিক, তুর্কী, সংস্কৃত, দ্রাবিড়, পর্ত্তুগীজ ও কোলরিয় ভাষার চলিত শব্দসমূহ সংযোজিত করা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দের প্রথমে ডাঃ জন বর্শউইক্ গিল্খ্রাইষ্ট এই ভাষার অঙ্গসৌষ্টব বৃদ্ধি করেন। য়ুরোপবাসী বৈদেশিক অথবা ভারতের অন্যস্থানবাসী জাতিমাত্রেই এই উর্দ্দু-হিন্দি ভাষার সাহায্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র য়ুরোপখণ্ডে ফরাসী ভাষা যেরূপ সাধারণে পরিগৃহীত হইয়াছে, একমাত্র ভারতে বিভিন্ন জাতীয়ের ভাষা অবগত হইতে হইলে হিন্দিভাষার শিক্ষা আবশ্যক করে। হিন্দি ভাষা ভারতবাসী মাত্রেরই পরিচিত। ইংরেজ, ফরাসী বা জর্ম্মণ কর্ত্তৃক হিন্দিভাষায় জিজ্ঞাসিত হইলে, ভারতবাসী সহজে উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হয়।

ভাষাপরিচ্ছেদ (পুং) মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন-কৃত ন্যায়শাস্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থ। ন্যায়শাস্ত্র পড়িবার পূর্ব্বে ভাষাপরিচ্ছেদ পড়িতে হয়। ইহাতে ন্যায়দর্শনের সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পণ্ডিতাগ্রণী বিশ্বনাথ নিজেই ভাষাপরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকা অতি সুন্দর এবং অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর আবার দিনকরী ও রৌদ্রী প্রভৃতি টীকা আছে। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি মহামহোপাধ্যায় বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোক,—

"নূতনজলধররুচয়ে গোপবধূটীদুকূলচৌরায়।
তস্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্য বীজায়॥"

শেষ শ্লোক—"সোঽয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্তু সাজাত্যমবলম্বতে।
তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েঽপি দর্শনাৎ॥"

ভাষাপরিচ্ছেদে ১৬৬টী শ্লোক আছে। এই গ্রন্থে নিম্নোক্ত

বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে। পদার্থোদ্দেশকথন, দ্রব্য গুণ ও কর্ম্মবিভাগ, সামান্য ও বিশেষ নিরূপণ, সমবায়সম্বন্ধ-কথন, অভাববিভাগ, সপ্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যকথন, কারণলক্ষণ, কারণবিভাগ, অন্যথাসিদ্ধিলক্ষণ ও বিভাগ, দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব কথন, অসমবায়িকারণের গুণকর্ম্মমাত্র-বৃত্তিত্ব-কথন, নিত্য দ্রব্য ভিন্নের আশ্রিতত্ব কথন, পৃথিবীনিরূপণ, পৃথিবীবিভাগ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কথন. জল তেজ ও বায়ুনিরূপণ, আকাশ কাল দিক্ ও আত্মনিরূপণ, অনুভূতি ও স্মৃতিভেদে বুদ্ধির দ্বৈবিধ্যকথন, অনুভূতিবিভাগ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কথন, প্রত্যক্ষবিভাগ, দ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বঙ্মনঃ-সংযোগের কারণত্ব কথন, সামান্য লক্ষণাদি ভেদ দ্বারা অলৌকিক সন্নিকর্ষে ভেদত্রয়নিরূপণ। অনুমিতিব্যুৎপাদন, পরামর্শ লক্ষণ, ব্যাপ্তি ও পক্ষ লক্ষণ, হেত্বাভাসবিভাগ, উপমিতিব্যুৎপাদন, শাব্দবোধপ্রকার-পরিচয়, শাব্দবোধ-কারণ-কথন, আসত্তিলক্ষণ, যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও তাৎপর্য্য-নিরূপণ, মনোনিরূপণ, মনের অণুত্বপ্রমাণ, গুণনিরূপণ, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত ও মূর্ত্তামূর্ত্ত-গুণকথন, বিশেষ ও সামান্য গুণবর্ণন, বিভুবিশেষগুণের অতীন্দ্রিয়ত্বাদি কথন, রূপের দ্রব্যাদির অধ্যক্ষে কারণত্ব, রস গন্ধ ও স্পর্শনিরূপণপত্রাদি, স্পর্শান্তর পাকজত্বকথন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, পরত্ব ও অপরত্ব, এবং বুদ্ধিনিরূপণ, অপ্রমাবিভাগ, সংশয়-লক্ষণ, সংশয়কারণকথন, অপ্রমাকারণ-কথন, প্রত্যক্ষা-দিতে গুণপরিচয়, প্রমানিরূপণ, ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়কথন, পরকীয় ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিবন্ধার্থ উপাধিনিরূপণ, উপাধির দূষকতা বীজকথন, অনুমানবিভাগ, সুখ ও দুঃখনিরূপণ, ইচ্ছা ও দ্বেষ কথন, যত্ন ও নিরূপণবিভাগ, গুরুত্ব কথন, গুরুত্ব-নিরূপণ ও বিভাগ, স্নেহনিরূপণ, সংস্কারনিরূপণ ও বিভাগ, অদৃষ্টনিরূপণ, শব্দনিরূপণ ও বিভাগ।

এই সকল বিষয় অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। [ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন দেখ।]

দর্শনশাস্ত্র পড়িতে হইলে ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমুক্তাবলী পড়িয়া লওয়া আবশ্যক।

ভাষাপাদ (পুং) ভাষায়াঃ পাদঃ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্তর্গত প্রথম পাদ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাসূচক বাক্যরূপ প্রথম অংশ। [ব্যবহার দেখ।]

ভাষাসম (পুং) শব্দালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"শব্দৈরেকবিধৈরেব ভাষাসু বিবিধাস্বপি।
সাম্যং যত্র ভবেৎ সোঽয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে ॥"
(সাহিত্যদ° ১০।৬৪২)

যে স্থলে বিবিধ ভাষাতে একরূপ শব্দের সমতা হয়, সেই সকল শব্দ দ্বারা বর্ণিত হইলে এই অলঙ্কার হইবে। উদাহরণ—

"মঞ্জুলমণিমঞ্জীরে কলগম্ভীরে বিহারসরসীতীরে।
বিরসাসি কেলিকীরে কিমালি ধীরে চ গন্ধসারসমীরে ॥"
(সাহিত্যদ° ১০ পরি°)

এই শ্লোক সংস্কৃত, প্রাকৃত, শৌরসেনী, প্রাচ্যা, অবন্তী, নাগর ও অপভ্রংশ এই সকল ভাষাতেই একরূপ।

ভাষিক (ত্রি) বেদাদি পরিভাষানির্বৃত্ত। (নিরুক্ত ২।২)

ভাষিকস্বর (পুং) মন্ত্রেতর বেদভাগরূপ ব্রাহ্মণ, পঠিতস্বর। (কাত্যা° শ্রৌ° ১।১।১৮।১০)

ভাষিত (ক্লী) ভাষ-ভাবে ক্ত। ১ কথন। কর্ম্মণি ক্ত। ২ কথিত।

ভাষিতপুংস্ক (ত্রি) ভাষিতঃ পুমান্ যেন কপ্। বিশেষণত্ব প্রাপ্ত যাহা পুংলিঙ্গাদিতে অভিহিত হয়।

"যদ্বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ত্ততে।
ভবেন্নপুংসকে বৃত্তি র্ভাষিতপুংস্কং তদুচ্যতে ॥" (ব্যাকরণ)

ভাষিতৃ (ত্রি) ভাষ-তৃচ্। ভাষক, কথক।

ভাষিন্ (ত্রি) ভাষ-ইনি। কথক। এই শব্দের পূর্ব্বে যে কোন একটী উপপদ থাকিবে—যথা দুর্ভাষিন্, সুভাষিন্ ইত্যাদি।

ভাষ্য (ক্লী) ভাষ্যতে বিবৃততয়া বর্ণ্যতে ইতি ভাষ-ণ্যৎ। চূর্ণি, সূত্রবিবরণ গ্রন্থ, ইহার লক্ষণ—

"সূত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্র পদৈঃ সূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ ॥"
(অমরটীকায় ভরত)

সূত্রানুসারিপদ দ্বারা যে স্থলে সূত্রের অর্থ এবং পদ সকল বর্ণিত হয়, তাহাকে ভাষ্য কহে।

ভাষ্যকার (পুং) ভাষ্যং চূর্ণিং করোতীতি কৃ-(কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ইত্যণ্। মহাভাষ্যকর্ত্তা মুনি। পর্য্যায়—গোনর্দীয়, পতঞ্জলি, চূর্ণিকৃৎ। (ত্রিকা°) পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিমুনি।

"অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ।
নৈব শব্দাম্বুধেঃ পারং কিমন্যে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥" (দুর্গসিংহ)

ভাষ্যপ্রণয়নকর্ত্তা মাত্র। যেমন বেদান্তসূত্রের শঙ্কর, রামানুজ প্রভৃতি, যোগসূত্রের বেদব্যাস, সাংখ্যসূত্রের বিজ্ঞানভিক্ষু, গৌতমসূত্রের বাৎস্যায়ন, কণাদসূত্রের প্রশস্তপাদ, মীমাংসাসূত্রের শবরস্বামী ইত্যাদি।

ভাষ্যকৃৎ (পুং) ভাষ্যং করোতি কৃ-ক্বিপ্ তুক্ চ। ভাষ্যকারক।

ভাস্, দীপ্তি। ভ্বাদি, আত্মনে° অক° সেট্। লট্ ভাসতে। লিট্ বভাসে। লৃট্ ভাসিষ্যতে। লুঙ্ অভাসিষ্ট,সন্ বিভাসিষতে। যঙ্ বাভাস্যতে। যঙ্লুক্ বাভাস্তি। ণিচ্ ভাসয়তি। লুঙ্ অববাসৎ, অবীভসৎ।

ভাস্ (স্ত্রী) ভাসতে ইতি (ভ্রাজভাসবিদ্যুতোর্জ্জিপৃজুগ্রাবস্তুবঃ ক্বিপ্) ১ প্রভা, ময়ূখ। (মেদিনী) ২ ইচ্ছা। (ধরণি)

ভাস (পুং) ভাস্যতে ইতি ভাস-ভাবে ঘঞ্। ১ দীপ্তি। ভাসতে দীপ্যতে ইতি ভাস্-কর্ত্তরি অচ্। ২ কুক্কুট। ৩ গৃধ্র। (বিশ্ব) ৪ স্বনামখ্যাত পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—শকুন্ত। (হেম)

"কৃত্রিমং ভাসমারোপ্য ব্রহ্মাগ্রে শিল্পিভিঃ কৃতম্।
অভিজ্ঞাতং কুমারাণাং লক্ষ্যভূতমুপাদিশৎ॥"
(ভারত ১।২৩৪।৭০)

৫ পর্ব্বতভেদ। (ভারত। ১৪।৪৩।৪) স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ৬ প্রাধার কন্যা। "অনবদ্যাং মনুং বংশামসুরাং মার্গণপ্রিয়াম্।
অনূপাং সুভগাং ভাসীমিতি প্রাধা ব্যজায়ত॥"
(ভারত ১।৬৫।৪৬) ৭ কবিভেদ।
"ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ"(প্রসন্নরাঘব)
কবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ৮ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ৩১।২৮)

ভাসক (ত্রি) ১ প্রকাশক, দ্যোতক। ২ মালবিকাগ্নিমিত্র-ধৃত জনৈক নাট্যকার।

ভাসতা (স্ত্রী) ভাস পক্ষীর ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট, ছলে বলে কৌশলে আহরণ।

ভাসদ (ক্লী) ভসদঃ কটিদেশস্যেদং অণ্। নিতম্ব।
(ঋক্ ১০।১৬৩।৪)

ভাসন (ক্লী) দীপন, প্রকাশন।

ভাসন্ত (পুং) ভাসতে ইতি ভাস্ (তৃভূবহিবসিভাসীতি। উণ্ ৩।১২৮) ইতি ঝচ্। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। (উজ্জ্বল) ৩ ভাসপক্ষী। (মেদিনী) ৪ নক্ষত্র। (হেম) ৫ সুন্দরাকার। (মেদিনী) স্ত্রিয়াং ঙীষ্ ভাসন্তী, নক্ষত্র।

ভাসর্ব্বজ্ঞ, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি ন্যায়সার ও ন্যায়ভূষণ নামে দুইখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভাসস্ (ক্লী) ভাস-অসস্। দীপ্তি। (দ্বিরূপকো০)

ভাসাকেতু (পুং) ভাসা দীপ্তিস্তস্যাঃ কেতুঃ। দীপ্তিকারক।
(ঋক্ ১০।২০।৩)

ভাসাপুর (ক্লী) বৃহৎসংহিতোক্ত পুরভেদ। (বৃহৎস০ ১৬।১১)

ভাসু (পুং) ভাস্—বাহুলকাদুন্। ১ সূর্য্য। (ত্রিকা০)

ভাসুর (পুং) ভাসতে ইতি (ভঞ্জভাসমিদো ঘুরচ্। পা ৩।২।১৬১) ইতি ঘুরচ্। কুষ্ঠৌষধ। (জটাধর) (পুং) ২ স্ফটিক। (ত্রিকা০) ৩ বীর। (ধরণি) (ত্রি) ৪ দীপ্তিযুক্ত।
"মণিময়ূখচয়াংশুকভাসুরাঃ সুরবধূপরিভুক্তলতাগৃহাঃ"
(কিরাতার্জ্জুনীয় ৫।৫)

ভাসুরপুষ্পা (স্ত্রী) ভাসুরাণি পুষ্পাণ্যস্যাঃ, টাপ্। বৃশ্চিকালি।

ভাসুবিহার, পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্গত একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম। নাগোর নদীর পূর্ব্বকূলে বিহারগ্রামে এখনও ইহার ধ্বংসস্তূপ দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এখানে ৭শত মহাযান-সম্প্রদায়ী বৌদ্ধযতির শাস্ত্রাধ্যয়ন-বিষয় উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

ভাসুরানন্দনাথ, ভাস্কররায়ের নামান্তর।

ভাসুরি, সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যা০ ২৭।৪৪)

ভাসোক, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভাস্কর (ক্লী) ভাঃ করোতীতি কৃ-(দিবাবিভানিশাপ্রভাভাস্করানন্তাস্তাদীনি। পা ৩।২।২১) ইতি ট। ১ সুবর্ণ। (রাজনি০) (পুং) ২ সূর্য্য।

"প্রতিগৃহ্যেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করম্।
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্নিং চরেদ্‌ভৈক্ষ্যং যথাবিধি॥"(মনু ২।৪৮)

৩ অগ্নি। ৪ বীর। ৫ অর্কবৃক্ষ। ৬ সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থকর্ত্তা। ৭ মহাদেব। (ভারত অনুশাসনপ০ ৮ অ০) ৮ উঃ পঃ প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। প্রস্তরোপরি দেবমূর্ত্তি খোদাই করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা যে প্রণালীতে চিত্রসমূহ প্রস্তর-গাত্রে অঙ্কিত করিয়া উঠায়, তাহা ভাস্করবিদ্যা বা স্থাপত্য নামে পরিচিত। অজণ্টা, ইলোরা, গাড়াপুরী, পুরী, সাঁচি প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদি ইহাদের কৃতিত্বের অপূর্ব্ব নিদর্শন।

ভাস্কর, ১ নাগার্জ্জুনের গুরু। ২ অভিধানচিন্তামণিধৃত জনৈক গ্রন্থকার। ৩ প্রভাসতীর্থনিবাসী জনৈক কবি। ভোজপ্রবন্ধে ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ৪ জনৈক শৈব দার্শনিক। ইনি ভেদাভেদবাদী ছিলেন। ৫ উন্মত্তরাঘবনাটকপ্রণেতা। ৬ কাব্যপ্রকাশটীকা-(সাহিত্যদীপিকা)-প্রণেতা। ৭ গায়ত্রীপ্রকরণরচয়িতা। ৮ নানার্থরত্নমালাপ্রণয়নকর্ত্তা। ৯ প্রায়শ্চিত্তপ্রদীপক, প্রায়শ্চিত্তবিধি, প্রায়শ্চিত্তশতদ্বয়ী ও প্রায়শ্চিত্তসমুচ্চয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১০ মধুরাম্লকাব্য-রচয়িতা। ১১ শুদ্ধিপ্রকাশপ্রণেতা। ১২ আয়াজিভট্টের পুত্র। ১৩ স্পন্দসূত্রবার্ত্তিকরচয়িতা, দিবাকরের পুত্র ও রামকণ্ঠ ভট্টের ছাত্র। ১৪ যশোবন্তভাস্করপ্রণেতা। ১৫ সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। ১৬ চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা, আসামরাজ বল্লভদেবের পূর্ব্বপুরুষ। ১৭ জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ্, কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্য্যের পুত্র। ইনি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রমের বংশধর।

ভাস্কর আচার্য্য, ১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ও ব্রহ্মসূত্রভাষ্যসারপ্রণেতা। ইনি একজন দার্শনিক শৈব ও ভেদাভেদবাদী ছিলেন। সংক্ষেপশঙ্করজয় গ্রন্থে ইঁহার উল্লেখ আছে।

২ বাক্যপঞ্চাধ্যায়িপ্রণয়নকর্ত্তা। জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্। মহেশ্বরের পুত্র, ১১১৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়। করণকুতূহল, গ্রহাগমকুতূহল, ব্রহ্মতুল্য করণকুতূহল, ব্রহ্মতুল্যসিদ্ধান্ত-করণকেশরী, গণিতপদ্দী, গ্রহগণিত, গ্রহলাঘব, জ্ঞানভাস্কর, রেখাগণিত, লিঙ্গশাস্ত্র, বিবাহপটল, সটীকসিদ্ধান্তশিরোমণি ও বাসনাভাষ্য, শ্রুতগণিত সূর্য্যসিদ্ধান্তব্যাখ্যা ও ভাস্কর-দীক্ষিতীয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১১৫১ খৃষ্টাব্দে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি ও ১১৪৮ খৃষ্টাব্দে করণকুতূহল রচনা সমাধা করেন। [ভাস্করাচার্য্য দেখ।]

ভাস্করকণ্ঠ, চিত্তান্ধবোধটীকারচয়িতা।

ভাস্করতীর্থ, শৈবতীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভাস্করদীক্ষিত, ১ তপ্তমুদ্রাবিদ্রাবণপ্রণেতা। ২ রত্নতূলিকা-সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনটীকারচয়িতা।

ভাস্করদেব, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভাস্করদেব, কোণ্ডবিড়ুর গজপতিরাজ বিশ্বম্ভর দেবের পুত্র।

ভাস্করদ্যুতি (পুং) ভাস্করে দ্যুতিরস্য। বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৪৩) (স্ত্রী) ২ সূর্য্যের দ্যুতি, সূর্য্যের কিরণ।

ভাস্করনৃসিংহ (পুং) বারাণসীবাসী জনৈক ভাষ্যকার। ইনি ব্রজলাল কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বাৎস্যায়ন-কৃত কামসূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর শাস্ত্রীর ছাত্র।

ভাস্করপন্ত, জনৈক মহারাষ্ট্রসেনাপতি। তিনি রঘুজী ভোঁস্‌লের দেওয়ান ছিলেন। বাঙ্গালায় ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মুর্শিদকুলির পরাজয়ের পর তদীয় মন্ত্রী মীর হবীব্ ভাস্কর পন্তকে কটক আক্রমণে আহ্বান করেন। কিন্তু আলীবর্দ্দী খাঁর সেনা সহসা আসিয়া উপনীত হওয়ায় তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। অবসর বুঝিয়া ভাস্কর বেহার আক্রমণ করি-লেন। তথা হইতে মুর্শিদাবাদ-আক্রমণ-মানসে পাঁচেট রাজ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এখানে আসিয়া বর্গীগণ ক্ষিপ্রতার সহিত লুণ্ঠনকার্য্য সমাধা করিল। আলীবর্দ্দী খাঁ বর্গীর অত্যাচার হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। নবাব-সেনাপতি মীরহবীব্ মহারাষ্ট্র-হস্তে বন্দী হন। পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার বঙ্গেশ্বরের উপর ক্রোধ ছিল। এবারেও তিনি মহারাষ্ট্রীয়ের পক্ষ হইয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও জগৎশেঠ আলমচাঁদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন। এই সময়ে মেদিনীপুর হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থান মহারাষ্ট্র-করতলগত হইয়াছিল। গঙ্গানদী বর্ষায় স্ফীত থাকায় তাঁহারা সদলে উত্তীর্ণ হইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইতে পারিলেন না। এদিকে আলীবর্দ্দী দলবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নদী-পার হইয়া নবাব মহারাষ্ট্রদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এই সময়ে কর্ণাট-প্রত্যাগত রঘুজী ভোঁস্‌লে সদলে তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাঁহাদের দমনের জন্য সম্রাট্ মহম্মদ শাহ পেশবা বালাজী বাজীরাও ও অযোধ্যাপতি সফ্‌দর জঙ্গকে প্রেরণ করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে কাঁটোয়া ও বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও শেষে রঘুজী ভোঁস্‌লে পরাজিত হন। এই সময়ে ভাস্করপন্ত সদলে উড়িষ্যা-অভিমুখে পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। রঘুজী পুনরায় বাঙ্গালা লুণ্ঠন মানস করিয়া ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্করপন্তকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে নবাব আলী-বর্দ্দী সন্ধিপ্রস্তাবের ভাণ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার সৈন্যগণ সশস্ত্র লুক্কায়িত রহিল। ভাস্কর পণ্ডিত সদলে মুসলমান-শিবিরে উপনীত হইলেন। নবাবাদেশে তিনি অনুচর সহ নিহত হন।

ভাস্করপ্রিয় (পুং) ভাস্করস্য প্রিয়ঃ ৬তৎ। পদ্মরাগ মণি, চলিত চুনি।

ভাস্করভট্ট (পুং) ১ কেশবমিশ্র-কৃত তর্কভাষার তর্কপরি-ভাষাদর্পণ নামক টীকারচয়িতা। ২ ত্র্যচভাস্করপ্রণেতা। ৩ ভোজরাজের সভাপণ্ডিত। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রমের পুত্র। স্বীয় প্রতিপালক কর্ত্তৃক তিনি বিদ্যাপতি আখ্যা লাভ করেন।

ভাস্করভট্টপণ্ডিত, দত্তসিদ্ধান্তমঞ্জরী-প্রণেতা।

ভাস্করভট্টমিশ্র ত্রিকাণ্ডমণ্ডন, জনৈক প্রসিদ্ধ সূত্রনিবন্ধ-কার। কুমারস্বামীর পুত্র। ইনি জ্ঞানযজ্ঞ নামে তৈত্তিরীয়-সংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্য মধ্যে তিনি ভবস্বামীর নামোল্লেখ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আপস্তম্ব-সূত্র, ধ্বনিতার্থকারিকা, বৌধায়নসহস্রভোজনটীকা, সূত্র-নিবন্ধ, যজুর্ব্বেদাষ্টকভাষ্য, আরণ্যকভাষ্য, ঋগ্বেদভাষ্য, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণকাঠকভাষ্য (কাঠকত্রয়ভাষ্য), তৈত্তিরী-য়োপনিষদ্ভাষ্য ও ভট্ট ভাস্করীয় নামে বেদভাষ্য প্রভৃতি তদ্র-চিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ভাস্করভূপতি, বিজয়নগর-রাজবংশের জনৈক রাজা।

ভাস্করমিশ্র (পুং) পদ্মনাভকৃত সিদ্ধসারস্বতদীপিকোদ্ধৃত জনৈক গ্রন্থকার।

ভাস্কররবিবর্ম্মা, ত্রিবাঙ্কোড়ের জনৈক হিন্দু নরপতি। ইনি য়িহুদী খৃষ্টানদিগকে কোচিনে বসবাসের নিমিত্ত অনুমতি দেন। তৎপ্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র তথাকার গির্জ্জাধ্যক্ষের নিকটে রক্ষিত আছে। তদ্দেশবাসী য়িহুদীগণ বলে যে, ঐ 'ছাড়পত্র' খৃষ্টীয় ৩৭৯ অব্দে প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু উহার তামিল বর্ণমালা

দেখিয়া বিচার করিলে ঐ লিপি তৎপরবর্তী কালের বলিয়া স্বীকার করা যায়।

ভাস্কররস (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—বিষ, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেকে এক ভাগ, লৌহ, শঙ্খভস্ম, অভ্র, কড়িভস্ম প্রত্যেকে দুইভাগ, এই সকলের সমান লবঙ্গ চূর্ণ, এই সকল দ্রব্য গোড়া লেবুর রসে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে। এই বটিকা তাম্বূলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহাতে শীঘ্র অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শূলবিসূচিকা ও অগ্নিমান্দ্য রোগে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(ভৈষজ্যরত্না° অগ্নিমান্দ্যাধি°)

ভাস্কররাও, জনৈক মহারাষ্ট্র প্রতিনিধি। রঘুনাথরাওর পুত্র।

ভাস্কররায়, ১ ভাট্টদীপিকাব্যাখ্যা মন্ত্রার্থলক্ষণবিচার ও বাদকৌতূহলপ্রণেতা।

ভাস্কররায়দীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত উপনিষদ্ভাষ্যকার। গম্ভীররায় দীক্ষিতের পুত্র। ইনি নৃসিংহ ও শিবদত্তের নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসী ক্ষেত্রে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি ভাস্বরানন্দ নাথ বা ভাসুরানন্দ নাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, কেনোপনিষদ্ভাষ্য, জাবালোপনিষদ্ভাষ্য ত্রিপুরোপনিষদ্ভাষ্য, মহোপনিষদ্ভাষ্য, মণ্ডুকোপনিষদ্ভাষ্য, অভিনববৃত্তরত্নাকর, অবধূতগীতাব্যাখ্যা, অষ্টাবক্রগীতাব্যাখ্যা, আত্মবোধব্যাখ্যা, ঈশ্বরগীতাব্যাখ্যা, কন্যাকাপুরাণ, গুপ্তবতী নামে দুর্গামাহাত্ম্যটীকা, চণ্ডীস্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ, ত্রিপুরামহিমটীকা, স্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ ত্রিপুরামহিমটীকা, নবরত্নমালা, ভাষ্যরাজ বেদাঙ্গচ্ছন্দঃসূত্রার্থপ্রকাশ, মন্ত্রবিভাগ, ললিতার্চ্চনবিধি, বারিবস্যারহস্য, বারিবস্যারহস্যপ্রকাশ, বৃত্তচন্দ্রোদয়, শব্দকৌস্তুভভূষণ, শ্রীবিদ্যার্চনচন্দ্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীবিলাস, সেতুবন্ধ নামে বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত নিত্যাষোড়শীর টীকা, সৌভাগ্যভাস্কর নামে ললিতাসহস্রনামটীকা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার করকমল-নিঃসৃত।

ভাস্কর (বর্ম্মন্) রিপুঘংঘল, সিংহপুর রাজবংশের জনৈক রাজা। রাজা অচলবর্ম্মা সমর ঘংঘলের পুত্র। ইঁহারা যদুবংশীয় ছিলেন। কপিলবর্দ্ধনরাজকন্যা জয়াবলীকে তিনি বিবাহ করেন।

ভাস্করবংশ (ক্লী) সূর্য্যবংশ।

ভাস্করলবণ, (ক্লী) ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—সামুদ্র লবণ ১৬ তোলা, সৌবর্চ্চল ১০ তোলা, বিট্‌লবণ, সৈন্ধব, ধনিয়া, পিপুল, পিপুলমূল, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, নাগকেশর, চই, অম্লবেতস এই সকল প্রত্যেকে ৪ তোলা, মরিচ, জীরা ও শুঁট, প্রত্যেকে ২ তোলা, দাড়িমের বীজচূর্ণ ৮ তোলা, দারুচিনি ও এলাচি ১ তোলা, এই সকল চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিবে। এই লবণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণ তক্র, দধির মাত বা কাঁজির সহিত ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা সেবনে বাতশ্লৈষ্মিক রোগ, গুল্ম, প্লীহা, উদর, ক্ষয়, অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, ভগন্দর, শূল, কাস, কৃমি মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই লবণ অগ্নিদীপ্তিকারক ও পাচক। লোক সকলের হিতের জন্য ভগবান্ ভাস্কর কর্তৃক এই ঔষধ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই ঔষধ ভক্ষণ মাত্রে নিশ্চয়ই সকল প্রকার অজীর্ণ নষ্ট হয়।

(ভাবপ্রকাশ অগ্নিমান্দ্য°)

ভাস্করবর্ম্মন্, ভগদত্তবংশীয় গৌড়ের জনৈক নরপতি। নারায়ণ দেবের বংশধর। শ্রীহর্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। হিউএন সিয়াংএর বর্ণনানুসারে জানা যায় যে, কামরূপেও তিনি রাজত্ব করিতেন। [প্রাগ্‌জ্যোতিষ দেখ।]

ভাস্করবিদ্যা, কারুকর্ম্মনৈপুণ্য। প্রস্তরোপরি বিবিধ চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কণ। [স্থাপত্য দেখ]

ভাস্করব্রত (ক্লী) ভাস্করোদ্দেশকং ব্রতং। সূর্য্যের উদ্দেশে যে ব্রত করা হয়, তাহাকে ভাস্করব্রত কহে। ব্রহ্মপুরাণে এই ব্রতের প্রসঙ্গ আছে।

ভাস্করশর্ম্মন্, আয়াজি ভট্টের পুত্র। ইনি বৃত্তরত্নাকরসেতু-নামে বৃত্তরত্নাকরের একখানি টীকা প্রণয়ন করে।

ভাস্করসপ্তমী (স্ত্রী) ব্রতবিশেষ।

ভাস্করশাস্ত্রী, তত্ত্ববোধনকাব্যপ্রণেতা।

ভাস্করশিষ্য, হোরাশাস্ত্রার্ণবসার-রচয়িতা। ইনি সম্ভবতঃ বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

ভাস্করসোম, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভাস্করাচার্য্য, ভারতবর্ষের একজন সর্ব্বপ্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্। পাটনের ভবানীমন্দির হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়—

'শাণ্ডিল্যবংশে কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রম জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র ভাস্করভট্ট, তিনি ভোজরাজ কর্তৃক 'বিদ্যাপতি' উপাধি লাভ করেন। ভাস্করের পুত্র গোবিন্দ সর্ব্বজ্ঞ, তৎপুত্র মনোরথ, মনোরথের পুত্র কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্য্য। এই মহেশ্বরাচার্য্যের পুত্রের নামই ভাস্করাচার্য্য। ইনি কবিবৃন্দের বন্দনীয়, কৃষ্ণভক্ত, সর্ব্বজ্ঞ বিদ্যানিপুণ, এবং সৎকীর্ত্তি ও পুণ্যবান্ ছিলেন। এই ভাস্করের নন্দন বেদার্থবিৎ, পণ্ডিতপ্রধান, তার্কিকচক্রবর্ত্তী, গ্রহযাগবিশারদ লক্ষ্মীধর। সর্ব্বশাস্ত্রদক্ষ

জানিয়া রাজা জৈত্রপাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তৎসুত রাজা সিংঘণ চক্রবর্ত্তীর দৈবজ্ঞবর চঙ্গদেব। এই চঙ্গদেব ভাস্করাচার্য্যকৃত শাস্ত্রসমূহ বিস্তার হেতু মঠ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ভাস্কররচিত সিদ্ধান্তশিরোমণিপ্রমুখ গ্রন্থাবলী এবং তাঁহার বংশীয়গণের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ঐ মঠে নিয়মিত ব্যাখ্যাত হইত *।'

উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, ভাস্করাচার্য্যের পিতার নাম মহেশ্বরাচার্য্য, তিনি যে বংশে জন্মিয়া ছিলেন এবং তাঁহা হইতে যে বংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য স্বকৃত গোলাধ্যায়ের শেষেও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"আসীৎ সহ্যকুলাচলাশ্রিতপুরে ত্রৈবিদ্যবিদ্বজ্জনে।
নানাসজ্জনধাম্নি বিজ্জড়বিড়ে শাণ্ডিল্যগোত্রো দ্বিজঃ॥
শ্রৌতস্মার্ত্তবিচারসারচতুরো নিঃশেষবিদ্যানিধিঃ।
সাধূনামবধির্মহেশ্বরকৃতী দৈবজ্ঞচূড়ামণিঃ॥৬১
তজ্জস্তচ্চরণারবিন্দযুগলপ্রাপ্তপ্রসাদঃ সুধীঃ
মুগ্ধোদ্বোধকরং বিদগ্ধগণকপ্রীতিপ্রদং প্রস্ফুটম্।
এতদ্ব্যক্তসদুক্তিযুক্তিবহুলং হেলাবগম্যং বিদাং
সিদ্ধান্তগ্রথনং কুবুদ্ধিমথনং চক্রে কবির্ভাস্করঃ॥" (প্রশ্নাধ্যায়)

ভাস্করাচার্য্যের নিজোক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে, সহ্যাদ্রির পাদদেশে অবস্থিত বিজ্জড়বিড় নামক গ্রামে দৈবজ্ঞচূড়ামণি মহেশ্বরের ঔরসে ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্তশিরোমণির টীকাকার মুনীশ্বরের মতে, 'মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত বিদর্ভের নিকট গোদাবরীর নাতিদূরে বিড় (গ্রাম) অবস্থিত, উহার পঞ্চ ক্রোশ দূরে লীলাবতীর মঙ্গলাচরণে 'গণেশায় নমো নীলকমলামলকান্তয়ে' ইত্যাদি বর্ণিত সেই গণেশের কৃষ্ণবর্ণা প্রতিমা এখনও বিদ্যমান আছে†।' আহ্মদনগরের ৪০ ক্রোশ পূর্ব্বে ভাস্করের জন্মভূমি উক্ত বিড়গ্রাম অবস্থিত, এবং উহারই ৬।৭ ক্রোশ দূরে লিম্ব নামক গ্রামে কৃষ্ণপ্রস্তরনির্ম্মিত গণেশ মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিড় ভাস্করের জন্মভূমি হইলেও তাঁহার বংশধরগণ পাটনে গিয়া বাস করেন। এই পাটনের নিকটবর্ত্তী বহালগ্রামেও ভাস্করের ভ্রাতৃবংশীয় গণক অনন্তদেবের আদেশে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

ভাস্করাচার্য্য নিজ সিদ্ধান্তশিরোমণির শেষে লিখিয়াছেন,

"রসগুণপূর্ণমহী (১০৩৬) সম শকনৃপসময়েঽভবন্মমোৎপত্তিঃ।
রসগুণ (৩৬) বর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ॥" ৫৮

উক্ত শ্লোকানুসারে ১০৩৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১১১৪ খৃষ্টাব্দে ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে (১১৫০ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি রচিত হয়। তাঁহার 'করণ কুতূহল'-রচনাকাল নির্দ্দেশস্থলেও ১০৭৫ শকাব্দ লিখিত আছে।

তিনি সিদ্ধান্তশিরোমণি, করণকুতূহল ও বাসনাভাষ্য রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত ভাস্করব্যবহার ও ভাস্করবিবাহপটল নামক দুইখানি ক্ষুদ্র জ্যোতির্গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। [ভাস্কর দেখ।]

উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সিদ্ধান্তশিরোমণিই সর্ব্বপ্রধান। ইহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত—১ম লীলাবতী বা পাটীগণিত (Arithmatic), ২য় বীজগণিত (Algebra), ৩য় গ্রহগণিতাধ্যায় (Astronomy) ও ৪র্থ গোলাধ্যায়। এই চারিখণ্ডেই ভাস্করাচার্য্যের যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। যদিও তিনি মধ্যমগ্রহের বীজসংস্কার 'রাজমৃগাঙ্ক' হইতে ও মধ্যমাধিকারের গ্রহভগণাদি মান ও স্পষ্টাধিকারের পরিধ্যংশাদি সর্ব্বপ্রকার পরিমাণ ব্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি অয়নগতিও পূর্ব্বাচার্য্যদিগের মতানুসারেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থলে তিনি এরূপ গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন যে, বলিতে কি তাঁহার একমাত্র সিদ্ধান্তশিরোমণি আলোচনা করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্যক্ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। ত্রিপ্রশ্নাধিকারে তিনি নানাবিধ অভিনব সাধনপ্রণালী ও অপূর্ব্ব বুদ্ধি কৌশল দেখাইয়াছেন। শঙ্কু সম্বন্ধে ইষ্টদিকৃছায়াসাধন এবং উদয়ান্তর-সংস্কার ভাস্করাচার্য্যই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন। পাতসাধন ও গ্রহগণের শর সম্বন্ধেও তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনেক ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। যে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব (Laws of gravitation) আবিষ্কার করিয়া সর্ আইজক্ নিউটন জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই নিউটনের জন্মগ্রহণের প্রায় ৮ শত বর্ষ পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য নিজ গোলাধ্যায়ে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার করণকুতূহল গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া গ্রহসাধন জন্য "জগচ্চন্দ্রসারণী" নামে এক প্রকাণ্ড সারণী প্রস্তুত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থসমূহের বহুসংখ্যক টীকা পাওয়া যায়। যথা—

* Epigraphia Indica, Vol. I, p. 340.

† 'আসীদিতি বিজ্জড়বিড়···বিড়মিতি নাম্নৈকদেশে প্রসিদ্ধং, তৎ কুত্রেতি সহ্যনামককুলপর্ব্বতান্তর্গতভূপ্রদেশে মহারাষ্ট্রদেশান্তর্গতবিদর্ভাপরপর্য্যায়বিরাটদেশাদপি নিকটে গোদাবর্য্যাঃ নাতিদূরে নাম সমীপে যস্মাৎ পঞ্চক্রোশান্তরে "গণেশায় নমো নীলকমলামলকান্তয়ে" ইতি লীলাবত্যা আরম্ভে উক্ত গণেশস্ত প্রসিদ্ধাস্তি সা তৃতীয়বর্ণা নাম কৃষ্ণবর্ণাস্তি' (মুনীশ্বর)

১ লীলাবতীটীকা—নৃসিংহপুত্র রামকৃষ্ণ কৃত গণিতামৃতলহরী, নৃসিংহনন্দন নারায়ণকৃত পাটীগণিতকৌমুদী, গোবর্দ্ধনরচিত গণিতামৃতসাগরী, গণেশ দৈবজ্ঞকৃত বুদ্ধিবিলাসিনী, ধনেশ্বর দৈবজ্ঞরচিত লীলাভূষণ, মহীদাস ও মুনীশ্বরকৃত লীলাবতীবিবৃতি, রামকৃষ্ণ দৈবজ্ঞ কর্ত্তৃক মনোরঞ্জনা, রামচন্দ্র বিরচিত লীলাবতীভূষণ, সূর্য্যদাস দৈবজ্ঞকৃত গণিতামৃতকূপিকা, বিশ্বেশ্বর ও চন্দ্রশেখর পটনায়কের রচিত যথাক্রমে লীলাবত্যুদাহরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত দামোদর, দেবীসহায়, পরশুরাম, রামদত্ত, লক্ষ্মীনাথ, বৃন্দাবন, শ্রীধর প্রভৃতির টীকাও পাওয়া যায়।

২ বীজগণিতটীকা—জ্যোতির্বীকৃষ্ণরচিত বীজনবাঙ্কুর, রামকৃষ্ণ দৈবজ্ঞের বীজপ্রবোধ, পরমসুখরচিত বীজবৃত্তিকল্পলতা।

৩ গ্রহগণিতাধ্যায় ও ৪ গোলাধ্যায়ের টীকা। গ্রহলাঘবকার গণেশ দৈবজ্ঞ ও তৎপ্রপৌত্র রচিত শিরোমণিপ্রকাশ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নৃসিংহ, মুনীশ্বর ও গোপীনাথের রচিত টীকা পাওয়া যায়।

সূর্য্যদাস 'সূর্য্যপ্রকাশ'নামে ও রঙ্গনাথ 'মিতভাষিণী' নামে সমগ্র সিদ্ধান্তশিরোমণির টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

ভাস্করানন্দস্বামী, কাশীস্থ জনৈক সাধু ও যোগী। বেদান্ত শাস্ত্রে ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তৎসম্বন্ধে তদ্রচিত কএকখানি (টীকা)গ্রন্থ পাওয়া যায়। তৈলঙ্গ স্বামীর তিরোধানের পর ইনি কাশীক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভাস্করাবর্ত্ত (পুং) সুশ্রুতোক্ত শিরোরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—সূর্য্যোদয়কালে চক্ষু ও ভ্রূদেশে মন্দ মন্দ বেদনা আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ সূর্য্যের প্রখরতার সহিত বৃদ্ধি হয়, এবং সূর্য্য পশ্চিমপথাবলম্বী হইলে ক্রমশঃ অস্ত গমনের সহিত বেদনার হ্রাস হইতে থাকে। ইহাকে ভাস্করাবর্ত্ত বা সূর্য্যাবর্ত্ত রোগ কহে। ইহা ত্রিদোষজ রোগ, কখন বা শৈত্য এবং কখন বা উষ্ণক্রিয়াতে ইহার প্রশমন হয়। (সুশ্রুত শিরোরোগাধি°)

ভাস্করামৃতাভ্র (স্ত্রী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—বাসকছাল, মুথা, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে মার্জ্জিত করিয়া সহস্র পুটিত অভ্র, শতমূলীর রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা ও অনুপান রোগীর বলাবল ও অবস্থা দেখিয়া নিরূপণ করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার শূল, অম্লপিত্ত, কামলা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না° অম্লপিত্তাধি°)

ভাস্করি (পুং) ভাস্করস্যাপত্যং ইঞ্। ১ বৈবস্বত মনু। ২ কর্ণ। ৩ মুনিভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৬৭ অ°)

ভাস্করীয় (ত্রি) ভাস্কর সম্বন্ধীয়।

ভাস্করেষ্টা (স্ত্রী) ভাস্করস্য ইষ্টা। আদিত্যভক্তা লতা।

ভাস্ত্রায়ণ (স্ত্রী) ভস্ত্রা-ফক্ (পা ৪।২।৮০) ভস্ত্রা সম্বন্ধীয়।

ভাস্মন (ত্রি) ভস্মনো বিকারঃ অণ্, মনন্তত্বাৎ ন টিলোপঃ। ভস্মবিকার।

ভাস্মায়ন (পুং) ভস্মনো গোত্রাপত্যং ফঞ্। ভস্ম ঋষির গোত্রাপত্য।

ভাস্বৎ (পুং) ভাসঃ সন্ত্যস্যেতি ভাস্ (তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। পা ৫।২।৯৪) ইতি মতুপ্ মস্য ব। ১ সূর্য্য। ২ অর্কবৃক্ষ। ৩ দীপ্তি। ৪ বীর। (ত্রি) ৫ দীপ্তিবিশিষ্ট।

"যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥"
(কুমার ১।২) ৬ প্রকাশক। (মনু ১।৭৭)

ভাস্বৎকবিরত্ন, সরোজকলিকাপ্রণেতা।

ভাস্বতী (স্ত্রী) ভাস্বৎ-স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ নদীভেদ। (ভারত বনপ°) ২ ঊধস্, গরুর পালান। ৩ দীপ্তিমতী। ৪ জ্যোতির্গ্রন্থ বিশেষ। ভাস্বতীর মতানুসারে চন্দ্র ও সূর্য্য গ্রহণ গণনা হইয়া থাকে।

ভাস্বর (পুং) ভাসতে ইতি ভাস্ (স্থেশভাসপিসকসোবরচ্। পা ৩।২।১৭৫) বরচ্। ১ দিন। ২ সূর্য্য। (ত্রি) ৩ দীপ্তিযুক্ত। ৪ সূর্য্যের অনুচর বিশেষ। ভগবান্ সূর্য্য তারকাসুর বধের সময় স্কন্দের সাহায্যের জন্য ইহাকে দিয়াছিলেন। (ভারত ৯।৪৫।৩০) (স্ত্রী) কুষ্ঠৌষধ। (শব্দচ°)

ভিংখরাজ (পুং) কাশ্মীরাধিপতি কুলরাজের একজন ভ্রাতৃব্য।

"ভ্রাতৃব্যো ভিংখরাজাখ্যঃ কুলরাজস্য কোপনঃ।"
(রাজতরঙ্গিণী ৮।২৩১৬)

ভিক্ (দেশজ) ভিক্ষা।

ভিক্ষ ১ লোভ। ২ ভিক্ষা, যাচ্ঞা। ৩ লাভোক্তি। ৪ ক্লেশ। ভ্বাদি° আত্মনে° দ্বিক° ক্লেশার্থে অক° সেট্। লট্ ভিক্ষতে। লোট্ ভিক্ষতাং। লিট্ বিভিক্ষে। লুঙ্ অভিক্ষিষ্ট।

ভিক্ষণ (ক্লী) ভিক্ষাকরণ, যাচন।

ভিক্ষা (স্ত্রী) ভিক্ষ্ যাচনাদৌ (গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩।৩।১০২) ইতি অ, ততষ্টাপ্। ১ যাচন। চলিত, চাওয়া, মাগা। পর্য্যায় যাচ্ঞা, অর্থনা, অর্দ্দনা, প্রার্থন, যাচনা। (শব্দরত্না°)

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি।
তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষাং নৈব চ নৈব চ॥" (চাণক্য)

২ সেবা। ৩ ভৃতি। ৪ ভিক্ষিত বস্তু। শাতাতপ "গ্রাসমাত্রা ভবেদ্ ভিক্ষা" পরিমাণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

মনুতে লিখিত আছে—

"কৃত্বৈতদ্বলিকর্ম্মৈবমতিথিং পূর্ব্বমাশয়েৎ।
ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দদ্যাদ্বিধিবদ্ ব্রহ্মচারিণে॥" (মনু ৩।৯৪)

গৃহী বলিকর্ম্ম-সমাপনের পর সর্ব্বাগ্রে অতিথিকে ভোজন করাইবেন এবং ভিক্ষুক বা ব্রহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা দিবেন। গৃহীর এই ভিক্ষাদান অশেষ পুণ্যজনক।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নের পর, গুরুগৃহে অবস্থানের পূর্ব্বে ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা গুরুকে দিয়া তদ্-গৃহে অবস্থান করিতে হয়। মনুতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্ম-চারিগণ সূর্য্যের উপাসনার পর তিনবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষাচরণ করিবেন।

উপনীত ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী পূর্ব্বে 'ভবৎ' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবেন, অর্থাৎ 'ভবতি! ভিক্ষাং দেহি।' পুরুষ হইলে 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' এই কথা বলিবেন। ক্ষত্রিয়েরা ভবৎ শব্দ মধ্যে 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি।' বৈশ্যেরা ভবৎ শব্দ শেষে 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি' এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিবেন।

মাতা, ভগিনী, মাতৃষ্বসা বা যে স্ত্রীলোক ব্রহ্মচারীকে প্রত্যাখ্যান না করেন, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষা করিবেন। প্রতিদিন প্রয়োজনানুরূপ ভিক্ষা সংগ্রহ হইলে তাহা অকপটমনে গুরুকে সমর্পণপূর্ব্বক গুরুগৃহে অবস্থান করিবেন। (মনু ২অ০)

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় লিখিত আছে, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে স্বীয় জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের জন্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণালয়ে ভিক্ষা করিবেন। (যাজ্ঞবল্ক্য সং ১।২৮-৩০)

স্বজাতি অথবা সকলবর্ণের নিকট ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু পতিত, বেদযজ্ঞাদি-বিহীন, গুরুকুল, জ্ঞাতি-কুল ও বন্ধু ইঁহাদের নিকট কখনও ভিক্ষা করিবেন না। যদি কাহারও নিকট ভিক্ষা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহাতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু পূর্ব্বোক্তের নিকট যদি ভিক্ষালাভ হইবার সম্ভাবনা থাকে, এবং তাহাদের নিকট না যাইয়া ইহা-দের নিকট ভিক্ষা করেন, তাহা হইলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। *

* "স্বজাতীয়গৃহেষেব সার্ব্ববর্ণিকমেব বা।
ভক্ষ্যস্যাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিবিবর্জ্জিতম্॥
বেদযজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্ম্মসু।
ব্রহ্মচার্য্যাহরেদ্ভৈক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোঽন্বহম্॥
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু।
অলাভে ত্বন্যগেহানাং পূর্ব্বং পূর্ব্বং বিবর্জ্জয়েৎ॥" ইত্যাদি।
(কূর্ম্মপু০ উপবি০ ১১ অ০)

ভিক্ষাদান অবশ্যকর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ বিভব, তিনি তদনুসারে ভিক্ষা দিবেন। গ্রাসপরিমাণে ভিক্ষা দিতে হয়।

"ভোজনং হন্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষামথাপি বা।
অদত্ত্বা নৈব ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ॥
গ্রাসপ্রদানাদ্ভিক্ষা স্যাৎ অগ্রং গ্রাসচতুষ্টয়ম্।
অগ্রাচ্চতুর্গুণং প্রাহুর্হন্তকারং দ্বিজোত্তমাঃ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)

ব্রহ্মচারী ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত হইলে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া আবশ্যক।

ব্যাধিগ্রস্ত, অন্নহীন, কুটুম্ববিতাড়িত, ও পথক্লান্ত ইহাদের ভিক্ষাচর্য্যা বিহিত হইয়াছে।

"ব্যাধিতস্যান্নহীনস্য কুটুম্বাৎ প্রচ্যুতস্য চ।
অধ্বানং বা প্রপন্নস্য ভিক্ষাচর্য্যং বিধীয়তে॥" (বিষ্ণুপু০)

গৃহীর আলয়ে যে দিন অতিথি বা ভিক্ষুক না আইসে, সেই দিন গৃহী ভিক্ষিত বস্তু গাভীকে ভোজন করাইবে বা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে।

"ভিক্ষুকাভাবে চাগ্রং গোভ্যো দদ্যাৎ অগ্নৌ বা ক্ষিপেৎ॥"
(বিষ্ণুসংহিতা)

ভিক্ষাক (পুং) ভিক্ষতে ইতি ভিক্ষ্-(জল্পভিক্ষকুট্টলুণ্ঠবৃঙঃ ষাকন্। পা ৩।২।১৫৫) ইতি ষাকন্। ভিক্ষুক।

ভিক্ষাকর গুপ্ত, রায়মুকুটধৃত জনৈক গ্রন্থকার।

ভিক্ষাকরণ (ক্লী) ভিক্ষায়াঃ করণং। ভিক্ষাকার্য্য, ভিক্ষা করা।

ভিক্ষাকী (স্ত্রী) ভিক্ষাক ষিত্বাৎ ঙীষ্। ভিক্ষুকী। (মুগ্ধবোধব্যা০)

ভিক্ষাচর (পুং স্ত্রী) ভিক্ষাং চরতীতি ভিক্ষা-চর (ভিক্ষা-সেনাদায়েষু চ। পা ৩।২।১৭) ইতি ট। ১ ভিক্ষুক। ২ কাশ্মীর-রাজ স্বনামখ্যাত ভোজনরপতির পুত্র।

"রাজ্ঞাং বিভবমত্যাং যং ভোজো হর্ষনৃপাত্মজঃ।
জাতং মৃতদ্বিত্রিপুত্রানন্তরং গুরুভিঃ শিশুম্।
আয়ুষ্কামৈ স্তমাবদ্ধাভব্যভিক্ষাচরাভিধম্॥" (রাজতর ৮।১৭)

ভিক্ষাচরণ (ক্লী) ভিক্ষায়াশ্চরণম্। ভিক্ষাচর্য্য, ভিক্ষা করা।

ভিক্ষাচর্য্য (ক্লী) ভিক্ষায়াশ্চর্য্যং। ভিক্ষাচরণ। স্ত্রিয়াং টাপ্।

ভিক্ষাচার (ত্রি) ভিক্ষাকার্য্য।

ভিক্ষাটন (ক্লী) ভিক্ষার্থমটনম্। ১ ভিক্ষার্থ গমন। সায়ং ও প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্য গমন করিতে নাই। (কূর্ম্মপু০উ০১৫অ০)

"অর্দ্ধং দানববৈরিণা গিরিজয়াপ্যর্দ্ধং হরস্যাহৃতং
দেবেত্থং জগতীতলে স্মরহরাভাবঃ সমুন্মীলতি।
গঙ্গা বারিধিমম্বরং শশিকলা নাগাধিপঃ ক্ষ্মাতলং
সর্ব্বজ্ঞত্বমধীশ্বরত্বমগমৎ ত্বাং মাঞ্চ ভিক্ষাটনম্॥" (উদ্ভট)

২ শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি।

ভিক্ষাদি (পুং) ভিক্ষা আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ।

গণ—যথা ভিক্ষা, গর্ভিণী, ক্ষেত্র, করীষ, অঙ্গার, চর্ম্মন্, সহস্র, যুবতি, পদাদি, পদ্ধতি, অথর্বন্, দক্ষিণামত, বিষয় ও শ্রোত্র। সমূহ অর্থে এই গণের উত্তর অণ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

ভিক্ষান্ন (ক্লী) ভিক্ষালব্ধমন্নম্। ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন।

ভিক্ষাপাত্র (ক্লী) ভিক্ষাহরণার্থং পাত্রং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা°। ভিক্ষাহরণার্থ পাত্র, যে পাত্রে করিয়া ভিক্ষা করা হয়। ২ ভিক্ষাদানসম্প্রদান ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

ভিক্ষাপ্রচার (পুং) ভিক্ষার্থং প্রচারঃ। ভিক্ষার জন্য গমন।

ভিক্ষাভুজ্ (ত্রি) ভিক্ষাভোজী, ভিক্ষা দ্বারা উদরপূরক।

ভিক্ষামানব (পুং) ভিক্ষুক মানব।

ভিক্ষায়ণ (ক্লী) ভিক্ষার্থ ভ্রমণ।

ভিক্ষার্থিন্ (ত্রি) ভিক্ষা-অর্থ-ইনি। ভিক্ষাপ্রার্থী, ভিক্ষুক।

ভিক্ষাবৎ (ত্রি) ভিক্ষা-অস্ত্যর্থে মতুপ্ মস্য ব। ভিক্ষাকারী।

ভিক্ষাবৃত্তি (ত্রি) ভিক্ষা বৃত্তির্জীবিকা যস্য। ভিক্ষুক, ভিক্ষোপজীবী, যাহার ভিক্ষাই জীবিকা।

ভিক্ষাশিন্ (ত্রি) ভিক্ষাং অশ্নাতীতি অশ-ণিনি। ভিক্ষুক।
"ভিক্ষাশী বিচরেদ্ গ্রামং বন্যৈর্যদি ন জীবতি।" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

ভিক্ষাশিত্ব (ক্লী) ভিক্ষাশিনো ভিক্ষুকস্য ভাবঃ ত্ব। পৈশুন্য।

ভিক্ষাহার (পুং) ভিক্ষালব্ধঃ আহারঃ। ভিক্ষান্ন।

ভিক্ষিতব্য (ত্রি) ভিক্ষ্-তব্য। প্রার্থিতব্য।

ভিক্ষিন্ (ত্রি) ভিক্ষাকারী তাপস। স্ত্রিয়াং ঙীপ্।
"ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ॥"(রামায়ণ ২।২৯।১৩)

ভিক্ষু (পুং) ভিক্ষ-যাচনে (সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ৩।২।১৬৮) ইতি উ। ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত চতুর্থাশ্রমী। এই আশ্রম শেষ আশ্রম। এই ভিক্ষু শব্দ ধর্ম্মী ও ধর্ম্মপর। পর্য্যায়,—পরিব্রাজ্,কর্ম্মন্দিন্ পারাশরিন্, মস্করিন্, পরিব্রাজক, পরাশরী, ব্রজক। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই চারিটী আশ্রম। বিষ্ণুপুরাণে এই আশ্রমের লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

তৃতীয় আশ্রমের পর পুত্র, কলত্র ও সমুদয় দ্রব্যে স্নেহশূন্য ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করিবেন। ভিক্ষুব্যক্তি ধর্ম্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন সমুদায় এবং যাগাদির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন। শত্রু, মিত্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, মন বা কর্ম্ম দ্বারা জরায়ুজ, অণ্ডজ প্রভৃতি কোন জীবেরই কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্ব্বদা যোগরত থাকিবেন এবং সকলের সঙ্গত্যাগ করিবেন। গ্রামে এক রাত্রি ও নগরে পঞ্চরাত্রি বাস করিবেন, ইহার অধিককাল থাকিবেন না, ইহার মধ্যেও যেস্থানে প্রীতি জন্মে ও দ্বেষ না হয়, এরূপ স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্ব্বাণ হইবে, যে সময় সকলেরই আহার শেষ হইয়া যাইবে, সেই সময় ভিক্ষার জন্য ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। যিনি আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপনপূর্ব্বক ভিক্ষান্নরূপ হবিঃসমূহ দ্বারা নিজমুখে হোম করেন, এবং চৈতন্যরূপ অগ্নি দ্বারা কর্ম্ম সকল দহন করিতে সমর্থ হন, তিনিই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (বিষ্ণুপু° ৩।৯অঃ)

মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, ও বানপ্রস্থ আশ্রমের পর ভিক্ষুনামক চরম আশ্রম। এই আশ্রমে ভিক্ষুগণ সর্ব্বসঙ্গপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, কোপবিসর্জ্জন, ইন্দ্রিয়সংযম, একবিধ আবাসে চিরকাল বাসত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ, ভিক্ষালব্ধ অন্নে একবার মাত্র আহার, আত্মজ্ঞানাববোধেচ্ছা এবং আত্মদমন এই সকল সর্ব্বদা যত্নের সহিত অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই ভিক্ষুদিগের সনাতন ধর্ম্ম। সত্য, শৌচ, অনসূয়া প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম্ম, ভিক্ষুগণ তাহার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। (মার্কণ্ডেয়পু° ২৮অঃ)

ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমের পর ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। এই আশ্রমে তিনি সুখদুঃখরহিত, আশ্রয়শূন্য, জিতেন্দ্রিয়, শম ও দমগুণসম্পন্ন, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, ভোগ-কামনা-শূন্য ও নির্ব্বিকার-চিত্ত হইবেন। এইরূপ ধর্ম্মাচরণের পর তাঁহার ব্রহ্মপদ লাভ হয়। (ভা° ভীষ্ম° বর্ণাশ্রম° প°)

নির্ণয়সিন্ধুতে ভিক্ষুদিগের ধর্ম্ম এবং কর্ম্মের পদ্ধতি এইরূপ লিখিত আছে,—ভিক্ষুগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া 'ব্রহ্মণস্পতে' এই মন্ত্র জপ করিয়া দণ্ডাদি রাখিয়া দিবেন, পরে মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। মলমূত্রত্যাগের পর গৃহস্থদিগের যেরূপ শৌচ বিহিত হইয়াছে, তাহার চতুর্গুণ শৌচ করিবেন। তৎপরে আচমন করিয়া পর্ব্ব ও দ্বাদশী দিন ভিন্ন অন্য সকল দিনে প্রণব দ্বারা দন্তধাবন ও বহিঃকটিপ্রক্ষালন করিয়া জলতর্পণ ব্যতীত স্নান সমাপন করিবেন। তদনন্তর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কেশবাদির তর্পণ, 'ওঁ ভূস্তর্পয়ামি' ইত্যাদি ব্যাহৃতি দ্বারা তর্পণ করিবেন। পরে ত্রিকালে যথাবিহিত পূজা ও জপ হোমাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। বাহুল্যভয়ে ঐ সকল লিখিত হইল না *।

[নির্ণয়সিন্ধুতে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

* অথ যতিধর্ম্মাঃ,—প্রাতরুত্থায় ব্রহ্মণস্পতে ইতি জপিত্বা দণ্ডাদীনি ভূমৌ নিধায় মূত্রপুরীষয়োর্গৃহস্থচতুর্গুণং শৌচং কৃত্বাচম্য পর্ব্বদ্বাদশীবর্জ্জং প্রণবেন দন্তধাবনং কৃত্বা তেনৈব মৃদা বহিঃকটিং প্রক্ষাল্য জলতর্পণবর্জ্জং স্নাত্বা পুনর্জ্জলে প্রক্ষাল্য বস্ত্রাদীনি গৃহীত্বা কেশবাদিনামোহস্তনামভিস্তর্পয়িত্বা ওম্ ভূস্তর্পয়ামি ইত্যাদি ব্যস্তসমস্তব্যাহৃতিভিস্তর্পয়েদিত্যাদি।" (নির্ণয়সিন্ধু)

বিষ্ণু-সংহিতায় চতুর্থ আশ্রমের বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে,—ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে আসক্তি-নিবৃত্তি হইলে, প্রাজাপত্যযাগের পর সর্ব্বস্ব দক্ষিণা দিয়া এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। এই যাগের বিষয় যজুর্ব্বেদীয় উপাখ্যান গ্রন্থে বিহিত হইয়াছে।

ভিক্ষু আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ এবং সাত বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন। ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবেন না। ভিক্ষুকের নিকট ভিক্ষা করিবেন না। লোকের আহার হইয়া গেলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল নিরাকৃত হইলে মৃণ্ময় পাত্র, দারুময় পাত্র বা অলাবুপাত্রে ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষুর এই সকল পাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পরিত্যক্ত বাটী বা বৃক্ষমূলে নিশাযাপন করিবেন। গ্রামে এক রাত্রির অধিক বাস করিবেন না। কৌপীন ও বহির্ব্বাস ব্যতীত দ্বিতীয় পরিধেয় ব্যবহার করিবেন না। পদক্ষেপ করিবার সময় পথ দেখিয়া চলিবেন। বস্ত্রপূত-জল-গ্রহণ, সত্যপূত-বাক্যপ্রয়োগ এবং মনঃপূত আচরণ করিবেন। মরণ অথবা জীবন আকাঙ্ক্ষা করিবেন না। পরে অপমান করিলে তাহা সহ্য করিবেন, কিন্তু নিজে কাহাকেও অপমান করিবেন না। ভিক্ষুর কাহাকে আশীর্ব্বাদ বা নমস্কার করা বিধেয় নহে। ভিক্ষু প্রাণায়াম, ধারণা ও ধ্যানতৎপর হইবেন। সংসারের অনিত্যতা, শরীরের অশুচিতা, জরা দ্বারা রূপবিপর্য্যয়, শারীরিক ও মানসিক, আগন্তুক ও স্বাভাবিক ব্যাধি দ্বারা উপতাপ, গর্ভে মূত্র-পুরীষ মধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে শীতোষ্ণ-দুঃখানুভব, জন্মিবার সময় যোনিসঙ্কটনির্গম এবং তজ্জন্য বিশেষ যন্ত্রণা, বাল্যকালে মূঢ়তা, গুরুজনের অধীনে অবস্থান, অধ্যয়নে বহুক্লেশ, যৌবনে বিষয়প্রাপ্তির জন্য বিশেষ আয়াস, অসৎ কার্য্য করিয়া বিষয় লাভের পর, তদীয় ভোগবশতঃ নরকগমন, অপ্রিয়ের সংসর্গ, প্রিয় জনের বিরহ, নরকে মহাদুঃখ এবং সংসার অনিত্য, সংসারে কিছুই সুখ নাই ইত্যাদি বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিবেন ও সর্ব্বদা ধ্যাননিরত থাকিবেন। ধ্যানের সময় চরণদ্বয় উরুদ্বয়ে, এবং দক্ষিণকর বামকরে, রাখিয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মচিন্তায় নিরত থাকিবেন। দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থির রাখিতে হইবে। তখন ভিক্ষু একাগ্র মনে নির্ভয় ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত, নিত্য, ইন্দ্রিয়াতীত, নির্গুণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বতঃপাণি-পাদান্ত সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখ, পরব্রহ্মের ধ্যান করিবেন। এইরূপ করিতে করিতে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে।

(বিষ্ণুসংহিতা ৯৫-৯৮ অ০)

হারীতসংহিতায় লিখিত আছে যে, চতুর্থ আশ্রমের নাম ভিক্ষু বা সন্ন্যাস। শ্রদ্ধার সহিত এই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে, ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সকল প্রকার পাপ ধ্বংস করিতে পারিলে, এই আশ্রমে অধিকার জন্মে। বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত হইয়া পিতৃগণ, দেবগণ মনুষ্যগণ উদ্দেশে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্নিক্রিয়া সমাপনের পর, পূর্ব্ব অথবা উত্তরদিক্ লক্ষ্য করিয়া এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এই আশ্রম গ্রহণ করিবার সময় বৈবাহিক অগ্নি সঙ্গে লইতে হইবে। এই আশ্রম-গ্রহণের পর স্ত্রীপুত্রাদির সহিত আলাপ বিধেয় নহে। ভিক্ষু চতুরঙ্গুল পরিমিত কৃষ্ণ গোবালরজ্জু দ্বারা বেষ্টিত, সমপর্ব্ব, প্রশস্ত ও বেণু-নির্ম্মিত ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইনি আচ্ছাদন বাস, কৌপীন, শীতনিবারণী কন্থা এবং পাদুকাদ্বয় এই সকল দ্রব্য ভিন্ন অন্য কোন দ্রব্য সংগ্রহ করিবেন না।

ভিক্ষু এই সকল দ্রব্য লইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক উত্তম তীর্থে গমন, মন্ত্রপূত বারি দ্বারা আচমন ও তৎপরে দেবগণের তর্পণ করিয়া সূর্য্যদেবকে সমস্তক প্রণাম করিবেন। অনন্তর পূর্ব্ব মুখে উপবিষ্ট হইয়া যথাশক্তি গায়ত্রীজপান্তে পরব্রহ্মের ধ্যানে নিমগ্ন হইবেন। ইনি প্রতিদিন আপনার প্রাণ ধারণের জন্য ভিক্ষায় গমন করিবেন। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সম্যক্ কবল প্রার্থনা করিবেন। বাম করে পাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ভিক্ষু ভক্ষ্যোপযোগী অন্ন সংগ্রহ করিবে, তৎপরে সেই পাত্র অন্যত্র শুচিদেশে স্থাপন করিয়া সমাহিতচিত্তে চতুরঙ্গুল দ্বারা গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করিয়া পৃথক্ পাত্রে রাখিবেন। পরে তাহা সূর্য্যাদি ভূতদেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদ্বয়ে বা একপাত্রে ভোজন করিবেন। আচমনের পর নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক ভগবান্ ভাস্করের উপাসনা করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া দেবগৃহাদিতে রাত্রিযাপন করা বিধেয়। এই সময় তিনি হৃদয়পদ্মে ব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন। ইহাতেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইবে। (হারীতসং ৭ অ০)

হারীতের মতে ভিক্ষু কুটীচর, বহূদক, হংস ও পরমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

"চতুর্ব্বিধা ভিক্ষবস্তু প্রোক্তাঃ সামান্যলিঙ্গিনঃ।
তেষাং পৃথক্ পৃথগ্‌জ্ঞানং বৃত্তিভেদাৎ কৃতং শ্রুতম্॥
কুটীচরো বহূদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ।
চতুর্থঃ পরমো হংসো যো যঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ॥" (হারীত)

এই চারি শ্রেণীর ভিক্ষুর মধ্যে পর পরই শ্রেষ্ঠ। কুটীচর

ও হংস শিবলিঙ্গ অর্চ্চনা করেন, বহূদক দেবপূজায় রত থাকেন, কেবল পরমহংসই প্রণব-জপ ও জ্ঞানানুশীলন করিয়া থাকেন। সূতসংহিতায় জ্ঞানযোগখণ্ডে এই চারি শ্রেণী ভিক্ষুর বৃত্তি প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কুটীচর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্ব্বক স্বীয় গৃহে বা স্ববন্ধুগৃহে অবস্থান এবং ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। শিখাধারণ, যজ্ঞোপবীত, ত্রিদণ্ড ও কমণ্ডলুধারণ, কাষায় বস্ত্রপরিধান, ও শুদ্ধাচারী হইয়া থাকিবেন। ইহাদের ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর জপ চিন্তা সর্ব্বথা বিধেয়। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধাসহকারে শিবার্চ্চনা করা আবশ্যক।

বহূদক—সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন। এক গৃহের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। গোপুচ্ছ-লোমের রজ্জু দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জলপাত্র, কৌপীন, কমণ্ডলু, গাত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাদুকা, ছত্র, পবিত্র চর্ম্ম, রুদ্রাক্ষমালা, যোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্রী ও কৃপাণ ধারণ করিবেন। সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন এবং ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করা বিধেয়। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া সর্ব্বদা বাক্যপরিত্যাগ এবং ইষ্ট দেবতাচিন্তনে তৎপর হইবেন। সন্ধ্যাকালে গায়ত্রীজপ এবং স্বধর্ম্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবেন।

হংস—ভিক্ষু কমণ্ডলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, কন্থা, কৌপীন আচ্ছাদন, অঙ্গবস্ত্র, বহির্বাস এবং বংশদণ্ড সতত যত্নপূর্ব্বক ধারণ করিবেন, অঙ্গে ভস্মলেপন, ত্রিপুণ্ড্রধারণ ও শিবলিঙ্গপূজা করিবেন। ইঁহাদের প্রতিদিন আট গ্রাস অন্ন ভোজন করিতে হয়। শিখা সহিত সমুদয় কেশ মুণ্ডন করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-জপ ও অধ্যাত্মচিন্তন, তীর্থসেবা, কৃচ্ছ্র, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতানুষ্ঠান করা আবশ্যক। ইহাঁরা এক রাত্রি মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিতে পারিবেন।

পরমহংস—ত্রিদণ্ড, গোপুচ্ছলোম-মিশ্রিত রজ্জু,জল, পবিত্র শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, অজিন, মৃৎখণ্ডী কৃপাণ, শিখা, যজ্ঞোপবীত ও নিত্যকর্ম্ম পরিত্যাগ করিবেন।

কৌপীন, আচ্ছাদন বস্ত্র, শীতনিবারিকা কন্থা, যোগপট্ট, বহির্বাস, পাদুকা, ছত্র, অক্ষমালা ও বংশদণ্ড গ্রহণ করিবেন। অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গে ভস্মলেপন, ও তিনবার 'ওঁ' উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিতে হইবে।

অতিভোজন ও রিপুপরতন্ত্র হইলে মনঃসংযোগ হয় না, এইজন্য ভিক্ষুগণ অপরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। এই চারি প্রকার ভিক্ষু শৌচাচার ও ধ্যানপরায়ণ হইবেন। ইহারা সকলেই মোক্ষাভিলাষী। কুটীচর, বহূদক, ও হংস ইঁহারা মোক্ষলাভ উদ্দেশে গায়ত্রী মাত্র উপাসনা করিবেন। বেদত্রয় প্রণবমূলক, এবং প্রণবেই তাঁহাদের পর্য্যবসান; অতএব পরমহংস সর্ব্বদা প্রণবমাত্র জপ করিবেন। পরমহংস নির্জন দেশে সমাহিত ও মনের সুখে উপবিষ্ট থাকিয়া যথাশক্তি সমাধি অবলম্বন করিবেন *।

এই চারি প্রকার ভিক্ষুর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াও একরূপ নহে। নির্ণয়সিন্ধুর মতে কুটীচরকে দাহ, বহূদককে জলতারণ, হংসকে জলে নিক্ষেপ এবং পরমহংসকে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিবার ব্যবস্থা আছে †। বায়ুসংহিতার মতে পরমহংস ভিন্ন অন্য তিন প্রকার সন্ন্যাসীকেই মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া পরে দাহ করিবে।

[ইহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

২ যে সকল বৌদ্ধসন্ন্যাসী সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বৌদ্ধশব্দ দেখ।]

৩ বুদ্ধভেদ। ৪ শ্রাবণী ক্ষুপ। ৫ কোকিলাক্ষ।

ভিক্ষুক (স্ত্রী পুং) ভিক্ষুরেব, ভিক্ষু-স্বার্থে কন্, বা ভিক্ষতে ইতি ভিক্ষ-উক। ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষা করিয়া যাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করে। পর্য্যায়—মার্গণ, যাচনক, বনীয়ক, যাচক, অর্থী।

"ব্রাহ্মণং ভিক্ষুকং বাপি ভোজনার্থমুপস্থিতম্।
ব্রাহ্মণৈরভ্যনুজ্ঞাতঃ শক্তিতঃ প্রতিপূজয়েৎ ॥" (মনু ৩।২৪৩)

ব্রাহ্মণ বা ভিক্ষুক ভোজনের জন্য গৃহে উপস্থিত হইলে, যথাশক্তি তাঁহাকে ভোজন করান উচিত। ইহাদিগকে ভোজন করাইলে অশেষ পুণ্য হয়।

ব্রহ্মচারী, যতি, বিদ্যার্থী, গুরুপোষক, অধ্বগ, ও ক্ষীণবৃত্তি এই ৬ জন পারিভাষিক ভিক্ষুক।

"ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্যার্থী গুরুপোষকঃ।
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃ স্মৃতাঃ ॥" (অত্রি)

ভিক্ষুকীপারক (ক্লী) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত স্থানভেদ।

---

* "কুটীচরাশ্চ হংসাশ্চ তথৈব চ বহূদকাঃ।
সাবিত্রীমাত্রসম্পন্না ভবেয়ুর্ম্মোক্ষকারণাৎ ॥
প্রণবাদ্যাস্ত্রয়ো বেদাঃ প্রণবে পর্য্যবস্থিতাঃ।
তস্মাৎ প্রণবমেবৈকং পরমহংসঃ সদা জপেৎ ॥
বিবিক্তদেশমাশ্রিত্য সুখাসীনঃ সমাহিতঃ।
যথাশক্তিসমাধিস্থো ভবেৎ সন্ন্যাসিনাং বরঃ ॥" (সূতসংহিতা)

† "কুটীচরন্ত প্রদহেৎ তরয়েচ্চ বহূদকম্।
হংসং জলে তু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপূরয়েৎ ॥" (নির্ণয়সিন্ধু)

ভিক্ষুণী (স্ত্রী) ভিক্ষুকী, বৌদ্ধ-স্ত্রীযতিভেদ।

ভিক্ষুরূপ (পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৭১)

ভিক্ষুসঙ্ঘ (পুং) ভিক্ষুকদিগের সমিতি বা সঙ্ঘ।

ভিক্ষুসঙ্ঘাটী (স্ত্রী) ভিক্ষুং সংঘটতে ইতি ভিক্ষু-সম্ ঘট-অণ্ গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চীবর। নেকড়া। (হেম)

"পুরীষং কৌক্কুটং কেশাশ্চর্ম্মসর্পত্বচং তথা।
জীর্ণঞ্চ ভিক্ষুসঙ্ঘাটীং ধূপনায়োপকল্পয়েৎ॥"(সুশ্রুতউত্তর° ৩৩অ°)

ভিখারি (দেশজ) ভিক্ষুক।

ভিখারী (দেশজ) ভিক্ষোপজীবী, যে সকল লোক ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ভিখাসাহিব, বালিয়াবাসী রাজপুতজাতির ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষ। প্রবাদ, মর্দ্দনসিংহনামা জনৈক হিন্দুসর্দ্দার রাজস্বের দায়ে দিল্লী-রাজধানীতে কারারুদ্ধ হন। ঐ সময়ে শাহ মহম্মদ বাড়িনামা জনৈক মুসলমান-ফকীরের প্রসাদে তিনি কারামুক্ত হন এবং তাঁহার অনুগ্রহে আত্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সর্ব্বভূতে সমদয়া শিক্ষা করেন। উক্ত মুসলমান ফকীর কর্ত্তৃক তিনি রামমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণে আদিষ্ট হন। তন্মতাবলম্বিগণ সাম্প্রদায়িক চিহ্নের স্বরূপ একটী কণ্ঠী গলদেশে ধারণ করিতেন। ভিকুরাপতি মর্দ্দনের ভিখানামে এক প্রধান শিষ্য ছিল। ঐ ব্যক্তি জীবনের শেষ সময়ে বড়গাঁও নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তদবধি এখানে উক্ত সমাজের গদী স্থাপিত আছে। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি বৈষ্ণবের ও ইস্লামীয়ের আচার প্রচলিত দেখা যায়।

ভিখুরাজ, কলিঙ্গের জনৈক প্রাচীন নরপতি।

ভিঙ্গা, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। রাপ্তীনদী দ্বারা দুই অংশে বিভক্ত। ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্বাংশ পার্ব্বত্যরাজ উদত সিংহের ও রাজা সংগ্রামশাহের এবং পশ্চিমাঞ্চল ইকৌনা-রাজের অধিকারে ছিল। সম্রাট্ শাহ জাহানের রাজত্বকালে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইকৌনাধিপতি রাপ্তী অতিক্রম করিয়া পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী দঙ্গপুর পরগণার ৯২টী গ্রাম অধিকার করিয়া লন। ঐ সময়ে এখানে বঞ্জারা দস্যুগণের বিশেষ উপদ্রব হওয়ায় তথনকার তালুকদার গৌড়রাজপুত্র ভবানী-সিংহ-বিষেণের নামে স্বীয় সম্পত্তি দান করিয়া যান। বর্ত্তমান তালুকদার উক্ত ভবানী সিংহ হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষ হইবেন। রাপ্তী ও ভাকুলা শাখার সঙ্গমস্থলের পলিময় ভূমি অধিক উর্ব্বরা। উত্তরের নিম্নতরাই প্রদেশেও প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। বনভাগে শাল গাছ পাওয়া যায় এবং তাহার অল্প বিস্তর বাণিজ্যও আছে।

২ উক্ত তহসিলের প্রধান গ্রাম, রাপ্তীনদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭°৪২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮১°৫৭´২৬´´ পূঃ। প্রায় ৩৫০ বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ইকৌনারাজ কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। দুই শত বৎসর হইল, তাঁহারা নগর সমেত সমগ্র পরগণা গৌড়রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করেন। এখানে রাপ্তীনদীতীরে একটী পুরাতন দুর্গ বিদ্যমান আছে।

ভিঙ্গার, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ১৯°৬´ এবং দ্রাঘি° ৭৪°৪৯´১৫´´ পূঃ। মিউনিসিপাল কমিটীর তত্ত্বাবধানে নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

ভিজা (দেশজ) জলসিক্ত।

ভিজান (দেশজ) জলসিক্তকরণ, কোন দ্রব্য জলে রাখা।

ভিজাতিতা (দেশজ) ভিজা, জলসিক্ত।

ভিটা (দেশজ) বাস্তভূমি, গৃহ, বাটী।

ভিটাশাহ, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এই নগরে মুসলমানের বাসই অধিক। এখানে বসন্দ, সন্দ, খস্কেলী ও বগ্রাজাতীয় মুসলমানের সংখ্যাধিক্য ও প্রাধান্য দেখা যায়। উহাদিগের মধ্যে কএক ঘর স্থানীয় প্রসিদ্ধ পীর-বংশোদ্ভব। হিন্দুর মধ্যে প্রধানতঃ লোহানো জাতির বাস আছে। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে শাহ আবদুল লতিফ এই নগর স্থাপন করেন, তজ্জন্য এইস্থানের এতাদৃশ নামকরণ হইয়াছে। প্রতি বৎসর উক্ত শাহ লতিফের স্মরণার্থ এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভিটাসর্থণ্ডী, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। মুর্হানদীর পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৫°৫২´ পূঃ। নেপাল রাজ্যের সহিত এখানে ধান্যশস্যাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

ভিটামাটী (দেশজ) বাস্ত ভূমির মৃত্তিকা। ২ বাস্তভূমি।

ভিড়ভাড় (দেশজ) জনতা, বহুলোক সমাগত।

ভিড় (দেশজ) জনতা, যথা—লোকেরা ভিড়।

ভিড়ন (দেশজ) ১ নিকটাগমন। ২ তীরে নৌকা আনয়ন।

ভিণ্ড (পুং) ভণ্যতে ইতি ভণ্ ড,পৃষোদরাদি°সাধুঃ। ভিণ্ডাক্ষুপ।

ভিণ্ডক (পুং) ভিণ্ড-স্বার্থে কন্। ভিণ্ডাক্ষুপ। (রাজনি°)

ভিণ্ডা (স্ত্রী) ভিণ্ড অজাদিত্বাৎ টাপ্। ক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায়—ভিণ্ডীতক, ভিণ্ড, ভিণ্ডক, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুষ্পদ, চতুঃপুণ্ড, সুশাক, অম্লপুত্রক, করপর্ণ, বৃত্তবীজ। ইহার গুণ অম্লরস, উষ্ণ, গ্রাহী ও রুচিকারক। (রাজনি°)

ভিণ্ডীতক (পুং) ভিণ্ডী সতী তকতি হসতীতি তক-অচ্। ভিণ্ডাক্ষুপ। (রাজনি°)

ভিত (দেশজ) ১ ভিত্তি। ২ দিগ্‌দর্শন-যন্ত্রের একটী বিন্দু। ৩ দিক্, ধার। যথা—

"দেখি মহাদেব গেলা এক ভিতে" (অন্নদাম°)

৪ উচ্চ ভূমি, বা যে ভূমিকে উচ্চ করা যায়।

ভিতর (দেশজ) মধ্যস্থল, অভ্যন্তর।

ভিতরগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। কাণপুর নগর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ভিতরগাঁও শব্দের অর্থ গ্রামের মধ্যভাগ। এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, কোন প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগরের মধ্যভাগে বর্ত্তমান নগর ভাগ সংগঠিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, প্রাচীন ফুলপুর নগরের মধ্যভাগ লইয়া এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। যে হেতু এখনও এই নগরের উপকণ্ঠে প্রায় ১ পোয়া পথ পূর্ব্বে, একটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা সাধারণের নিকট বাহিরগাঁও নামে পরিচিত। লোকে এই দুইটী গ্রামকে 'বাহিরি-ভিতরী' বা প্রাচীন ফুলপুরের জীর্ণ ও সংস্কৃত বিভাগ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন।

এই গ্রামের পূর্ব্বদিকে এখনও একটী সুবৃহৎ দেবালয় বিদ্যমান আছে। উহার দেউলগুলি ৮ ফিট্ চওড়া, মন্দিরটী লম্বে ৪৭ ফিট্, ও প্রস্থে ৩৬॥০ ফিট্। ইহার ইষ্টক গুলির পরিমাণ ১৮″×৯″×৩″।

মন্দিরগাত্রে বরাহ অবতার, দুর্গা, শিব ও গণেশ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে,খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দে এই মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীরের মধ্যে ইহা একটী অপূর্ব্ব নিদর্শন।

এই দেবালয় হইতে প্রায় ৩৫০ হাত দক্ষিণে ঝিঝিনাগের মন্দির অবস্থিত। উহা ধ্বংসপ্রায় স্তূপে পরিণত হইয়াছে। ইহার ইষ্টকাদি পর্য্যালোচনা করিলে উহাকে পূর্ব্বোক্ত দেবালয়ের সমকালে নির্ম্মিত বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিন্ন পার্শ্ববর্ত্তী পরৌলী, সিস্তুয়া, রাড়, বেদা-বেদৌনা, খুর্দ্দা, কাঁচ্‌লিপুর ও সহর অমোলী প্রভৃতি গ্রামে আরও কএকটী কারুকার্য্যযুক্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মন্দির বিদ্যমান আছে।

ভিতরী, উঃ পঃ প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। গাঙ্গী নদীর বামকূলে গাজীপুর নগর হইতে ১০ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার ইষ্টকস্তূপ পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, একসময়ে ইহা একটী প্রাকার-পরিবেষ্টিত দুর্গরূপে বিরাজিত ছিল। উহার চূড়াদেশে সম্প্রতি একটী ইমাম্‌বাড়া নির্ম্মিত হইয়াছে। উহার ভিত্তি-খননকালে তলদেশ হইতে প্রাচীন দুর্গবাটিকা বাহির হইয়া পড়ে। এখনও সেই রন্ধ্রপথে উহার অভ্যন্তরদেশে যাওয়া যায়। বহুশতাব্দ ধরিয়া উহার ইষ্টকরাশি সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ায় মূলস্তূপ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক একখানি ইষ্টক প্রায় ১৯″×১২″×৩″।

স্থানীয় একটী মস্‌জিদে কারুকার্য্যযুক্ত ৩০টী স্তম্ভসজ্জিত আছে। উহার বুদ্ধচিত্রাদি দেখিলে অনুমান হয় যে, বৌদ্ধপ্রধান্যসময়ে এখানে দু-একটী বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। মুসলমান-আধিপত্যে উহার উভয় নিদর্শনই মস্‌জিদ্‌গঠন-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু উভয়ের শিল্পনৈপুণ্যের ঔৎকর্ষ দেখিয়া অনুভব হয় যে, গুপ্তবংশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ-নৃপতিগণের মতদ্বৈধ হেতু সময় বিশেষে এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারকল্পে শিল্পচাতুর্য্যের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

মুসলমান-আধিপত্যেও এখানকার অনেক সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। যদিও তাহারা জাতবৈরতা হেতু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মনাশের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিল, তথাপি হিন্দুর ধ্বংসপ্রায় মন্দির-কলেবর মস্‌জিদে রূপান্তর করিয়া তাহারা সেই সেই দ্রব্য রক্ষাবিষয়ে প্রকারান্তরে পূর্ব্বকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছে। সৌভাগ্যের বিষয়, তাহারা জাতক্রোধ হইয়া উহা এককালে নষ্ট করিয়া দেয় নাই। গাঙ্গী নদীর চারি খিলানযুক্ত প্রস্তর-সেতু মুসলমানকীর্ত্তির অন্যতম নিদর্শন।

পূর্ব্বোক্ত দুর্গের অভ্যন্তরদেশে সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের-লাট-(স্তম্ভ) লিপি পাওয়া গিয়াছে, উহার অক্ষরাবলি কাল-প্রাবল্যে অস্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহাতে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু ও কুমারগুপ্তের রাজ্যারোহণ, বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি বিষয় উৎকীর্ণ হইয়াছে। ঐ লাটের পাদদেশে 'শ্রীকুমার গুপ্ত' নামাঙ্কিত কতকগুলি বৃহদাকার ইষ্টক এবং উহার সন্নিকটস্থ ধ্বংসরাশির মধ্যে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) কুমারগুপ্তের নামযুক্ত একখানি রূপার বাদামী থাল পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভিতরীর মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে গুপ্তরাজগণের প্রচলিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্র প্রভৃতি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ভিতরী দুর্গ একসময়ে গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের অধীন ছিল। হয় তিনি স্বয়ং অথবা তদধীন কোন প্রিয় সামন্ত উহার অধিকারী ছিলেন।

ভিতৌলী, অযোধ্যাপ্রদেশের বারাবাঁকি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। কৌরিয়ালা চৌকা নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত।

এই স্থান রাইকবাড় সর্দ্দার দিগের অধীন ছিল। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় তাহারা ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, ইংরাজরাজ তাহাদিগকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কপুরথালার মহারাজকে কৃতজ্ঞতাচিহ্নস্বরূপ এই সম্পত্তি দান করেন। ভূপরিমাণ ৬২ বর্গমাইল।

২ উক্ত প্রদেশের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। সই নদীতীরে অবস্থিত। প্রবাদ, ৬ শত বর্ষ পূর্ব্বে দুই জন কায়স্থকুলোদ্ভব এই নগর স্থাপন করিয়া যান। চারিদিকে বিস্তীর্ণ আম্রকানন বিরাজিত থাকায় নগরের সৌন্দর্য্য পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

ভিতৌর, উঃ পঃ প্রদেশের বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ড গ্রাম। পশ্চিম ফতেগঞ্জ নামেও পরিচিত। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে ২৪শে অক্টোবর রোহিলাযুদ্ধে যে সকল ইংরাজ-সেনা এখানে নিহত হইয়াছিল, তাহাদের স্মরণার্থ এখানে একটী প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটী গণ্ডশৈলের উপর উক্ত যুদ্ধনিহত রোহিলাসর্দ্দার নাজিব্ খাঁ ও বলন্দ খাঁর সমাধিমন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে।

ভিত্ত (ক্লী) ভিদ্যতে স্মেতি ভিদ্-ক্ত (ভিত্তং শকলং। পা ৮। ২।৫৯) ইতি নিষ্ঠাতকারস্য নত্বাভাবো নিপাত্যতে। খণ্ড, চলিত টুকরা।

ভিত্তি (স্ত্রী) ভিদ্যতে ইতি ভিদ্-ক্তিন্। প্রাচীর, মৃত্তিকা বা ইষ্টকদ্বারা রচিত গৃহাদির বেড়া। পর্য্যায় কুড্য, কুড্য, কুড্যক, ভিত্তিকা। (শব্দরত্না॰)

"মানেনানেন বিস্তারো ভিত্তীনাস্তু বিধীয়তে।
পাদে পঞ্চগুণং কৃত্বা ভিত্তীনামুচ্ছ্রয়ো ভবেৎ॥" (বিশ্বকর্ম্মপ্র॰)

২ প্রভেদ। ৩ সন্ধিভাগ। ৪ অবকাশ। (বিশ্ব) ৫ প্রদেশ।

"নির্দ্ধৌতদানামলগণ্ডভিত্তির্বন্যঃ সরিত্তো গজ উন্মমজ্জ।"
(রঘু ৫।৪৩)

৬ ভিত, মূলবনিয়াদ, দেওয়াল।

ভিত্তিকা (স্ত্রী) ভিনত্তি বেত্তি ভিদ—বিদারণে (কৃতিভিদিলতিভ্যঃ কিৎ। উণ্ ৩।১৪৭) ইতি তিকন্ কিচ্চ। ১ কুড্য) (শব্দরত্না॰) ২ পল্লী। (হেম)

ভিত্তিখাতন (পুং) মহামূষিক। ইহার পাঠান্তর 'ভিত্তিপাতন'

ভিত্তিচৌর (পুং) চোরয়তীতি চুর-অচ্, চৌর-এব স্বার্থে অণ্, চোরঃ, ভিত্ত্যা কুড্যাদিভেদেন চৌরঃ। চৌরবিশেষ, সিঁদাল চোর, যাহারা ভিত্তি প্রভৃতি কাটিয়া চুরি করে। পর্য্যায়,—খানিন, কুড্যচ্ছিদ্। (শব্দরত্না॰)

ভিত্তিপাতন (পুং) পাতয়তীতি পত-ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু, ভিত্তীনাং পাতনঃ। মহামূষিক। (রাজনি॰)

ভিদ্, দ্বিধাকরণ, ভেদ, বিদারণ। রুধাদি, উভয়, সক অনিট্। লট্ ভিনত্তি, ভিন্তঃ,ভিন্দন্তি, ভিন্তে, ভিন্দাতে, ভিন্দতে। লিঙ্ ভিন্দ্যাৎ ভিন্দীত। লোট্ হি ভিন্ধি। লঙ্ অভিনৎ, অভিন্তাং অভিন্দন্, অভিনঃ, অভিনৎ, অভিন্ত,। লিট্ বিভেদ, বিভিদে। লুট্ ভেত্তা। লৃট ভেৎস্যতি-তে। লুঙ্ অভিদৎ, অভৈৎসীৎ, অভিদতাং, অভৈত্তাং, অভিদন্, অভৈৎসুঃ, অভিত্ত, অভিৎসাতাং, অভিৎসত। কর্ম্মণি ভিদ্যতে। সন্ বিভিৎসতি-তে। যঙ্ বেভিদ্যতে, যঙ্ লুক্ বেভেত্তি। ণিচ্ ভেদয়তি। লুঙ্ অবীভিদৎ। অনু+ভিদ্=খণ্ডন। উদ্গম, উদ্ভেদ। নির্+ভিদ্=নির্ভেদ, প্রকাশ প্রতি+ভিদ্=তিরস্কার। বি+ভিদ্=বিভেদ, ছেদ। সম্+ভিদ্=মিশ্রণ, সংশ্লেষ, বিচ্ছেদ।

ভিদ্ (স্ত্রী) ভিদ্যতে ইতি ভিদ্-ক্বিপ্। ১ প্রভেদ। (জটাধর) (ত্রি) ২ ভেদকর্ত্তা। (ঋক্ ৭।১৭৪।৮)

ভিদক (ক্লী) ভিনত্তীতি ভিদ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৩৭) ইতি ক্বুন্। ১ বজ্র। (পুং) ২ খড়্গ।

ভিদনবালা, পঞ্জাবপ্রদেশের সহিন্দ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শতদ্রু নদীর একটী প্রশাখার উপর অবস্থিত। অক্ষা॰ ৩১°১০´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৫° পূঃ। শতদ্রু ও বিপাশা নদীর অন্তর্ব্বেদী মুখে অবস্থিত থাকায়, এখানকার চাসবাস ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভিদা (স্ত্রী) ভেদনমিতি ভিদ্ (ষিদ্‌ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইতি অঙ্, টাপ্। ১ বস্ত্রাদির বিদারণ, চেরা। পর্য্যায়,—বিদর, স্ফুটন। (অমর) ২ ধন্যাক। (শব্দচ॰) ৩ ভেদ। ৪ বিশেষকরণ।

ভিদাদি (পুং) পাণিন্যুক্ত শব্দগণভেদ যথা,—ভিদা, ছিদা, বিদা, ক্ষিপা, গুহা, শ্রদ্ধা, মেধা, গোধা, আরা, হারা, কারা, ক্ষিপা, তারা, ধারা, রেখা, চূড়া, পীড়া, বর্ষা, মৃজা, কৃপা। ভিদাদিগণের উত্তর অঙ্ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি)

ভিদাপন (ক্লী) ভেদপ্রাপণ।

"কৃন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্।
পাতনং গিরিশৃঙ্গেভ্যো বোধনং চাম্বুগর্ত্তয়োঃ॥"
(ভাগবত ৩৩০।২৮)

'ভিদাপনং ভেদপ্রাপণং' (স্বামী)

ভিদি (পুং) ভিনত্তীতি ভিদ্-(কৃগৃশৄপৄকুটিভিদিছিদিভ্যশ্চ। উণ্ ৪।১৪২) ইতি ই, সচ কিৎ। বজ্র। (দ্বিরূপকো॰)

ভিদির (ক্লী) ভিনত্তি বিদারয়তি ভিদ্ (ইষিমদিমুদিখিদিছিদিভিদিমন্দীতি। উণ্ ১৫২) ইতি কিরচ্। বজ্র। (ত্রিকা॰)

ভিদু (পুং) ভিনত্তি বিদারয়তীতি ভিদ্ (পৄভিদিব্যধিগৃধিধৃষিদৃশিভ্যঃ। উণ্ ১।২৪) ইতি কু। বজ্র। (ত্রিকা॰)

ভিদুর (ক্লী) ভিনত্তীতি ভিদ্-(বিদিভিদিচ্ছিদেঃ কুরচ্। পা ৩।২।১৬২) ইতি কুরচ্। ১ বজ্র। (পুং) ২ প্লক্ষবৃক্ষ।

ভিদুরস্বন (পুং) ১ অসুর ভেদ। (হরিব০ ১।১৯১) ২ বজ্রনির্ঘোষ। (ত্রি) ৩ বজ্রের ন্যায় শব্দকারী।

ভিদেলিম (ত্রি) ভিদ-কর্ম্মকর্ত্তরি কেলিম। স্বয়ং ভিদ্যমান।

ভিদ্য (পুং) ভিনত্তি কূলমিতি ভিদ্-ক্যপ্। (পা ৩।১।১১৫) নিপাতিতশ্চ। কূলভেদকারী নদ। (হেম)

"সিন্ধুভৈরবশোণাখ্যা নদা ভিদ্যোদ্ভবঘর্ঘরাঃ"

(বৃহন্নন্দিকেশ্বরপু০ দেবীস্নানমন্ত্র)

ভিদ্র (পুং ক্লী) ভিনত্তীতি ভিদ্-রক্ (স্ফায়িতঞ্চিবঞ্চিশকিক্ষিপিক্ষুদিসৃপিতৃপীতি। উণ্ ৩।১৩)। বজ্র।

ভিন্দ, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা০ ২৬°৩৩´২৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৮° ৫০´ ২০´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও দুর্গাদিতে পরিশোভিত ছিল, কিন্তু বর্ত্তমান কালে ইহার সকল স্থানই শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে।

ভিন্দড়, রাজপুতানার উদয়পুর সামন্তরাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত। উদয়পুর রাজ্যের জনৈক প্রধান অমাত্য এখানে বাস করেন।

ভিন্দিপাল (পুং) ভিদি-ইন্, ভিন্দিং বিদারণং পালয়তীতি পালি-অণ্। ১ হস্তপ্রমাণ-কাণ্ড, নালিকাস্ত্র। [নালিকাস্ত্র দেখ]

২ হস্তক্ষেপ্য লগুড়। পর্য্যায়—মুগ। ইহা আর্য্য-হিন্দুগণের এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য যুদ্ধাস্ত্র। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ-প্রকরণে ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ লিখিত হইয়াছে—

"ভিণ্ডিবালস্ত বক্রাঙ্গো নম্রশীর্ষো বৃহচ্ছিরাঃ।
হস্তমাত্রোৎসেধযুক্তকরসম্মিতমণ্ডলঃ॥"

ভিণ্ডিবাল বা ভিন্দিপাল নামক শস্ত্রের শরীরটি বাঁকা, মাথাটী নোয়ানো, কিন্তু অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহা এক হস্ত পরিমিত লম্বা এবং মুঠার দ্বারা ধরা যায়,এরূপ ভাবের গোলাকার। এই শত্রুঘাতী আয়ুধ পদাতিক সৈন্যেই ব্যবহার করিত। ইহার নিক্ষেপপ্রণালী ;—

"বিভ্রামণং বিসর্গশ্চ বামপাদপুরঃসরম্।
পাদঘাতাত্রিপুহরো ধার্য্যঃ পাদাতমণ্ডলৈঃ॥"

অগ্নিপুরাণোক্ত ধনুর্ব্বেদে ভিন্দিপাল-ব্যবহারের প্রণালী অন্যরূপ লিখিত আছে ;—

"সংপ্রাস্তমথ বিশ্রান্তং গোবিসর্গং সুদুর্দ্ধরম্।
ভিন্দিপালস্য কর্ম্মাণি লগুড়স্ত চ তান্যপি॥"

ভিন্ন (ত্রি) ভিদ্যতে স্মেতি ভিদ্-ক্ত। ১ ভেদবিশিষ্ট ভাঙ্গা, পর্য্যায়—দারিত, ভেদিত, বিদারিত। (শব্দরত্নাবলী) ২ সঙ্গত। ৩ অন্য। ৪ ফুল্ল, প্রস্ফুটিত। (মেদিনী) ৫ ক্ষতরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—

"কুন্তশক্তীষু খড়্গাগ্র-বিষাণাদিভিরাশয়ঃ।
হতঃ কিঞ্চিচ্ছ্রবেত্তদ্ধি ভিন্নলক্ষণমুচ্যতে॥"

(সুশ্রুত চিকি০ ২ অ০)

কুন্ত, শক্তি, ইষু, খড়্গাগ্র ও বিষাণাদি দ্বারা কোন আশয় ভেদ হইয়া তাহা হইতে কিঞ্চিৎ স্রাব হইলে ভিন্ন বলা যায়। পক্বাশয় ও মূত্রাশয় প্রভৃতি আশয় ৭ টী। কোন একটী আশয় ভিন্ন হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে জ্বর ও দাহ জন্মে। মলমূত্রের দ্বার, মুখ ও নাসিকা হইতে রক্ত নিঃসরণ হয় এবং মূর্চ্ছা, শ্বাস, তৃষ্ণা, আধ্মান, অরুচি, মলমূত্র ও বায়ুরোধ, ঘর্ম্মনিঃসরণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে আমিষগন্ধ, শরীরে দুর্গন্ধ, হৃদয় ও পার্শ্বে শূল এই সকল উপদ্রব জন্মে।

আমাশয় ভেদ হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত বমন এবং অতিমাত্র আধ্মান ও শূল হয়। পক্বাশয় ভেদ হইলে বেদনা, শরীর গৌরব, নাভির অধোভাগ শীতল, এবং কর্ণ, নাসিকা ও মুখ হইতে রক্তস্রাব হয়। আশয় ভেদ না হইয়া যদি অন্ত্রভেদ হয়, তবে সূক্ষ্ম পথ দিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃপূর্ণ হয় ও আচ্ছন্ন মুখ অতিশয় ভারবোধ হয়।

ভিন্নের চিকিৎসার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে। নাড়ী ভেদ করা হইলে অকর্ম্মণ্য হয়। কিন্তু নাড়ী ভিন্ন না হইয়া যদি লম্বিত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শিরা যাহাতে আহত না হয়, এইরূপভাবে সেই নাড়ীকে হস্ত দ্বারা চাপিয়া যথাস্থানে নিবিষ্ট রাখিবে। নিবিষ্টকরণের কালে সেই নাড়ী পদ্মপত্রের মধ্যে রাখিয়া হস্ত দ্বারা ধারণ করিবে। ছাগীর ঘৃত, যজ্ঞডুম্বুরের পত্র, যষ্টি মধু, নীলোৎপল, রক্তোৎপল, শুক্ল উৎপল, জীবক ও ঋষভক, এই সকল একত্র পিষিয়া তৎসহযোগে ঘৃতপাক করিতে হইবে। যে কোনরূপ আহত নাড়ীর পক্ষে এই ঘৃত উপকারক। উদরে যে বর্ত্তির আকার মেদ থাকে, তাহা নির্গত হইলে শোণাবৃক্ষের ভস্ম ও চূর্ণ তাহার উপর বিছাইয়া সূত্রের দ্বারা বন্ধন করিতে হইবে ও অগ্নিতপ্ত শস্ত্রের দ্বারা বহির্গত ভাগ ছেদন করিয়া দিবে। পরে সেই ব্রণের মুখে মধু লেপন করিয়া বন্ধন করিবে ও পূর্ব্বভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে ঘৃত পান করাইবে। ঘৃতের অভাবে দুগ্ধও দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ দুগ্ধ বা ঘৃত শর্করা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, গোক্ষুরী ও চিত্রা এই সকল সহযোগে পাক করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ব্রণজন্য বেদনা ও দাহের শান্তি হয়। উক্তরূপ ছেদন না করিলে উদরাধ্মান শূল অথবা মৃত্যুও

হইতে পারে। ত্বকের নিম্নদেশে শিরাপ্রভৃতি ভেদ করিয়া অথবা ভেদ না করিয়া শিরা প্রভৃতির অভ্যন্তরে শল্য কোষ্ঠদেশে প্রবেশপূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত সকল উপদ্রব জন্মাইলে ও তদ্দ্বারা কোষ্ঠ মধ্যে রক্ত সঞ্চয়, হস্ত, পাদ ও মুখ শীতল, চক্ষু রক্তবর্ণ ও মলমূত্রের অবরোধ এই সকল হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

যে স্থান ভেদ হইয়া অস্থিসকল বহির্গত হয়, সেই ব্রণের মুখ অল্পপ্রসারিত অথবা অধিক প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত, যদি নির্গত অস্থি তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায়, তবে সেই মুখ পরিমিতরূপে প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই অস্থি যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সেলাই করিয়া দিবে। অস্থি স্বস্থানচ্যুত হইলে রোগীর শ্বাসরোধ করাইয়া যথাস্থানে অস্থি স্থাপন করিবে ও পট্ট দ্বারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে ঘৃত সেচন করিবে এবং বায়ু ও পুরীষের মৃদু রেচনের জন্য চিত্রাতৈলসংযুক্ত ঈষদুষ্ণ ঘৃত পান করাইতে হইবে।

[বিশেষ বিবরণ ব্রণ রোগ দেখ।] (সুশ্রুত চিকি° ২ অ°)

ভিন্নক (পুং) ভিন্ন সংজ্ঞায়াং কন্। বৌদ্ধ।

"ভিন্নকঃ ক্ষপণোঽহ্রীকো বৌদ্ধো বৈনায়কঃ স্মৃতঃ।"(ত্রিকা)

ভিন্নকর্ণ (ত্রি) ১ যাহার কর্ণ কুণ্ডলাদিধারণে ছিন্ন হইয়াছে। ২ ভিন্নকর্ণযুক্ত পশুভেদ।

ভিন্নকূট (ক্লী) কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্রোক্ত বলব্যসনভেদ। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতির নাম বল। এই বলের নানাপ্রকার ব্যসন আছে, ভিন্নকূট তাহার মধ্যে একটী।

"অস্বামিসঙ্গতঞ্চাপি ভিন্নকূটং তথৈব চ।
ছন্দার্ষ্ণিগ্রহমন্ধঞ্চ বলব্যসনমুচ্যতে॥" (কামন্দকী)

ভিন্নক্রম (পুং) ভিন্নঃ ক্রমো যত্র। বাক্যজাত উপক্রমরাহিত্যরূপ ভগ্ন প্রক্রমাখ্য কাব্যগতদোষ [ভগ্নপ্রক্রম দেখ]

ভিন্নগর্ভ (ত্রি) কামন্দকী নীত্যুক্ত বলব্যসনভেদ।

"কলত্রগর্ভং বিক্ষিপ্তমগুঃশল্যং তথৈব চ।
ভিন্নগর্ভং হৃপসৃতমভিযুক্তং তথৈব চ॥"
(কামন্দকী নীতি)

ভিন্নগাত্রিকা (স্ত্রী) ভিন্নং গাত্রমস্যাঃ কপ্, টাপ্, অত ইত্বং। কর্কটী। (শব্দচ°)

ভিন্নগুণন (ক্লী) লীলাবত্যুক্ত পূরণভেদ।

"অংশাহতিশ্ছেদবধেন ভক্তা লব্ধং বিভিন্নে গুণনে ফলং স্যাৎ।"
(লীলাবতী)

ভিন্নঘন (পুং) ভগ্নাংশের ঘন পরিমাণ।

ভিন্নজাতীয় (ত্রি) পৃথগ্ জাতীয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়, একরূপের ভিন্নরূপ।

ভিন্নত্ব (ক্লী) ভিন্নস্য ভাব বা ত্ব। ভিন্নের ভাব ব ধর্ম্ম, পৃথক্ত্ব।

ভিন্নদর্শিন্ (ত্রি) ভিন্ন দৃশ্-ণিনি। পৃথগ্দ্রষ্টা, বিভিন্ন মতদ্রষ্টা।

ভিন্নদৃশ্ (স্ত্রী) ভিন্নং পশ্যতি দৃশ্-ক্বিপ্। ভিন্নদর্শনকারী।

ভিন্নপরিকর্ম্মন্ (ক্লী) লীলাবত্যুক্ত সচ্ছেদের সঙ্কলন, ব্যবকলনাদিরূপ অঙ্ক সংস্কারাষ্টক।

ভিন্নভাগহর (পুং) ভগ্নাংশের ভাগহর

ভিন্নভিন্নাত্মন্ (পুং) ভিন্ন ভিন্নোভেদযুক্ত আত্মা যস্য। চণক, ছোলা। (শব্দচন্দ্রিকা)

ভিন্নযোজনী (স্ত্রী) ভিন্নং যোজয়তীতি যুজ্-ণিচ্-ণিনি, ঙীপ্। পাষাণভেদক বৃক্ষ। (ভাবপ্র°)

ভিন্নলিঙ্গ (ক্লী) অলঙ্কারভেদ। যে স্থলে ভিন্ন-বচন ও ভিন্ন-লিঙ্গ দ্বারা উপমা হয়, তথায় এই অলঙ্কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

"যত্রোপমা ভবেদ্ভিন্ন-বচনা ভিন্নলিঙ্গিকা।
তদ্ভিন্নবচনং ভিন্ন-লিঙ্গং চাহুর্মনীষিণঃ॥" (প্রতাপরুদ্র)

২ পৃথক্ লিঙ্গ, পৃথক্ চিহ্ন।

ভিন্নবর্গ (পুং) ১ ভগ্নাংশের বর্গমূল। ২ ভিন্নজাতীয়।

ভিন্নবর্চ্চস্ (ত্রি) ভিন্নং বর্চঃ যস্য। দ্রবীভূত মলক। (সুশ্রুত) বাহুলকাৎ কপ্, ভিন্নবর্চ্চস্ক।

ভিন্নবর্ণ (ক্লী) পৃথক্ বর্ণ, ভিন্ন রং। ২ ব্রাহ্মণাদি বিভিন্নবর্ণ।

ভিন্নবিট্কা (স্ত্রী) ভিন্না বিট্ মলং যয়া। অলাবুলতা। (সুশ্রুত) (ত্রি) দ্রবীভূত মলক।

ভিন্নবর্ত্তী (পুং) অশ্বের শূলরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—

"অতীসারেণ সংযুক্তং শূলং যস্যোপজায়তে।
ভিন্নবর্ত্তিস্তু তং বিদ্যাত্তুরঙ্গং দীনচেষ্টিতম্॥" (জয়দত্ত)

অশ্বদিগের অতিসারের সহিত শূল হইলে এই রোগ হয়।

ভিন্নবিট্কতা (স্ত্রী) পিত্ত জন্য মলভেদরোগ।

ভিন্নবৃত্ত (ত্রি) বিভিন্ন ছন্দোগ্রথিত।

"অপার্থং ব্যর্থমেকার্থং সসংশয়মপক্রমম্।
শব্দহীনং যতিভ্রষ্টং ভিন্নবৃত্তং বিসন্ধিকম্।
দেশকালকলালোকন্যায়াগমবিরোধি চ।
ইতি দোষা দশৈবৈতে পরিবর্জ্জ্যা মনীষিভিঃ॥"(কাব্যাদর্শ)

ভিন্নবৃত্তি (ত্রি) বিভিন্নরূপ জীবনোপায়।

ভিন্নব্যবকলিত (ক্লী) ভগ্নাংশের ব্যবকলন।

ভিন্নসংকলিত (ক্লী) ভগ্নাংশের সঙ্কলন।

ভিন্নাঞ্জন (ক্লী) রসাঞ্জন চূর্ণ। (মাস ১২।৪৬৮)

ভিন্নার্থক (ত্রি) ভিন্নঃ অর্থো যস্য কপ্। অন্য, অন্য পদার্থ।

ভিয়স্ (ক্লী) ভী-বাহুলকাৎ কসুন্। ভয়। (ঋক্ ১।৫২।৯)

ভিয়া (স্ত্রী) ভীয়তে ইতি ভী-(ষিদ্ভিদাদিভ্যোঽঙ্। পা ৩।৩।১০৪) ইতি অঙ্, ইয়ঙ্, টাপ্। ভয়। (হেম)

ভিরি, মধ্যপ্রদেশের বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একটী বৃহৎ মেলা হইয়া থাকে। অষ্টাহ কাল উৎসব থাকে ও সেই সময়ে নানাদেশীয় দ্রব্য এখানে বিক্রয়ার্থ আনীত হয়।

ভিরিটিক (পুং) বৃদ্ধ শৃগাল। (বৈদ্যকনি॰)

ভিরিন্টিক (স্ত্রী) শ্বেত গুঞ্জা। (রাজনি॰)

ভিরিয়া, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা॰ ২৬°৫৫´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৬৮০১৪´১৫´´ পূঃ। মিউনিসিপালিটীর তত্বাবধানে নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

ভিল, ভেদন। চুরাদি॰ উভয়॰ পক্ষে তুদাদি॰ পরস্মৈ॰ সক॰ সেট। লট্ ভেলয়তি-তে। লুঙ্ অবীভিলৎ-ত। তুদাদি পক্ষে লট্ ভিলতি। লুঙ্ অভেলীৎ।

ভিলঙ্গ, ভাগীরথীর কলেবরবর্দ্ধিনী পার্ব্বতীয়-স্রোতস্বিনী বিশেষ। উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় (অক্ষা॰ ৩০° ৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮° ৫৫´ পূঃ) সমুত্থিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমে প্রায় ২৫ ক্রোশ অতিবাহন করিয়া (অক্ষা॰ ৩০° ২৩´ উঃ এবং ৭৮° ৩১´ পূঃ) ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হিন্দুর নিকট পুণ্যসলিলা বলিয়া গণ্য।

ভিলসা, (বিদিশা *) মধ্যভারতের সিন্দেরাজ্যের অন্তর্গত একটী দুর্গসুরক্ষিত প্রাচীন নগর। ভোপাল-রাজধানী হইতে ১৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্ব্বে বেত্রবতী (বেৎবা) নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৩° ৩১´ ৩৫´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৭° ৫০´ ৩৯´´ পূঃ। নদীতীরবর্ত্তী ১৫৪৬ ফিট্ উচ্চ গণ্ডশৈলের উপর এই নগর স্থাপিত। ভিলসা-দুর্গ সুদৃঢ় প্রাচীর ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এখানকার প্রাচীন আর কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ইহার সন্নিকটে বেশ্মনগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহাবংশ পাঠে জানা যায় যে, সম্রাট্ অশোক এখানে আসিয়াছিলেন। কালসহকারে বেশ্মনগর শ্রীহীন হইয়া পড়িলে, ভিলসা নগরেরই সমৃদ্ধি জাগিয়া উঠে। ভারতের নিভৃততম পার্ব্বতীয় প্রদেশে অবস্থিত থাকায় ভিলসাসমৃদ্ধির উপর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুসম্প্রদায় অথবা বিধর্ম্মী মুসলমানগণের কেহই বিদ্বেষবশে ইহার সুপ্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ নষ্ট করিতে যত্নবান্ হয় নাই। বৌদ্ধপ্রাধান্যসময়ে এখানে অনেকগুলি বৌদ্ধস্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। উহার কতকগুলি সম্রাট্ অশোকের পূর্ব্ববর্ত্তী ও কতকগুলি তাঁহার রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়াছিল। মহামৌদ্গলায়ন ও সারিপুত্র প্রভৃতি কএকজন বৌদ্ধাচার্য্য যাঁহারা অশোকপ্রবর্ত্তিত ৩য় মহাবোধি-সঙ্ঘে যোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মৃতিচিহ্ন অদ্যাপিও বিদ্যমান রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী সাঁচি, অন্ধর, সাতধারা ও ভোজপুর নামক স্থানেও বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধস্তূপ দেখা যায়। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এই জনপদ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজগণের শাসনাধীন থাকিয়া এই নগর ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে মোগলসম্রাট্ অকবর শাহের শাসনাধীন হয়। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর একটী ১৯৷৷০ ফিট লম্বা কামান দ্বারা এই দুর্গ সজ্জিত করেন। উহার কারুকার্য্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়।

এখানে ভারতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তামাকু (দোক্তা) ও গোধূম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোপাল হইতে ললিতপুর পর্য্যন্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায়, স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে এইস্থান একটী তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে। বেৎবা (বেত্রবতী) নদীতীরবর্ত্তী দেবমন্দিরাদি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধস্তূপসমূহ যাত্রিমাত্রেরই দেখিবার জিনিস।

ভিলালা, মধ্যভারতবাসী ভীল জাতির শাখাবিশেষ। ইহারা রাজপুতপিতা ও ভীল মাতা হইতে আপনাদের উৎপত্তি স্বীকার করে। বিন্ধ্য-পর্ব্বতের ভীল-সর্দ্দারগণ এই ভিলালা-বংশোদ্ভব। ইহারা সাধারণ ভীল অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ। অনেকেই 'ঠাকুর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভিলোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকাণ্ঠা জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। এখানকার শ্রীচন্দ্র প্রভুজীর মন্দির সমধিক বিখ্যাত।

ভিলোরিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকাণ্ঠার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯ বর্গ মাইল। এখানকার সর্দ্দার 'ঠাকুর' উপাধিধারী। ইঁহারা গাইকবাড়রাজকে কর দিয়া থাকেন। পর্ব্বতকন্দরাদিতে পরিশোভিত হইলেও এখানকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা সমধিক উর্ব্বরা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলা, কলাই, সরিষাদি বীজ, ইক্ষু ও ধান্য প্রধান।

ভিলোরী, সাতারা জেলার তাসগাঁও উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। কৃষ্ণা নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষা॰ ১৬°৫৯´৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৭৪°৩০´৪৫´´ পূঃ।

ভিল্ল (পুং) ভেলয়তি ভিল-বাহুলকাৎ লক্। বন্যজাতি-বিশেষ, ভীলজাতি। [ভীল দেখ।]

* শিলালিপিতে ইহার ভৈলস্বামি নাম পাওয়া যায়।

"মালা ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্ব্বেঽপি ম্লেচ্ছজাতয়ঃ।" (হেম)
কাহারও মতে ব্রাহ্মণের কন্যাতে তীবর হইতে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।* ২ লোধ্রবৃক্ষ। (সুশ্রুতচি° ১২অ°) ৩ রোমকসিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ। ৪ তন্নামক দ্রব্যভেদ।

"বিল্বস্তৈঃ পুণ্যকুম্ভৈশ্চ শোভিতানি যথা তথা।
মুক্তাদামৈশ্চ ভিল্লৈশ্চ ভূষিতানি সমন্ততঃ॥"(সহ্যাদ্রি°৯।১০৭)

ভিল্লকেদার, হিমালয়স্থ শিবলিঙ্গবিশেষ। শ্রীনগরের ১ মাইল পশ্চিমে এই মন্দির অবস্থিত। ইন্দ্রের পরামর্শানুসারে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন ভূতপতি মহাদেবের অন্বেষণে হিমালয়-দেশে গমন করেন। এখানে ভিল্ল (কিরাত)-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া পার্ব্বতীপতি অর্জ্জুনের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভারত বনপর্ব্ব)। অনেকে এই ভিল্লকেদার-মূর্ত্তিকে 'বিল্ব-কেদার' বলিয়া থাকেন।

ভিল্লগবী (স্ত্রী) ভিল্লানাং গবী। গবয়ী। (রাজনি°)

ভিল্লগ্রাম, অযোধ্যাপ্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখন বিল বা বিল্বগ্রাম নামে পরিচিত।
[হর্দোই দেখ]

ভিল্লতরু (পুং) ভিল্লপ্রিয়ঃ তরুঃ। লোধ্রপুষ্প। ভীলেরা এই পুষ্প দ্বারা অঙ্গভূষণাদি করে। এই বৃক্ষ ভীলগণের অতি প্রিয় বলিয়া ইহার নাম ভিল্ল হইয়াছে।

ভিল্লভূষণ (ক্লী) ভিল্লং ভূষয়তি ভূষি ভূ-ল্যু। গুঞ্জাবৃক্ষ।

ভিল্লম, ১ সেউণদেশাধিপতি পাঁচ জন যাদববংশীয় নরপতি। ২ দেবগিরির যাদববংশীয় জনৈক রাজা।
[যাদবরাজবংশ শব্দ দেখ।]

ভিল্লমাল, গুর্জ্জর জাতির একটী রাজধানী। শ্রীমাল নামেও পরিচিত। [শ্রীমাল দেখ।]

ভিল্লবেশ (ত্রি) ভিল্লরূপধারী। শ্রীমালের নরপতি এবং ব্রাহ্মণাদি অধিবাসী সকলে ভীলের ন্যায় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তত্রত্য উৎসবে আমোদ উপভোগ করিতেন।

"তদাপ্রভৃতিভূপালদ্বিজাঃ শ্রীমালবাসিনঃ।
শ্রীমালে ভিল্লবেশেন প্রবর্ত্তন্তে রথোৎসবে॥
কৃতকং মৃতকং কৃত্বা রুদন্তো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ।
লুঠন্তি পুরতো ভানোস্তেন তে স্যুর্নিরাময়াঃ॥"
(স্কন্দপু° শ্রীমালমাহাত্ম্য ৩২।৪৭।৪৮)

* "রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥" (আপস্তম্ব)
"পুলিন্দমেদভিল্লাশ্চ পুণ্ড্রো মল্লশ্চ ধাবকঃ।
কুন্দকারো ডোম্বলো বা মৃতপো হড্ডিপস্তথা॥
এতে বৈ তীবরাজ্জাতাঃ কন্যায়াং ব্রাহ্মণস্য চ॥" (পরাশরপদ্ধতি)

ভিল্লাদিত্য, জনৈক প্রতিহাররাজ। ঝোটের পুত্র।

ভিল্লী (স্ত্রী) ভিল্ল-ঙীপ্ ভিল্লানাং প্রিয়ত্বাদস্যাস্তথাত্বং। লোধ্র।

ভিল্লীনাথ, বালবিবেকিনী নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভিল্লোট (পুং) ভিল্লপ্রিয়মুটং পত্রং যস্য। লোধ্রবৃক্ষ। (সুশ্রুত)

ভিবন্দী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল। ইহার পশ্চিম বিভাগ পর্ব্বতময়, অন্যান্য সকল স্থানেই প্রচুর শস্যাদি উৎপন্ন হয়। স্থানীয় কাম্বাড়ী নদীর জল বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর, অক্ষা° ১৯°১৮´১০″ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩°৬´ পূঃ। এখানে নানাপ্রকার বাণিজ্য চলে।

ভিবানী, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটী তহ-সীল। ভূপরিমাণ ৪৮৫ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা° ২৮°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ১১´৪৫″ পূঃ। জয়পুর, জয়শাল-মীর ও বিকানের প্রভৃতি জনপদের বিস্তৃত বাণিজ্য ভিবানীর বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে সমাহিত হয়।

ভিবাপুর, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। অক্ষা° ২০°৪৬´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩০´৩৩″ পূঃ। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে ভীমসা নামক জনৈক গোঁড়-সর্দ্দার এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্ম্মিত একটী দুর্গ এখনও ভগ্না-বস্থায় পতিত রহিয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তদীয় জনৈক অন্ধ-বংশধর ইংরাজরাজের নিকট হইতে মাসহরা পাইয়া-ছিলেন। নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে কার্পাসবস্ত্র প্রভৃতির বাণিজ্য প্রচলিত আছে।

ভিষক্প্রিয়া (স্ত্রী) ভিষজঃ প্রিয়া। গুড়ূচী। (রাজনি°)

ভিষগ্জিত (ক্লী) ভিষজা জিতং। ঔষধ। (ত্রিকা°)
"চিকিৎসিতং প্রতীকারশ্চিকিৎসা চ ভিষগ্জিতম্।"

ভিষগ্জিতা (স্ত্রী) কন্দগুড়ূচী। (বৈদ্যকনি°)

ভিষগ্ভদ্রা (স্ত্রী) ভিষজি ঔষধে বৈদ্যে বা ভদ্রা, শুভদায়িকা। ভদ্রদন্তিকা। (রাজনি°)

ভিষঙ্মাতৃ (স্ত্রী) ভিষজাং মাতেব। বাসক। (রাজনি°)

ভিষজ (পুং) বিভেতি রোগো যস্মাদিতি ভীলি ভীত্যাং (ভিয়ঃ যুক্ হ্রস্বশ্চ। উণ্ ১।১৩৭) ইতি অজিঃ যুগাগমো হ্রস্ব-ত্বঞ্চ। বৈদ্য। সুশ্রুতাদিতে বৈদ্যের লক্ষণ ও গুণাগুণের বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। ধন্বন্তরি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বৈদ্য এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ রূপ পারদর্শী হইয়া চিকিৎসাকার্য্য করিবেন। যুদ্ধকালে ভীরু ব্যক্তি যেরূপ অবসন্ন হয়, চিকিৎসা শিক্ষা না করিয়া কেবল

শাস্ত্রজ্ঞান বলে চিকিৎসা করিতে গিয়া বৈদ্যও তদ্রূপ অবসন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বৈদ্যের চিকিৎসা ও শাস্ত্র উভয় বিষয়েই জ্ঞান থাকা আবশ্যক। যে বৈদ্য চিকিৎসাকার্য্যে কুশল হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকট মান্য হইতে পারেন না এবং ভূপতি কর্তৃক তাঁহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। মূর্খ বৈদ্য অমৃতের ন্যায় ঔষধ দিলেও কোন ফল হয় না। বরং তাহা শস্ত্র, বজ্র বা বিষের ন্যায় অপকারক হয়। যে ভিষক্ শস্ত্রক্রিয়া ও স্নেহাদি ক্রিয়া না জানেন, তিনি লোভবশত, রোগীকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগেই এইরূপ কুবৈদ্যের প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে। রথ যেরূপ দুই চক্রযুক্ত হইলে সুন্দর হয়, তদ্রূপ বৈদ্যও যদি চিকিৎসা ও শাস্ত্র উভয়ই জানেন, তবেই তাঁহার চিকিৎসাকার্য্যে পারদর্শিতা হয়। শিষ্য গুরুর নিকটে আয়ুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবেন। গুরু আপনার জ্ঞানানুসারে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবেন, শিষ্যও আপনার মনে ক্রমে তাহার অনুশীলন করিবেন। বৈদ্য হেতু, দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্য্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, মলাশয়, মর্ম্ম, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভসম্ভূত দ্রব্যের বিভাগ, অদৃশ্য শল্যের উদ্ধার, ব্রণনিরূপণ, বিবিধ ভগ্নদোষের এবং সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য রোগের বিচার ইত্যাদি বিষয়-সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। একটী মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ হয় না, অতএব ভিষকের বহুশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যিনি গুরুমুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অভ্যাস এবং তদনুসারে কর্ম্ম করেন, তিনিই ভিষক্। তদ্ভিন্ন সকলেই তস্কর। চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে শল্যতন্ত্রই প্রধান। ঔপধেনব, ঔরভ্র, সৌশ্রুত এবং পৌষ্কলাবত এই সকল গ্রন্থই ইহার মূল। (সুশ্রুত ৩-৪ অ°)

ভাবপ্রকাশে ভিষকের লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে ;—যিনি চিকিৎসা করেন, তাহাকে ভিষক্ বা বৈদ্য কহে। ইনি শাস্ত্রার্থে বিশেষ ব্যুৎপন্ন, দৃষ্টকর্ম্মা, চিকিৎসা-কুশল, সুসিদ্ধহস্ত, শুচি, কার্য্য-দক্ষ, অভিনব ঔষধ ও চিকিৎসার উপযোগী উপকরণে সুসজ্জিত, ঝটিতি উপস্থিত-বুদ্ধি, ধীশক্তিসম্পন্ন, চিকিৎসাব্যবসায়ী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী, এবং ধর্ম্ম-পরায়ণ হইবেন। এই সকল গুণসম্পন্ন ভিষক্ই প্রশংসনীয়।

যে ভিষক্ কুৎসিত বস্ত্র পরিধানকারী, অপ্রিয়ভাষী, অভিমানী, লোকের সহিত ব্যবহারে অনভিজ্ঞ এবং না ডাকিলেও নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই পাঁচ প্রকার দোষযুক্ত বৈদ্য ধন্বন্তরিসদৃশ হইলেও নিন্দনীয় হইবে। এইরূপ বৈদ্য দ্বারা চিকিৎসা বিধেয় নহে।

ভিষকের কর্ম্ম।—লক্ষণাদি দ্বারা সম্যক্‌রূপে রোগ, এবং রোগের উপশম করাই ভিষকের কর্ম্ম, কিন্তু ভিষক্ আয়ুর্দাতা নহেন। কেহ কেহ বলেন, সম্যক্ প্রকারে ব্যাধির নির্ণয় এবং রোগের উপশম করাই যে কেবল বৈদ্যের কার্য্য, তাহা নহে, পরমায়ু প্রদান করিতেও বৈদ্য সক্ষম, যে হেতু একশত প্রকার আগন্তুক মৃত্যু বৈদ্য কর্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে। ধন্বন্তরি একশত একপ্রকার মৃত্যু স্থির করিয়াছেন, তন্মধ্যে কালকৃত মৃত্যুই স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য, এই মৃত্যু নিবারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই, এই কালজ মৃত্যু ব্যতীত অন্য একশত প্রকার মৃত্যু নিবারণ করিতে বৈদ্য সমর্থ। এই জন্য তিনি আয়ুঃপ্রদাতা। (ভাবপ্র°) [বিশেষ বিবরণ বৈদ্যশব্দে দেখ] চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য, যদি কেহ ইহাদের অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ;* যদি কোন ভিষক্ ঔষধ ও মন্ত্র না জানিয়া চিকিৎসা করে, তাহা হইলে তাহাকে চোরের ন্যায় দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

"অজ্ঞাতৌষধিমন্ত্রস্তু যশ্চ ব্যাধেরতত্ত্ববিদ্।
রোগিভ্যোঽর্থং সমাদত্তে স দণ্ড্যশ্চৌরবদ্ভিষক্ ॥"

(জ্যোতিস্তত্ত্ব) ২ ঔষধ। "শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্র-মুর্ব্বীং" (ঋক্ ১।২৪।৯) "তে তব শতং ভিষজাঃ সহস্রং নিবার-কানি শতসহস্রসঙ্খ্যাকান্যৌষধানি বৈদ্যা ন সন্তি' (সায়ণ) ৩ শতধন্বার ক্ষেত্রজ পুত্র। (হরিব°৩৮।৬) (পুং) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১২।১৪৯।৭৫)

ভিষকাগ্রজমিশ্র, প্রভাশশধরীয়টীকাপ্রণেতা।

ভিষজাবর্ত্ত, (পুং) বিষ্ণুর নামভেদ।

"শিষ্টকৃৎ ভিষজাবর্ত্তঃ কপিলস্বঞ্চ বামনঃ।" (ভারত ১৩।৪৩।১২)

'ভিষজাবর্ত্তঃ ভিষজৌ অশ্বিনৌ আবর্ত্তত ইত্যাবর্ত্তস্তয়োঃ পিতা সূর্য্যঃ'। (নীলকণ্ঠ)

ভিসি, মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এখানে একটা সুন্দর দেবমন্দির বিদ্যমান আছে।

ভিস্তি, জলবাহী মুসলমানসম্প্রদায়বিশেষ।

ভিস্মা (স্ত্রী) বভস্তীতি ভস্ দীপ্তৌ বাহুলকাৎ স, ছন্দসি বহুল-মিতীত্বম্ ব্রাহ্মণভিস্মেতি ভাষ্যপ্রয়োগাল্লোকেঽপি। বা ভেদ-

* "শূদ্রান্নং ব্রাহ্মণো ভুক্ত্বা তথা রঙ্গাবতারিণঃ।
চিকিৎসকস্য ক্রূরস্য তথা স্ত্রীমৃগজীবিনাং ॥
শৌণ্ডকান্নং সূতিকান্নং ভুক্ত্বা মাসং ব্রতী ভবেৎ ॥
অপিচ—
পূষশ্চিকিৎসিতস্যান্নং পুংশ্চল্যাস্ত্বন্নমিন্দ্রিয়ম্।
বিষ্ঠাবার্দ্ধুষিকস্যান্নং শস্ত্রবিক্রয়িণো মলম্ ॥" (প্রায়শ্চিত্তবি°)

নমিতি ভিং, ভিদ্ ক্বিপ্, ভিদং স্তৌতীতি সো ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। অন্ন। পর্য্যায়,—

"ভক্তমন্নং তথান্ধশ্চ ক্বচিৎ কূরঞ্চ কীর্ত্তিতম্।
ওদনোঽস্ত্রী স্ত্রিয়াং ভিস্সা দীদিবিঃ পুংসি ভাষিতঃ॥"(ভাবপ্র০)

ভিস্সটা, (স্ত্রী) ভিস্সামন্নং টীকতে ইতি টীক-গতৌ অন্যেভ্যোঽপীতি' ড, ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দগ্ধান্ন, পোড়াভাত। (অমর) অমরটীকাসারসুন্দরীতে ইহার রূপান্তর ভিস্মিটা, ভিস্মিটা, ভিস্মটা ও ভিস্মিকা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভিস্সিটা (স্ত্রী) ভিস্সামন্নং টীকতে ইতি টীক-ড পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দগ্ধান্ন। (অমরটীকা সারসুন্দরী)

ভী, ভয়। জুহোত্যাদি' পরস্মৈ' অক' অনিট্। লট্ বিভেতি, বিভীতঃ, বিভ্যতি, বিভেসি, বিভীথঃ, বিভীথ, বিভেমি, বিভীবঃ, বিভীমঃ। লিঙ্ বিভিয়াৎ, বিভীয়াৎ। লোট্ বিভেতু, বিভেহি, বিভীহি, বিভয়ানি। লঙ্ অবিভেৎ, অবিভীতাম্, অবিভিতাম্, অবিভয়ুঃ। লুঙ্ অভৈষীৎ,অভৈষ্টাং, অভৈষুঃ। লিট্ বিভায়, বিভ্যতুঃ বিভ্যুঃ, বিভয়িথ, বিভেথ, বিভিাব। বিভয়াঞ্চকার। লুট্ ভেতা। লৃট্ ভেষ্যতি। ভাবে ভীয়তে, অভায়ি। ভী ধাতু ণিচ্ করিয়া প্রযোজক ভয় বুঝাইলে আত্মনেপদী হয়। অন্যত্র উভয়পদী। লট্ ভীষয়তে। উভয়পদী পক্ষে ভাপয়তি-তে। সন্ বিভীষতি। যঙ বেভীয়তে। যঙ্লুক্ বেভয়ীতি, বেভেতি।

ভী (স্ত্রী) ভী ভীত্যাং সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্। ভয়।

"পূর্ব্বাধিকো গৃহিণ্যাং বহুমানঃ প্রেমনর্ম্মবিশ্বাসঃ।
ভীরধিকেয়ং কথয়তি রাগং বালা বিভক্তমিব॥"
(আর্য্যাসপ্তশতী ৩৮৭)

ভীকর (ত্রি) ভয়কর। ভীত্যুৎপাদক।

ভীটা, (বীঠা) উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে এইস্থান উন্নতির-চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। ভারতীয় শকনৃপতিগণের প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি খোদিত লিপি,গুপ্তবংশীয় রাজা কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রের স্থাপিত স্তম্ভলিপি ও বৌদ্ধ মুদ্রাদি হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের আগ্রহাতিশয্যে এইস্থান 'বিভাভয়পত্তন' নামক শোভাময়ী নগরীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

বীঠা, দেওরিয়া, বিকার, মানকুমার, পঞ্চমুখ ও সারিপুর প্রভৃতি পরস্পর সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপরাশির কথা অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে ঐ সকলগুলিই সুপ্রাচীন বীঠাভয়পত্তন নগরীর কীর্ত্তিকলাপ মধ্যে গণ্য ছিল।

এই প্রাচীন নগরের কতকাংশ যমুনাবক্ষস্থ 'সুযশদেও' নামক গণ্ডশৈলের উপর এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে পূর্ব্বে একটী হিন্দুমন্দির ছিল। সম্রাট্ শাহজাহানের সেনানী সায়েস্তা খাঁ ১০৫৫ হিজিরায় উহা ধ্বংস করেন। তৎপরে হিন্দুগণ পুনরায় এখানে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বৎসর কার্ত্তিক মাসে ঐ দেবোদ্দেশে একটী মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বহুশত তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হন। পার্শ্ববর্ত্তী দোরিয়া নামক গ্রামে অশ্বঘোষ বোধিসত্ত্বের প্রতিমূর্ত্তি শৃঙ্গারীদেবী নামে পূজিত হইতেছেন। উক্ত দেওরিয়ার 'ডিহ' নামক স্থানে একটী প্রাচীন দুর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। মানকুমারের উত্তরপশ্চিম দিক্স্থিত পঞ্চপাহাড় নামক স্থানে একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

ইতস্ততঃ ও বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধস্তম্ভমূর্ত্তি ব্যতীত এখানে হিন্দুপ্রাধান্যের বহুতর স্মৃতি বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দে (৯০১ সম্বৎ) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে ব্রহ্মণ্যধর্ম্মবিস্তারের আভাস পাওয়া যায়। সীতা-কা-রসুই নামক পর্ব্বতগুহা, নরসিংহ, শিব, নন্দী, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার মূর্ত্তি, চণ্ডিকামাই, কালী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি এবং পর্ব্বতগাত্রে খোদিত পঞ্চপাণ্ডব মূর্ত্তি এখানকার হিন্দুপ্রাধান্যের প্রকৃষ্টতম নিদর্শন।

ভীণী (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্য প০ ৪৭অ০)

ভীত (ক্লী) ভী-ক্ত। ১ ভয়। (ত্রি) ২ ভয়যুক্ত।

"যস্তু ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ।
ভর্ত্তুর্যদ্ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসর্ব্বং প্রতিপদ্যতে॥" (মনু ৭।৯৪)

(পুং) ৩ মন্ত্রভেদ।

"শিবো বা শক্তিরথবা ভীতাক্ষঃ স প্রকীর্ত্তিতঃ।" (তন্ত্রসার)

ভীতি (স্ত্রী) ভী-ক্তিন্। ভয়।

"দুর্গে স্মৃতা হরসি ভীতিমশেষজন্তোঃ
স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।"(মার্কণ্ডেয়পু০ ৮৪।১৬)

২ কম্প। (বিশ্ব)

ভীতিকৃৎ (ত্রি) ভীতিং করোতি কৃ-ক্বিপ্। ভয়কারক।

ভীতী (স্ত্রী) কুমারানুচর মাতৃভেদ।

ভীনাল, রাজপুতানার আজমীর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে ভীনালরাজের প্রাসাদ অবস্থিত।

ভীম (ত্রি) বিভেত্যস্মাদিতি ভী-(ভিয়ঃ ষুগ্বা, উণ্ ১।১৪৭) বিভেতের্ম্‌ক্ ধাতোর্বা যুগাগমশ্চ ইতি মক্। ভয়হেতু। পর্য্যায়,—ভৈরব, দারুণ, ভীষণ, ভীষ্ম, ঘোর, ভয়ানক, ভয়ঙ্কর, প্রতিভয়।

"ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্।
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ॥" (রঘু ১।১৬)

২ ভয়ানক রস। (অমরটীকায় ভরত) ৩ শিব। (মার্ক-ণ্ডেয়পু॰) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫২) ৫ মহাদেবের অষ্ট মূর্ত্তির অন্তর্গত আকাশমূর্ত্তি। "ভীমায় আকাশমূর্ত্তয়ে নমঃ" (তিথিতত্ত্ব) পার্থিবশিবপূজায় শিবের অষ্টমূর্ত্তি পূজা করিতে হয়। ৬ গন্ধর্ব্ববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪৩) ৭ অম্লবেতস। ৮ আঙ্গিরস বহ্নিভেদ। (ভারত বনপ॰ ২১৯ অ॰)

৯ দানবভেদ। ১০ অমাবসুবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব॰২৭অ॰)

১১ সাত্বতবংশীয় নৃপভেদ। (হরিব॰ ৯৫ অ॰)

১২ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রভেদ।

"আদৌ মধ্যে তথা চান্তে চতুরপ্রযুতো মনুঃ।

জ্ঞাতব্যো ভীম ইত্যেষ যঃ স্যাদষ্টাদশাক্ষরঃ॥" (তন্ত্রসার)

১৩ মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন। পর্য্যায়,—বীরবেণু, বৃকোদর, বকজিৎ, কীচকজিৎ, কির্ম্মীরজিৎ, জরাসন্ধজিৎ, হিড়িম্বজিৎ, কটত্রণ, নাগবল, গুণাবল। (শব্দরত্না॰)

বায়ুর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। একদা পাণ্ডু মৃগয়ায় যাইয়া মৈথুনধর্ম্মে প্রবৃত্ত এক মৃগরূপী ঋষিকে বধ করেন। এইজন্য ঋষি পাণ্ডুকে শাপ দেন যে, তুমি মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলেই তোমার মৃত্যু হইবে। পাণ্ডু এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন। অনন্তর পাণ্ডু একদা কুন্তীকে কহিলেন যে, আমা দ্বারা পুত্রোৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তুমি আমার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন কর। পরে কুন্তী ভর্ত্তার নিয়োগানুসারে দুর্ব্বাসার বরপ্রভাবে ধর্ম্ম হইতে পরমধার্ম্মিক একপুত্র লাভ করেন। পাণ্ডু এই ধর্ম্মপরায়ণ পুত্রলাভ করিয়া পুনর্ব্বার কুন্তীকে কহিলেন যে, পণ্ডিতেরা ক্ষত্রিয়কে বলজ্যেষ্ঠ কহিয়া থাকেন, অতএব তুমি একটী বলপ্রধান পুত্র প্রার্থনা কর। অনন্তর কুন্তী ভর্ত্তার এই কথা শুনিয়া বায়ুকে আহ্বান করিলেন, মহাবল বায়ু মৃগারূঢ় হইয়া কুন্তীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমাকে কি দিতে হইবে? কুন্তী এই কথায় লজ্জাবনতমুখে কহিলেন, আমাকে মহাকায় বলবান্, সর্ব্বদর্পপ্রভঞ্জন এক পুত্র প্রদান করুন। অনন্তর বায়ু হইতে মহাবাহু ভীমপরাক্রম ভীম জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, এই জাতবালক সমস্ত বলবান্ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। বৃকোদর জন্ম লাভ করিবামাত্র এক অদ্ভুত ঘটনা হইল। ভীম মাতার ক্রোড় হইতে পতিত হওয়ায় তাঁহার গাত্রসংস্পর্শে সেই স্থলের শিলা সকল চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। যে দিন ভীমের জন্ম হয়, সেই দিনেই দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করে। ভীম অতিশয় বলশালী ছিলেন, দুর্য্যোধনাদি কেহই তাঁহাকে আঁটিতে পারিত না। এইজন্য প্রথম হইতেই তাঁহার উপর দুর্য্যোধনের জাতক্রোধ হয়। ক্রমে ক্রোধ ও অসূয়ার বশবর্ত্তী হইয়া দুর্য্যোধন পরামর্শ করিল, আমি বিষান্ন প্রয়োগে ভীমের জীবন নাশ করিব। পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইল। ভীম বিষাক্ত অন্নভোজনে অজ্ঞান হইলেন। দুর্ম্মতি দুর্য্যোধন অবসর বুঝিয়া ভীমকে লতাপাশ দ্বারা স্বহস্তে বন্ধনপূর্ব্বক স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিলেন। ভীম জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগভবনে নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন। সর্পগণ এককালে ভীমকে দংশন করিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের শরীরস্থ বিষ তিরোহিত হইল। ভীম এখানে নাগরাজ কর্ত্তৃক রক্ষিত ও অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়া দশসহস্র মত্ত হস্তীর তুল্য বলে বলীয়ান্ হইয়া স্বগৃহে আসিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃগণের সমক্ষে দুর্য্যোধনের কার্য্য সকল কহিলেন। তখন যুধিষ্ঠির ভীমকে কহিলেন, এ সকল বৃত্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। এখন অবধি তোমরা পরস্পর আপনাদিগকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা কর। ভীমের মৃত্যু হয় নাই, দেখিয়া দুর্য্যোধন পুনরায় ভীমের ভোজনদ্রব্যে সুতীক্ষ্ণ বিষ মিশ্রিত করিয়া দেন, এবার ভীম অনায়াসেই সেই বিষ জীর্ণ করিলেন। তখন দুর্য্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এই তিনজনে মিলিয়া ইহাদিগকে মারিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা ইহা জানিতে পারিয়াও কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। ইঁহারা সকলেই দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভীম গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিলেন। দুর্য্যোধন গদাযুদ্ধে তাঁহার সমকক্ষ হইল। তৎপরে দুর্য্যোধন তাঁহাদের সকল ভ্রাতাকে জতুগৃহ মধ্যে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। বারণাবত নগরীতে জতুগৃহ নির্ম্মিত হয়। দুর্য্যোধন জতুগৃহদাহের জন্য পুরোচন নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। পাণ্ডবগণ সম্বৎসর কাল এই জতুগৃহে বাস করেন। একদা ভীম দুর্য্যোধনের দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া এই জতুগৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক মাতা কুন্তী ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি অল্পদূর যাইয়াই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তখন ভীম স্বয়ংই কুন্তী ও ভ্রাতাদিগকে গ্রহণ করিয়া বহুদূর গমন করেন। পরে তাঁহারা নিদ্রায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলে এক বৃক্ষতলে সকলে নিদ্রা যান; কেবল ভীম জাগিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন।

যে স্থলে তাঁহারা শায়িত ছিলেন, তাহার অনতিদূরে হিড়ম্ব-নামে এক ভয়ানক রাক্ষস বাস করিত। হিড়ম্ব মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করে। হিড়িম্বা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়া ভীমের সুকুমার

রূপ অবলোকন করিয়া অনঙ্গবশবর্ত্তিনী হয়। এদিকে হিড়িম্ব হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় ক্রোধে ভীমকে আক্রমণ করে, পরে ভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভীম তাহাকে বধ করিয়া ঐ বনের ভীতি নিরাকরণ করেন। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় হিড়িম্বার সহিত ভীমের বিবাহ হয়। হিড়িম্বা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় দিবাভাগে ভীমের সহিত যথেচ্ছা-বিহার করিয়া প্রত্যহ রজনীতে তাঁহাকে আনিয়া দিত। ইহার গর্ভে ঘটোৎকচ নামে ভীমের এক পুত্র হয়। এই পুত্র কুরুপাণ্ডবসমরে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে কর্ণের হস্তে নিহত হয়। ভীম মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত এক-চক্রানগরে গমন করেন, এবং তথায় ভীম কর্ত্তৃক বক রাক্ষস নিহত হইলে এই নগর উপদ্রবশূন্য হয়।

অর্জ্জুন পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে লক্ষ্যভেদ করিয়া লাভ করিলে, মাতার আজ্ঞায় পঞ্চভ্রাতা তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে যুধিষ্ঠির ইন্দ্রপ্রস্থে রাজা হইলে, রাজসূয়যজ্ঞের জন্য তিনি প্রথমে অর্জ্জুন ও কৃষ্ণের সহিত মগধে গমন করেন। তথায় জরাসন্ধকে বধ করিয়া সকল রাজগণকে কারামুক্ত করেন। [জরাসন্ধ দেখ।]

যজ্ঞ উপলক্ষে ভীম দিগ্বিজয়ার্থ পূর্ব্বদিকে বহির্গত হইয়া বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত জয় করেন। তাঁহার বীরত্বে পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্ণ, রোচমান, পুলিন্দ, কুমার, কোশল, উত্তর-কোশল, মল্লভূমি, ভল্লাটদেশ, কাশী, মৎস্য, মলদ, বৎস, ভর্গ, ভোগ-বান, শর্ম্মক, বর্ম্মক, শক, বর্ব্বর, কিরাত, মগধ, মোদা-গিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকীক, তাম্রলিপ্ত, কর্কটক, বঙ্গ ও সুহ্ম-দেশ পাণ্ডবদিগের শাসনাধীন হয়। রাজা দুর্য্যোধন রাজসূয়-যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সৌভাগ্যাতিশয় দর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়া কপট দ্যুতক্রীড়ায় যুধিষ্ঠিরকে পরাভব এবং দ্রৌপদীকে জয় করিয়া দ্রৌপদীর অপমান করেন। [দ্রৌপদী দেখ।] তদ্দর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সম্মুখসমরে দুর্য্যোধনের সমক্ষে তাহার অপরাপর ভ্রাতৃদিগকে বিনাশ করিয়া দুঃশা-সনের বক্ষোরক্ত পান এবং অবশেষে গদাযুদ্ধে দুর্য্যোধনের উরুদেশ ভঙ্গ করিবেন।

অনন্তর পুনর্দ্যুতক্রীড়ায় পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী বনগমন করেন। ভীম দ্বাদশবর্ষ বনবাসকালে কির্ম্মীর ও জটাসুরকে বিনাশ এবং যক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া মণিমানকে নিহত ও কুবেরানুচরগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাকে শাপমুক্ত করেন। একদা তিনি বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে কারিতে অজগররূপী নহুষ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। [নহুষ ও মণিমান দেখ।]

ঘোষযাত্রাসময়ে গন্ধর্ব্বগণ দুর্য্যোধনাদিকে হরণ করিলে, তিনি যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জ্জুনের সহিত গন্ধর্ব্বরাজ চিত্র-সেনকে পরাস্ত করিয়া দুর্য্যোধনাদিকে উদ্ধার করেন। যে সময় জয়দ্রথ দ্রৌপদীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, সেই সময় তিনি অর্জ্জুনের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে যথোচিত শাস্তি প্রদান করেন। অজ্ঞাতবাসসময়ে তিনি বল্লব নামে সূপকাররূপে বিরাটগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই সময় মহামল্ল জীমূতকে তিনি বিনাশ করেন। পরে কীচক দ্রৌপদীর সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে তিনি রাত্রিকালে কীচক ও উপ কীচকগণের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। ভীম স্বীয় ভুজবলে ত্রিগর্ত্তপতি সুশর্ম্মার নিকট হইতে বিরাটরাজ্য উদ্ধার করেন।

কুরুক্ষেত্রসমরে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ভীম স্বীয় প্রতিজ্ঞা পালন করেন। দুর্য্যোধনাদি শত ভ্রাতাই তাঁহার হস্তে নিহত হয়। যুদ্ধাবসানে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত তিনি রাজ্য সুখভোগ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। মহাপ্রস্থানের সময় তিনি যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত উত্তরদিকে হিমালয় পর্ব্বতে গমন করিলেন। পরে সুমেরু পর্ব্বত অতিক্রম করিলে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জ্জুন ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পরে ভীম আর কিয়দ্দূর গমন করিয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে পতিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে ধর্ম্মরাজকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন, 'মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র; আজ কোন্ পাপে আমার ধরাতলে পতন হইল।'

তখন ধর্ম্মরাজ তাঁহাকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিলেন ;—'তুমি অন্যকে ভক্ষ্যবস্তু প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই পাপে তুমি ভূতলে পতিত হইলে।' (মহাভারত)

৪ বিদর্ভাধিপতি। মহাভারতে ইঁহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে ;—ভীম নামে বিদর্ভদেশে এক ভীমপরাক্রম নরপতি ছিলেন। বহুদিন পর্য্যন্ত তাঁহার সন্তান হয় নাই, এই ক্লেশে সর্ব্বদাই তিনি দুঃখিত থাকিতেন। একদা দমন নামে এক মহর্ষি তাঁহার নিকট আগমন করেন। ধর্ম্মজ্ঞ ভীম মহিষার সহিত অপত্যকাম হইয়া মহর্ষিকে সৎকার দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। মহর্ষির বরে ভীমের দম, দান্ত ও দমননামে তিন পুত্র এবং দময়ন্তী নামে এক কন্যা হয়। [নল ও দময়ন্তী দেখ।] (ভারত ৩।৫১ অ০)

৫ মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পূর্ব্বপুরুষ, অমাবসুর পুত্র, পুরূরবার পৌত্র। (ব্রহ্মবৈ০পু০) ৬ কুম্ভকর্ণের পুত্র, রাবণের জনৈক রাক্ষস সেনাপতি। (রামা০) ৭ গন্ধর্ব্ববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪৩) ৮ পুরুবংশীয় ঈলির পুত্র। (ভারত ১।৯৪।১৮) ৯ মহাদেব।

ভীম, ১ পদ্যাবলীধৃত জনৈক কবি। ২ পরিভাষার্থ-মঞ্জরীর পরিভাষেন্দুশেখর নামক টীকা রচয়িতা।

ভীম, ১ দ্বারকার জনৈক হিন্দুনরপতি। ইনি ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ বৈকাড়া কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ২ চোলরাজভেদ। ৩ সহ্যাদ্রিবর্ণিত নৃপতিদ্বয়। (সহ্যাদ্রি ৩১।১২, ৩৩।১৪) ৪ জয়শালমীরের মহারাবল বংশোদ্ভব জনৈক নরপতি। ৫ জম্বুর জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে গক্কর-সর্দ্দার যশ্‌রতের হস্তে নিহত হন। ৬ শিলাহারবংশীয় জনৈক রাজা। ইন্দ্ররাজের পুত্র। কোঙ্কণপ্রদেশে ইনি রাজত্ব করিতেন। ৭ ত্রিগর্ত্ত বা কোট-কাঙ্‌ড়ার জনৈক অধিপতি। রাজা বিজয়রামের পুত্র।

ভীম-আচার্য্য, নৃসিংহস্তোত্র-প্রণেতা।

ভীমক (পুং) ১ পার্ব্বতীর ক্রোধজাত গণভেদ। (হরিব° ১৬৮ অ°) ভীম-স্বার্থে কন্‌। ২ ভীমশব্দার্থ।

ভীমকলম্বক, মল্লারিমাহাত্ম্যটীকা রচয়িতা।

ভীমগড়, সহ্যাদ্রি-শিখরস্থিত একটী দুর্গ। খানাপুর হইতে ৮ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত। এই দুর্গ উত্তরদক্ষিণে ১৩৮০ ফিট্ লম্বা ও পূর্ব্বপশ্চিমে ৮২৫ ফিট্ প্রস্থ। দুরারোহ ও অত্যুচ্চ শিখরভূমে সংস্থাপিত। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ১৬৮০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত এই দুর্গ স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ১৬টী জেলা সমেত এই দুর্গ সাহুর হস্তে প্রদত্ত হয়। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দে জনৈক নেসর্গীসর্দ্দার বল্লভগড়, গন্ধর্ব্বগড় ও ভীমগড়-দুর্গ কোল্‌হাপুররাজের অধিকার-বিচ্যুত করেন। ইহার অনতিকাল পরেই, বিদ্রোহী আততায়ীদিগকে পরাভূত করিয়া কোল্‌হাপুররাজ ভীমগড় পুনরধিকার করিয়া লন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বেলগামের বিদ্রোহী সেনাদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরাজরাজ ভীমগড়-দুর্গ হস্তগত করেন।

ভীমগুপ্ত (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। ত্রিভুবনগুপ্তের মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন, কিন্তু কিছুদিন পরে রাক্ষসী পিতামহী দিদ্দার ষড়যন্ত্রে নিহত হন। (রাজতর° ৬ তর°)

ভীমঘোড়া, উঃ পঃ প্রদেশের সাহরাণপুর জেলার অন্তর্গত একটী হিন্দুতীর্থ। অক্ষা° ২৯°৫৮´ এবং দ্রাঘি° ৭৮°১৪´ পূঃ। দেরাদুনের দক্ষিণস্থ পর্ব্বতকন্দর মধ্যে ৩৫৩ ফিট্ উচ্চ একটী প্রলম্ব পর্ব্বতশিখরে অবস্থিত। একটী ক্ষুদ্র কুণ্ডই এই তীর্থক্ষেত্রের প্রধান স্থান। গঙ্গা নদীর গাত্রবাহিনী একটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী সদাই ইহার কলেবর পুষ্ট করিতেছে। প্রবাদ, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীমসেন এখানে অশ্বারোহণে অবস্থিত থাকিয়া গঙ্গার গতিরোধ করিতেছিলেন। তাঁহার অশ্বক্ষুরাঘাতে নিকটস্থ পর্ব্বতগাত্রে একটী গুহা প্রস্তুত হইয়া পড়ে। যে সকল তীর্থযাত্রী পাপখণ্ডন-মানসে ঐ কুণ্ডে স্নান করিতে আইসেন, তাঁহারা এই ঘোড়াগুহা ও স্থানীয় দেবমন্দির দর্শন করিয়া পবিত্রদেহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া থাকেন।

ভীমচন্দ্র (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ভীমজানু (পুং) যম-সভাস্থিত একজন রাজা। (ভারত ২।৮)

ভীমজী, কচ্ছের জাড়েজাবংশীয় জনৈক নরপতি, রাজা অমরজীর পুত্র (১৫১০ খৃষ্টাব্দ)।

ভীমটর্কালঙ্কারপতি, ৫ খানি নাটকপ্রণেতা।

ভীমতা (স্ত্রী) ভীমস্য ভাবঃ ভীম-তল্ টাপ্। ভীমত্ব, ভয়ানকত্ব।

ভীমতাল, উঃ পঃ প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র হ্রদ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। অক্ষা° ২৯° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৪১´ পূঃ। পর্ব্বতের উপত্যকাদেশে নিহিত থাকায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। ইহার গর্ভনিঃসৃত জলরাশির একটী ক্ষুদ্র ধারা রামগঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইতেছে।

ভীমতিথি (পুং) ভীমোপোসিতা তিথিঃ মধ্যপদলোপিক°। ভীম-একাদশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথি।

ভীমথাড়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১০৩৭ বর্গ মাইল।

ভীমদাস, ধাতুপাঠ রচয়িতা।

ভীমদাসভূপাল, বাক্যসুধাটীকা-প্রণেতা।

ভীমদেব, শ্রুতিভাস্করনামক সঙ্গীতশাস্ত্র-রচয়িতা।

ভীমদেব, (১ম) গুর্জ্জরাধিপতি চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি, দুর্ল্লভরাজের পুত্র। তিনি একজন মহাবীর ছিলেন। সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণে তিনি সসৈন্যে গমন করিয়াছেন দেখিয়া মালবপতি ভোজদেব গুর্জ্জর আক্রমণ ও অনহিলবাড়পত্তন অধিকার করেন। পরে চেদীরাজ কর্ণের সহায়ে তিনি মালবরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তদীয় ধারারাজ্য জয় করিলেন। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

ভীমদেব, (২য়) চালুক্যবংশীয় অপর একজন নৃপতি। ইনি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় গুর্জ্জরে রাজত্ব করিতেন।

ভীমদেব, (৩য়) চালুক্য বংশীয় অম্বরাজের পুত্র। ইনি বিক্রমাদিত্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

ভীমদেব, (৩য়) কোণমণ্ডলাধিপতি রাজা সত্যাশ্রয়ের পুত্র।

ভীমদেব, কাবুলের চতুর্থ হিন্দু-নরপতি। ইনি ৯৫০ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

ভীমদেব, অনহিলবাড়ের জনৈক হিন্দুরাজা। সোমনাথ আক্রমণ কালে ইনি মাহ্মুদ গজনীর সহিত যুদ্ধ করেন।

ভীমদৈবজ্ঞ, সর্ব্বার্থচিন্তামণি নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভীমদ্বাদশী (স্ত্রী) ভীমোপোসিতা দ্বাদশী। মাঘ মাসের শুক্লদ্বাদশী। ২ ব্রতভেদ। ভীম এই দ্বাদশীর দিন এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার ভীম-দ্বাদশী নাম হইয়াছে। এই ব্রত অশেষ-পুণ্যজনক। হেমাদ্রি-ব্রতখণ্ডে এই ব্রতের বিধান ও ব্যবস্থাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভীমনগর, ত্রিগর্ত্তাধিপতি ভীম কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগর। কোট-কাঙ্ড়ার অন্যতম রাজধানী। রাজা ভীম এখানে একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ১০০৮-৯ খৃষ্টাব্দে সুলতান মাহ্মুদ কাঙড়া আক্রমণকালে এই দুর্গ ধ্বংস করেন। [নাগরকোট দেখ]

ভীমনরেন্দ্র, সঙ্গীতসুধানামক গ্রন্থরচয়িতা।

ভীমনাথ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর আহ্মদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। প্রবাদ, এখানে হিড়িম্বা রাক্ষসীর আবাস ছিল। মাতা সহ পঞ্চ পাণ্ডব এই বনে আসিয়া বাস করেন। শিবপূজা ব্যতীত অর্জ্জুন জল গ্রহণ করিবেন না জানিয়া, ভীম ভ্রাতাকে প্রতারণাপূর্ব্বক মৃত্তিকামধ্যে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠকে শিবমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তদনুসারে মহামতি অর্জ্জুন তথায় যাইয়া কায়মনোবাক্যে শিবারাধনা করিয়া গৃহে আসিয়া ভোজনাদি করিলেন। ভীম স্বীয় চাতুর্য্য প্রকাশ করিলে, কুন্তী প্রভৃতি সকলে তথায় উপনীত হইলেন। ভীম যাইয়া বস্ত্রপুষ্পাদি অপসারিত করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির করিলেন। উহা শিব নহে প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশে ভীম যেমন দণ্ডাঘাত করিবেন, অমনি প্রস্তরগাত্র হইতে দুগ্ধ নিঃসৃত হইতে লাগিল। সকলে তাহাতে দেবাধিষ্ঠান হইয়াছে দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন এবং তদবধি উক্ত মূর্ত্তি সকলের নিকট ভীমনাথ মহাদেব নামে প্রচারিত হইল।

এই মহাদেবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভীমনাথ হয়। ১৫৩৫ সম্বতে মোহান্ত মাধবগিরি, পরে ঈশ্বরগিরি ও বুদ্ধগিরি কর্ত্তৃক স্থানীয় মন্দির ও গ্রামের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। দেবপূজা ও সদাব্রত পালনের জন্য এখানকার মোহান্ত মহারাজ নয় খানি গ্রাম লাভ করেন।

প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী, পূর্ণিমা, কৃষ্ণা ষষ্ঠী ও অমাবস্যায় এখানে ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে। অমাবস্যায় এখানে তিন দিন স্থায়ী একটী মেলা হয়। দ্বারকা-যাত্রিগণ প্রায়ই ভীমনাথদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। সকলেই দেবোচ্ছিষ্ট প্রসাদ অথবা চাউলাদি প্রাপ্ত হন।

এখানকার মোহান্তগণ বিবাহ করিতে পারে না। তাঁহারা অতিথি, বৈরাগী, গোঁসাই প্রভৃতি হইতে এক জন চেলা মনোনীত করিতে বাধ্য। পূর্ব্বোক্ত মাধবগিরির পরবর্ত্তী মোহান্তগণের নাম পাওয়া দুর্ল্লভ। যে রাঘবগিরি এখানকার বনমালা কাটাইয়া বসতি স্থাপন করিয়া যান, তাঁহারই পরবর্ত্তী অমৃত গিরি, ভাবগিরি, আসনগিরি, গুমানগিরি, ক্ষেমগিরি, ভগবান্‌গিরি, বুধগিরি ও ঈশ্বরগিরি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শেষোক্ত ঈশ্বরগিরিই (১৮৬৩-৮৫ খৃঃ) ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই স্থানের সংস্কার করিয়া যান।

ভীমনাথ, রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্বোদ্ধৃত জনৈক পণ্ডিত।

ভীমনাদ (পুং) ভীমো ভৈরবো নাদো যস্য। ১ সিংহ। ভীমো নাদঃ কর্ম্মধা। ২ ভয়ানক শব্দ। (ত্রি) ৩ ভয়ানকশব্দবিশিষ্ট।

"বাতৈর্বিধুনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ
সঞ্চূর্ণয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ॥" (চাতকাষ্ট° ১)

ভীমনায়ক (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। [কাশ্মীর দেখ]

ভীমপরাক্রম, জনৈক পাণ্ড্যরাজ। [পাণ্ড্যরাজবংশ দেখ।]

ভীমপরাক্রম (ত্রি) ভীমঃ পরাক্রমো যস্য। ১ ভয়ানক পরাক্রম। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১১৪) ৩ রঘুনন্দনকৃত মলমাসতত্ত্বধৃত জনৈক ব্যক্তি।

ভীমপলশ্রী, ধানশ্রী ও বারোঞাযোগে উৎপন্ন মিশ্র রাগিণীবিশেষ। স্বরগ্রাম ম প ধ নি সা ঋ গ। পঞ্চম বাদী, মধ্যম সম্বাদী। (সঙ্গীতরত্না°)

ভীমপাল (পুং) জনৈক নরপতি। ইনি বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ রচয়িতা সুরপালের প্রতিপালক ছিলেন।

ভীমপাল, পঞ্চাল-রাজ্যের অন্তর্গত বোদাময়ূতাধিপতি জনৈক রাজা। রাষ্ট্রকূটবংশীয় দেবপালের পুত্র। ইঁহার পুত্র সুরপাল বৃক্ষায়ুর্ব্বেদনামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ কাবুলাধিপতি সাহিবংশীয় শেষ হিন্দুনরপতি। ইনি ১০২৫ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন।

ভীমপুর (ক্লী) ভীমস্য পুরং ৬তৎ। বিদর্ভরাজের নগরী, কুণ্ডিনপুর। ভীমনগর প্রভৃতিরও এই অর্থ।

ভীমবল (ত্রি) ভীমঃ বলং যস্য। ১ ভয়ানকবীর্য্য (পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৭) ৩ বহ্নিভেদ।

ভীমভট্ট (পুং) জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। পুরাণসর্ব্বস্বে ইঁহার উল্লেখ আছে।

ভীমমুখ (ত্রি) ১ ভয়ঙ্কর মুখাকৃতিবিশিষ্ট। (পুং) ২ বাণভেদ। (রামায়ণ ৪।৪১।১৫)

ভীমর (ক্লী) যুদ্ধ। (শব্দার্থচি°)

ভীময়ু (স্ত্রী) আত্মনো ভীমং বৃষমিচ্ছতি ক্যচ্, বেদে নিপাতনাদুন্। আপনাতে বৃষভেচ্ছু স্ত্রীগবী। (ঋক্ ৫।৫৬।৩)

ভীমরথ, পাণ্ডববংশীয় জনৈক রাজা।

ভীমরথ (পুং) ভীমো ভয়ানকো রথোঽস্য। তামস মনু-কল্পে জাত অসুরবিশেষ। কূর্ম্মরূপী হরি এই অসুরকে বধ করেন।
"হরিণা কূর্ম্মরূপেণ হতো ভীমরথোঽসুরঃ।" গরুড়পু৽ ৮৬ অঃ
২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।১১) ৩ ধন্বন্তরির পৌত্র। ৪ বিকৃতির পুত্রভেদ। ৫ সত্যভামার গর্ভজাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ৬ কেতুমানের পুত্র।

ভীমরথদেব, মহাশিবগুপ্তাত্মজ জনৈক ত্রিকলিঙ্গাধিপতি।

ভীমরথী (স্ত্রী) মনুষ্যদিগের অতিবৃদ্ধাবস্থা বিশেষ।
"সপ্তসপ্ততিকে বর্ষে সপ্তমে মাসি সপ্তমী।
রাত্রির্ভীমরথীনাম নরাণাং দুরতিক্রমা॥" (শব্দমালা)
৭৭ বৎসরের সপ্তমমাসের সপ্তমীরাত্রির নাম ভীমরথী, এই দিন মনুষ্যদিগের দুরতিক্রমণীয়। যে সকল ব্যক্তি এই বয়স অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, তাহারা অতিশয় পুণ্যাত্মা।*
২ নদীভেদ। এই নদী সহ্য পর্ব্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাতক বিদূরিত হয়।
"গোদাবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথা।
সহ্যপাদোদ্ভবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ॥"(বিষ্ণুপু৽২।৩।১১)

ভীমরথী রোমক-সিদ্ধান্ত-বর্ণিত-দেশভেদ।

ভীমরাও নাড়গীর, জনৈক মহারাষ্ট্র রাজদ্রোহী। ইনি ১৮৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধচারী হইয়া দম্বল রাজকোষ লুণ্ঠন ও কোপল দুর্গ অধিকার করেন। পরে ইংরাজ সেনানী হিউজেস্ (Major Hughes) তাঁহাকে নিহত করিয়া কোপলদুর্গ জয় করিয়াছিলেন।

ভীমরাজ, স্বনামখ্যাত কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ (Edolius Paradiseus)। ইংরাজিতে ইহাকে 'মকিংবার্ড' বলে। ইহারা সুমিষ্ট স্বরে গান করিতে পারে। [ভৃঙ্গরাজ দেখ।]

ভীমরাজ, সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য ৩৩।১১)
২ ইদরের জনৈক রাজপুত-রাজা।

ভীমরাত্রি (স্ত্রী) ভয়ানক রাত্রি। যে রাত্রি মানব-জীবনের সেই ভয়াবহ ভীমরথী রূপে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ভীমরিকা (স্ত্রী) সত্যভামা গর্ভজাতা শ্রীকৃষ্ণের কন্যা। (হরিব৽ ১৬২ অ৽)

ভীমরোমক, জনপদবিশেষ। (মৎস্যপু৽ ১২০।৪৭)

ভীমল (ত্রি) ভিয়ো মলঃ সম্বন্ধো যতঃ। ভয়ঙ্কর। (শুক্লযজু৽৩০।৬)

ভীমলাট, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এখানে ভীমরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী লাট বা প্রস্তর-স্তম্ভ বিদ্যমান আছে। এখানে গোঁড় জাতিরই বাস অধিক। এখানকার প্রশান্ত ছায়া-বিস্তারী বটবৃক্ষটী দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ভীমবর্ম্মা, পল্লববংশীয় জনৈক রাজা। ২ কৌশাম্বীর অধিপতি সম্রাট্ স্কন্দগুপ্তের জনৈক সামন্ত।

ভীমবল্লভরাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দু নরপতি।

ভীমবাঁধ বাঙ্গালায়, মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত একটী উষ্ণ প্রস্রবণ, ঋষিকুণ্ডের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে মহাদেব পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। অক্ষা৽ ২৫°৪´ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৮৬°২´ পূঃ। মার্চ্চমাসে ইহার উত্তাপ ১৪৪°-১৫০° (F) পর্য্যন্ত উঠিয়া থাকে।

ভীমবিক্রম (পুং) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত ১।৩৭ অ৽)
(ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমশালী।
৩ সহ্যাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্য৽ ৩৪।২০)

ভীমবিক্রান্ত (পুং) ভীমশ্চাসৌ বিক্রান্তশ্চেতি। সিংহ। (ত্রিকা)
(ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমবিশিষ্ট।

ভীমবেগ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৭)
২ দানবভেদ। (হরিব৽) (ত্রি) ৩ ভয়ানক বেগবিশিষ্ট।

ভীমবেগরব (পুং) দ্রুতগামী বিকট শব্দ।

ভীমবের, পঞ্জাব প্রদেশের গুজরাত জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের পাদদেশনিঃসৃত একটী জলধারা। পার্ব্বতীয় উপত্যকা ও গ্রাম সমূহ অতিক্রম করিয়া এই নদী চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে। ২ উক্ত প্রদেশস্থ একটী জেলা। ৩২৬ খৃষ্টপূর্ব্বাব্দে মাকিদনবীর আলেক্‌জান্দর এখানকার অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

ভীমবেশ (ত্রি) ১ ভয়ানক বেশযুক্ত। ভীষণ দর্শন।
(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত আদি৽ ৫৭ অ৽)
৩ দানবভেদ। (হরিব৽ ২৪ অ৽)

ভীমবেশবৎ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত১।১৮৬অ৽)

ভীমশঙ্কর, দ্বাদশটী প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের অন্তর্গত লিঙ্গভেদ।†

* "সপ্তসপ্ততি-বর্ষাণাং সপ্তমে মাসি সপ্তমী।
রাত্রির্ভীমরথীনাম নরাণামতিদুস্তরা॥
তামতীত্য নরো যোঽসৌ দিনানি যানি জীবতি।
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সুবর্ণশতদক্ষিণৈঃ॥
গতিঃ প্রদক্ষিণং বিষ্ণোর্জল্পনং মন্ত্রভাষণম্।
ধ্যানং নিদ্রা সুখং চান্নং ভীমরথ্যাঃ ফলশ্রুতিঃ॥" (বৈদ্যক)

† "সোমরাষ্ট্রে সোমনাথং শ্রীশৈলে মল্লিকার্জ্জুনম্।
উজ্জয়িন্যাং মহাকালমোঙ্কারে পরমেশ্বরম্॥
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্।
বারাণস্যাঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যম্বকং গোমতীতটে॥
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে।
সেতুবন্ধে চ রামেশং ঘুশ্মেশঞ্চ শিবালয়ে॥" (শিবপু৽ ৩৮।১৭-২০)

ভীমশর (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৬৭ অ০) ২ ভয়ানক শর। (ত্রি) ৩ ভয়ানক শরবিশিষ্ট।

ভীমশাসন (পুং) ভীমং শাসনং যস্য। যম। (শব্দরত্না০) ২ কঠোর শাসনকারী (নৃপ প্রভৃতি)। ৩ কঠোর শাসন।

ভীমশাহ, জনৈক নরপতি।

ভীমশুক্র, (পুং) জনৈক রাজপুত্র।

ভীমসাহী, কাশ্মীরের জনৈক রাজা। মহামন্ত্রী ইন্দ্রভানু ইহাঁর সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

ভীমসিংহ (পুং) জনৈক সুবিজ্ঞ কবি। শার্ঙ্গধরপদ্ধতিতে ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভীমসিংহ, মেবারের জনৈক রাণা। রাণা লক্ষ্মণসিংহের পিতৃব্য। লক্ষ্মণের নাবালক অবস্থায় তিনি রাজকার্য্য-সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। তৎকালে তাঁহার বীরত্ব চারিদিকে রাষ্ট্র হয়।

তিনি চোহানবংশীয় হামিরশঙ্কের বিখ্যাত-কন্যা পদ্মিনী-দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহই শিশোদীয় কুলের কাল হইয়াছিল। পদ্মিনীর অলোকসামান্য-রূপ-লাবণ্যের কথা লোকপরম্পরায় দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের কাণে উঠিল। রাজপুত-শক্তি-বিনাশ-বাসনায়ই হউক, আর পদ্মিনীর রূপলালসায় মুগ্ধ হইয়াই হউক, তিনি সসৈন্যে চিতোর আক্রমণ করিলেন। দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধেও অকৃত-কার্য্য হইয়া, আলাউদ্দীন এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, পদ্মিনীকে পাইলে তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই কথায় অবমানিত বোধে রাজপুতগণ দ্বিগুণ উৎসাহে যুদ্ধারম্ভ করিল। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে লোক-ক্ষয় ব্যতীত কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া, আলাউদ্দীন্ পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জানাইলেন যে, একবার মাত্র মুকুরে সেই অনুপমা মোহিনীর ছায়ামাত্র দেখিতে পাইলেই তিনি নির্ব্বিবাদে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে পারেন। ইহাতে বিশ্বস্ত হইয়া রাণা ভীমসিংহ স্বয়ং অতিথিরূপী আলাউদ্দীন্‌কে শিষ্টালাপ-সহকারে দুর্গাভিমুখে আনিতে ছিলেন, এমন সময়ে কপটাচারীর গুপ্তসেনাদল অতর্কিতভাবে রাজপুতবীরকে বন্দী করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। শত্রুকে কাপট্য-জালে জড়ীভূত করিয়া দুরাচার মুসলমান আদেশ প্রচার করিল যে, পদ্মিনীকে না পাইলে সে কখনই ভীমসিংহকে মুক্তিদান করিবে না। এই ভয়াবহ সংবাদ চিতোরে উপনীত হইলে, সকলেই ভগ্নহৃদয় ও হতাশ হইয়া পড়িল। স্বয়ং পদ্মিনী-দেবী যবন-কবলিত স্বামীর মুক্তিকামনায় এক ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য গোরা ও গোরার ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবর বাদলের পরামর্শানুসারে পদ্মিনীর আত্মসমর্পণই স্থির হইল। কিন্তু পদ্মিনীর পরিবর্ত্তে ছদ্মবেশী ৭ শত শিবিকাবাহী রাজপুত সেনা মুসলমান-শিবিরে প্রেরিত হইল। যবনরাজ, স্বীয় প্রিয়তম বনিতার সহিত জন্মের মত সাক্ষাতের জন্য ভীমসিংহকে অর্দ্ধঘণ্টা কাল অবসর দিলেন। ঐ অবসরে ভীমসিংহকে লইয়া কয়েকখানি শিবিকা চিতোর রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। মূঢ় আলাউদ্দীন্ মনে করিল, যে সকল রাজপুতললনা পদ্মিনীর সহিত চিরবিদায় লইতে আসিয়াছিল, তাহারাই স্ব স্ব শিবিকায় চিতোরে প্রত্যাগমন করিতেছে এবং তাহার সহবাসিনীগণ শিবিকামধ্যেই অবস্থান করিতেছে। ক্রমে অর্দ্ধঘণ্টা অতীত দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। পত্নীর সহিত ভীমসিংহের সম্ভাষণ তাঁহার ভাল লাগিল না, তাঁহার হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকার পট্টাবরণ উন্মোচন করিতে আদেশ দিলেন। শিবি-কার আবরণ উন্মুক্ত হইলে, তদভ্যন্তর হইতে সশস্ত্র সেনাদল বহির্গত হইল। অচিরে দুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল।

এ দিকে আলাউদ্দীনের আদেশে একদল সেনা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ভীমসিংহ তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অচিরে চিতোরদুর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে গোরা, রাজপুত-রাজ ভীমসিংহের ও কুল-কামিনীগণের সম্মান-রক্ষার্থ উন্মত্তের ন্যায় যুদ্ধ করিল। এই যুদ্ধে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আদেশমতে অরিসিংহ, অজয়সিংহ প্রভৃতি রাণার একাদশ পুত্র ধরাশায়ী হইলেন। এইবার রাণা ভীমসিংহ দেবীর রক্তপিপাসা-শান্তির জন্য স্বয়ং আত্মবিসর্জনে কৃত-সংকল্প হইলেন। এই ভয়াবহ ব্যাপার সংসাধিত হইবার পূর্ব্বে 'জহর ব্রতের' অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে রাজপুত-কুল-কামিনীগণ কুলমাহাত্ম্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

[পদ্মিনী দেখ।]

জহরব্রত উদ্‌যাপিত হইলে, রাণা ভীমসিংহ সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি একমাত্র অবশিষ্ট কনিষ্ঠ পুত্রকে কৈলবারা প্রদেশে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সমরানল প্রজ্বলিত করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সামন্তগণ রাজপুত-কুলের গৌরবরক্ষার্থ উৎসাহে অগ্রসর হইলেন। রণমদে উন্মত্ত তাতারসৈন্যের সহিত রণকেশরী রাজপুত-বীরগণের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভীমসিংহ নিহত ও চিতোরনগর মুসলমান-হস্তে পতিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

২ উক্ত বংশের জনৈক রাজা। হামীরের পুত্র। ইনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্যমান ছিলেন।

ভীমসিংহ, (রাও) মারবাড়ের জনৈক অধিপতি। ইনি

মারবাড়পতি বিজয়সিংহের পৌত্র ও ভুমসিংহের পুত্র। রাজা বিজয়সিংহকে বারবধূবিলাসে আসক্ত দেখিয়া সামন্তগণ বীরপ্রাণ ভীমসিংহকে সিংহাসনদানে সঙ্কল্প করিলেন।

সামন্তগণকে একত্র সমবেত দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা বিজয়সিংহ বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাদিগের প্রীতিবিধান জন্ত স্বয়ং সামন্ত-শিবিরে উপনীত হইলেন। এ দিকে রাও ভীমসিংহ রাউসের সামন্তরাজের সহিত মিলিত হইয়া বারবধূর যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠনপূর্ব্বক নাগরপথে অগ্রসর হইলেন। এই স্থানে তাঁহারা ছাউনী করিলেন। অপরাপর সামন্তগণ সংবাদে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে বিজয়সিংহ সামন্ত শিবির পরিহারপূর্ব্বক ভীমসিংহের সমীপে উপনীত হইলেন।

তিনি ভীমসিংহকে আশ্বাসবাক্যে ভুলাইয়া সুজাত ও শিউয়ানি দুর্গের অধিস্বামী করিয়া দিলেন। যুবক ভীমসিংহ মারবাড় সিংহাসন না পাইয়া, ক্ষুদ্র প্রদেশলাভে সন্তুষ্ট হইয়া রহিলেন।

ভীমসিংহকে দেশান্তরে প্রেরণ করিয়া রাজা বিজয়সিংহ স্বীয় ঔরসজাত পুত্র জালিমসিংহকে গড়বার প্রদেশের পূর্ণাধিকার প্রদানপূর্ব্বক ভীমসিংহকে মারবাড় হইতে বিতাড়িত করিতে আদেশ দিলেন। জালিম পিতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থ ভীমসিংহকে আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর, ভীমসিংহ পরাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে জয়শালমীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। এই সময় বৃদ্ধ বিজয়সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব্ব হইতেই মারবাড় প্রদেশে সামন্ত-বিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছিল।

ভীমসিংহ জয়শালমীরে থাকিয়া পিতামহের মৃত্যু-সংবাদ পাইলেন এবং অবিলম্বে স্বীয় অনুচরবর্গ-সমভিব্যাহারে অবিশ্রান্তগতিতে যোধপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এ দিকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জালিমসিংহ শুভক্ষণে রাজ্যে প্রবেশ করিবেন বলিয়া, মৈরতনামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর ভীমসিংহ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নিজ শিরে রাজ-মুকুট শোভিত করিলেন। জালিম সিংহাসনলাভের প্রত্যাশায় অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া, ভীমসিংহ তাঁহাকে ধৃতকরণমানসে একদল সেনা প্রেরণ করেন। ভীলারানামক স্থানে উভয় দলে যুদ্ধ হয়। জালিম পরাজিত হইয়া মেবারেশ্বরের শরণাগত হইলেন।

মারবাড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া রাজা ভীমসিংহ, নরপিশাচ সম্রাট্ অরঙ্গজেবের স্থায় সংহারমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তাঁহার রাজসিংহাসনের কণ্টকস্বরূপ জানিয়া তিনি প্রথমে স্বীয় পিতৃব্য ও পালকপিতার প্রাণসংহারে ত্রুটী করিলেন না। খুল্লতাতগণকে হত্যার পর, তিনি স্বীয় পিতৃব্য-ভ্রাতাগণের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে একে একে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তিনি রাঠোরকুল কলঙ্কিত করিয়াছিলেন।

অবশেষে তিনি শুমানসিংহের পুত্র মানসিংহের হত্যামানসে ঝালোর-দুর্গ অবরোধ করিলেন। কএক বৎসর অবরোধে কৃতকার্য্য না হওয়ায় ভীমসিংহ সেনানায়কগণের উপর অবরোধ-ভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সামন্তগণ কোনক্রমে মানসিংহকে বন্দী করিতে সমর্থ না হওয়ায় রাজা ভীমসিংহ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হন। এরূপ অবমাননায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সামন্তগণ তাঁহার আশ্রয় ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল। সামন্তগণের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত এবং মানসিংহকে বন্দিকরণে হতাশ হইয়া তিনি বেতনভোগী বিজাতীয় সৈন্যগণের সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সৈন্য লইয়া তিনি প্রথমে উদাবৎ-সম্প্রদায়ের সামন্তাধিকৃত নিমাজপ্রদেশ ও দুর্গ এবং অন্যান্য সামন্তসমূহের বহুলভূবৃত্তি আত্মসাৎ করিলেন।

নিমাজজয়ে স্পর্দ্ধিত ও উৎসাহিত হইয়া বেতনভোগী সেনাদল পুনরায় ভীমসিংহের অধিনায়কতায় অবিলম্বে ঝালোর নগর অধিকার করিল, কিন্তু স্বল্পমাত্র সেনা লইয়া মানসিংহ দুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন। প্রায় একাদশ বর্ষকাল ঝালোর দুর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া মানসিংহ অন্নকষ্ট সহ্য করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবরোধ-কালে ভীমসিংহের মৃত্যু হয়। ১৭৯২-১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

ভীমসিংহপণ্ডিত, শার্ঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি।

ভীমসেন, ১ জনৈক টীকাকার, ইনি ১৭২৩ খৃষ্টাব্দে সুধাসাগরনামে কাব্যপ্রকাশটীকা ও হর্ষদেবকৃত রত্নাবলীর টীকা প্রণয়ন করেন। ২ দুর্গামাহাত্ম্যটীকা-প্রণেতা। ৩ ধাতুপাঠ ও ভৈমী ব্যাকরণ-রচয়িতা। রায়মুকুট ও পদ্মনাভ ইঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ বৈদ্যবোধসংগ্রহ-নামক বৈদ্যকগ্রন্থ প্রণয়নকর্ত্তা। ৫ সূপশাস্ত্র বা পাকশাস্ত্র-প্রণেতা। ইনি কিরাতনগরনিবাসী ছিলেন। ৬ যক্ষভেদ। (ব্রহ্মপুরাণ) ৭ জনৈক তান্ত্রিকাচার্য্য। (শক্তিরত্নাকর)

ভীমসেন, জনৈক প্রাচীন নরপতি, তিনি তোরমানের পূর্ব্বে ভারত শাসন করিয়াছিলেন। গুপ্তাক্ষরে লিখিত, ময়ূর-চিত্রাঙ্কিত তাঁহার প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ২ অপর একজন হিন্দুনরপতি। ইনি ৫২ সম্বতে বিদ্যমান ছিলেন।

ভীমসেন, (পুং) মধ্যম পাণ্ডব, ভীম। [ভীম দেখ]

২ গন্ধর্ব্বভেদ। (ভারত ১।১২৩।৫৩) ৩ কর্পূরভেদ। চলিত ভীমসেনীকর্পূর। ইহা বাত-পিত্ত-নাশক, রস ও পাকে মধুর ও শীতল, বৃংহণ, বলকর। (ভাবপ্রকাশ)

৪ জনমেজয়ের ভ্রাতৃভেদ। (ভারত ১।৩ অ°)

৫ পৌরবপ্রাচীন জনমেজয়ের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অ°)

ভীমসেন কবি, দত্তসংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভীমসেন ঠক্কর, নেপালের জনৈক রাজা।

ভীমসেনের গদা, আলাহাবাদে ৪ খানি শিলালিপিযুক্ত যে সুপ্রাচীন প্রস্তর 'লাট' বিদ্যমান আছে, তাহা স্থানীয় লোক-মুখে "ভীমসেন-কা-গদা" নামে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ভীমস্বামিন্ জনৈক সুবিজ্ঞ ব্রাহ্মণ। রাজা বলবর্ম্মদেব ইঁহার প্রতিপালক ছিলেন।

ভীমহাস, (ক্লী) ভীমে গ্রীষ্মাদৌ হাসঃ প্রকাশঃ যস্য। ইন্দ্র-তূল। চলিত বুড়ির সুতা। (শব্দরত্না°) ইহার পাঠান্তর,—গ্রীষ্মহাস।

ভীমা, (স্ত্রী) ভী-মক্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ রোচনাখ্য গন্ধ-দ্রব্য। (শব্দচ°) ২ কশা। (শব্দমা°) ৩ নদীবিশেষ।

"কাবেরী বীরকান্তা চ ভীমা চৈব পয়োষ্ণিকা।"

(হারীত প্রথমস্থা° ৭° অ°)

৩ দুর্গাদেবী। চণ্ডীতে লিখিত আছে,—ভগবতী দুর্গা হিমাচলে ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়া মুনিদিগের ত্রাণের জন্য রাক্ষসদিগকে ক্ষয় করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ভীমাদেবী' হয়।

"পুনশ্চাহং যদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে।
রক্ষাংসি ক্ষয়য়িষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাৎ॥
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ব্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্রমূর্ত্তয়ঃ।
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

(মার্কণ্ডেয়পু° দেবীমা°)

ভীমা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটী নদী, সহ্যাদ্রি-পর্ব্বতের অক্ষা° ১৯° ৪´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৩৪´ ৩০´´ পূর্ব্বে ভীমাশঙ্কর গ্রামের সন্নিকটে উদ্ভূত হইয়া পুণা, আহ্মদ-নগর, শোলাপুর ও কালাদ্‌গী জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে কৃষ্ণানদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

ভীমাকর (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা, ইঁহার পুত্রের নাম ইন্দ্রাকর।

"পুত্রো ভীমাকরস্তেন্দ্রাকরশ্চাত্রান্তরে সমম্।
দুক্রুক্ষবস্তত্র তত্র বধং প্রেম্ণো ব্যচিন্তয়ৎ॥" (রাজতর° ৮।১৮২০)

ভীমাগগ্নি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট। বেল্লরী জেলা হইতে সন্দূর প্রদেশে যাইতে হইলে, এই পথ দিয়া যাইতে হয়। অক্ষা° ১৫°৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩´ পূঃ। এই গিরিপথে যেট্টিনহট্টি নামক গ্রাম অবস্থিত।

ভীমাদি (পুং) ভাম আদি করিয়া পাণিন্যুক্ত শব্দগণ। যথা—ভাম, ভীষ্ম, ভয়ানক, বাহ, চরু, প্রস্কন্দন, প্রপাত, সমুদ্র, স্রুব, স্রুক্, দৃষ্টি, রক্ষঃ, শঙ্কু, সুক, মূর্খ, খলতি। (পাণিনি)

ভীমাদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর° ৮।২১)

ভীমার, রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। অক্ষা° ২৬° ১৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ৩৩´ পূঃ। এখানে চৌহান রাজপুতগণের বাস। পোকর্ণ হইতে বালমের যাইবার পথে অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে।

ভীমাবরম্, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদবরী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩২১ বর্গ মাইল। উন্দী, বেলপুর, ছিন্নকাপড়ম্, গোষ্ঠা নদী ও অকবীড়ু প্রভৃতি কতকগুলি খাল ও প্রণালী ইহার মধ্যে বিস্তৃত থাকায়, এখানকার চাসবাসের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। বীরবাসরম্ নগর এখানকার প্রধান স্থান। এতদ্ভিন্ন ভীমাবরম্, উন্দী, অকুবীড়ু ও গুণুপুড়ী প্রভৃতি নগরে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

ভীমাবরম্, মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সীর নেল্লুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। শৃঙ্গার-আয়কোণ্ডার পবিত্র দেবতীর্থের ব্যয়ভার বহনের জন্য এই গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গণ্ডশৈলের উপর অগস্ত্যমুনির প্রতিষ্ঠিত একটী বিষ্ণু-মন্দির এবং অপর একটী গুহা বিদ্যমান আছে। এই গুহার সম্মুখদেশে একটী ভীষণাকার প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে এখানে নারসিংহস্বামীর (বিষ্ণুমূর্ত্তি) উদ্দেশে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভীমাশঙ্কর, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটী শিবমন্দির। পশ্চিমঘাটশৈলের চূড়াদেশে ভীমা নদীতীরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের ইহা একটী প্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। এখানকার প্রাচীন ভগ্নমন্দিরের পরিবর্ত্তে নানাফড়নবিশ মহাদেবের উদ্দেশে নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার বিধবা পত্নীও এই মন্দিরের চূড়াদেশ শোভিত করিয়া যান। এখানে দুইটী কুণ্ড আছে। তন্মধ্যে একটী ভীমা নদীর উৎ-পত্তিস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে এখানে এইরূপ একটী পৌরাণিকী কিংবদন্তী শুনা যায়;—অযোধ্যাধিপতি সূর্য্যবংশীয় রাজা ভীমক মৃগয়া-কালে না জানিয়া হরিণরূপী দুই ঋষিকে নিহত করেন। রাজা এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাদেবের তপস্তায় প্রবৃত্ত হন। দেবাদিদেব তাঁহার তপশ্চ-র্য্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন।

ত্রিপুরাসুরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মহেশ্বর তৎকালে শ্রান্তিদূর করিতেছিলেন, তাঁহার কপালদেশ ঘর্ম্মাক্ত দেখিয়া ভীমক সেই কপালদেশনিঃসৃত ঘর্ম্মরাশি হইতে সর্ব্বলোকহিতকর এক সরিদ্বরার প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে ভীমা নদী উদ্ভূত হইল। প্রতিবৎসর শিবরাত্রি-উপলক্ষে এখানে একটী যাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে।

ভীমেশ (ক্লী) শৈবতীর্থভেদ, এইস্থলে ভীমেশ নামে শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন।

ভীমেশ্বর (ক্লী) শিবপুরাণোক্ত শৈব তীর্থভেদ।

ভীমেশ্বর তীর্থ, বিদর্ভরাজ ভীম কর্ত্তৃক স্থাপিত শৈবতীর্থ-বিশেষ। এখানে ভীমেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। (তাপীখণ্ড)

ভীমেশ্বর ভট্ট, রসসর্ব্বস্ব নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ-প্রণেতা। রঙ্গ-ভট্টের পুত্র।

ভীমৈকাদশী (স্ত্রী) ভীমেন উপোসিতা একাদশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধা°। মাঘ মাসের শুক্লা একাদেশী। এই একাদশীর ব্রত সকলের করা কর্ত্তব্য। এই একাদশীর ব্রত করিলে অনায়াসেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। ভীম একাদশীর সম্বন্ধে খনার একটী বচন এইরূপ প্রচলিত আছে,—

"শোয়া উঠা পাশমোড়া,
তার মাঝে ভীমে ছোড়া।
পাগলার চোদ্দ পাগলীর আট
এই করিয়ে তোরা জনম কাট।"

বৈষ্ণবমতে, জীবনে যদি কোনরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে শয়ন, উত্থান, পার্শ্বপরিবর্ত্তন এবং ভীম একাদশী, শিবচতুর্দ্দশী ও মহাষ্টমী এই কয়টী ব্রতানুষ্ঠান করিলে সকল পাতক বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে বিষ্ণুপদ লাভ হইয়া থাকে। দশমীর দিন সংযম করিয়া একাদশীর দিন উপবাস এবং দ্বাদশীর দিন পারণ করিতে হয়।

"ততঃ পুণ্যামিমাং ভীমতিথিং পাপপ্রণাশিনীম্।
উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছেদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥
ভীমতিথিং ভৈমীত্বেন খ্যাতামেকাদশীং॥"
(একাদশী তত্ত্ব)

একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন বিষ্ণুপূজা করিতে হয়, ইহা ভীম দ্বাদশী নামে খ্যাত। এই ব্রতের বিধান মৎস্যপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভীমোত্তর (পুং) কুষ্মাণ্ড।

ভীমোদরী (স্ত্রী) উমা, দুর্গার নামভেদ।

ভীমোরা, বোম্বাই-প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্ররাজ্য, ভীমোরা নগর ইহার রাজধানী। অক্ষা° ২২° উঃ এবং দ্রাঘি° ৭১° ১৬´ পূঃ।

ভীর (পুং) জাতিভেদ। [আভীর দেখ]

ভীরারায়, ভাটীয়ার জনৈক হিন্দুনরপতি। ১০০৬ খৃষ্টাব্দে গজনীপতি মান্মুদ ইহাকে যুদ্ধে নিহত করেন।

ভীরু (ত্রি) বিভেতীতি ভী-ভয়ে (ভিয়ঃ ক্রুক্রুকনৌ। পা ৩।২।১৭৪) ১ ভয়শীল। পর্য্যায়, ত্রস্নু, ভীরুক, ভীলুক, ভীলু।

"তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শূরান্ দক্ষান্ কুলোদ্গতান্।
শুচীনাকরকর্ম্মান্তে ভীরূনন্তর্নিবেশনে॥" (মনু ৭।৬২)

(স্ত্রী) ২ ভয়শীলা স্ত্রী, ভয়প্রকৃতিকরা। (অমর) ৩ শতা-বরী। (ধরণি) ৪ কণ্টকারী। (শব্দচ°) ৫ শতপদিকা। (শব্দরত্না°) ৬ অজা। ৭ ছায়া। (রাজনি°) (পুং) ৮ শৃগাল। ৯ ব্যাঘ্র। (রাজনি°) ১০ ইক্ষুভেদ। ইহার গুণ—শ্লেষ্মবর্দ্ধক, স্বাদু, অবিদাহী ও গুরু। (রাজব°)

ভীরুক (ক্লী) ভীরু-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ বন। (শব্দরত্নাবলী) (পুং) ২ পেচক। ৩ ইক্ষুভেদ। (ত্রি) বিভেতীতি ভী-(ভিয়ঃ ক্রুকন্। উণ্ ২।৩১) ইতি ক্রুকন্। ৪ ভয়যুক্ত, কাতর। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি)

ভীরুকচ্ছ (পুং) ভরুকচ্ছের পাঠান্তর। ভরোচ প্রদেশ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৫৭।৫১)

ভীরুচেতস্ (ত্রি) ভীরু ভয়শীলং চেতো যস্য। ভীরু-হৃদয়। ২ ভয়শীল চিত্ত।

ভীরুণ (ত্রি) ভয়াবহ।

ভীরুতা (স্ত্রী) ভীরূণাং ভাবঃ তল্-টাপ্। ভীরুত্ব, ভয়-শীলতা। ভীরুর ভাব বা ধর্ম্ম।

ভীরুপত্রী (স্ত্রী) ভীরূণীব পত্রাণ্যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। শতমূলী। (অমর)

ভীরুরন্ধ্র (পুং) ১ ভয়জনক রন্ধ্র। ২ হাপর।

ভীরুস্থান (ক্লী) ভীরূণাং স্থানং 'অম্বাদেঃ স্থস্তেতি' ষত্বং। ভীরুদিগের স্থান।

ভীরুসত্ত্ব (স্ত্রী) ভয়শীল চিত্তযুক্ত।

ভীরুহৃদয় (পুং) ভীরু হৃদয়ং যস্য। হরিণ, মৃগ। (জটাধর)

ভীরূ (স্ত্রী) ভীরু (উঙুতঃ। পা ৪।১।৬৬) ইতি উঙ্। ভয়শীলা নারী। (অমরটীকা ভরত)

ভীল, মারবাড়ের আদিমনিবাসী বন্য ও পার্ব্বত্য জাতিবিশেষ। রাজপুতানার আরাবল্লী শৈলমালা হইতে সিন্ধু ও রাজপুতা-নার মরুভূমি এবং খান্দেশ ও আহ্মদাবাদের বন ও তুঙ্গশৃঙ্গে ভীলদিগের বাস দেখা যায়।

অনেকেই এই ভীলদিগকে ভারতীয় আদিম জাতিগণের

অন্যতম বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে ইহারা ভিল্ল, কাহার মতে ভীর ও আভীরনামেও প্রথিত হইয়াছে। আভীর নাম শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারেন যে, এখন যাহারা 'আহীর' গোয়ালা বলিয়া গণ্য, তাহারাই আভীর। [আহীর শব্দ দেখ।] পার্ব্বত্য দুর্দ্দান্ত ভীলগণ সেই জাতি হইতে পারে না, কিন্তু সাহিত্যদর্পণের "আভীরী শাবরী-চাপি কাষ্ঠপত্রোপজীবিষু।" অর্থাৎ কাষ্ঠজীবীরা আভীরী ও পত্রোপজীবীরা শাবরী ভাষায় কথা কহিবে। এতদ্দারা বোধ হইতেছে যে, পূর্ব্বকালে আভীরীদিগের বন্য-কাষ্ঠ-সংগ্রহই উপজীবিকা ছিল, এখনও সর্ব্বত্রই ভীলদিগের মধ্যে এই বৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু গোপজাতীয় আহীরদিগের মধ্যে এ প্রথা নাই। আভীরেরাই কালে ভীর ও তাহা হইতে চলিত ভীলনাম লাভ করিয়াছে, এইরূপ কাহারও বিশ্বাস। যদুবংশ-ধ্বংসের পর যখন অর্জ্জুন গুজরাত হইতে কৃষ্ণ-বনিতাগণকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিতে ছিলেন, তৎকালে পথে আভীরদস্যুগণই মহাবীর গাণ্ডীবধন্বার নিকট হইতে সেই কৃষ্ণপ্রেয়সীগণকে কাড়িয়া লইয়াছিল। সেই আভীরেরাই বর্ত্তমান ভীলদস্যু-গণের পূর্ব্বপুরুষ। মহাভারতকালে তাহাদের যেরূপ উপ-জীবিকা ছিল, এখনও তাহাই রহিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহারা 'ভিল্ল' নামক অন্ত্যজ জাতি বলিয়াই গণ্য হইয়াছে। [ভিল্ল দেখ।]

টলেমি এই ভীলদিগকেই ফিল্লিতী (Phyllitæ) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণরচয়িতা ডাক্তার কল্ড-ওয়েল সাহেবের মতে দ্রাবিড়ীয় 'বিল' অর্থাৎ ধনু হইতে ভিল্ল শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

পশ্চিম ভারতে এই ভীল সম্বন্ধে নানা প্রবাদ শুনা যায়। একটী প্রবাদ আছে—একদিন মহাদেব এক নিবিড় অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে পীড়িত হইয়া পড়েন। অকস্মাৎ এক যোড়শী রূপসী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই মনো-মোহিনীর রূপদর্শন মাত্রই মহাদেবের সকল রোগ দূর হইল। সেই অপূর্ব্ব সম্মিলনে কএকটী সন্তান জন্মিল। তন্মধ্যে একজন অতি কুরূপ ছিল। একদিন সে ক্রোধবশে মহাদেবের প্রিয় বৃষটাকে মারিয়া ফেলে। তজ্জন্য সে নিবিড় জঙ্গলে ও জনমানব-হীন গিরিপ্রদেশে বিতাড়িত হইল। তাঁহারই সন্তানেরা সমাজ বাহ্য ভীলজাতি। তাহারা এখনও 'মহাদেবের চোর' বলিয়া স্ব স্ব পরিচয় দিয়া থাকে।

এই বন্য জাতির তীরচালনে অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়। এই জন্য একটী প্রবাদও আছে যে, মহাবীর দ্রোণাচার্য্য একজন ভীলরাজের অপূর্ব্ব ধনুচালনা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহার ও তাহার প্রজাবৃন্দের দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করেন।

পশ্চিম ও মধ্য ভারতের নানা স্থানে ভীলদিগকে দেখা যায়। তাহাদিগের আদিবাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা মেবার কি মরুদেশ (যোধপুর) উল্লেখ করিয়া থাকে। সমস্ত রাজপুতনা এক সময় তাহাদেরই অধিকারে ছিল। এখনও কোন কোন রাজপুতরাজের সিংহাসনারোহণকালে ভীলসর্দ্দার আসিয়া রাজটীকা না দেখিলে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সিদ্ধ হয় না।

বহুকাল হইতে দস্যু ও ক্রূরপ্রকৃতি বলিয়া গণ্য হইলেও ইহারা সাহসী, বীর ও বিশ্বাসী। যেমন আততায়ীর উপর মহারোষ, তেমনি শরণাগত ও আশ্রয়দাতার প্রতি অনুরক্ত, এমন কি, প্রাণ দিয়াও আশ্রিতের মঙ্গলবিধানে তৎপর। যে সকল নিবিড় বনে সহসা কেহ প্রবেশ করিতে ভীত হয়, ইহারা সেই সকল দুর্গম বনজঙ্গলের অলিগলির সন্ধান বলিতে পারে, দুরারোহ গিরিমালার মধ্যে সুগম পথ জানিয়া রাখে, দুর্গম পথ ও গিরিমালার সানুদেশে অনায়াসেই বিচরণ বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয়। রাজপুতেরা এই জাতিকে বন্য-পশুর ন্যায় ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু রাজস্থানের ইতিহাস পাঠ কর, রাজপুত-প্রভুর জন্য এই জাতির আত্মোৎ-সর্গের যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে। দুর্দ্দান্ত, অবাধ্য ও মহাত্যাচারী হইলেও ইহারা বিশ্বাসঘাতক বা দীনদুঃখীর উৎপীড়ক নহে। বরং দেখা গিয়াছে যে, ভীল-ডাকাতেরা বড় বড় রাজপুরুষ ধনী গৃহস্থের বহু বিত্ত লুট করিয়া আনিয়া দীন দরিদ্রসেবায় ব্যয় করিতেছে।

পুরুষের যেমন পরস্বাপহরণ ও দস্যুত্যায় আমোদ, ইহাদের রমণীগণের সেইরূপ পরোপকারে যথেষ্ট অনুরাগ দৃষ্ট হয়। পুরুষেরা যেরূপ নির্দ্দয়, রমণীরা সেইরূপ দয়াময়ী ও মানময়ী। কেহ ভীলের করালকবলে পতিত হইলে, ভীলরমণীর কৃপা-ভিক্ষা ভিন্ন তাহার আর রক্ষার উপায় নাই। ভগবানের কি অপূর্ব্ব সৃষ্টিরক্ষাকৌশল! কত শত অসহায় পথিক ভীলের হাতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, কিন্তু ভীলরমণীর করুণায় তাহারা অনায়াসে প্রাণলাভ করে এবং অনেক সময় তাহাদের সাহায্যে সুদুর দুর্গমপথ পথিকের পক্ষে সুগম হইয়া থাকে।

ভীলদিগের তীর ও ধনুকই জাতীয় অস্ত্র। সর্দ্দার বা প্রধানেরাই কেবল অসি ধারণ করে। তাহাদের কেশজাল পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত, দেহ অপরিষ্কার, নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্ব, অথচ বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণু। রমণীগণ খর্ব্বাকার ও দেখিতে কদর্য্য। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পদাঙ্গুলি হইতে জানু পর্য্যন্ত

পিত্তলের কড়া পরিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই মদ্যপ্রিয়। গো ও শূকর ভিন্ন অপর কোন মাংস খাইতে তাহাদের আপত্তি নাই। কোন উৎসবের সময় সকলেরই প্রচুর মদ্য ও একটু একটু মাংস চাই, নহিলে কোন উৎসবই সুসম্পন্ন হয় না। মদের ছড়াছড়িতে অনেক সময় উৎসবের আমোদে মহাবিবাদের সূত্রপাত ও দারুণ রক্তপাত ঘটিয়া থাকে। এই এই রণপ্রিয় জাতি সামান্য উত্তেজনায় ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিয়া থাকে। গোহরণ ও স্ত্রীহরণ ঘটিলে মহাশান্তি দিবার জন্য বহুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলে। কোন ভীল বাগ্‌দত্তা ভীলকন্যা লইয়া পলায়ন করিলে, কন্যার পিতৃপক্ষের সহিত অপর পক্ষের নিদারুণ বিবাদ ঘটিয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত না অপর পক্ষের নিবাসভূমি ভস্মরাশিতে পরিণত ও বহু লোকের প্রাণ বিসর্জ্জিত হয়, ততকাল আর বিবাদের শান্তি হয় না।

শীত ও বর্ষার সময় এই জাতি অনেকটা শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে, কিন্তু শস্যাহরণের পর ও শস্যবপনের পূর্ব্বে গ্রীষ্মকালে ইহারা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মদ্যপানে বিভোর হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়া পরস্পর লুটপাট আরম্ভ করে। তৎকালে সেই সকল ভৈরবমূর্ত্তির সম্মুখীন হয় কার সাধ্য! এই সময় অনেক গ্রামে ভীল রক্তস্রোত বহিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি শত্রুদমন করিয়া জয়শ্রী অর্জ্জন করে, ভীলসমাজে সে অতি সম্মানিত এবং রমণী-সমাজে তাহার বীরত্বকাহিনী গীত হইয়া থাকে। এরূপ বীরপুরুষকে পাইবার জন্য সকল ভীলকুমারীই কামনা করে।

অনেক সময়েই ভীলকুমারীগণ ২০।২৫ বর্ষ পর্য্যন্ত অবিবাহিত থাকে। পিতামাতা কন্যার বিবাহের জন্য কোন চেষ্টাই করে না। চেষ্টা করিবারও যো নাই; তাহা হইলেই অপরে কন্যার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিবে। কন্যার পিতৃবন্ধুগণই ঘটকালি করিয়া থাকে। প্রায় বরপক্ষের নিকট হইতেই বিবাহের প্রস্তাব আসে। কন্যার পিতার পছন্দ হইলে সম্মতি দেওয়া হয়। তখন বরের পিতা দুই পাত্র মদ লইয়া একটী বড়গাছের ছায়ায় অথবা গ্রামের মধ্যস্থ একটী স্নিগ্ধ স্থানে আসিয়া বসে, কন্যার পিতা ও তাহার বন্ধু আসিয়া তথায় মিলিত হয়। বরের পিতা কন্যার পিতাকে কত পণ দিবে, তাহা এখানে ঠিক করা হয়। ত্রিশ টাকা হইতে ষাইট টাকার মধ্যেই পণ ধার্য্য হয়। দেনা পাওনা চুকিলে বরের পিতা কতকগুলি ধাক (ধাতকী) পাতা লইয়া ঠোঙ্গা প্রস্তুত করে ও তাহাতে দুই আনার পয়সা রাখিয়া সেই ঠোঙ্গাটী মদের পাত্রের উপর চাপা দেয়। তখন কন্যার ভাই কিংবা অপর কোন বালক সেই দুই আনা পয়সা লইয়া ঠোঙ্গাটী উল্‌টাইয়া ফেলে। এইরূপে 'সগরি' বা বাগ্‌দান সম্পন্ন হয়। পরে সকলে পাত্রস্থ মদ্য পান করে। তৎপরে কন্যার পিতা একটী ছাগ মারিয়া বর ও বরের পিতাকে খাওয়াইয়া থাকে। ইহার পর সকলে ঘরে ফিরিয়া আসে।

বাগ্‌দানের ৫।৬ মাস পরে বিবাহের আয়োজন চলিতে থাকে। বরকর্ত্তা কন্যার জন্য একখানি সাড়ী, একটী অঙ্গরাখা ও একটী কোমরবন্ধ পাঠাইয়া দেয়; কন্যাও সেইগুলি পরিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়ায়। কন্যার পিতার সঙ্গতি থাকিলে একটী মহিষ কাটে ও দরিদ্র হইলে ছাগ মারে। বর ও বরপক্ষীয়দিগকে এবং গ্রামস্থ সকলকে ভোজ দেওয়া হয়। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ চারি আনা পয়সা লইয়া বিবাহের শুভ দিন স্থির করিয়া দেন। বরকর্ত্তা চুক্তি টাকার অর্দ্ধেক নগদ এবং বাকী অর্দ্ধেকের পরিবর্ত্তে একটী বলদ অথবা অপর কোন কিছু কন্যাকর্ত্তাকে দিয়া ফেলে। নির্দ্দিষ্ট শুভদিনে বর হরিদ্রা-রঞ্জিত হইয়া বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়কুটুম্ব সহ কন্যার গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। কন্যাকর্ত্তা আত্মীয় স্বজন ও বাদ্যকরাদি সহ আসিয়া গ্রামের সীমা হইতে বরের কপালে কুঙ্কুমের 'তিলক' দিয়া বর ও বরপক্ষীয়দিগকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসে। গ্রামের ভিতর আসিয়া সকলে একটী সুচ্ছায় বৃক্ষতলে অথবা অপর কোন মনোরম স্থানে বিশ্রাম লাভ করে। কন্যাকর্ত্তা ঘরে যায়, বরকর্ত্তাকেও এ সময় প্রথামত কিছু খরচ করিতে হয়।

বিবাহের দিনে অপরাহ্ণে কন্যার পিতৃগৃহে একটী মহাভোজ হয়। বরকন্যার প্রথম বিবাহনিশি-যাপন জন্য একটী স্বতন্ত্র গৃহ নির্দ্দিষ্ট থাকে। বরপক্ষীয় ও কন্যাপক্ষীয় সকলে অতিরিক্ত মদ্যপানে মাতাল হইয়া পড়ে। পরদিন প্রাতে কন্যার পিতা যৌতুক স্বরূপ কন্যাকে একটী বলদ অথবা তাহার অভীপ্সিত দ্রব্য প্রদান ও বরের পিতাকে একটী পাগড়ী দিয়া বিদায় করে।

ভীলদিগের মধ্যে ৬০টী শ্রেণী বা থাক আছে। স্বশ্রেণী মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

ইহাদের মৃতের উদ্দেশে নানাপ্রকার কুলাচার প্রচলিত আছে। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে প্রথমে একখানি সাদা কাপড় দিয়া শব ঢাকিয়া রাখে, তাহার পার্শ্বে ময়দা ও চিনি দধিতে লিপ্ত করিয়া রাখা হয়, ইহাই তাহার পরলোক যাত্রার খোরাক। শবদেহ দাহের পর সেই বস্ত্রাদি নিকটস্থ জলাশয়ে ও দাহভূমির উদ্দেশে একটী পয়সা ফেলিয়া দেয়। তিন দিন পরে চিতাভস্মও জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং মৃতের

স্মরণার্থ একটী পাথর খাড়া করা হয়। মৃতের উপস্থিত আত্মীয় কুটুম্বেরা স্নানান্তে ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া সেই পাথরের উপর জল সেচন করে। দ্বাদশদিনে মৃতের নিকট ও দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ দেওয়া হয়, ঐ দিন কাঁধকাটা-দিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে। এই জন্য এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার নাম 'কাট'। মৃতের উত্তরাধিকারী অবস্থাপন্ন হইলে এই কাটের জন্য দুই তিন শত টাকার মত্ত খরচ করে। এই দিন প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সমস্ত দিনই 'অরদ' নামে একপ্রকার শ্রাদ্ধানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ভোপা বা গ্রামের ডাইনঝাড়া ওঝা আসিয়া একখানি পিঁড়িতে বসে, সম্মুখে রেকাব ঢাকা দিয়া একটী মাটির হাঁড়া রাখে। দুই জন ভীল ঢাকের কাঠী লইয়া সেই হাঁড়া বাজাইতে থাকে ও গাইতে থাকে। এইরূপ বাজাইতে বাজাইতে ভোপার শরীরে প্রেতাবেশ হয় ও প্রেতের যাহা ইচ্ছা, তাহা চাহিতে থাকে। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে প্রেত প্রায় ঘৃত দুগ্ধাদি চাহে এবং সে যে কথা বলিয়া মরিয়াছে, ভোপার মুখ দিয়া সেই কথা উচ্চারণ করে।

চাহিবামাত্র ভোপাকে সেই জিনিস দেওয়া হয়। ভোপা তাহার ঘ্রাণ লইয়া পার্শ্বে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু অপঘাত বা অস্বাভাবিক উপায়ে কাহারও মৃত্যু হইলে, ভোপা প্রায়ই তীর ধনুক অথবা বন্দুক চাহিয়া বসে। কোথাও যেন আগুন দিতে চলিয়াছে অথবা যেন মহা যুদ্ধ করিতেছে, এরূপ ভাবে ভোপা চিৎকার ও দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। মৃতের পূর্ব্ব-পিতৃগণকেও ভোপা আহ্বান করে এবং তাহাদের প্রাত্যর্থেও উপহার দিয়া থাকে। ভোপার কাজে সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় ভীল-যোগী আসিয়া হাজির হয় ও নানা তুক-তাক করিতে থাকে। প্রথমেই তাহার ১২ সের আটা ও ৫ সের জনারের ময়দা চাই। শবের খাটিয়ার সম্মুখে সেইগুলি রাখিতে হয়। যোগী সেই ময়দার উপর একটী পিতলের ঘোড়া, তাহার চারিপার্শ্বে কএকটী পয়সা ও কএকগাছি তীর পুতিয়া ফেলে। ঘোড়ার সম্মুখে দুইটী শূন্য কলস, একটীর মুখ লাল ও অপরটীর শ্বেত বস্ত্রে জড়াইয়া পরে ঘোড়ার গলদেশ একগাছি দড়ি দিয়া বাঁধে। পরে যোগী মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক মৃতের পূর্ব্ব পুরুষগণকে আহ্বান করে ও যোগীর আদেশ মত মৃতের বংশধর পিতৃপুরুষগণের পরিতৃপ্তির জন্য উপহার দিয়া থাকে। এই যোগীকেও একটী গাই দিতে হয়। তাহার প্রার্থনামত যোগী চরু প্রস্তুত করিয়া মৃত্তিকার একটী গর্ত্ত করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে ঢালিয়া দেয়। সেই গর্ত্ত মধ্যে এক পাত্র মদ ও একটী পয়সা দিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত ভরাট করিয়া ফেলে। ইহার পর মুখাগ্নিদাতা যোগীকে সাধ্যমত উপহার দেয়; মৃতের আত্মীয়েরাও অবস্থা মত মুখাগ্নিদাতাকে উপহারাদি দিয়া থাকে। অবশেষে আত্মীয় কুটুম্ব সকলে মিলিয়া প্রচুর মত্ত পান ও নৃত্যগীত আরম্ভ করে। তৎপরদিন গ্রামস্থ সকলকে লইয়া মহা-ভোজ হয়। এই মহাভোজ সুসম্পন্ন হইবার জন্য কোন আত্মীয় চাউল, কেহ ঘৃত, কেহ বা অপর দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে। মৃতের জামাতাকেই সচরাচর একটা মহিষ দিতে হয়। সে না দিলে, মৃতের শ্যালক বা ভ্রাতা সরবরাহ করিয়া থাকে।

মৃতের বিধবা পত্নীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি স্বামীর ঘর করিবে না পিত্রালয়ে যাইবে, অথবা 'নাত্রা' বা পত্যন্তর গ্রহণ করিবে। তাহার পত্যন্তরগ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে সে বলিবে, বাপের বাড়ী যাইব। মৃতের ছোট ভাই থাকিলে সে তৎক্ষণাৎ আসিয়া বলিবে যে, এ আমার,ইহাকে আর কাহারও ঘর করিতে দিব না। এই বলিয়া সে বিধবার নিকট গিয়া স্বীয় অঙ্গাবরণ লইয়া বিধবার মাথায় ঢাকা দিবে। তখন হইতেই সে তাহার দেবরের স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইবে, দেবরও তখনই তাহাকে আদর করিয়া নিজগৃহে আনিবে। অষ্টাহ পরে অশৌচ কাল গত হইলে সেই স্ত্রী হাতের শাঁখা বা বালা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ও তৎপরিবর্ত্তে নবপতি-দত্ত শাঁখা বা বালা হাতে দিবে। তখন 'নাতরা' বা পুনর্ব্বিবাহ পাকা হইবে। স্বামীর কনিষ্ঠ সহোদর মাত্রেই যে ভ্রাতৃপত্নীকে রাখিতে বাধ্য, তাহা নহে। তবে মৃত ভ্রাতার পত্নীগ্রহণ ভীলের মধ্যে সম্মানের চিহ্ন, এই জন্য অল্পবয়স্ক দেবরও বর্ষীয়সী ভ্রাতৃবধূকে ছাড়িতে পারে না। দেবর না থাকিলে 'কাটু' হইবার অষ্টাহ পরে, পিতা বা কোন আত্মীয় আসিয়া তাহাকে লইয়া যায়। দুই এক মাস সে পিতৃগৃহে থাকে। তৎপরে পিতার আদেশমত অপর কোন পুরুষের সঙ্গে নাতরা হয় অথবা সে আপন ইচ্ছায় পলাইয়া গিয়া কোন যুবার সঙ্গে বাস করে। ভীলেরা রমণীর সম্মান রাখিতে জানে। সুতরাং যাহার গৃহে যুবতী গিয়া আশ্রয় লয়, প্রাণ থাকিতে আর সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিধবা আপন ইচ্ছায় যে কোন পুরুষকে বরণ করিতে পারে; কিন্তু পিতার স্বশ্রেণীর কাহাকেও আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে না।

পিতা বিধবা কন্যাকে নাতরা বা অপরের সঙ্গে বিবাহ দিলেই বিধবার পূর্ব্ব-স্বামীর বংশধর সেই পিতার সঙ্গে বিবাদ উপস্থিত করে ও ক্ষতি-পূরণ চাহিয়া বসে। প্রথমেই সে বিধবার পিতাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয়া দিবে। অনন্তর পঞ্চায়ত বসিবে। পঞ্চায়তের আদেশে কন্যার পিতা প্রায় ৫০ হইতে ২০০ টাকা উত্তরাধিকারীকে দিতে বাধ্য হয়। এ দিকে সেই পিতা 'নাত্র'কারী জামাতার কাছে সেই

ক্ষতিপূরণের টাকা চাহিয়া বসে। জামাতা টাকা দিতে অস্বীকার করিলে সেই পিতা গিয়া জামাতার ঘর পুড়াইয়া দেয়। যে পর্য্যন্ত না টাকা পাইয়া পিতা সন্তুষ্ট হয়, ততক্ষণ ঘোরতর বিবাদ, কখন বা ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু বিধবা, পিতা অথবা আত্মীয়ের সম্মতি না লইয়া যদি অপর কোন পুরুষের কাছে পলাইয়া যায়, তাহা হইলে মৃতের উত্তরাধিকারী সেই পুরুষকে আসিয়াই আক্রমণ করে ও তাহারই নিকট হইতে টাকা লয়।

যদি কোন অবিবাহিতা অদত্তা কন্যা কাহারাও প্রেমে পড়িয়া তাহাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হয়, অবিলম্বে তাহার পিতা বা আত্মীয়েরা তাহাদের সন্ধান লইতে থাকে, সন্ধান পাইলে সেই যুবকের আর নিস্তার নাই। কন্যার আত্মীয় স্বজন গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয়া দিবে। যদি তাহাতে সুবিধা না হয়, তাহা হইলে তাহারা সুবিধা মত সেই গ্রামের যে কোন ঘর পুড়াইয়া চলিয়া আইসে। সেই গ্রামবাসীরাও আবার তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে। এইরূপে কিছু দিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। শেষে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হয়। তাহারা কন্যাহরণকারীর নিতান্তপক্ষে একশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেয়। নিষ্পত্তির সময়ে প্রথমে মাটীতে একটা গর্ত্ত কাটে ও তাহা জল দিয়া পূর্ণ করা হয়। পরে কন্যার পিতা ও কন্যার পতি উভয়েই জলে এক একটা প্রস্তর নিক্ষেপ করে, সেই সঙ্গে তাহাদের ঝগড়াও মিটিয়া যায়। অবশেষে পঞ্চায়ত সেই জামাতার ব্যয়ে উদর পূরিয়া মদ্যপান করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করে।

যদি কোন বাগ্‌দত্তা কন্যা অপর পুরুষের সঙ্গে পলায়ন করে, তাহা হইলে যাহার সহিত তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল সেই ভাবী পতি অবিলম্বে তীরধনুক লইয়া সেই কন্যাহরণকারীকে মারিয়া ফেলে, তাহার ও কন্যার পিতার ঘর জ্বালাইয়া দেয়। উভয় পক্ষে এই রূপে বৎসরাবধি বিবাদ চলিতে থাকে। এমন কি, শেষে উভয় পক্ষীয় গ্রামবাসী সমস্ত ভীল একত্র হইয়া পরস্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হইলে পর, সেই বিদ্বেষবহ্নি নির্ব্বাপিত হয়। আবার যদি কোন যুবা কোন ভীলকুমারীর রূপে মজিয়া তাহাকে কামনা করে ও সেই কুমারী যদি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি না হয়, তাহা হইলে সেই যুবক গ্রাম মধ্যে বলিয়া বেড়ায় যে, সে সেই কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, আর কে হতভাগা তাহাকে লইবে? তখন পঞ্চায়ত বসিবে, সেই যুবকের বিচার চলিবে। কুমারী বিবাহ করিতে সম্মত হইলে প্রথমে যে টাকা লাগিত, এখন তাহার দ্বিগুণ পণ লইয়া কন্যার পিতা সেই যুবককেই কন্যা প্রদান করিবে।

যদি কাহারও স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়া পর পুরুষের সহবাস করে, তাহা হইলে তাহার পতির ও পতির বন্ধুবর্গের ক্রোধের সীমা থাকে না। তাহারা সকলে মিলিয়া সেই পরস্ত্রীগামী যে গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামের প্রায় সমস্ত ঘর জ্বালাইয়া দিবে। এ সময়েও পঞ্চায়ত বসিবে। বিচারকালে পঞ্চায়তের পরিতৃপ্তির জন্য পরস্ত্রীগামীকে প্রচুর মদ্য লইয়া হাজির থাকিতে হইবে। পতি প্রায় স্ত্রীকে ফিরিয়া পায়, কিন্তু সেই পরপুরুষের ঔরসজাত সন্তানকে আর গ্রহণ করে না, যাহার ঔরসে জন্ম, সেই পুত্র তাহারই হইয়া থাকে। যদি সেই পুরুষ তাহার প্রণয়িণীকে ছাড়িয়া দিতে না চায়, তাহা হইলে তাহার পতিকে প্রায় দুই শত টাকা খেসারত দিতে হয়।

মৃতপুরুষের স্মরণার্থ ভীলগণ একখানি প্রস্তরফলক প্রস্তুত করে, সেই ফলকে সচরাচর হস্তে তরবারি ও বরসা ঢাল শোভিত একটী অশ্বারোহী মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, কখন বা অসি কবচভূষিত পদাতিক মূর্ত্তিও রাখা হয়। কোন বালকের মৃত্যু হইলে তাহার স্মারক প্রস্তর-ফলকে মানব-মূর্ত্তির পরিবর্ত্তে একটী বৃহদাকার চক্রধর সর্পমূর্ত্তি আঁকা হইয়া থাকে। মৃত স্ত্রীলোকদিগের জন্য কখন কোন মূর্ত্তি প্রস্তুত হয় না। গো ভিন্ন অপর কোন পশুর মাংস ভীলেরা অখাদ্য মনে করে না, এমন কি, মৃত উষ্ট্রমাংসও ছাড়িতে পারে না। ইহাদের কোন যাজক বা পুরোহিত নাই; চামারদিগের গুরুই ইহাদের গুরু, সে গুরুও অতিনিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গুরুরা কখন চেলা রাখে না, তাহারা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গুরু করিয়া থাকে। প্রধান গুরুর আখ্যা 'কমরিয়'। মাতাজী ও দেবী ভবানী ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। ইহাদের মধ্যে অগু ও গুগাজীনামক চোহান বীরের পূজাও প্রচলিত দেখা যায়। গুগাজীর কখন অশ্বারোহী কখন বা সর্পমূর্ত্তির পূজা হয়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশেরও কোন কোন জেলায় ভীল দেখা যায়। তাহারা রাজপুতানার মরুভূমি বা পর্ব্বতবাসী ভীল অপেক্ষা অনেকটা শান্ত বা শিষ্ট। সকলেই প্রায় বন হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ আহরণ করিয়া বিক্রয় করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ভীলেরা বলে যে, রোহিলখণ্ডে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ রাজত্ব করিত, রাজপুতেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া ঐ স্থান অধিকার করিয়াছে। আহ্মদনগর ও নাসিকবাসী ভীলদিগের আচার ব্যবহার ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত, তাহারা সকলেই গ্রাম্য মহত্তরের আজ্ঞানুবর্ত্তী। অপরাধীর দণ্ড বিধান ও সামাজিক বিবাদের মীমাংসা ইত্যাদি গ্রাম্য মহত্তরের হাত। ইহারা সকল হিন্দুদেবদেবীকেই মানিয়া চলে। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ইহারা কুণবী জাতি অপেক্ষা নিম্ন

শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। মৈবার ভীলদিগের মধ্যে রুদ্র ও কালীর ভীষণমূর্ত্তির পূজা, পশুবলি, সুবিধা মত নরবলিও প্রচলিত আছে। রাজপুতানার কোন স্থানে 'পুলিন্দদেবী' নামে ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতার প্রতিমা দৃষ্ট হয়।

ভীলদিগের সর্দ্দারেরা নায়ক বা নায়কড়া নামে পরিচিত।*

ভীলগড়, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

ভীলড়ীগড়, গুজরাতের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে কচ্ছবাহা ভীলগণের রাজধানী ছিল। মতান্তরে ভীলডায় বাঘেলাগণ এখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। পরে এখানে ডাভীশাখাভুক্ত রাজপুত জাতির প্রতিষ্ঠা হয়।

ভীলবাড়া, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটী ভূভাগ, কএকটী সামন্তরাজ্য লইয়া গঠিত। ইহাই ইংরাজরাজ-নির্দ্দিষ্ট ভীল বা ভোপাবর এজেন্সী, ভারতরাজ-প্রতিনিধির অধীনস্থ জনৈক রাজকীয় কর্ম্মচারীর কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত।

বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর স্থিত এই পার্ব্বত্য ভূভাগ ধর, ভক্তগড়,ঝাবুয়া, আলিরাজপুর, জোবাট, কাটিবাড়, রত্নমল্ল,মঠবার, দাহী, নিমখেরা, বড়বর্খেরা, ছোট বর্খেরা, কচ্ছীবরোদা, ধোত্রা, মুলতান, ধনগাঁও ও কালী-বাওরী নামক ১৭টী সামন্ত রাজ্য লইয়া গঠিত ছিল; পরে বর্ব্বাণী, যমুনিয়া, রাজগড়, কোটহিদে, গড়হী, ছাট কস্‌রাবাদ, চিক্‌তিয়াবাড় ও ভরুদপুর সামন্তরাজ্য এবং হোলকর, সিন্দে ও ইংরাজাধিকৃত কএকটী জেলা উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গুলি পূর্ব্বে ভীলবাড়ার অধীন (Deputy Bhil Agency) ছিল। এখানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই হিন্দু।

ভীলবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। কৃষ্ণনদীর বামকূলে অবস্থিত।

ভীলা, দক্ষিণ ব্রহ্মের মর্ত্তবান উপসাগরস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি ও পাগোদা (মন্দির) সমূহ সম্রাট্ অশোকের কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়া থকে।

ভীলভূষণা (স্ত্রী) ভূষয়তীতি ভূষ-কর্ত্তরি ল্যু, টাপ্, ভীলানাং ভূষণা। গুঞ্জা। (রাজনি॰)

* ভীল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ Rajputana Gazetteer, Bombay Gazetteer, Malcolm's Central India, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIV,pp, I. pp 347-388, Indian Antiquary, Vol. IV, p. 386-838, Dr Oppert's Original Inhabitants of India, pp. 79-85 প্রভৃতি দ্রষ্টব্য।

ভীলু (ত্রি) বিভেতীতি ভী-ক্রু। ভয়শীল। (শব্দরত্না॰)

ভীলুক, (পুং) বিভেতীতি ভী-(ভিয়ঃ ক্রুক্লুকনৌ। পা ৩।২।১৭৪) ভীরু ভয়শীল।

"এতদেবাদিনিমিত্তং নঃ কিমন্তেনাধ্বভীলুকঃ।
যস্ত্বমস্মাদিরানীতঃ কাকশঙ্কী পদে পদে॥
(কথাসরিৎসা॰ ৩২।৫২) ২ ভল্লুক। (শব্দরত্না॰)

ভীষক, (ত্রি) ভীষয়তে ভী-ণিচ্ যুক্ ণ্বুল্। ভয়কারক। (হেম)

ভীষটাচার্য্য, জনৈক আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রপ্রণেতা। রঘুনন্দন মলমাসতত্ত্বে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভীষণ, (পুং) ভীষয়তে ইতি ভী-ণিচ্ (ভিয়ো হেতু ভয়েযুক্। পা ৭।৩।৪॰) ইতি যুক, ভীষিধাতুস্ততো নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। ভয়ানকরস। (ভরত) ২ কুন্দুরুক। ৩ কপোত। ৪ হিন্তাল। (রাজনি॰) ৫ শিব। ৬ শল্লকী। (ক্লী) ৭ ভয়োৎপাদন।

"ব্যসনং ভেদনঞ্চৈব শত্রূণাং কারয়েত্ততঃ।
কর্ষণং ভীষণঞ্চৈব যুদ্ধে চৈব বলক্ষয়ম্॥" (ভারত ১৫।৭।৪)

(ত্রি) ৮ গাঢ়। ৯ দারুণ। (মেদিনী)

ভীষণক, (ত্রি) ভয়োৎপাদক।

ভীষা, (স্ত্রী) ভী-ণিচ্, যুক অঙ্। ১ ভয়প্রদর্শন। "গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।" (মনু ৮।২৬৪) ২ ভয়। "ভীষাস্মাদ্বাতঃ পবতে" (শ্রুতি)

ভীষিদাস, (পুং) লক্ষ্মীদাসের পুত্র, ইনি গীতগোবিন্দটীকাপ্রণেতা নারায়ণের প্রতিপালক ছিলেন।

ভীষ্ম, (ত্রি) বিভেত্যস্মাদিতি ভী-মক্ (ভিয়ঃ ষুগ্ বা। উণ্—১। ১৪৭) ইতি মক্, বা ষুগাগমশ্চ। ১ ভয়ানক। "সহোবাচ ভীষ্মং বত ভোঃ পুরুষান্ বা" (শতপথব্রা॰ ১১।৬।১।৩) 'ভীষ্মং ভয়ঙ্করং' (ভাষ্য) (পুং) ২ ভয়ানকরস। ৩শিব। ৪ রাক্ষস; (হেম) ৫ গাঙ্গেয়, শান্তনুরাজপুত্র। ইহার উৎপত্তিবিবরণ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—

মহারাজ শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। অতঃপর গঙ্গা শান্তনুকে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, আমি যদি শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে তুমি আমাকে তাহা হইতে নিবারণ করিতে বা অপ্রিয়বাক্য বলিতে পারিবে না, ইহার অন্যথাচরণ করিলে আমি স্বস্থানে চলিয়া যাইব। এইরূপ নিয়ম করিয়া পরস্পরে সুখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ক্রমে শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে ৮টী পুত্র উৎপন্ন হইল। যখন যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, গঙ্গা তখনই তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন। এইরূপে ৭টী পুত্র জলে নিক্ষেপ করিলে, রাজা শান্তনু অতিশয় দুঃখিত হন, কিন্তু গঙ্গা চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভয়ে তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারেন না। অনন্তর ৮ম পুত্র জন্মিলে,

রাজা দুঃখিত হইয়া স্বীয় পুত্ররক্ষার জন্ম তাঁহাকে কহিলেন, 'হে নিষ্ঠুরে! পুত্রহত্যা করিও না। তুমি কে বা কাহার কন্যা?' গঙ্গা উত্তর করিলেন, 'রাজন্! আমি তোমার এই পুত্র হত্যা করিব না, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা এক্ষণে ভঙ্গ করিলে, সুতরাং আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি জহ্নু-তনয়া গঙ্গা, দেবকার্য্য-সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত সহবাস করিয়াছিলাম। তোমার পুত্রগণ মহাতেজা অষ্টবসু, তাঁহারা বশিষ্ঠ-শাপে মনুষ্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বসুদিগের সহিত আমার এই নিয়ম ছিল যে, তাহারা জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্র আমি তাহাদিগকে মানবজন্ম হইতে মুক্ত করিব। সুতরাং তাঁহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তুমি তোমার পুত্রকে পালন কর, আমি পূর্ব্বে তোমার জন্য বসুগণের নিকট প্রার্থনা করায়, বসুগণ কহিয়াছিলেন, 'কেবল দ্যুনামক বসুই কর্ম্মদোষে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনুষ্যলোকে বাস করিবেন।' অতএব এই সে দ্যুবসুই তোমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি কখন দারপরিগ্রহ করিবেন না এবং ধর্ম্মাত্মা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইয়া প্রতিনিয়ত তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন।' [শান্তনু দেখ]

গঙ্গা এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। শান্তনু পুত্রকে দেবব্রত ও গাঙ্গেয় নামে অভিহিত করেন। ক্রমে দেবব্রত শান্তনু অপেক্ষা সকল বিষয়েই বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। তৎকালে ইহার ন্যায় বিদ্যাযশোগৌরব বা ধনুর্ব্বেদাদিতে কেহই সমকক্ষ রহিল না। রাজা শান্তনু একদিন যমুনাতীরে গমন করিয়া একটী দাসকন্যাকে দেখিতে পান, ঐ কন্যার গাত্র হইতে যোজন পর্য্যন্ত পদ্ম গন্ধ বিস্তৃত হইতেছিল। রাজা সেই অনুপম রূপ-লাবণ্যবতী দাসকান্যদর্শনে কামমোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্য তদীয় পিতার নিকট স্বীয় মনোরথ প্রকাশ করেন। কন্যার পিতা অসম্মত হইল না। সে কহিল, "মহারাজ! আপনাকে কন্যা সম্প্রদান করিতে আমার কিছুই আপত্তি নাই, কিন্তু প্রথমে আপনাকে এইরূপ একটী প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, আমার কন্যার গর্ভে আপনার যদি কোন পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সর্ব্বাগ্রে তাহাকেই আপনি রাজসিংহাসন প্রদান করিবেন। আপনার অন্য পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না।"

রাজা সহসা প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে না পারিয়া ভগ্ন-মনোরথে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর দেবব্রত ইহা অবগত হইয়া দাসরাজের নিকট গমনপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করি-লেন যে, আমি অদ্য হইতে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করি-লাম, ইহাতে আমি অপুত্র হইলেও আমার স্বর্গ হইবে। এই কন্যার গর্ভজাত পুত্রই রাজা হইবেন। অনন্তর দেবব্রতের ঐরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আকাশ হইতে দেবতাগণ তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবব্রত তাঁহার সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভীষ্ম নামে খ্যাত হন। ভীষ্ম সত্যবতীকে আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করেন। শান্তনু ভীষ্মের কৃত ঐ দুঃসাধ্য কর্ম্ম শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিলেন। শান্তনু হইতে উক্ত কন্যার গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে দুই পুত্র জন্মে। শান্তনুর মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। তিনি গন্ধর্ব্বহস্তে নিহত হইলে ভীষ্ম তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া বিচিত্রবীর্য্যকে কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন।

ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর মতানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বালক বিচিত্র-বীর্য্য নামে মাত্র রাজা রহিলেন। পরে ভীষ্ম কাশীরাজকন্যার স্বয়ম্বর-সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথা হইতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্যাত্রয়কে বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া স্বপুরে আনয়ন করেন। ইঁহাদের মধ্যে অম্বা ভগ-দত্তের প্রতি অনুরক্ত থাকায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া অম্বিকা ও অম্বালিকা নাম্নী কন্যাদ্বয়ের সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর সত্যবতী পুত্রশোকে কাতরা হইয়া পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত বিচিত্র-বীর্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক ভীষ্মকে কহিলেন, 'পুত্র! শান্তনুরাজার বংশ, কীর্ত্তি ও পিণ্ড একমাত্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তুমি সর্ব্বশাস্ত্রপারদর্শী, এই নিমিত্ত আমি তোমা হইতে অতিশয় আশ্বাসযুক্তা হইয়া তোমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিব, তুমি তাহাতে অসম্মত হইও না। তোমার প্রিয়ভ্রাতা মৎপুত্র বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তোমার ভ্রাতৃজায়া রূপযৌবনসম্পন্না ও শুভলক্ষণা, ইঁহারা পুত্রকামা হইয়াছেন; অতএব তুমি আমাদের বংশপরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগা-নুসারে এই দুই স্নুষাতে পুত্র উৎপাদন করিয়া ধর্ম্ম রক্ষা কর এবং তুমি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্ম্মানুসারে ভারত-রাজ্য শাসন কর।

ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'মাতঃ আপনি যাহা কহিলেন, তাহা ধর্ম্ম বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাও আপনি অবগত আছেন, ঐ প্রতিজ্ঞা আপনার জন্যই করিয়াছিলাম। এইক্ষণও আবার সেই সত্যঅক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি ত্রৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, দেবলোকে রাজত্ব ত্যাগ করিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা হইতে পারে,

তাহাও ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যকে কখন ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি দেবগণ কিংবা ধর্ম্মরাজ ধর্ম্মত্যাগ করেন, তথাপি আমি কখন সত্য হইতে বিচলিত হইব না। আপনি ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, আমাদের সকলকে বিনষ্ট করিবেন না। ক্ষত্রিয়ের অসত্যাচরণ নিতান্তই নিন্দার্হ, অতএব আমাদ্বারা একার্য্য কখনই সম্পন্ন হইবে না। আপনি কোন বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিয়োগ করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করুন।' সত্যবতী ভীষ্মকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহাকে আর অনুরোধ করিলেন না। তিনি বেদব্যাস দ্বারা অম্বিকা ও অম্বালিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডু নামে দুই পুত্র উৎপাদন করাইলেন। পাণ্ডুর পাঁচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র জন্মে। ভীষ্ম ইহাদের সকলকেই প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

ভীষ্ম তীর্থভ্রমণসময়ে মহর্ষি পুলস্ত্যের নিকট অনেক উপদেশ-লাভ এবং ভগবান্ চিত্রগুপ্তের পূজা দ্বারা ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্যব্রত-সমাপন করেন। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং কুরুদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন যে, আমি প্রত্যহ যুদ্ধে দশ সহস্র করিয়া বিপক্ষপক্ষীয় সৈন্য ক্ষয় করিব। ভীষ্ম নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে দশদিন পর্য্যন্ত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক আহত হইয়া শরশয্যায় শায়িত হন, কিন্তু তখন দক্ষিণায়ন ছিল বলিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন নাই। কুরুপাণ্ডবদিগের যুদ্ধাবসানের পর যুধিষ্ঠির ইঁহার নিকট ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষবিষয়ে বহুতর উপদেশ প্রাপ্ত হন। এমন কোন দুরূহ বিষয় ছিল না, যাহা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন নাই। সমস্ত শান্তিপর্ব্বে সেই উপদেশসমূহ বর্ণিত আছে। পরে সূর্য্যের উত্তরায়ণ গতি হইলে মাঘমাসের শুক্লাষ্টমীতে ভীষ্ম প্রাণত্যাগ করেন।

(মহাভারত)

ভীষ্মক (পুং) বিদর্ভাধিপতি জনৈক রাজা। ইনি শ্রীকৃষ্ণমহিষী রুক্মিণীর পিতা। (হরিবং ৯১ অং) [রুক্মিণী দেখ]

ভীষ্মকেশব (পুং) কাশীস্থিত কেশব মূর্ত্তিভেদ। (কাশীখং ৩৩অং)

ভীষ্মগর্জ্জিত-ঘোষস্বররাজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

ভীষ্মজননী (স্ত্রী) ভীষ্মস্য জননী মাতা। গঙ্গা। (রাজনিং)

ভীষ্মপঞ্চক (ক্লী) ভীষ্মেণ কৃতমুপদিষ্টং বা পঞ্চকম্। ১ একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচটী তিথি। ইহাকে বকপঞ্চকও কহে। ২ এই পাঁচটী তিথিতে কর্ত্তব্যব্রতভেদ। এই ব্রতের বিধানসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,— কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া কুরুপিতামহ ভীষ্মকে তর্পণ করিতে হইবে। ভীষ্ম-তর্পণের পর পিতৃ-পিতামহদিগের তর্পণান্তে ভীষ্মকে নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

'বসুনামবতারায় শান্তনোরাত্মজায় চ।
অর্ঘ্যং দদামি ভীষ্মায় আজন্মব্রহ্মচারিণে॥"

এই পাঁচদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। যাঁহারা উক্ত নিয়মে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনয়াসেই স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে ১২৩ অধ্যায়ে এবং হরিভক্তিবিলাসের ১৬ বিলাসে, ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না। এই পাঁচ দিন মৎস্য ও মাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসে আমিষ ভোজন করিতে নাই, যদিও কেহ অপারগ হইয়া কার্ত্তিকমাসে আমিষ ভোজন করে, কিন্তু এই পাঁচটী তিথিতে কদাপি আমিষ ভোজন করিবেন না।

"একাদশ্যাদিষু তথা তাসু পঞ্চসু রাত্রিষু।
দিনে দিনে চ স্নাতব্যং শীতলাসু নদীষু চ॥
বর্জ্জিতব্যা তথা হিংসা মাংসভোজনমেব চ।"

(কৃত্যতত্ত্ব কার্ত্তিককৃত্য)

প্রবাদ, কার্ত্তিকমাসের এই পাঁচদিন বকও আমিষ ভোজন করে না, এইজন্য এই পাঁচ তিথিকে বকপঞ্চক কহে।

এই পাঁচ দিন ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে পূজা, জপ ও হোমাদিও অশেষ পুণ্যজনক।

ভীষ্মমণি, স্বনামপ্রসিদ্ধ মণিবিশেষ। [ভীষ্মরত্ন দেখ।]

ভীষ্মমিশ্র, ১ খণ্ডনপ্রণেতা। ২ জনৈক মৈথিলী পণ্ডিত। ইনি কুমারসম্ভবটীকা, গীতশঙ্কর ও বৃত্তদর্পণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভীষ্মরত্ন (ক্লী) ভীষ্মং ভয়ানকং রত্নং দুর্লভত্বাৎ। হিমালয়ের উত্তরদেশজাত শুক্লবর্ণ প্রস্তর বিশেষ। ভীষ্মরত্নের উৎপত্তি ও পরীক্ষাদির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে এই মণির উৎপত্তি হয়। ইহার বর্ণ দুগ্ধাপেক্ষাও শুক্লবর্ণ, এবং ইহা একপ্রকার বিষপাথর মধ্যে পরিগণিত।

হিমালয়ের উত্তরদেশে দেবদ্বেষী অসুরের বীর্য্য পতিত হইয়াছিল। তাহাতেই সেই দেশে ভীষ্মরত্নের আকরসকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই রত্ন কতক শুভ্রবর্ণ শঙ্খ ও পদ্মতুল্য আভা-বিশিষ্ট, কতকগুলি শোণালু পুষ্পের ন্যায় দ্যুতিমান্ ও কতকগুলি তরুণ অবস্থায় হীরকের ন্যায় তেজঃসম্পন্ন।

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক হিমালয়দেশোৎপন্ন বিশুদ্ধ ভীষ্মরত্ন গ্রীবাদি দেশে ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্বকালে সর্ব্বসম্পত্তি লাভ হয়। বিশেষতঃ এই মণি-ধারণে পৃথিবীতে যতপ্রকার বিষ

আছে, তৎসমুদায়ের দোষ প্রশমিত হয়। ভীষণ অরণ্যচর হিংস্র জন্তু সকল এই মণিকে ভয় করিয়া থাকে, যাঁহার নিকট এই মণি থাকে, হিংস্র জন্তুগণ তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। ভীষ্মরত্নধারণকর্ত্তার কোন ভয়ই উপস্থিত হয় না। গুণযুক্ত ভীষ্মমণি অঙ্গুলিত্রয়ে ধারণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবর্ষব্যাপিনী তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই মণিদ্বারা সর্প, বৃশ্চিক, অণ্ডজ ও আখুবিষ নষ্ট হয়, এবং ভয়ঙ্কর সলিল, শত্রু, অগ্নি ও চোর হইতে ভয় থাকে না।

নিন্দিতমণি।—শৈবালবর্ণ, বকবর্ণ, কর্কশ, পীতাভ, নিষ্প্রভ, মলিন ও বিবর্ণ ভীষ্মরত্ন নিন্দিত। এইরূপ ভীষ্মরত্ন-ধারণে পদে পদে অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া মূল্যাবধারণ করিবেন। দূরোৎপন্ন হইলে কিছু অধিক মূল্য এবং সমীপোৎপন্ন হইলে অপেক্ষাকৃত অল্পমূল্য স্থির করিতে হইবে। *

ভীষ্মসূ (স্ত্রী) ভীষ্মং সূতে প্রসূতে ইতি ক্বিপ্। গঙ্গা।

ভীষ্মস্তবরাজ (পুং) ভীষ্মদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব। মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বে ৪৭ অ° এই স্তব আছে।

ভীষ্মস্বররাজ (পুং) বুদ্ধভেদ।

ভীষ্মাষ্টমী (স্ত্রী) ভীষ্মস্য অষ্টমী, বা ভীষ্মনাশিকা অষ্টমী। মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী। এই দিন ভীষ্মদেব প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, এজন্য এই তিথি ভীষ্মাষ্টমীনামে খ্যাত। ভীষ্ম আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করেন, এজন্য ভীষ্মাষ্টমীতে সকলকেই ভীষ্মের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিতে হয়, ইহা সকলেরই অবশ্যকর্ত্তব্য। এই অষ্টমীতে ভীষ্মদেবকে তর্পণ করিলে সম্বৎসরকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়।

"শুক্লাষ্টম্যান্তু মাঘস্য দদ্যাদ্‌ভীষ্মায় যো জলম্।
সম্বৎসরকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণাদি সকলেই ভীষ্মের উদ্দেশ্যে তর্পণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিয়া ভীষ্মতর্পণ না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বৎসরকৃত পুণ্যসমূহ অচিরে বিনষ্ট হইয়া যায়।

"ব্রাহ্মণাদ্যাস্ত যে বর্ণা দদ্যুর্ভীষ্মায় নো জলম্।
সংবৎসরকৃতং পুণ্যং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি॥" (তিথিতত্ত্ব)

সকলেরই তর্পণ প্রত্যহকর্ত্তব্য। কাহারও মতে প্রতিদিন তর্পণের সময় ভীষ্মকে তর্পণ করিবে। কিন্তু বিশেষরূপে শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, ভীষ্মাষ্টমীতে ভীষ্মতর্পণ অবশ্যকর্ত্তব্য। না করিলে প্রত্যবায়ী হইতে হইবে। কিন্তু প্রতিদিন ভীষ্ম তর্পণ না করিলে যে কোন দোষ হইবে, তাহা বোধ হয় না।

ব্রাহ্মণ পিতৃ-তর্পণ করিয়া পরে ভীষ্ম-তর্পণ করিবেন। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ পিতৃ-তর্পণের পুর্ব্বেই উহা করিবেন। তর্পণ-মন্ত্র—"বৈয়াঘ্রপদ্যগোত্রায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।
অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীষ্মবর্ম্মণে॥
ভীষ্মঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরদ্ভিরবাপ্নোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥"(তিথিতত্ত্ব)

যদি কেহ প্রতিদিন তর্পণের সহিত ভীষ্ম-তর্পণ করে, তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না, বরং সুকৃতই হইবে।

ভুঁড়ি (দেশজ) ১ স্থূল উদর। ২ অন্ত্রসমূহ, চলিত নাড়ীভুঁড়ি।

ভুঁড়িওয়ালা (হিন্দি) স্থূলোদরবিশিষ্ট তুন্দিল।

ভুঁড়িয়া (দেশজ) তুন্দিল, স্থূলোদরযুক্ত।

ভুক্ (হিন্দী) ক্ষুধা। সংস্কৃত 'ভুজ্' শব্দের প্রথমার এক বচনে 'ভুক্' হয়।

ভুকরহেরী, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

ভুকা (দেশজ) ভুখা, ক্ষুধা।

ভুক্কভূপাল (পুং) দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজা।

ভুক্ত (ত্রি) ভুজ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভক্ষিত।

"পূজিতং হ্যশনং নিত্যং বলমূর্জ্জঞ্চ যচ্ছতি।
অপূজিতন্তু তদ্ভুক্তমুভয়ং নাশয়েদিদম্॥" (মনু ৪।৪)

২ উপভুক্ত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ ভক্ষণ। (ত্রিকা°) ৪ কৃতভোগ, যাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে। গ্রহদিগের স্ফুটগণনায় ভুক্ত ও ভোগ্য স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়।

* "হিমবত্যুত্তরে দেশে বীর্য্যং পতিতং সুরদ্বিষস্তস্য।
সম্প্রাপ্তমুত্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্নানাম্॥
শুক্লাঃ শঙ্খাব্জনিভাঃ শ্যোণাকসন্নিভাঃ প্রভাবন্তঃ।
প্রভবন্তি ততস্তরুণা বজ্রনিভা ভীষ্মপাষাণাঃ॥
হিমাদ্রিপ্রতিবদ্ধা শুদ্ধমণিং শ্রদ্ধয়া বিধত্তে যঃ।
ভীষ্মমণিং গ্রীবাদিষু সম্পদং সর্ব্বদা লভতে॥
গুণযুক্তস্য তস্যৈব ধারণাম্মুনিপুঙ্গব।
বিষাণি তস্য নশ্যন্তি সর্ব্বাণ্যেব মহীতলে॥
নিরীক্ষ্য পলায়ন্তে যে তমরণ্যনিবাসিনঃ সমীপেঽপি।
দ্বীপিবৃকশরভকুঞ্জরসিংহব্যাঘ্রাদয়ো হিংস্রাঃ॥
নিন্দিত লক্ষণম্—
শৈবালবলাহকাভং পরুষং পীতপ্রভং প্রভাহীনম্॥
মলিনদ্যুতিং বিবর্ণং দূরাৎ পরিবর্জয়েৎ প্রাজ্ঞঃ॥
মূল্যং প্রকল্পমেষাং বিবুধবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাৎ।
দূরে ভূতানাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রসূতানাম্॥" (গরুড়পু° ৭৬ অ°)

ভুক্ততিথি, যে তিথির অবস্থানকালের ক্ষয় হইয়াছে।

ভুক্তপূর্ব্বিন্ (ত্রি) পূর্ব্বমনেন ভুক্তং (সপূর্ব্বা চ্চ। পা ৫।২।৮৭) ইতি ইনি। পূর্ব্বভুক্ত বস্তু। যথা—ভুক্তপূর্ব্ব্যোদনং।

ভুক্তভোগ (ত্রি) ভুক্তঃ কৃতঃ ভোগো যেন। কৃতভোগ।
"জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোঽন্যঃ।" (শ্বেতা° উপ°)
প্রকৃতি ভুক্তভোগা হইলে পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত প্রকৃতির ভোগ শেষ না হয়; ততদিন মুক্তির সম্ভাবনা নাই।

ভুক্তসমুজ্ঝিত (ত্রি) আদৌ ভুক্তং পশ্চাৎ সমুজ্ঝিতং স্নাতানুলিপ্তবৎ সমাসঃ। প্রথমে ভুক্ত, পশ্চাৎ ত্যক্ত। পর্য্যায়,—ফেলা, পিণ্ড, ফেলি। (ভরতধৃত রভস)

ভুক্তমাত্র (অব্য) ভোজনের অব্যবহিত পর।
(মনুসংহিতা ৪।১২১)

ভুক্তবৎ (ত্রি) ভুক্ত ইব, ইবার্থে বতু। ভুক্তের ন্যায়।

ভুক্তবৃদ্ধি (স্ত্রী) উদরগত ভুক্তদ্রব্যের উপচয়।

ভুক্তশেষ (ক্লী) উচ্ছিষ্টবিশেষ।
"বিঘসো ভুক্তশেষন্তু যজ্ঞশেষং তথামৃতম্।" (মনু ৩।২৮৫)
ভাষ্যকার মেধাতিথি 'ভুক্তশেষ' স্থলে 'ভৃত্যশেষ' পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভুক্তি (স্ত্রী) ভুজ-ক্তিন্। ১ ভোজন। ২ ভোগ, পারসী দখল। ইহা প্রমাণ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রমাণ বিশেষ।
"প্রমাণং লিখিতং ভুক্তিঃ সাক্ষিণশ্চেতি কীর্ত্তিতম্।
এষামন্যতমাভাবে দিব্যান্যতমমুচ্যতে॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)
৩ রব্যাদিগ্রহের রাশ্যংশাদিতে গমন ও ভোগ। রবি প্রতি দিন রাশির এক অংশ করিয়া ভোগ করেন।

ভুক্তিপাত্র (ক্লী) ভোজনপাত্র, যাহাতে খাদ্য বস্তু থাকে।

ভুক্তিপ্রদ (পুং) ভুক্তিং ভোগং প্রদদাতীতি প্র-দা (আত-শ্চোপসর্গে কঃ পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক। ১ মুদ্গ। (রাজনি°) (ত্রি) ২ ভোগদাতা।

ভুক্তিস্থহিত (ত্রি) সুহিতস্য ভুক্তিঃ ময়ূরব্যংসকাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। সুতৃপ্তভোগ।

ভুক্তোচ্ছিষ্ট (ক্লী) ভোজনাবশিষ্ট।

ভুখ্ (দেশজ) ক্ষুধা।

ভুখা, (হিন্দি) ক্ষুধিত। যেমন মায় ভুখা হুঁ।

ভুখামাতা, রাজপুতনার উদয়পুর নগরস্থিত দেবী প্রতিমা বিশেষ। এই দেবীচিত্রে মূর্ত্তিমতী দুর্ভিক্ষকে কল্পনা করা হইয়াছে। দেবীমূর্ত্তির গলদেশ নৃকরোটি-মালায় বিভূষিত, পার্শ্বদেশে দুর্ভিক্ষের কঠোর নিষ্পেষণে নিপীড়িত শবদেহদ্বয় বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সম্মুখে একটী শৃগাল নরমাংসলোলুপ হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই ভীষণদর্শনা মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইলে যুগপৎ ভয়, ভক্তি ও বিস্ময়ের উদয় হয়।

ভুগলমী (দেশজ) ভোগলামী, ভণ্ডামী, শঠতা, ধূর্ত্ততা।

ভুগ্ন (ত্রি) ভুজ-মোটনে-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮।২।৪৫) ইতি নিষ্ঠা তস্য ন। রাগাদি দ্বারা কুটিলীকৃত। পর্য্যায়—রুগ্ন, বক্র।
"সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভুগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী।" (বাভট)

ভুজ, ১ বক্রীকরণ, কৌটিল্য। তুদাদি, পরস্মৈ° সক° অনিট্। লট্ ভুজতি। লোট্ ভুজতু। লিট্ বুভোজ। লুট্ ভোক্তা।

ভুজ, ১ পালন। ২ ভোজন। ৩ ভোগ। ভক্ষণ ও ভোগার্থে আত্মনে° পালনে পরস্মৈ° রুধাদি° সক° অনিট্। লট্ ভুনক্তি ভুঙ্ক্তে। লঙ্ অভুনক্, অভুঙ্ক্তাং, অভুঞ্জন্। অভুঙ্ক্, অভুঞ্জতাং, অভুঞ্জত। লিট্ বুভোজ, বুভুজে। লুট্ ভোক্তা। লৃট্ ভোক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অভৌক্ষীৎ, অভৌক্তাং, অভৌক্ষুঃ। অভুনক্, অভুক্ষাতাং, অভুক্ষত। সন্ বুভুক্ষতি-তে। যঙ্ বোভুজ্যতে। বোভোক্তি। ণিচ্ ভোজয়তি-তে। লুঙ্ অবুভুজৎ-ত। উপ+ভুজ—উপভোগ। সম্+ভুজ—সম্ভোগ। আ+ভুজ—আভোগ। পরিপূর্ণতা।

ভুজ (পুং স্ত্রী) ভুজতি বক্রো ভবতীতি ভুজ (ইগুপধজ্ঞেতি। পা ৩।১।১৩৫) ইতি ক, যদ্বা ভুজ্যতেঽনেনেতি ভুজ-(হলশ্চেতি। পা ৩।৩।১২১) ইতি ঘঞ্, ঘঞি গুণাভাবঃ কুত্বাভাবশ্চ (পা ৭।৩।৬১) বাহু। পর্য্যায়—বাহু, প্রবেষ্ট, দোস্ বাহঃ, বাহা, ভুজা, দোষ, দোষা, কর হস্ত। (মেদিনী)
ইহার শুভাশুভ লক্ষণ—
"সমাংসৌ চৈব ভুগ্নাগ্রৌ শ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌ ভুজৌ।
আজানুলম্বিতৌ বাহূ বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে॥
নির্মাংসৌ লোমশৌ হ্রস্বৌ ভুজৌ দারিদ্রদায়কৌ।
অলোমশৌ তু সুখিনৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ॥"
(শিবোক্ত সামুদ্রিক)
বাহুযুগল মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্র, সুমিলিত, বিশাল আজানুলম্বিত, সুগোল, পরিচ্ছন্ন ও পীবর হইলে মহারাজ, আর অমাংসল রোমযুক্ত ও ক্ষুদ্র হইলে দরিদ্র হয়। লোমবিহীন হইলে সুখী এবং হস্তিশুণ্ডের ন্যায় প্রশস্ত হইলে প্রধান হয়। ২ হস্তিশুণ্ড। ৩ গ্রহদিগের স্পষ্টীকরণের জন্য রাশিত্রয় হইতে উনকেন্দ্র গ্রহাদি। গ্রহদিগের স্ফুটগণনাকালে অর্থাৎ কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির কত অংশ, কলা ও বিকলায় অবস্থিত আছেন, তাহা জানিবার জন্য ভুজ স্থির করিয়া লইতে হয়।
"দোস্ত্রিভোনং ত্রিভোর্দ্ধ্বং বিশেষ্যাং রসৈ-
শ্চক্রতোঽঙ্কাধিকং স্যাদ্ভুজোনং ত্রিভম্।

কোটিরেকৈকং ত্রিত্রিভৈঃ স্যাৎ পদং
সূর্য্যমন্দোচ্চমষ্টাদ্রয়োঃংশা ভবেৎ ॥" (গ্রহলাঘব)
৪ ক্ষেত্রের পরিমাণবিশেষ।
"কোটিশ্চতুষ্টয়ং যত্র দোস্ত্রয়ং তত্র কা শ্রুতিঃ।
কোটিং দোঃ কর্ণতঃ কোটিশ্রুতিভ্যাঞ্চ ভুজং বদ ॥"
(লীলাবতী ক্ষেত্রব্যবহার)
৫ জ্যামিত্যুক্ত কোণাদির বাহুরেখা। যেমন ত্রিভুজ।

ভুজকোটর (পুং) ভুজস্য কোটর ইব। কক্ষ। (হেম)

ভুজগ (পুং) ভুজং বক্রং গচ্ছতীতি গম্-ড, ডিৎ, টিলোপঃ। সর্প।
"তস্মিন্ হিত্বা ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।"(মেঘদূত ৬২)
২ অশ্লেষা নক্ষত্র। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) ৩ সীসক। ৪ বোড়াসাপ।
সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহ্যাদ্রি ৩৩।২২)

ভুজগদারণ (পুং) ভুজগং দারয়তীতি দারি-ল্যু। গরুড়। ত্রিকা°

ভুজগনিসৃতা (স্ত্রী) নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে নয়টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার ষষ্ঠ, অষ্টম ও নবম অক্ষর গুরু, তদ্ভিন্ন লঘু। ইহার লক্ষণ—
"ভুজগনিসৃতা ন সৌমঃ।" (বৃত্তরত্নাকর)

ভুজগপতি (পুং) ভুজগানাং পতিঃ। বাসুকি, অনন্ত।

ভুজগপুষ্প (পুং) পুষ্পবৃক্ষভেদ।

ভুজগরাজ (পুং) ভুজগানাং রাজা, টচ্ সমাসান্তঃ। শেষ, অনন্ত, বাসুকি।

ভুজগান্তক (পুং) ভুজগস্য অন্তকঃ। গরুড়। (রাজনি°)

ভুজগাভোজিন্ (পুং) ভুজগং আ সম্যক্ প্রকারেণ ভুঙ্ক্তে ইতি ভুজগ-আ-ভুজ-ণিনি। ময়ূর। (রাজনি°)

ভুজগাশন (পুং) ভুজগমশ্নাতীতি অশ-ল্যু। গরুড়। (রাজনি°)

ভুজগেন্দ্র (পুং) ভুজগানামিন্দ্রঃ। সর্পরাজ বাসুকি, অনন্ত।
বামনপুরাণে লিখিত আছে,—অনন্তদেব দশমী তিথিতে শয়ন করিয়া থাকেন।
"দশম্যাং ভুজগেন্দ্রাশ্চ স্বপন্তে বায়ুভোজনাঃ।"(বামনপু° ১৭।১৬)

ভুজগেশ্বর (পুং) ভুজগানামীশ্বরঃ। ভুজগেন্দ্র।

ভুজঙ্গ (পুং) ভুজং বক্রং গচ্ছতীতি গম-খচ্, মুম্। (খচ্চ ডিদ্বাচ্যঃ। ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা) ডিত্বপক্ষে টিলোপঃ। ১ সর্প। ২ ষিড়্‌গ, জার। (মেদিনী) ৩ সীসক।
"সীসং বপ্রশ্চ বপ্রশ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।" (ভাবপ্র°)

ভুজঙ্গকন্যা (স্ত্রী) সর্পিণী, নাগকন্যা।
"প্রিয়ো হি কুর্ব্বন্তি তথৈব নার্য্যো
ভুজঙ্গকন্যাপরিসর্পণানি" (মৃচ্ছকটিক ৪।১২)

ভুজঙ্গঘাতিনী (স্ত্রী) ভুজঙ্গং সর্পং তদ্বিষং বা হন্তীতি হন-ণিনি ; স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১ বৃক্ষবিশেষ, সর্পকঙ্কালিকা। পর্য্যায়— সুরি, সর্পাঙ্গী, ক্ষুৎকরী, স্পৃহা। (শব্দচ°) ২ সর্পনাশিনী।

ভুজঙ্গজিহ্বা (স্ত্রী) ভুজঙ্গস্য জিহ্বেব আকৃতির্যস্যাঃ। ১মহাসমঙ্গা। (রাজনি°) ২ সর্পজিহ্বা।

ভুজঙ্গদমনী (স্ত্রী) ভুজঙ্গো দম্যতেঽনয়া দম-করণে ল্যুট্। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। নকুলেষ্টা, নাকুলীকন্দ। (বৈদ্যকনি°)

ভুজঙ্গনায়ড়ু, কার্ব্বেটিনগরাধিপ জনৈক সামন্তরাজ। রেড্ডী বংশীয় রাজা নরসিংহ নায়ড়ুর বংশধর। ইনি পিতার স্বাধীনতাগৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। চালুক্যরাজ সোমেশ্বরদেব ইহাকে পরাজিত করিয়া বন্দিরূপে কল্যাণনগরে আনয়ন করেন। তথায় ইহার মৃত্যু হয়।

ভুজঙ্গপর্ণিনী (স্ত্রী) ভুজঙ্গস্যেবাকার ইব পর্ণানি সন্তি যস্যা ইনি-ঙীপ্। নাগদমনী। (নৈঘণ্টুপ্র°)

ভুজঙ্গপুষ্প (পুং) ভুজঙ্গ ইব পুষ্পমস্য। ক্ষুপভেদ। (সুশ্রুত)

ভুজঙ্গপ্রয়াত (ক্লী) ভুজঙ্গবৎ প্রয়াতং গতিরিব ভঙ্গীমান্, শব্দবিন্যাসো যস্য। ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে দ্বাদশটী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের ১,৪,৭ ও ১০ম বর্ণ লঘু। তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ—
"যদাদ্যঞ্চতুর্থন্তথা সপ্তমঞ্চেৎ
তথৈবাক্ষরং হ্রস্বমেকাদশাদ্যম্।
শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষিবক্ত্রারবিন্দে
তদুক্তং কবীন্দ্রৈর্ভুজঙ্গপ্রয়াতম্ ॥" (শ্রুতবোধ)

ভুজঙ্গভুজ্ (পুং) ভুজঙ্গং ভুঙ্ক্তে ইতি ভুজ-কিপ্। ১ গরুড়। (শব্দরত্না°) ২ ময়ূর।

ভুজঙ্গভোজিন্ (পুং) ভুজঙ্গং ভুঙ্ক্তে ভুজ-ণিনি। ১ রাজ-সর্প। (হেম) ২ গরুড়। ৩ ময়ূর।

ভুজঙ্গম্ (পুং) ভুজ-কৌটিল্যে ইগুপধেতি ক, ভুজঃ কুটিলী-ভবন্ গচ্ছতীতি ভুজ-গম (গমেঃ সুপি বাচ্যঃ। পা ৩।১।৩৮৮) ইত্যস্য বার্ত্তিকাৎ খচ্ 'খচ্চ ডিদ্বাচ্যঃ' ইতি ডিদভাবে টিলোপা-ভাবঃ মুম্ চ। ১ সর্প।
"আরূঢ়মদ্রীনুদধীন্ বিতীর্ণং ভুজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টং।"
(রঘু ৬।৭৭) (ক্লী) ২ সীসক। (রাজনি°)

ভুজঙ্গলতা (স্ত্রী) ভুজঙ্গবৎ কুটিলা তৎপ্রিয়া বা লতা। নাগবল্লী। (রাজনি°)

ভুজঙ্গবিজৃম্ভিত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২৬টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—
"বস্বীশাশ্বচ্ছেদোপেতং মমতনযুগনরসলগৈর্ভুজঙ্গবিজৃম্ভিতম্।
(বৃত্তরত্নাকর) ২ সর্পচেষ্টিত।

ভুজঙ্গসঙ্গতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (ছন্দোমঞ্জরী ২২)

ভুজঙ্গহন্ (পুং) ভুজঙ্গং হন্তীতি হন্-ক্বিপ্। গরুড়। (ত্রিকা॰)

ভুজঙ্গাক্ষী (স্ত্রী) ভুজঙ্গস্যেব অক্ষি পুষ্পং যস্যাঃ (অক্ষো-হদর্শনাৎ। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। রাস্না। ইহার পর্য্যায়—

"নাকুলী সরসা নাগসুগন্ধা গন্ধনাকুলী।
নকুলেষ্টা ভুজঙ্গাক্ষী সর্পাক্ষী বিষনাশিনী॥" (ভাবপ্র॰)

ভুজঙ্গাখ্য (পুং) ভুজঙ্গস্য আখ্যা ইব আখ্যা যস্য। ১ নাগ-কেশর। (শব্দমালা) (ত্রি) ২ সর্পনামক।

ভুজঙ্গিকা (স্ত্রী) বেশ নদের উপকণ্ঠস্থিত একটী অতি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ১৯ শত বর্ষ পূর্ব্বে এইস্থানের সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভুজঙ্গী (স্ত্রী) ভুজঙ্গ স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ১সর্পিণী। ২শক্তি-মূর্ত্তিভেদ।

"কুটিলাঙ্গী কুণ্ডলিনী ভুজঙ্গী শক্তিরীশ্বরী।
কুটিলারুন্ধতী দেবী শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ॥"(হঠপ্রদীপিকা)

ভুজঙ্গেন্দ্র (পুং) ভুজঙ্গানাং ইন্দ্রঃ। সর্পরাজ বাসুকি শেষ।

"ভুজে ভুজঙ্গেন্দ্রসমানসারে
ভূয়ঃ স ভূমের্ধুরমাসসঞ্জ।" (রঘু ২।৭৪)

ভুজঙ্গেরিত (ক্লী) ছন্দোভেদ।

ভুজঙ্গেশ (পুং) ভুজঙ্গানামীশঃ। ১ বাসুকি। ২ তদবতার পিঙ্গলমুনি। ৩ পতঞ্জলিমুনি।

ভুজজ্যা (স্ত্রী) সূর্য্যসিদ্ধান্তোক্ত ত্রিকোণক্ষেত্রের ভুজজীবা।

"গ্রহং সংশোধ্য মন্দোচ্চাৎ তথা শীঘ্রাদ্বিশোধ্য চ।
শেষং কেন্দ্রপদং তস্মাদ্ভুজজ্যা কোটিরেব চ॥" (সূর্য্যসি॰)

ভুজদল (পুং) হস্ত, হাতের পাতা।

ভুজনগর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছরাজ্যের একটী দুর্গ-সুরক্ষিত রাজধানী, গওশৈলের পাদদেশে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৩°১৫´ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৬৯°৪৮´৩০″ পূঃ। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার সুপ্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভগুলি প্রত্নতত্ত্বালোচনার প্রকৃষ্ট বিষয়। সাধারণের বিশ্বাস পূর্ব্বকালে এই নগর অহিকুল-দেবতা ভুজঙ্গের (ভুজিয়া) উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। এখানকার রাওদিগের সমাধিমন্দির ও ভারমল্লজি প্রাগ্-মল্লজি প্রভৃতির ছত্রি, খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমিত হয়। এতদ্ভিন্ন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, নগরাভ্যন্তরস্থ মসজিদ্ এবং সুবর্ণরায়, কল্যাণেশ্বর ও স্বমণ্ডপ প্রভৃতি দেব-মন্দির দেখিবার জিনিস। ঊনবিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে ও শেষভাগে দুইবার ভূমিকম্পে এখানকার বিস্তর ক্ষতি হয়। শেষবারের প্রবল ভূমিকম্পে এই রাজধানী ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া যায়।

ভুজপ্রতিভুজ, সরল-রেখাগণিতোক্ত চিত্রের ভিন্নদিগবর্ত্তী বাহু।

ভুজাওয়ালা, ভৃষ্ট কলাই বিক্রেতা। [ভড়ভুঞ্জা দেখ।]

ভুজফল (ক্লী) ভুজেন আনীতং ফলং। সিদ্ধান্তশিরোমণ্যুক্ত ভুজদ্বারা আনীত ফলভেদ।

"স্বেনাহতে পরিধিনা ভুজকোটিজীবে।
ভাংশৈর্হৃতে চ ভুজকোটিফলাহ্বয়ে স্তঃ॥" (সিদ্ধান্তশিরো॰)

ভুজবন্ধ (পুং) ১ নিম্নহস্তের বলয়াদি অলঙ্কার বিশেষ। ২ ভুজ বেষ্টন।

"লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপু-
র্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি" (কুমার ৩ অধ্যায়)

ভুজবল (পুং) ভুজস্য বলং। বাহুবল।

ভুজবল, সুবর্ণপুরাধিপতি। কলিঙ্গাধীশ্বর হৈহয়বংশীয় প্রথম জাজল্লদেব ইঁহাকে পরাজিত করেন।

ভুজবল গঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের হোয়শাল-বল্লালবংশীয় জনৈক নরপতি। রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের নামান্তর (১১১৭-৩৭ খৃষ্টাব্দ)। তিনি শান্তলদেবীকে বিবাহ করেন। গঙ্গরাজধানী তলকাড় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল; এতদ্ভিন্ন স্বীয় ভুজবলে তিনি আরও অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন। প্রবাদ, রামানুজা-চার্য্য কর্তৃক তিনি বৈষ্ণবধর্ম্মে দীক্ষিত হন।

ভুজবল ভীম, জনৈক ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা। রুদ্রধর শ্রাদ্ধ-বিবেকে এবং রঘুনন্দন মীমাংসাতত্ত্বে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভুজমধ্য (ক্লী) ভুজস্য মধ্যং। ভুজান্তর ক্রোড়। (হলায়ুধ)

ভুজমূল (ক্লী) ভুজস্য মূলং ৬তৎ. বাহুমূল।

ভুজরাম, অদ্বৈতদর্পণ-প্রণেতা। ইঁহার অপর নাম ভজনানন্দ।

ভুজশালিন্ (ত্রি) প্রশস্তবাহুসম্পন্ন।

ভুজশিখর (ক্লী) স্কন্ধ।

ভুজশিরস্ (ক্লী) ভুজস্য শির ইব। স্কন্ধ। (অমর)

ভুজা (স্ত্রী) ভুজ-টাপ্। বাহু, কর। ২ কলাই ভাজা প্রভৃতি।

ভুজাকণ্ট (পুং) ভুজায়াঃ করস্য কণ্ট ইব। হস্তনখ। (হেম)

ভুজাগ্র (পুং) ভুজস্য অগ্রঃ ৬তৎ। কর। (হলায়ুধ)

ভুজাদল (পুং) ভুজায়া বাহোর্দল ইব। হস্ত। (ত্রিকা॰)

ভুজান্তর (ক্লী) ভুজয়োরন্তরং মধ্যং। ১ ক্রোড়। ২ বক্ষঃ। ৩ বৃত্তক্ষেত্রজ বাহুর বিশ্লেষরূপ গণিতাগত পদার্থ।

"ভানোঃ ফলং গণিতমর্কযুতস্য রাশে-
র্ব্যক্ষোদয়েন থখনাগমহীবিভক্তং।
গত্যাগ্রহস্য গুণিতং দ্যুনিশাবিভক্তং
স্বর্ণং গ্রহেঽর্কবদিদং তু ভুজান্তরাখ্যম্॥" (সিদ্ধান্ত শিরো॰)

ভুজামধ্য (ক্লী) বাহুর মধ্যভাগ, কনুই।

ভুজামূল (ক্লী) স্কন্ধাগ্র।

ভুজি (পুং) ভুনক্তি, ভুঙ্‌ক্তে বা সর্ব্বানিতি ভুজ (ভজেঃ কিচ্চ। উণ্ ৪।১৪১) ইতি ই সচ কিৎ, সর্ব্বভক্ষকত্বাদস্য তথাত্বং। ১ বহ্নি। (উজ্জ্বল) ২ ভোগ। "আসবং সবিতু- র্যথা ভগস্যেব ভুজিং হুবে" (ঋক্ ৭।৯১) 'ভুজিং ভোগং' (সায়ণ) ৩ ভোক্তা। "ভুজী হিরণ্যপেশসা কবী" (ঋক্ ৮।৮।২) 'ভুজী হবিষাং ভোক্তারৌ' (সায়ণ)

ভুজিঙ্গ (পুং) দেশভেদ। (ভারত ভীষ্মপ০ ৯অ৫)

ভুজিষ্য (পুং) ভুঙ্‌ক্তে স্বাম্যুচ্ছিষ্টমিতি ভুজ্যতে ইতি বা ভুজ (রুচিভুজিভ্যাং কিষ্যন্। উণ্ ৪।১৭৮) ইতি কিষ্যন্। ১ স্বতন্ত্র। ২ হস্তসূত্র। ৩ দাস। (মেদিনী)

"কিমহো নৃপাঃ সমমমীভিরুপপতিসুতৈর্ন পঞ্চভিঃ।
বধ্যমভিহতভুজিষ্যামমুং সহ চানয়া স্থবিররাজকন্যয়া॥"

(শিশুপালবধ ১৫।৬৩) ৫ রোগ। (সংক্ষিপ্তসা° উণাদি০)

ভুজিষ্যা (স্ত্রী) ভুজিষ্য-টাপ্। দাসী।

"অথাঙ্গদাশ্লিষ্টভুজং ভুজিষ্যা হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাথং।"

(রঘু ৬।৫৩) ২ গণিকা। (মেদিনী)

ভুজ্যু (পুং) ভুজ্যতেঽত্রেতি ভুজ-ভক্ষণে (ভুজি মৃঙ্‌ভ্যাং যুক্ ত্যুকৌ। উণ্ ৩।২১) ইতি যুক্। ১ ভাজন। ভুঙ্‌ক্তে সর্ব্বানিতি ভুজ কর্ত্তরি যুক্। ২ অগ্নি। ৩ স্বনাম-খ্যাত রাজ- বিশেষ। "ঋজিপ্য ঈমিন্দ্রাবতো ন ভুজ্যুং" (ঋক্ ৪।২৭।৪) (ত্রি) ৪ রক্ষক। "পুরুস্পৃহং ভুজ্যুং বাজেষু পূর্ব্ব্যং" (ঋক্ ৮।২২।২) 'ভুজ্যুং ভুজপালনে সর্ব্বস্য রক্ষকম্' (সায়ণ)

ভুঞ্জৎ (ত্রি) ভুজ-শতৃ। ভোগকর্ত্তা।

ভুঞ্জান (পুং) ভুজ-শানচ্। ভোগকর্ত্তা।

"ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপমসত্যং সংসদিব্রুবন্।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

ভুঞি (দেশজ) ভূমি।

ভুট (দেশজ) ১ লোপ বা শেষকরণ। যেমন খেয়ে ভুট কোল্লে। ২ অপহরণ বা লুটকরণ।

ভুটভাট (দেশজ) ১ অজীর্ণতা হেতু উদরস্থ বায়ুর বিকৃতি শব্দ বিশেষ। ২ ভাজনা খোলায় মটরকলাই ফেলিলে যেরূপ শব্দ হয়।

ভুট্ট (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর০ ৮।২৪৩০)

ভুট্টপুর (ক্লী) ভুট্টরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত নগর।

"স বিহারমঠোদগ্রবেশ্মভিঃ কলুষোজ্ঝিতঃ।
তেন তত্র কৃতঃ ভুট্টপুরাখ্যঃ পুটভেদনম্॥"(রাজত০ ৮।২৪৩৪)

ভুট্টা, জনার (মক্কা) নামক উদ্ভিজ্জফলের দানা বা বীজ।

ভুট্টেশ্বর (পুং) ভুট্ট কর্ত্তৃক ভুট্টপুরে প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি বিশেষ।

"নগরেঽপি হরঃ প্রত্যষ্ঠাপি ভুট্টেশ্বরাভিধঃ।
সরশ্চ মড়রগ্রামে ধর্ম্মবিভ্রমদর্পণঃ॥"(রাজত০ ৮।২৪৩৪)

ভুড্‌ড, জনৈকপ্রাচীন কবি। ইনি মঙ্খের সমসাময়িক ছিলেন।

ভুড়, ১ ভরণ। ২ করণ। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্, ইদিৎ ভুণ্ডতে। লোট্ ভুণ্ডতাং। লিট্ বুভুণ্ডে। লুঙ্ অভুণ্ডিষ্ট।

ভুড়্‌ভুড় (দেশজ) ১ ধূমপানকালীন হুক্কাস্থিত জলশব্দ। ২ বিদ্যাবুদ্ধির বহ্বাস্ফোটন বা বিকাশচেষ্টা।

ভুড়্‌ভুড়ি (দেশজ) ১ তদ্বৎশব্দকরণ। ২ বিদ্যার বিকাশন।

ভুণিক (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ।

ভুনি (দেশজ) অঙ্গরাখা বিশেষ।

ভুনিখিচুড়ী (দেশজ) অন্নপাকবিশেষ।

ভুমন্যু (পুং) ১ পৌরব ভরতপুত্র নৃপভেদ। (ভারত ১।৯৪ অ০) ২ তদ্বংশীয় প্রাচীন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অ০)

ভুর্ (দেশজ) জারিজুরি। গর্ব্ব।

ভুরজ, প্রাপ্তি। ভ্বাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ ভুরজতে। এই ধাতু ধাতুপাঠাদিতে নাই। কেবল বৈদিক প্রয়োগেই ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। (ঋক্ ৪।৪৩।৫)

ভুরণ, ধারণ ও পোষণার্থে কণ্ড্বাদিত্বাৎ যক্, আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ ভুরণ্যতি। লুঙ্ অভুরণ্যীৎ। নিঘণ্টুতে এই ধাতুর অর্থ—গতি।

ভুরণ্যু (ক্লী) ভুরণ্য-উণ্। ১ ভরণ। (শুক্লযজু০ ১৮।৫৩) ২ ক্ষিপ্র। (ত্রি) ৩ তদ্‌যুক্ত। (নিঘণ্টু)

ভুরিজ্ (স্ত্রী) ভরতি সর্ব্বং ধরতীতি ভৃজ্ (ভৃজ উচ্চ। উণ্ ২।৭২) ইতি ইজি, ধাতো রুকারান্তাদেশঃ। ১ পৃথিবী। ২ বাহু। ৩ দ্যাবা পৃথিবী, স্বর্গ ও পৃথিবী। এই অর্থে দ্বিবচনান্ত। "রথং ন ক্রন্তো অপসা ভুরিজো।" (ঋক্ ৪।২।১৪) 'ভুরিজোঃ বিভৃতঃ কর্ম্মকরণসামর্থ্যং পদার্থান্ বেতি ভুরিজৌ বাহু তয়োঃ, যদ্বা ভুরিজোঃ দেবান্ মনুষ্যাংশ্চ বিভৃত ইতি ভুরিজৌ দ্যাবাপৃথিব্যৌ' (সায়ণ)

ভুরুণ্ড (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ২ ভারুণ্ড খগ। (ভারত বনপ০ ১৭ অ০)

ভুর্‌ভার (দেশজ) বৃথা গর্ব্ব। দেমাক। বৃথা জাঁকজমক।

ভুর্‌ভুর্ (দেশজ) পরিপূর্ণ। সদ্গন্ধাদির অধিবাসন। যেমন বাবুর গায়ে গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করে।

ভুর্ব, অদন, ভক্ষণ। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ সক০ সেট্। লট্ ভূর্বতি লুঙ্ অভূর্বীৎ।

ভুর্বণি (পুং) ভুর্ব অনি ন দীর্ঘঃ। ১ কর্ত্তা। (ঋক্ ১।৫৬।১)

ভুব (পুং) ভবত্যীতি ভূ-ক। ১ অগ্নি। (শুক্ল যজু০ ১৩।৫৪)

২ ভূবোলোক। ভূরাদি সপ্তলোকের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক। [লোক শব্দ দেখ।]

ভুবড়, গুজরাত প্রদেশের কচ্ছ জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। ভদ্রেশ্বর হইতে ৩।৹ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত। ভুবনেশ্বর মহাদেবের ভগ্ন মন্দির বিদ্যমান আছে, উহার কারুকার্য্য দেখিয়া প্রাচীন চিত্রশিল্পের উন্নতির আভাস পাওয়া যায়। ঐ মন্দিরগাত্রে ১২২৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি আছে।

ভুবদ্বৎ (পুং) ভূ শতৃ, তুদাদি ভুবন্, ধারয়ন্ অস্ত্যস্ত মতুপ্ মস্ত বঃ, তাস্তস্বেঽপি পদত্বং। ধারকযুক্ত আদিত্য। (আশ্ব° শ্রৌ° ৪।১২।৫)

ভুবদ্বসু (ত্রি) ধনদ। (ঋক্ ৮।১৯।৩৭)

ভুবন (ক্লী) ভবন্ত্যস্মিন্ ভূতানিতি ভূ (ভূ-সূ-ধূ-ভ্রস্জিভ্য-শ্ছন্দসি। উণ্ ২।৮০) ইত্যত্র বহুলবচনাদ্ভাষায়ামপি প্রযুজ্যতে ইতি ক্যুন্। ১ জগৎ।

"গুণৈর্বরং ভুবনহিতচ্ছলেন যং
সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্।" (ভট্টি ১।৬)

২ সলিল। ৩ গগন। ৪ জন (মেদিনী) ৫ চতুর্দ্দশ সংখ্যা। চতুর্দ্দশ ভুবন,—সপ্তস্বর্গ ও সপ্তপাতাল এই চতুর্দ্দশ ভুবন। ভূর্লোক ভুবর্লোক স্বঃ, মহঃ, জন, তপস্ ও সত্য এই সপ্তস্বর্গ, এবং অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল, রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল সমষ্টিতে চতুর্দ্দশ।

"পাতালানাঞ্চ সপ্তানাং লোকানাঞ্চ যদন্তরম্।
শুষিরং তানি কথ্যন্তে ভুবনানি চতুর্দ্দশ ॥" (অগ্নিপুঃ)

৭ ভূতজাত। "যস্মামিদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ" (শুক্লযজু) ৮ ভাবন। (ঋক্ ১০।৮৮।১) (পুং) ৯ মুনিবিশেষ।

"নিতন্তুর্ভুবনো ধৌম্যঃ শতানন্দোঽকৃতব্রণঃ।"(ভারত ১৩।২৬।৮)

ভুবন, আসাম প্রদেশের কাছাড়জেলার অন্তর্গত একটী গিরি-শ্রেণী। বরাক ও সোনাই নদীদ্বয়ের অববাহিকা মধ্যে অবস্থিত। ৭ শত হইতে ৩ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ। এই পর্ব্বতভূমি জেলার পূর্ব্বসীমায় বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্ব্বতো-পরিস্থ শিবমন্দির একটী তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। প্রতি বৎসর এখানে বহুলোক-সমাগম হইয়া থাকে।

ভুবনকোশ (পুং) ভুবনস্ত কোশ ইব। ভূগোল। ভূমণ্ডল। ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এই ভুবনকোষের বিষয় বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় লিখিত হইল। মৈত্রেয় পরাশরের নিকট ভুবনকোষের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক এবং পুষ্কর এই সপ্তদ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, দুগ্ধ এবং জল এই সপ্তসমুদ্রদ্বারা সর্ব্বত্র সমভাবে পরিবেষ্টিত। জম্বুদ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। ইহার মধ্যস্থলে স্বর্ণময় সুমেরু পর্ব্বত। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্রযোজন, অধোদিকে ষোড়শ সহস্রযোজন এবং উপরি-ভাগে দ্বাত্রিংশৎ সহস্রযোজন বিস্তৃত; ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিস্তার ষোড়শ সহস্রযোজন। সুতরাং সুমেরু পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকার অর্থাৎ বীজকোশ স্বরূপে সংস্থিত। ইহার দক্ষিণে হিমবান্, হেমকূট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত ও শৃঙ্গী এই সকল বর্ষপর্ব্বত ভারতাদি বর্ষের সীমানিরূপক হইয়া আছে। মধ্যস্থিত নীল ও নিষধ এই দুই পর্ব্বত পূর্ব্ব পশ্চিমে লক্ষযোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর দুইটী দশাংশ করিয়া ন্যূন। মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে ভারতবর্ষ, তৎপরে কিম্পুরুষ বর্ষ এবং তদনন্তর হরি ও উত্তরে রম্যক বর্ষ, তৎপরে হিরণ্ময়, তদুত্তরে কুরুবর্ষ। ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতবর্ষও মেরুর চতুর্দ্দিকে নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্শ্বে বিপুল এবং উত্তরদিকে সুপার্শ্ব। এই সকল পর্ব্বতে ক্রমান্বয়ে কদম্ব, জম্বু, পিপ্পল ও বট এই চারিটী বৃক্ষ আছে, এই সকল বৃক্ষ পর্ব্বতের ধ্বজার ন্যায় উচ্চ। ঐ পর্ব্বতের জম্বু বৃক্ষই দ্বীপ নাম হইবার কারণ। ঐ জম্বু বৃক্ষের মহাগজপরিমিত ফলসকল পর্ব্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া বিশীর্ণ হইয়া যায়। তাহাদের রসে তথায় বিখ্যাত জম্বুনদী উৎপন্ন হইয়া গন্ধমাদন হইতে নিগত হইতেছে। এই স্থানবাসী লোক সকল উক্ত নদীর জলপান করে। এই জলে স্বেদ বা দৌর্গন্ধ নাই, এই জলপান করায় তথায় লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিয়ক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। এই নদীর তীরস্থ মৃত্তিকা জাম্বুনদ-সুবর্ণরূপে পরিণত হয়। এই জাম্বুনদসুবর্ণ সিদ্ধদিগের ভূষণ। মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাশ্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ, সুমেরুর পূর্ব্বে চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গন্ধমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং উত্তরে নন্দনবন আছে। অরুণোদ, মহাভদ্র, অসিতোদ এবং মানস এই চারিটী দেবভোগ্য সরোবর মেরুর চারিদিকে রহিয়াছে। শীতান্ত, ক্রমুঞ্জ, কুররী ও মাল্যবান্ এই সকল পর্ব্বত মেরুর পূর্ব্বদিকের কেসর; ত্রিকূট, শিশির, পতঙ্গ ও রুচক দক্ষিণদিকের; শিখিবাসা, বৈদূর্য্য, কপিল ও গন্ধমাদন পশ্চিম দিকের; শঙ্খকূট, ঋষভ, হংস ও নাগ এই সকল কেসর পর্ব্বত উত্তরদিকে অবস্থিত।

মেরুর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে চতুর্দ্দিক সহস্রযোজন পরিমিত ব্রহ্মার পুরী রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে ও চারিকোণে

ইন্দ্রাদি লোকপালদিগের বিখ্যাত পুর সকল আছে। বিষ্ণু-পাদোদ্ভবা গঙ্গা চন্দ্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক্ প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্রহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন। গঙ্গা এই স্থানে পতিত হইয়া চতুর্দ্ধা বিভক্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের নাম সীতা, অলকনন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। তন্মধ্যে সীতা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে এক পর্ব্বত হইতে অন্য পর্ব্বতে গমন করিতেছেন। তদনন্তর তিনি ভদ্রাশ্বনামক পূর্ব্ববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছেন। এইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সাতভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। চক্ষুও পশ্চিমদিকৃস্থিত পর্ব্বতসকল অতিক্রমপূর্ব্বক কেতুমালনামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। ভদ্রা উত্তরগিরি এবং উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনপর্ব্বত উত্তর দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্ব্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মধ্যে কর্ণিকারূপে সংস্থিত। মর্য্যাদাশৈলের মধ্যবর্ত্তী ভারতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কুরুবর্ষ জম্বূদ্বীপপদ্মের পত্র স্বরূপ। জঠর ও দেবকূট এই দুইটী মর্য্যাদাপর্ব্বত উত্তর ও দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্য্যন্ত দীর্ঘ। পূর্ব্ব ও পশ্চিমে আয়ত গন্ধমাদন ও কৈলাস এই দুই মর্য্যাদাপর্ব্বত অশীতিযোজন করিয়া দীর্ঘ, এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। মেরুর পশ্চিমাদি দিগ্‌ভাগে নিষধ ও পারিপাত্রাদি মর্য্যাদা পর্ব্বত সকল অবস্থিত আছে।

মেরুর চতুর্দ্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেসর পর্ব্বতের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল পর্ব্বতের মধ্যে উত্তম উত্তম কন্দর সকল আছে। সিদ্ধ দেব গায়কগণ তথায় বাস করেন। সেই সকল কন্দরে সুরম্য কানন ও পুর আছে। ঐ সকল পুরে দেবগণের কিন্নরসেবিত আয়তন বর্ষ সকল আছে। এই সকল স্থান ভৌম স্বর্গ বলিয়া অভিহিত, ইহা ধার্ম্মিক লোকদিগের বাসস্থান; পাপিগণ শতজন্মেও এখানে আসিতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমাল বর্ষে বরাহ রূপে এবং ভারতবর্ষে কূর্ম্মরূপে অবস্থিত আছেন। সর্ব্বেশ্বর হরি বিশ্বরূপে সর্ব্বত্রই বিরাজমান।

কিম্পুরুষাদি যে আটটী বর্ষ আছে, ঐ সকল বর্ষে, শোক, শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয়াদি নাই। প্রজাগণ নিরাতঙ্ক ও সর্ব্বদুঃখবিবর্জ্জিত। এই সকল স্থানে পর্জ্জন্যদেব বর্ষণ করেন না, পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে থাকায় কোন কষ্ট হয় না এবং এই স্থানে সত্য ও ত্রেতাদি যুগনিয়ম নাই। এই সকল বর্ষে সাত সাতটী করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে। ইহাই ভুবনকোষ। (বিষ্ণুপু° ২।২ অ°)

এই ভুবনকোষের বিষয় ভাগবতে ৫।১৬।১৭-১৮ অধ্যায়ে এবং নৃসিংহপুরাণে ৩০ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত, এইরূপ অপরাপর পুরাণেও আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

[পুরাণ দেখ।]

ভুবনচন্দ্র (পুং) কাশ্মীররাজ পৃথিবী চন্দ্রের পুত্র।

"পুত্রং ভুবনচন্দ্রাখ্যং নীবিং প্রাগেব দত্তবান্।"

(রাজতর° ৫।১৫০)

ভুবনপতি (পুং) অগ্নির ভ্রাতৃভেদ।

"ভুবপতয়ে স্বাহা ভুবনপতয়ে স্বাহা" (শুক্লযজু° ২।২)

'ভুবপত্যাদয়স্ত্রয়োঽগ্নের্ভ্রাতরঃ' (বেদদীপ)

ভুবনস্য পতিঃ। ২ ভুবনের প্রভু, স্বামী।

ভুবনপাল ১ কচ্ছপঘাতবংশীয় জনৈক নরপতি। ২ পঞ্চাল রাজ্যের অন্তর্গত বোদাময়ুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক নরপতি।

ভুবনপাল ছোকোক্তিবিচারলীলা নামক গাথাকোশের টীকা-প্রণেতা।

ভুবনপাবন (ত্রি) ভুবনস্য পাবনঃ। ভুবনের পবিত্রতাকারক। স্ত্রিয়াং ঙীষ্। ভুবনপাবনী গঙ্গাদেবী।

"ভগীরথঃ স রাজর্ষি নিন্যে ভুবনপাবনীম্।"

(ভাগবত ৯।৯।১০)

ভুবনভর্ত্তৃ (পুং) ভুবনস্য ভর্ত্তা। ভুবনপতি।

ভুবনমতি (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ কীর্ত্তিরাজের কন্যা।

(রাজতর° ৭।৫৮৩)

ভুবনমোহন বিদ্যারত্ন, নবদ্বীপবাসী জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরামশিরোমণির পুত্র।

ভুবনরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

(রাজতর° ৭।২৫২)

ভুবনানাং রাজা টচ্ সমাসান্তঃ। ভুবনপতি।

ভুবনশাসিন্ (ত্রি) ভুবন শাস-ণিনি। ভুবনকে যিনি শাসন করেন, ভুবনপতি।

"অগ্নিস্রেব পুরে তেন ভাব্যং ভুবনশাসিনা।"(রাজতর° ৪।৪৬৩)

ভুবনসদ্ (ত্রি) ভুবনস্থিত।

ভুবনসিংহ, চিতোরের জনৈক গুহিলবংশীয় রাজা। ইনি চাহমানরাজ কিতুক ও সুলতান আলাউদ্দীনকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভুবনাদ্ভুত (ত্রি) ভুবনবিস্ময়কর। (রাজতর° ৫।৭৩)

ভুবনাধীশ (পুং) ১ রুদ্রভেদ। ২ ত্রিভুবনের অধিপতি।

ভুবনাধীশ্বর (পুং) ত্রিভুবনের অধিপতি।

ভুবনানন্দ (পুং) বিশ্বপ্রদীপ-প্রণেতা।

ভুবনেশ (পুং) ১ শিবমূর্ত্তিভেদ। ২ স্থানভেদ।

ভুবনেশানী (স্ত্রী) জগৎকর্ত্রী।

ভুবনেশী (স্ত্রী) শক্তিমূর্ত্তিভেদ।

ভুবনেশী যন্ত্র, কৃষ্ণানন্দকৃত তন্ত্রসারবর্ণিত শক্তিপূজার যন্ত্রভেদ।

ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত পুরীজেলাস্থ একটী শ্রেষ্ঠ শৈবক্ষেত্র। অক্ষা০ ২০° ১৪″ ৪৫″ উঃ; দ্রাঘি° ৮৫° ৫২′ ২৬″ পূঃ। বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের 'ভুবনেশ্বর' নামক ষ্টেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

ভুবনেশ্বর বাস্তবিক ভুবনের মধ্যে একটী দ্রষ্টব্যস্থান। ইহার অসংখ্য শিবমন্দির, হিন্দু শিল্পীর অপূর্ব্ব রচনাকৌশল, ইহার নয়নমোহন ভাস্করকার্য্য যিনি একবার মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠাতাকে অজস্র ধন্যবাদ না দিয়া কেহই থাকিতে পারেন নাই। হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান পুরাবিদ্‌গণও এই পবিত্র মন্দিরবৃন্দ-বিভূষিত প্রাচীনভূমির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে এই পুণ্যভূমির প্রকৃত নাম 'ত্রিভুবনেশ্বর', উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ কেবল ভুবনেশ্বর নামেই পরিচিত হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—'উদয়গিরির হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলা-লিপিতে যে কলিঙ্গনগরীর উল্লেখ আছে, তাহাই এই ভুবনেশ্বর। বুদ্ধের সময়ে এই কলিঙ্গনগরী বৌদ্ধধর্ম্মের একটী প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে, তাঁহার পবিত্র দেহাবশেষ যে কয়খণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রধান প্রধান রাজগণমধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কলিঙ্গনগরীর অধিপতি বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত লাভ করিয়া-ছিলেন। প্রথমে সেই দন্ত কলিঙ্গনগরীতেই স্থাপিত হইয়া-ছিল, এখান হইতে পিপলির নিকটবর্ত্তী দন্তপুরী বা দাঁতন নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এইরূপে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দ হইতে এই স্থান কলিঙ্গনগরী বলিয়াই গণ্য হইতে-ছিল।"* তিনি হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ঐররাজের প্রতিষ্ঠিত একটী বৃহৎ সরোবরের উল্লেখদৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, সেই সরোবরই সুপ্রসিদ্ধ বিন্দুসাগর এবং ভুবনেশ্বরেই সেই কলিঙ্গাধিপের রাজধানী ছিল। †

ষ্টার্লিং, হণ্টার, কনিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়া সকলেই এক বাক্যে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতিকেশরী হইতেই ভুবনেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই স্থান কালে 'ভুবনেশ্বর' নামে খ্যাত হইয়া আসিতেছে।

* Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II,p. 61-62.
† Do Do Do Vol. II, p. 69.

উপরে যে সকল মত আলোচিত হইল, এখনকার পুরা-তত্ত্ব আলোচনা দ্বারা উক্ত যুক্তিগুলি নিরর্থক বলিয়া মনে হইতেছে। বুদ্ধদেবের সময় এই ভুবনেশ্বরে যে বৌদ্ধদিগের প্রধান আড্ডা ছিল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে যে বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধদেবের বহু পরবর্ত্তী. তাহার অল্পাংশই সম্রাট্ অশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ ভুবনেশ্বর অঞ্চলে ঐর নামে কোন রাজা যে কোন কালে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈন-ধর্ম্মাবলম্বী কলিঙ্গাধিপতি খারবেল নৃপতির যশঃকীর্ত্তি বিবৃত হইয়াছে। তাহার শ্যালক হাথিসাহের নামে ও হস্তিমূর্ত্তি হইতে হাথিগুফার নামকরণ হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল, কনিংহ'ম,হণ্টর প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ যে হাথিগুফাকে বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, এখন তাহা জৈনকীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত জৈনরাজ খারবেল যে কোন সময়ে ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এ পর্য্যন্ত তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এদিকে খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে কেশরি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতি কর্ত্তৃক ভুবনেশ্বর প্রতিষ্ঠা কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ ঐ সময়ে অথবা পরে কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে কোন যযাতিকেশরীর নাম সাময়িক লিপি বা প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই। জগন্নাথ শব্দে আমরা দেখাইয়াছি যে উড়িষ্যার বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ যে মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া থাকেন, তাহার প্রাচীন অংশ কল্পনামূলক, ঐতি-হাসিকের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। ভুবনেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মাদলাপঞ্জীর বিবরণও সেইরূপ কাল্পনিক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

কাল্পনিক ও ইদানীন্তন রচিত মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর না করিয়া প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ও ভুবনেশ্বরের নানাস্থানে উৎকীর্ণ সাময়িক শিলালিপি হইতে আমরা যে সকল প্রকৃত কথা পাইয়াছি, মাদলাপঞ্জীর সমালোচনার সহিত সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাভারতে বনপর্ব্বে লিখিত আছে—

"স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ।
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবং ॥ ২
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত ॥ ৩

লোমশ উবাচ।

এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় তত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাযজত ধর্ম্মোঽপি দেবান্ শরণমেত্য বৈ ॥ ৪

ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্ ॥ ৫
সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যেঽপি পুরা ক্রতুভিরীজিরে ॥ ৬
অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ ॥ ৭
হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ।
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ বশীঃ ॥ ৮
ততঃ কল্যাণরূপাভির্ব্বাগ্ভিস্তে রুদ্রমস্তুবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা ॥ ৯
ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ১০
অযাতযামং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সংকল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্রুদ্রস্য শাশ্বতং ॥ ১১
ইমাং গাথামত্র গায়ন্নপঃ স্পৃশতি যো নরঃ।
দেবযানোঽস্য পন্থা চ চক্ষুষাভিপ্রকাশতে ॥ ১২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্ ॥ ১৩

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উপস্পৃশ্যেহ বিধিবদস্যাং নদ্যাং তপোবলাৎ।
মানুষাদস্মি বিষয়াদপেতঃ পশ্য লোমশ ॥ ১৪
সর্ব্বান্ লোকান্ প্রপশ্যামি প্রসাদাত্তব সুব্রত।
বৈখানসানাং জপতামেষ শব্দো মহাত্মনাং ॥ ১৫

লোমশ উবাচ।

ত্রিশতং বৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির।
যত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেনং তূষ্ণীমাস্ব বিশাম্পতে ॥ ১৬
এতৎ স্বয়ম্ভুবো রাজন্ বনং দিব্যং প্রকাশতে।
যত্রাযজত রাজেন্দ্র বিশ্বকর্ম্মা প্রতাপবান্ ॥ ১৭
যস্মিন্ যজ্ঞে হি ভূর্দত্তা কশ্যপায় মহাত্মনে।
সপর্ব্বতবনোদ্দেশা দক্ষিণার্থে স্বয়ম্ভুবা ॥ ১৮
অবাসীদচ্চ কৌন্তেয় দত্তমাত্রা মহী তদা।
উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রভুং ॥ ১৯
ন মাং মর্ত্ত্যায় ভগবন্ কস্মৈচিদ্দাতুমর্হসি।
প্রদানং মোঘমেতত্তে যাস্যাম্যেষা রসাতলম্ ॥ ২০
বিষীদন্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা কশ্যপো ভগবানৃষিঃ।
প্রসাদয়াংবভূবাথ ততো ভূমিং বিশাম্পতে ॥ ২১
ততঃ প্রসন্না পৃথিবী তপসা তস্য পাণ্ডব।
পুনরুন্মজ্য সলিলাদ্বেদীরূপা স্থিতা বভৌ ॥ ২২
সৈষা প্রকাশতে রাজন্ বেদীসংস্থানলক্ষণা।
আরুহ্যাত্র মহারাজ বীর্য্যবান্ বৈ ভবিষ্যসি ॥ ২৩
সৈষা সাগরমাসাদ্য রাজন্ বেদীসমাশ্রিতা।
এতামারুহ্য ভদ্রং তে ত্বমেকস্তর সাগরং ॥ ২৪
অহং চ তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোক্ষ্যে যথা ত্বমেনামধিরোহসেঽদ্য।
স্পৃষ্টা হি মর্ত্ত্যেন ততঃ সমুদ্রমেষা বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ় ॥২৫
ওঁ নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাম্ভসি ॥ ২৬
অগ্নির্মিত্রো যোনিরাপোঽথ দেব্যো বিষ্ণোরেতস্ত্বমমৃতস্য নাভিঃ
এবং ব্রুবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং বেদীমিমাং ত্বং তরসাধিরোহ ॥২৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ।
কৃত্বা চ তচ্ছাসনমস্য সর্ব্বং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস ॥ ৩০

(ভারত বনপর্ব্ব ১১৪ অধ্যায়)

(রাজা যুধিষ্ঠির) গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমে গমনপূর্ব্বক পঞ্চ শত নদী মধ্যে অবগাহন করিলেন। তৎপরে সেই বীর ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্র-তীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। লোমশ বলিলেন, হে কুন্তীনন্দন! এই সকল দেশ কলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই প্রদেশে যে স্থলে ধর্ম্ম দেবতাদিগের শরণাগত হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় বৈতরণী নদী আছে। গিরি দ্বারা সুশোভিত সতত ঋষিগণযুক্ত ও দ্বিজাতি-নিষেবিত সেই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর, ইহা স্বর্গগামী ব্যক্তির দেবযানস্বরূপ। পূর্ব্বকালে ঋষি ও অন্যান্য মহাত্মারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! এই স্থানে রুদ্রদেব যজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কহিয়াছিলেন, এই ভাগ আমার। হে ভরতর্ষভ! রুদ্রদেব পশু হরণ করিলে দেবতারা তাঁহাকে কহিলেন, আপনি পরস্ব গ্রহণ করিবেন না, সমগ্র যজ্ঞীয় ভাগে অভিলাষী হইবেন না। পরে তাঁহারা তাঁহাকে কল্যাণরূপ বাক্যে স্তব করিলেন এবং ইষ্টি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া সম্মানিত করিলেন। তখন রুদ্রদেব পশু ত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদ্বিষয়ে রুদ্রের যে গাথা আছে, তাহা শ্রবণ করুন। দেবতারা রুদ্রের ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বভাগ হইতে উৎকৃষ্ট সদ্যোজাত ভাগ চিরকাল প্রদান করিবার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। যে মনুষ্য এই স্থানে এই গাথা গান করিয়া স্নান করেন, তাঁহার দেবযান নয়নপথে প্রকাশিত হয়। বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, তৎপরে মহাভাগ পাণ্ডবগণ দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃলোকের তর্পণ

করিলেন। পরে (কিয়দ্দূর আসিয়া) যুধিষ্ঠির কহিলেন, আমি ঐ নদীতে অবগাহন করিয়া মনুষ্য-ভাবমুক্ত হইলাম। ঐ দেখুন, আমি আপনার প্রসন্নতা হেতু সকল লোক দর্শন করিতেছি। জপকারী মহাত্মা বানপ্রস্থগণের ঐ স্বর শুনা যাইতেছে। লোমশ কহিলেন, হে রাজন্! আপনি যে শব্দ শুনিতেছেন, উহা এই স্থান হইতে ত্রিংশতসহস্র যোজন দূর হইতে উত্থিত হইতেছে। আপনি মৌনী হউন। হে রাজেন্দ্র! ওই যে সম্মুখে বন প্রকাশ পাইতেছে, উহাই স্বয়ম্ভুবন। এই স্থানে প্রতাপবান্, বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ম্ভূ-যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ঐ যজ্ঞে তিনি দক্ষিণাস্বরূপ কশ্যপকে গিরিকানন সহ সমগ্র বসুন্ধরা দান করিলেন। হে কৌন্তেয়! পৃথিবী তখন স্বয়ম্ভুপ্রদত্ত হইবামাত্র অবসন্না হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রোধভরে লোকেশ্বর প্রভুকে কহিলেন, ভগবন্! আমাকে কোন মর্ত্ত্যের হস্তে প্রদান করা আপনার উচিত হয় না। আপনার দান বৃথা। কেননা আমি রসাতলে অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। তখন কশ্যপঋষি পৃথিবীকে বিষণ্ণা জানিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য তপস্যা করিলেন। পৃথিবী তাঁহার তপস্যায় সন্তুষ্ট হইলেন ও পুনরায় সলিল হইতে বাহির হইয়া বেদীরূপে প্রকাশ পাইলেন। মহরাজ! সেই সংস্থানলক্ষণা বেদী প্রকাশ পাইতেছেন। আপনি তাহাতে আরোহণ করিলে বীর্য্যবান্ হইবেন। হে রাজন্! সেই বেদী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাতে উঠিলে আপনার মঙ্গল হইবে। সেই বেদী পর্শ করিলে তাহা সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব আপনি যেরূপে তাহাতে উঠিতে পারেন, তজ্জন্য আমি স্বস্ত্যয়ন করিব, 'হে বিশ্বগুপ্ত বিশ্বপর! তোমায় নমস্কার, হে দেবেশ! তুমি এই সাগরে লবণাক্ত জলে অধিষ্ঠান হও। হে বিষ্ণো! তুমি অগ্নি, সূর্য্য ও জলের যোনি, তুমি বীর্য্য, তুমিই অমৃতের নাভি'। এই সত্যবাক্য বলিয়া হে পাণ্ডব! তুমি সত্বরে এই বেদী আরোহণ কর। 'হে বিষ্ণো! অগ্নি তোমার যোনি, ইড়া তোমার দেহ, তুমি বীর্য্যাধার ও অমৃতের সাধন' এই বেদবাক্য জপ করিয়া নদীপতিতে অবগাহন কর। হে কুরুশ্রেষ্ঠ! এতদ্ব্যতীত দেবযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্রেও স্পর্শ করিতে নাই। তৎপরে স্বস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন করিয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠির সাগরে গমন করিলেন এবং লোমশের আদেশানুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মহেন্দ্র-পর্ব্বতে গিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা এই কয়টী তীর্থ বা পুণ্যস্থানের সন্ধান পাইতেছি। ১ম গঙ্গাসাগর-সঙ্গম, তৎপরে কলিঙ্গ দেশের মধ্যে বৈতরণীতীর্থ ও তত্তীরস্থ দেবযজ্ঞ-স্থান, এই যজ্ঞস্থানই এখন যাজপুর নামে প্রসিদ্ধ। তৎপরে বিশ্বকর্ম্মার তপস্যাস্থান স্বয়ম্ভুবন, তৎপরে লবণসাগরের সমীপবর্ত্তী বেদী *, যাহা এখন মহাবেদী বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং তৎপরে মহেন্দ্রাচল, এই পর্ব্বতটী গঞ্জাম প্রদেশে অবস্থিত ও পরশুরামের স্থান বলিয়া অদ্যাপিও প্রথিত।

মহাভারতে বনপর্ব্বে উক্ত পর্ব্বাধ্যায়ে যে যে তীর্থে পঞ্চ পাণ্ডব গমন করিয়াছিলেন, অতি সংক্ষেপে সেই সেই তীর্থের উল্লেখ পাওয়া যায়, তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্র ভিন্ন আর যে সকল স্থানে পঞ্চপাণ্ডব তীর্থভ্রমণকালে পদার্পণ করিয়াছিলেন, মহাভারতকার সেই সেই স্থানের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই গঙ্গাসাগর ও মহেন্দ্রাচলের মধ্যে বহু শত যোজন ব্যবধান ও তন্মধ্যে বহু স্থান থাকিলেও মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

যাহা হউক, মহাভারতের বিবরণ হইতে এই মাত্র বুঝিতেছি যে, আমাদের আলোচ্য ভুবনেশ্বরক্ষেত্র বনপর্ব্বের উক্ত পর্ব্বাধ্যায়-রচনাকালে বিশ্বকর্ম্মার তপস্যাস্থান স্বয়ম্ভুবন † বলিয়াই গণ্য ছিল। সে সময়ে এই স্থান দ্বিতীয় কাশী বা একাম্রকানন বলিয়া পরিচিত ছিল না এবং একাম্রকাননের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক আখ্যান পরবর্ত্তিকালে প্রচলিত হইয়াছে, তাহারও কোন আভাস পাওয়া যায় না।

সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত এই পবিত্র স্থান তপস্বিগণের প্রিয় 'স্বয়ম্ভূবন' বলিয়াই পরিচিত ছিল, সে সময়ে এই নির্জ্জন বনপ্রদেশে কোন লোকালয় ছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই-স্থান কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত থাকিলেও এখানে যে কোন রাজধানী ছিল, তাহারও বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। গঞ্জাম প্রদেশে চিকাকোলের ৮ ক্রোশ দূরে যে কলিঙ্গপত্তন ও তাহার কিয়দ্দূরে মনসুর বন্দর রহিয়াছে, তাহাই এক সময়ে সুবিস্তৃত কলিঙ্গরাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগরী ও ভারত-প্রসিদ্ধ মণিপুর বলিয়া খ্যাত ছিল।

বৌদ্ধপ্রাধান্যকালে খণ্ডগিরিতে বৌদ্ধদিগের সমাগম ও ধবলগিরিতে বৌদ্ধ-ধর্ম্মানুরাগী সম্রাট্ প্রিয়দর্শীর অনুশাসন

* গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে এই স্থান— "বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং" অর্থাৎ দক্ষিণসাগরের তটে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানবেদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। [এই বেদী-সম্বন্ধে অপরাপর কথা জগন্নাথ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

† মহাভারতের বঙ্গানুবাদকগণ স্বয়ম্ভূবন দেখিয়া 'ব্রহ্মার বন' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী প্রভৃতি সুপ্রাচীন ভারতটীকায় স্বয়ম্ভুঃ অর্থে শম্ভু লিখিত হইয়াছে।

ঘোষিত হইলেও এই ভুবনেশ্বরে কোন বৌদ্ধপ্রভাবের স্চনা পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বহুপূর্ব্বকাল হইতেই এই স্বয়ম্ভুবনে নির্জ্জনপ্রিয় হিন্দু তপস্বীদিগের তপঃস্থান থাকায়, ভিন্নমতাবলম্বিগণ ইহার শান্তিভঙ্গে অভিলাষী হন নাই।

খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে পাটলি-পুত্রজয়কারী পরাক্রান্ত জৈনরাজ খারবেল খণ্ডগিরির অচলশৈল ভেদ করিয়া গুহা সকল প্রস্তুত করিয়া অভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেও নিভৃত স্বয়ম্ভুবনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই। তাঁহার সময়ে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক গুহা পর্ব্বতগাত্র হইতে উৎপন্ন মন্দিরাদির দ্বারা ভূষিত হইলেও স্বয়ম্ভুবন তাহার বহু কাল পরেও দেবমন্দিরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হয় নাই। এমন কি, খৃঃ ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং খণ্ডগিরি প্রভৃতির বৌদ্ধকীর্ত্তির সন্ধান পাইলেও এই সুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের নাম পর্য্যন্ত শুনিয়া ছিলেন কিনা সন্দেহ। তৎপরে এই তপোবন "শাম্ভবক্ষেত্র" বলিয়া গণ্য হয়। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে—

"ইত্থমেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিতঃ পরমেষ্ঠিনা।
যদেতচ্ছাম্ভবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পরম্॥" (১৩ অঃ)

পুরাকালে মহাদেব কর্ত্তৃক এই ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সাক্ষাৎ উমাকান্ত স্থাপিত হইয়াছেন। তাহা হইতে এই স্থান পাপনাশক শ্রেষ্ঠ শাম্ভবক্ষেত্র বলিয়া অভিহিত।

এই শাম্ভবক্ষেত্র একাম্রবন বা একাম্রক্ষেত্র বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিল। এই স্বয়ম্ভু বা একাম্রবনে বহু পূর্ব্বকালে নানা মন্দিরাদি-শোভিত না হইলেও এই নির্জ্জন প্রদেশে বারাণসীর মত কোটিলিঙ্গপ্রতিষ্ঠিত ও অষ্টতীর্থ সমন্বিত ছিল, তাহা ব্রহ্মপুরাণ হইতে জানা যায়। যথা—

"সর্ব্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমদুর্লভম্।
লিঙ্গকোটিসমাযুক্তং বারাণসীসমপ্রভম্॥
একাম্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমন্বিতম্।"

এই স্বয়ম্ভুবনের একাম্রবন নাম কেন হইল, একাম্রশব্দে তাহার সবিস্তার পৌরাণিক আখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [একাম্র দেখ।] মহাভারতোক্ত স্বয়ম্ভুবনই ইহার আদি নাম; সুতরাং ইহাকে বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি নাই। হিন্দু প্রাধান্যকালে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণ ও উৎকলখণ্ড-বর্ণিত একাম্রবন মাহাত্ম্য রচিত হয়, তৎকালে সম্ভবতঃ মহাভারতীয় উপাখ্যান সকলেই বিস্মৃত হইয়াছিল; কিন্তু এ সময়েও ভুবনেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হয় নাই। ভুবনেশ্বরের বর্ত্তমান লিঙ্গরাজ, অনন্তবাসুদেব প্রভৃতি মন্দিরসমূহ নির্ম্মিত হইবার পর একাম্রপুরাণ, শিবপুরাণের উত্তরখণ্ড, কপিলসংহিতা, একাম্রচন্দ্রিকা, ভুবনেশ্বর-মাহাত্ম্য ও স্বর্ণাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা এই সকল গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে সহজে জানা যায়। একাম্রপুরাণ প্রভৃতির রচয়িতৃগণ বিভিন্ন দেবমন্দিরাদি উৎপত্তির অতি প্রাচীনত্ব স্থাপনে যত্নবান্ হইয়াছেন, কিন্তু মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিলালিপিসমূহ ও মন্দিরাদির রচনাকৌশলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ করিয়াছে। এমন কি, এই সকল অনতিপ্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক গ্রন্থসমূহ রচিত হইবার বহুকাল পরে, যে সকল মাদলাপঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রারম্ভেই বলিয়াছি তাহার কথাও অধিকাংশ কাল্পনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেন আমরা এরূপ গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি, ক্রমে তাহার পরিচয় দিতেছি।

বিন্দুসাগর।

ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে আসিয়া যাত্রীকে সর্ব্বপ্রথমেই বিন্দুসাগরে স্নান করিতে হয়। ব্রহ্মপুরাণমতে, এই বিন্দুসর তীর্থ সর্ব্বতীর্থের জলবিন্দুপ্রপূরিত, এখানে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল হয়। আবার পদ্মপুরাণের মতে ভগবান্ পিনাকপাণি সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু লইয়া এই সরোবর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সেই জন্য ইহার নাম বিন্দুসাগর হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করেন, হাথিগুফার শিলালিপিতে কলিঙ্গরাজ কর্ত্তৃক যে সরোবরপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে, সেই সরই এই বিন্দুহ্রদ। আবার এই বিন্দুসাগরতীরবাসী পাণ্ডাগণ মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া এই সরোবরের প্রাচীনতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতের মুদ্রিত বা হস্তলিখিত কোন পুথিতেই ঐ শ্লোকটা পাওয়া যায় নাই।

এখন কথা হইতেছে, এই বিন্দুসরঃ কি প্রকৃতই দ্বিসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিল? তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মপুরাণে যে বিন্দুসরতীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা একটা ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বলিয়াই মনে হয়। এখন ইহার যেরূপ বৃহদায়তন, পূর্ব্বকালে এরূপ ছিল না। এই বিন্দুসাগরের তীরবর্ত্তী প্রাচীন অনন্তবাসুদেব-মন্দিরে ভবদেবভট্ট রচিত যে প্রশস্তি আছে, তৎপাঠে জানা যায়—

"প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপুণ্যৈকবীথীং
চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছস্বচ্ছায়তোয়াং।
মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিষাদ্দর্শয়ন্তীব তাদৃগ্
বিক্ষোর্দ্ধমাতৃতমহিকলন্তাধিকং যা চকাসে॥"

(ভট্ট ভবদেব) এই (অনন্তবাসুদেবের) প্রাসাদের অগ্রভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথস্বরূপ ও মরকতমণির

ন্যায় নির্ম্মল সুচ্ছায়-জলশালিনী একটী বাপী প্রস্তুত করেন। উহা জলমধ্যে যেন প্রতিবিম্বচ্ছলে অহিকলনকারী বিষ্ণুর অদ্ভুত ধাম দেখাইয়া সমধিকরূপে শোভিত হইয়াছিল। সুতরাং সমসাময়িক বিবরণ হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, এখানকার বিন্দুসাগর মহাত্মা ভবদেবের কীর্ত্তি। এই সুবৃহৎ সরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফিট, প্রস্থে ৭০০ ফিট ও সরোবর ১৬ ফিট গভীর। এই বাপীর চারিদিকেই পাথর দিয়া বাঁধান।

বিন্দুসাগরের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দিয়া গাঁথা একটী দ্বীপ আছে; এই দ্বীপের পরিমাণ ১০০×১০০ ফিট্। এই দ্বীপের উত্তর পূর্ব্বকোণে একটী ছোট মন্দির আছে। স্নানযাত্রার সময় এখানে বিষ্ণুমূর্ত্তি আনীত হয় এবং মন্দির পার্শ্বস্থ ফোয়ারা হইতে জল উঠিয়া দেবের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। স্নানযাত্রা ভিন্ন অন্য সময় কেহ এই দ্বীপে যায় না। সে সময় এই স্থান বড় বড় কুম্ভীরের-বাসভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, বিন্দুসাগরে বহুসংখ্যক কুম্ভীর দৃষ্ট হইলেও তাহারা কখন কোন যাত্রীর অনিষ্ট করে না; নির্ভয়ে কত শত বালক এই সরোবরে সাঁতার দিয়া থাকে।

বিন্দুসাগরে স্নান করিয়া তীর্থযাত্রীকে অনন্ত বাসুদেবের মন্দিরে গিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয়*।

অনন্ত বাসুদেব।

বিন্দুসাগরের মধ্য-ঘাটের সম্মুখে অনন্ত-বাসুদেবের বৃহৎ মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফিট্ ও প্রস্থে ১১৭ ফিট, ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফিট ও বিস্তৃতি ২৫ ফিট্। মূল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে মোহন, তৎপরে নাট-মন্দির ও তৎপরে ভোগমণ্ডপ বিদ্যমান। কলস পর্য্যন্ত মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফিট্।

মূল মন্দির, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপের গঠন-প্রণালী ভুবনেশ্বরের অধিষ্ঠাতা লিঙ্গরাজের চারি অংশে বিভক্ত প্রধান মন্দিরের মতন। চারি অংশের মধ্যেই বৃহৎ দ্বার আছে, তন্মধ্য দিয়া ভিন্ন অংশে যাওয়া চলে। মূল মন্দির ও মোহনের অলিগলি চারিদিকেই বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকার বহুতর প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। কিন্তু নাটমন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল অভ্যন্তর প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত একটী সুন্দর গরুড়মূর্ত্তি বিদ্যমান। মূল মন্দিরে বলরাম ও কৃষ্ণের মূর্ত্তি 'অনন্ত' ও 'বাসুদেব' নামে আখ্যাত। এই দুই হইতে মন্দিরের নামও 'অনন্ত-বাসুদেব' হইয়াছে।

* "আদৌ বিন্দুসরে স্নাত্বা দৃষ্ট্বা চ পুরুষোত্তমম্।
চন্দ্রচূড়পদং নত্বা চন্দ্রচূড়ো ভবেন্নরঃ॥" (স্বর্ণাদ্রিমহোদয়)

ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত-বাসুদেবের মন্দিরই একাম্রকাননের সর্ব্বপ্রাচীন মন্দির। তাই সর্ব্বাগ্রে অনন্ত-বাসুদেব মূর্ত্তি দর্শন না করিয়া তীর্থযাত্রী অপর কোন দেব দর্শন করিতে পারেন না। বাস্তবিক ভুবনেশ্বরে এখনও যে সকল মন্দির তীর্থযাত্রিগণের দ্রষ্টব্য বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এই মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই সুবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন মন্দির বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার সচিব সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণপ্রবর ভবদেব ভট্টের কীর্ত্তি। এই ভবদেবই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকুলের পদ্ধতিকার। অনন্ত-বাসুদেবের প্রাচীরগাত্রে একখানি বৃহৎ শিলাফলক রহিয়াছে, তাহাতে ভবদেবের মিত্র সুপ্রসিদ্ধ কবি-দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র-রচিত ভবদেবের কুলপ্রশস্তি বর্ণিত আছে। উক্ত শিলালিপি হইতেই জানা যায় যে, এই বিখ্যাত মন্দির ও সম্মুখস্থ বিন্দুসাগর মহাত্মা ভবদেব ভট্ট প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন।+

সুপ্রসিদ্ধ বাচস্পতি মিশ্র ৮৯৮ শকে=৯৭৬ খৃষ্টাব্দে ন্যায়-সূচীনিবন্ধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন‡, ঐ সময়ে তাঁহার প্রিয় মিত্র ভবদেবভট্টেরও আবির্ভাব অসম্ভব নহে। এরূপ স্থলে অনন্ত বাসুদেবের মন্দির খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে নির্ম্মিত বলিয়া স্বীকার করা যায়।

লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর।

অনন্ত-বাসুদেব দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রীকে লিঙ্গরাজ ভুবনেশ্বর-দর্শনে যাইতে হয়। ভুবনেশ্বরক্ষেত্রের মধ্যে এই লিঙ্গরাজের মন্দিরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অপূর্ব্ব শিল্পনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্য-সমন্বিত এই মন্দিরের জন্যই আজ ভুবনেশ্বর কেবল হিন্দুর নিকট নহে, জগতের সুসভ্য জাতিমাত্রেরই দ্রষ্টব্য বলিয়া বিঘোষিত। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৬০০ হস্ত দূরে সমুচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বৃহৎ চত্বর মধ্যে এই মহামন্দির অবস্থিত। এই বৃহৎ মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ ও প্রস্থে ৪৬৫ ফিট্, তদ্ব্যতীত উত্তরমুখে ২৮ ফিট বাহিরশালা আছে। মুখশালীর পরিমাণ ২৩৫ ফিট্। প্রাচীরের স্থূলতা ৭ ফিট্ ৫ ইঞ্চি। প্রাচীরের চারিদিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। পূর্ব্বদ্বার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাই সিংহদ্বার, দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটী বৃহৎ সিংহমূর্ত্তি বিরাজিত। প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব্বকোণে অথচ প্রাচীরের উপরে নহবতখানার মত একটী ছোট পাথরের ঘর আছে, এটী ভেটমণ্ডপ। লিঙ্গরাজ

+ শিলালিপির সমগ্র পাঠ, অনুবাদ ও বিস্তৃত বিবরণ—
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ৩৪১-৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

‡ উক্ত ব্রাহ্মণকাণ্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ভুবনেশ্বর যখন রথযাত্রা করিয়া ফিরিয়া আসেন, তৎকালে এই গৃহ মধ্যে পার্ব্বতীমূর্ত্তি আনীত হন। প্রাচীরের ভিতর বরাবর ২০ ফিট্ চওড়া ও ৪ ফিট্ উচ্চ পাথরের গাঁথনি আছে, এক সময়ে বহিঃশত্রুর হস্ত হইতে মন্দিররক্ষার নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রস্তরাস্তরণ গঠিত হইয়াছিল। এখন ইহার কতকাংশ রন্ধনশালারূপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহারই একধারে একটী সুগঠিত কৃষ্ণপ্রস্তরের নৃসিংহমূর্ত্তি আছে। পশ্চিমদিকে চত্বর মধ্যে আরও অনেক ছোট ছোট শিবালয় আছে। তন্মধ্যে একটী ২০ ফিট্ উচ্চ মন্দির আছে, মূলমন্দির অপেক্ষা এটী বহু প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের সমতল হইতে ৩৷৷০ ফিট্ নিম্নে রহিয়াছে। এখানেই আদিলিঙ্গমূর্ত্তি বিরাজমান। শাস্ত্রমতে অনাদিলিঙ্গ স্থানান্তর করা নিষিদ্ধ; তাই মূলমন্দির নির্ম্মিত হইলেও এখানকার আদিলিঙ্গ স্বস্থান-চ্যুত হন নাই। মূলমন্দির নির্ম্মাণ হইবার সময় চত্বর উচ্চ করা হয়, সেই জন্ত আদি মন্দির যেন বহু নিম্নে বসিয়া গিয়াছে। ব্রহ্মপুরাণে যে লিঙ্গসমূহের উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্র মন্দিরের লিঙ্গও একটী, অপরগুলি প্রাচীরাভ্যন্তরস্থ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র লিঙ্গ। মূল মহামন্দির নির্ম্মিত হইলে সেই সকল পুরাণোক্ত লিঙ্গেরও যেন পূর্ব্বসম্মান হ্রাস হইয়াছে।

পশ্চিমদিকের এক কোণে ভগবতী-মন্দির আছে। ইহার মধ্যে তান্ত্রিক বামাচারীদিগের যোনিচিহ্ন প্রতিষ্ঠিত। মাদলাপঞ্জীর মতে, রাজা বিজয়কেশরী এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু ঐ নামে কোন রাজা যে এ অঞ্চলে কখন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণাভাব।

সিংহদ্বার দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই একটী সুবিস্তৃত প্রস্তর-চত্বর পড়িবে, এই চত্বরের একপার্শ্বে সমতল ছাদযুক্ত গোপালিনীর মন্দির। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন যে, এই গোপালিনীই কৃত্তি ও বাস নামক দুইটী অসুরকে বিনাশ করিয়া একাম্রকাননে শান্তিস্থাপন করেন। [একাম্র দেখ।]

এই গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূলমন্দিরের চত্বর অপেক্ষা অনেক নিচু, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আদিলিঙ্গমন্দিরের সমসূত্রপাতে অবস্থিত। গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টী পাথরের ধাপ আছে, এই ধাপের উপর ও লিঙ্গরাজের ভোগমণ্ডপের তলদেশে ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে লিঙ্গরাজের বৃষভমূর্ত্তি উপবিষ্ট। বৃষভ দর্শন করিয়া লিঙ্গরাজের মহামন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

লিঙ্গরাজের মহামন্দিরে সম্মুখাংশে ভোগমণ্ডপ, তাহার পশ্চাতে নাটমন্দির, তৎপশ্চাতে মোহন এবং মোহনের পশ্চাতে মূলমন্দির বা দেউল ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত। এই মহামন্দিরের অগ্রপশ্চাৎ পরিদর্শন করিলে জানা যায় যে, দেউল ও মোহন প্রথম নির্ম্মিত হয়, তাহার পরে নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পণ্ডিতমণ্ডলী বেদপাঠ ও ভক্তবৃন্দ শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিবেন বলিয়া এই ভোগমণ্ডপ প্রথমে নির্ম্মিত হয়। ভোগমণ্ডপ সুদৃঢ়-প্রস্তরভিত্তির উপর গঠিত। তাহার চারিধারে ২×৩ ফিট্ পাথরের গাঁথনি, তাহার উপরিভাগও সুডৌল পাথর বসান, তাহার চারিদিকে নানা নরনারী, পশু-পক্ষী, মন্দির ও পুষ্পগুচ্ছাদির মূর্ত্তি, দালানের চারিদিকেও কপোত, হংস, অশ্ব, হস্তী, গো, মেষ, উষ্ট্র প্রভৃতির সুগঠিত ও সুদৃশ্য চিত্র খোদিত বা গাঁথা দেখা যায়। ভোগমণ্ডপের প্রত্যেক ধারে পাঁচটী করিয়া গবাক্ষ। পূর্ব্বধারের মধ্যস্থলের গবাক্ষটী প্রবেশদ্বার। এই সকল গবাক্ষ থাকায় ইহার মধ্যে বেশ আলো ও বায়ু যাইত, দেখিতেও বেশ সুন্দর ছিল। যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহাও সম্পন্ন হইত, কিন্তু গঠনবিপর্য্যয়ে উপরের ছাদ ফাটিয়া গেল, স্তম্ভাদি উপাড়িয়া পড়িবার উপক্রম হইল। কাজেই পরবর্ত্তিকালে সেই গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া আবশ্যক হইল এবং ছাদরক্ষার জন্য চতুরস্র নিরেট স্তম্ভগুলি নির্ম্মিত হইল। মধ্যস্থলের বড় বড় গবাক্ষগুলি পিল্‌পা গাঁথিয়া ছোট করিয়া দিল এবং খিলান রাখিবার জন্য লোহার কপালী স্থাপিত হইল। এইরূপে নূতন দেওয়ালেও পাথর কাটিয়া নানামূর্ত্তি অঙ্কিত হইল বটে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন শিল্পবিদ্যার সুন্দর নিদর্শন ছিল, এখন তৎপরিবর্ত্তে বিসদৃশ ও অসঙ্গত ও খামখেয়ালী মূর্ত্তি সকল বসিল। পাঠগৃহের পরিবর্ত্তে এখন এই অন্ধকারগৃহ ভোগঘর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল। প্রত্যহ তিনবার এখানে লিঙ্গরাজের অন্নভোগাদি আনীত হয়।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, এই ভোগমণ্ডপ ৭৯২ হইতে ৮১১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কমলকেশরীর রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। কিন্তু ভোগমণ্ডপের স্থাপত্যদর্শন করিলে কখনই এরূপ মনে হয় না। লিঙ্গরাজের দেউলের ভিতরকার প্রবেশদ্বারের দক্ষিণপার্শ্বে যে সুবৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে আভাস পাওয়া যায়, যে মহাপুরুষ কোণার্কের সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই গঙ্গবংশীয় নৃপতি বীর নরসিংহদেব তাঁহার রাজ্যের ২৪শ অঙ্কে ভোগমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বহু পরে সংস্কারকার্য্য ও গবাক্ষ-নিবদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভোগমণ্ডপের পশ্চিমে নাটমন্দির। দেবতুষ্ট্যর্থ এই নাটমন্দিরেই নৃত্যগীতবাদ্যাদি হইয়া থাকে। ভূমিভাগ চতুরস্র,

প্রত্যেক দিকে ৫২ ফিট্। এই নাটমন্দিরের উত্তরদক্ষিণে ২ ফিট্ চওড়া ও ৫ ফিট্ উচ্চ পাথরের গাঁথনি আছে। ভোগমণ্ডপের মত ঐ গাঁথনিতে নানা আকারের কারুকার্য্য আছে, কিন্তু তাহা পৃথক্ ধরণের। কপাটের খোপে কোন জীব বা মনুষ্যমূর্ত্তি নাই। বৌদ্ধচৈত্যের অনুরূপ মধ্যভাগে নর-মূর্ত্তিযুক্ত মন্দিরচিত্রাদি রহিয়াছে। এই নৃত্যশালার ছাদ চারিটী চতুরস্র স্তম্ভ ও কতকগুলি লোহার কড়ির উপর স্থাপিত। গৃহের ভিতরমুখে কোন প্রকার সাজসজ্জা নাই। কেবল পশ্চিমদিকের মধ্যদ্বারের চারিদিকে অতি সুন্দর ক্লোরাইট্ পাথরে নানা মূর্ত্তিযুক্ত ধারী গাঁথা, এই ধারী যেন ছবির ফ্রেম, এইরূপ ৭ থাক ফ্রেম আছে, ফ্রেমের নিম্নাংশে সুছাঁদ নরমূর্ত্তি, নরমূর্ত্তির মাথার উপর যেন নানা মূর্ত্তি ও খোদিত-চিত্রযুক্ত থাম উঠিয়াছে। দ্বারের মাথার উপর ফ্রেমের যে অংশ পড়িয়াছে, তাহার শিল্পকার্য্য ও স্থাপত্য আরও চমৎকার। এই দ্বারের বাম কপাটে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাটবিজেতা কলবরগজয়ী মহারাজ কপিলেন্দ্র দেব ভুবনেশ্বরের সেবার জন্য নানা জমি জমা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নাটমন্দির কপিলেন্দ্র দেবের বহু পূর্ব্বে নির্ম্মিত। রাজা রাজেন্দ্র লাল লিখিয়াছেন যে, ১০৯৯ হইতে ১১০৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শালিনী-কেশরীর রাণী এই নাটমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিন্তু এ কথাটী কাল্পনিক। দেউলের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ-পার্শ্বে যে বৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানিতে পারি, যে বীর নরসিংহদেব কোণার্কের সূর্য্যমন্দির ও তাহার অপূর্ব্ব ফ্রেমবদ্ধ দ্বার প্রস্তুত করাইয়াছেন, লিঙ্গরাজের এই নাটমন্দির ও ইহার ফ্রেমবদ্ধ প্রাগুক্ত দ্বারও সেই বীর গঙ্গ-রাজেরই কীর্ত্তি। ১১৬৪ শকে (১২৪২ খৃষ্টাব্দে) এই নাট-মন্দির নির্ম্মিত হয়। উক্ত শিলালিপির উপরেই রাজরাজ-তনুজার নাম থাকায় মনে হয় সেই গঙ্গরাজকন্যাই ইহার সূত্রপাত করিয়া যান। সেই রাজকন্যাই বোধ হয়, প্রবাদ-বাক্যে ও আধুনিক মাদলাপঞ্জীতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

নাটমন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের খুবরীতে হরপার্ব্বতীমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে মোহন ও তাহার পশ্চিমে লিঙ্গরাজের দেউল। উভয়ের গঠনও এক প্রকার, নির্ম্মাণকালও এক সময়ের বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। পাষাণময় এই মোহনের নির্ম্মাণকৌশল, ভাস্করকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মহাভারত হইতে দেখা যায় যে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই এই নয়নমোহন মোহন যেন সেই দেবশিল্পীর তপস্যা-প্রভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। অতি ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি হইতে সুবৃহৎ পাষাণ-প্রতিমা কি অপরূপ কৌশলে গঠিত হইয়াছে, মানব-জীবনের সংসারচিত্র সুস্পষ্ট দেখান হইয়াছে, প্রমোদাবাসের আনন্দময় চিত্র কি সুন্দর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কল্পিত লীলাভূমি যেন শিল্পীর কৌশলে সজীবতা লাভ করিয়াছে, আবার সেই সঙ্গে অমানুষী ও কবিকল্পিত অস্বাভাবিক দৃশ্যেরও অভাব নাই। যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, শত পৃষ্ঠা লিখিলেও তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থ।

মোহনের ছাদও ভোগমণ্ডপের ছাদের মত চূড়াকার। এরূপ বৃহৎ ছাদ কেবল দেওয়ালের অবলম্বে থাকিতে পারে না, তাই ৩০ ফিট্ করিয়া উচ্চ চারিটী সুবৃহৎ পাষাণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বন স্বরূপ রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণ-প্রবেশদ্বারের নিকট বামভাগে একটী চতুরস্র ঘর আছে, ইহার যথেষ্ট কারি-গরী দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। দুঃখের বিষয়, নির্ম্মাতা ইহার কারুকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই ঘরে কএকটী পিত্তলের প্রতিমা রক্ষিত থাকে। লিঙ্গরাজের উৎসব-কালে লিঙ্গের পরিবর্ত্তে ঐ প্রতিমাগুলি বাহিরে আনা হয়। ইহার সম্মুখে ও অদূরে কএকটী ছোট বড় মন্দির দেখা যায়। মোহনের দৈর্ঘ্য ৬৫ ফিট্ ও প্রস্থ ৪৫ ফিট্। তৎপরে লিঙ্গ-রাজের দেউল বা মহামন্দির। এখন চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত দেউলের উচ্চতা ১৬০ ফিট্, কিন্তু দেউলের গর্ভগৃহ চত্বর হইতে ২ ফিট্ নিম্ন হওয়ায়, সে সময়ে যে চত্বর ছিল, তাহাও গৃহের মেজ হইতে অন্ততঃ ২।৩ ফিট্ নিম্ন হওয়া সম্ভব। সুতরাং প্রথমে যখন দেউল নির্ম্মিত হয়, তৎকালে দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফিট্ ছিল। দেউলের ভূম্যংশ মোহনের সমপরিমাণ, কেবল উহার দক্ষিণদিকের মুখ-শালী কিঞ্চিৎ চওড়া, কিন্তু পূর্ব্বপশ্চিমাংশ কতকটা সঙ্কীর্ণ। প্রতি মুখশালীর মধ্যস্থলে একটী বড় খুবরী, তাহার উপরে ও পার্শ্বে এক একটা ছোট খুবরী, দূর হইতে ঐ সকল খোপগুলি যেন ত্রিতল গৃহ বলিয়া মনে হয়। মধ্য-মুখশালীর সর্ব্বনিম্ন খুবরী অতি বৃহৎ ও সৌন্দর্য্যশালী, মনুষ্যাকৃতি হইতেও বৃহত্তর পাষাণমূর্ত্তি এই নিম্ন স্তবকে সুরক্ষিত। দক্ষিণ ভাগের মূর্ত্তিটী গণেশের, পশ্চিমের মূর্ত্তি কার্ত্তিকের এবং উত্তর দিকের মূর্ত্তিটী দেবী ভগবতীর। মুখশালী যেরূপ বহু শিল্প-নৈপুণ্যের পরিচায়ক, বাহিরশালীগুলি সেরূপ না হইলেও কারি-গরী ও স্থাপত্যহীন নহে। এই সকল স্থানেও নানাবিধ পাষাণমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। কোণের বাহিরশালীর খোপগুলি অতি ছোট, পূর্ব্বোক্ত গুলির মত জাঁকাল নহে, কিন্তু এখানকার ছোট খোপে অষ্ট-

দিক্পালমূর্ত্তি আছে, এতন্মধ্যে পূর্ব্বদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণপূর্ব্বে অগ্নি, দক্ষিণে যম, দক্ষিণপশ্চিমে নির্ঋতি, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরপশ্চিমে মরুৎ, উত্তরে কুবের ও উত্তরপূর্ব্বে ঈশ। মুখশালী অথবা বাহিরশালী এবং মূলমন্দিরগাত্রের ব্যবধানেও অনেক খোপ আছে, ইহাদের গঠন সাদাসিদা। এই সকল খোপে কতকগুলি সিংহ এবং ৫ ফিট্ উচ্চ নরনারীর বিভিন্ন ভাবের পাষাণমূর্ত্তি আছে। কোন কোন স্থানে এক একটী দেবনর্ত্তকী, কোথাও বা শৃঙ্গাররসাবেশে নরনারীর যুগলমূর্ত্তি। এই যুগলমূর্ত্তিগুলি এত কুরুচিসম্পন্ন ও অশ্লীল, তাহা লিখিয়া বলা অসম্ভব। এরূপ মূর্ত্তির সংখ্যাও বেশী নাই। সুসভ্য ইংরাজরাজপুরুষগণ এরূপ বহু যুগলমূর্ত্তি সরাইয়া ফেলিয়াছেন এবং কতকগুলি অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়া আছে। কোন খোপে বান্দরদল, কোথাও বহু সংসারচিত্র রহিয়াছে। ইহার পুতুলগুলি এক ফিটের অধিক বড় হইবে না।

মুখশালী ও বাহিরশালী ছাড়া দেউলের আয়তন প্রায় ৫৫ ফিট্ উচ্চ। উপরের থাকে থাকেও বহু সিংহমূর্ত্তি এবং ছোট বড় নানা প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। আলোক ও বায়ু যাইবার জন্য উপরিভাগে অনেকগুলি গবাক্ষ ও বাতায়ন আছে। কলসের অবলম্বস্বরূপ তাহার তলদেশে ১২টী সিংহমূর্ত্তি উপবিষ্ট। এই কলসের উপর সুবৃহৎ ত্রিশূল প্রোথিত।

দেউলের পূর্ব্বভাগ মোহনের সহিত সংযুক্ত। এদিকে কোন অলঙ্কার বা সাজসজ্জার আড়ম্বর নাই। ভিতরে বাহিরে সমান আকৃতি মণ্ডিত।

দেউলের আয়তনের মত গর্ভগৃহের আয়তনও ঘন বা চতুষ্কোণ। এই গৃহও দ্বিতল, নিম্নতলেই অনাদিলিঙ্গ ভুবনেশ্বর বিরাজমান। তাঁহার উর্দ্ধে ছাদের সহিত চন্দ্রাতপ সংলগ্ন। এই অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিবার জন্যই সহস্র সহস্র যাত্রী ভুবনেশ্বরে আগমন করিয়া থাকে। পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র মধ্যে এখনও সহস্রাধিক লিঙ্গ রহিয়াছে। কিন্তু এই লিঙ্গই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়, সেজন্য ইহার নাম লিঙ্গরাজ। এখানকার পৌরাণিক স্থানমাহাত্ম্যে ইনি ত্রিভুবনেশ্বর ও ভুবনেশ্বরনামে বিবৃত হইলেও এই লিঙ্গমূর্ত্তির প্রকৃত নাম কৃত্তিবাস। মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা কৃত্তিবাসনামেই এই লিঙ্গের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, মগধ হইতে আসিয়া যযাতি কেশরী যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনরায় হিন্দুধর্ম্মস্থাপন করিলেন। তিনি ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই রাজ্যাবসানকালে লিঙ্গরাজের দেউল ও মোহনের নির্ম্মাণকার্য্য আরব্ধ হয়, তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার বংশধর সূর্য্য-কেশরী বহুদিন রাজত্ব করিলেও মন্দিরের জন্য কিছুই করেন নাই, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনন্ত মন্দিরের কার্য্য চালাইয়াছিলেন, অবশেষে ললাটেন্দুকেশরী বা অলাবুকেশরীর রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খৃষ্টাব্দে) এই মহামন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য সমাধা হয়। * জগন্নাথের মাদলাপঞ্জী হইতে মিত্র মহাশয় এই যে বিবরণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, ইহাও কবিকল্পনা, ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডাগণের তীর্থক্ষেত্রের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের চেষ্টামাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কেশরিবংশীয় কোন রাজাই মগধ হইতে আসেন নাই, বরং ব্রহ্মেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত উদ্যোত-কেশরীর শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, তাহার প্রপিতামহ বিচিত্রবীর তৈলঙ্গ হইতে আসিয়া ওড় রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং তাহার পূর্ব্বপুরুষ রাজা জনমেজয় তিলঙ্গাধিপ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। † বাস্তবিক উদ্যোতকেশরী ভিন্ন এই বংশীয় অপর কোন নৃপতির কেশরী উপাধি দৃষ্ট হয় না। এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মেশ্বরলিপিতে উদ্যোতকেশরী ও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ দীর্ঘরব, অপবার, বিচিত্রবীর, অভিমন্যু, চণ্ডীহর ইত্যাদি যে সকল সোম-বংশীয় নৃপতিবর্গের নামোল্লেখ আছে ‡, মাদলাপঞ্জীতে ইহার একটীর নামও পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম, মাদলাপঞ্জীর কেশরিবংশের কাহিনী পাণ্ডাদিগের কল্পনামাত্র §। লিঙ্গরাজের দেউল ও মোহন হইতেই মন্দিরনির্ম্মাণকালের সমসাময়িক শিলা-লিপি বাহির হইয়াছে, যাঁহারা দেউল ও লিঙ্গরাজ-মূর্ত্তি-দর্শনে গিয়া থাকেন, ঐ সকল শিলালিপি তাহাদের নেত্রপথে এখনও পতিত হইয়া থাকে। ঐ শিলালিপি-সাহায্যে দেউল ও মোহনের নির্ম্মাণকাল বাহির করিয়াছি। জগন্নাথের পাণ্ডাগণ যে অনঙ্গভীমকে পুরুষোত্তমের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনির্ম্মাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, সেই অনীয়ঙ্কভীমই ভুবনেশ্বরের সুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনির্ম্মাতা বলিয়া শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে অনীয়ঙ্কভীমদেবের চতুস্ত্রিংশৎ

* এ সম্বন্ধে মিত্রমহাশয় তাঁহার পিতার রোজনামা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"গজাষ্টেষুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ।
প্রাসাদমকরোদ্রাজা ললাটেন্দুশ্চ কেশরী॥"

জগন্নাথের মন্দির নির্ম্মাণ উপলক্ষে যেরূপ হাতগড়া শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, এটীও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, ইহার মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নাই।

† Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II, p. 88.

‡ জগন্নাথ শব্দ ৫৭৯-৫৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

§ জগন্নাথ শব্দ ৫৮০-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অঙ্ক ও প্রবহৃত্তি-সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে। চাটেশ্বরের শিলালিপি ও ২য় নরসিংহদেবের সুবৃহৎ তাম্রশাসনে দুইজন অনঙ্গভীম বা অনীয়ঙ্কভীমের নাম পাওয়া যায়, ১ম অনঙ্গভীম উৎকলবিজেতা জগন্নাথের সুপ্রসিদ্ধ মন্দির-নির্ম্মাতা চোড়গঙ্গের ৪র্থ পুত্র, ১০ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। ২য় ব্যক্তি ১ম ব্যক্তির পৌত্র ও রাজরাজের পুত্র, ইনি ৩৪ বৎসর প্রায় ১১৭৫ শক (১২৫৩ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভুবনেশ্বরের শিলালিপিতে 'রাজরাজতনুজ' ও অনীয়ঙ্কভীমের ৩৪ রাজ্যাঙ্ক থাকায় আমরা শেষোক্ত অনীয়ঙ্ক বা অনঙ্গভীমদেবকে ভুবনেশ্বরের মহামন্দিরনির্ম্মাতা বলিয়া স্থির করিলাম। সম্ভবতঃ এই গঙ্গরাজের রাজ্যারম্ভে মহামন্দিরেরও নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ এবং তাঁহার রাজ্যাবসানকালে প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, যে অংশ বাকি ছিল, তাহা নাটমন্দির ও ভোগ-মণ্ডপের সহিত তৎপুত্র বীর নরসিংহদেব কর্ত্তৃক সুসম্পূর্ণ হইয়াছিল। [চাটেশ্বর দেখ।] কেহ কেহ মনে করেন, দেউলের গর্ভগৃহ অর্থাৎ যেখানে ভুবনেশ্বরলিঙ্গ অধিষ্ঠিত, তাহা দেউল ও মোহন অপেক্ষা বহু প্রাচীন। কিন্তু এই গর্ভগৃহের অন্তর্ভাগের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিলালিপির বর্ণমালা ও অনীয়ঙ্কভীমের শিলালিপির বর্ণমালা দেখিলে একই সময়ে একই ব্যক্তির করনিঃসৃত বলিয়া সহজেই মনে হয়। সুতরাং গর্ভগৃহসহ দেউল ও মোহন কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় অনীয়ঙ্কভীমের কীর্ত্তি। মহারাজ অনীয়ঙ্কভীম 'কৃত্তিবাস' ও 'কৃত্তিবাসেশ্বর' নামেই লিঙ্গরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শিলালিপি হইতে স্পষ্ট জানা যায়। এই ২য় অনীয়ঙ্কভীমই কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার নানাস্থানে সুবৃহৎ শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। [চাটেশ্বর ও গাঙ্গেয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

সহস্রলিঙ্গসরঃ।

মহামন্দিরের প্রদক্ষিণার বাহিরে সিংহদ্বারের সম্মুখে একটী ক্ষুদ্র উদ্যান ও তন্মধ্যে একটী সরোবর আছে, এই সরোবরের নামই সহস্রলিঙ্গসরঃ। এই সরোবরের চারি ধারে চতুর্হস্ত উচ্চ শতাষ্ট শিবালয় আছে, বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরোবরের নাম সহস্রলিঙ্গ হইয়াছে। কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা একাম্রচন্দ্রিকায় এই সরোবরের উল্লেখ নাই, কিন্তু স্বর্ণাদ্রিমহোদয়ে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

তীর্থেশ্বরের মন্দির।

সহস্রলিঙ্গসর হইতে বিন্দুসাগরে যাইবার পথে চৌমাথার উপর তীর্থেশ্বর-মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে বিশেষ শিল্প বা কারুকার্য্যের পরিচয় নাই, তবে দেখিলেই মহামন্দির এমন কি, অনন্তবাসুদেবের মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। চড়কপূজার সময় এই মন্দিরে ভুবনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি আনীত হইয়া থাকে।

কোটিতীর্থেশ্বর।

অনন্তবাসুদেবের মন্দির হইতে পূর্ব্বোত্তরে এক পোয়া পথ গেলে এক ক্ষুদ্র আম্রবন মধ্যে ৪০ ফিট্ উচ্চ মোহনযুক্ত একটী দেউল দেখা যায়, ইহারই নাম কোটিতীর্থেশ্বর। এই মন্দিরটী দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, অতি প্রাচীন দেউল ও বৌদ্ধচৈত্যের মাল মসলা লইয়া এই দেবায়তন নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে পাথরে বাঁধান একটী অপরিষ্কার সরোবর আছে, তাহারই নাম কোটিতীর্থ। বহু তীর্থযাত্রী এখানে স্নান করিতে আসে।

ব্রহ্মেশ্বর।

কোটিতীর্থের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে উচ্চ স্তূপের উপর একটী সুন্দর, জাঁকাল, নানা শিল্পযুক্ত মন্দির ও তদনুরূপ মোহন আছে। ইহাই ব্রহ্মেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে যোনিচিহ্ন-বিরহিত ব্রহ্মেশ্বর নামক ক্ষুদ্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। একাম্রপুরাণে (১৪শ অধ্যায়ে) লিখিত আছে, মহাদেব ব্রহ্মার নিকট ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের সবিস্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মহামন্দিরের ১১২০ ধনু দূরে তাঁহার বিশ্রামস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এখানে ব্রহ্মেশ্বরমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ভক্তগণের বিশ্বাস, এখন যে ব্রহ্মেশ্বরের মন্দির আছে, ইহাই সেই বিশ্বকর্ম্ম-নির্ম্মিত প্রাচীন মন্দির। কিন্তু এই ব্রহ্মেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সোমবংশীয় রাজা উদ্দ্যোতকেশরীর মাতা কোলাবতী এই মনোহর মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন*। খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে রাজা উদ্দ্যোতকেশরী বিদ্যমান ছিলেন, তাহারই সময়ে এই বিখ্যাত মন্দির নির্ম্মিত হয়। একাম্রপুরাণের উপাখ্যান. পাণ্ডাদিগের স্বকপোল-কল্পিত বর্ণনামাত্র। মন্দিরের পশ্চিমে একটী বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম ব্রহ্মকুণ্ড। স্বর্ণাদ্রিমহোদয় ও একাম্রপুরাণে মন্দিরস্থ লিঙ্গ ও কুণ্ড উভয়ের মাহাত্ম্যই বর্ণিত আছে।

ভাস্করেশ্বর।

ব্রহ্মেশ্বরের উত্তরপূর্ব্বে একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে ভাস্করেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। একাম্রপুরাণে লিখিত আছে, স্বর্গবাসী দেবগণ যখন ব্রহ্মার নিকট সমুদ্রতীরবর্ত্তী

* জগন্নাথ শব্দ ৫৮০-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

একাম্রকাননের মাহাত্ম্য শুনিলেন, তখন সকলে সহস্রাংশু সূর্য্যদেবকে পাঠাইয়া দিলেন, সূর্য্যদেবের সকলে অনুবর্ত্তী হইবেন, একথাও জানাইলেন। সূর্য্যদেব এখানে আসিয়া স্থানের শোভাসন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তিনি বিশ্বকর্ম্মাকে আনাইয়া কৃত্তিবাসের মহামন্দিরের ১৫০০ধনু দূরে একটী সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করাইলেন এবং তন্মধ্যে একটী লিঙ্গ স্থাপন করিয়া নানা উপকরণ দ্বারা কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করিতে লাগিলেন। ভগবান্ কৃত্তিবাস তাঁহার পূজায় সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিলেন যে, আমি স্বয়ং নিত্যই এই লিঙ্গে অবস্থান করিব। (একাম্রপুরাণ ১৬শ অধ্যায়)

ভক্তগণ উক্ত উপাখ্যান ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিলেও ঐতিহাসিকগণ অমূলক বলিয়া মনে করেন। রাজা রাজেন্দ্রলালের বিশ্বাস, ভাস্করেশ্বর লিঙ্গটী একটী বৌদ্ধ-কীর্ত্তিস্তম্ভ। অশোকলাটও হওয়া সম্ভব, কারণ তাহার সহিতই ইহার তুলনা হইতে পারে। হিন্দুগণ সেই স্তম্ভটী আনিয়া লিঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক এই পাষাণলিঙ্গটীর সহিত ভুবনেশ্বরস্থ কোন লিঙ্গের সৌসাদৃশ্য নাই। এদিকে মন্দিরটীর গঠন ও মাল-মসলা দেখিলে ভুবনেশ্বরের মহামন্দির অপেক্ষা বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে চূণকাম হওয়ায় সেই প্রাচীনতা কতকটা নষ্ট হইয়াছে। এক সময়ে এই মন্দির প্রায় ৫০ ফিট্ উচ্চ ছিল, এখন কলস ও অম্লশিলা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ইহার ভিত্তিভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৮।০ ফিট্ ও প্রস্থে ৪৭৸০ ফিট্ এবং উচ্চতা ১১ ফিট্। ইহার উপর মূলমন্দির ও ১১ ফিট্ চওড়া ক্ষুদ্র মোহন স্থাপিত। মন্দিরের পার্শ্বভাগে খোপের মধ্যে এক একটী দেবীমূর্ত্তি পাথরের গাঁথনির সঙ্গে গাঁথা। লিঙ্গের পার্শ্বে পাথরের ধাপ গাঁথা আছে, তাহাতে উঠিয়া পূজারি লিঙ্গের মাথায় জল ঢালে ও যথারীতি পূজা করে।

রাজারাণী দেউল।

ভাস্করেশ্বরের পশ্চিমে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে রাজারাণী দেউল রহিয়াছে। এখন পরিত্যক্ত ও কণ্টকবৃক্ষে আচ্ছাদিত হইলেও এক সময়ে এই মন্দিরের ও চতুর্দ্দিকস্থ উপবনের শোভায় সকলেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইত। ইহার গঠনপ্রণালী ভুবনেশ্বরের মন্দির হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহার মোহনও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ইহার কারুকার্য্য ও শিল্প দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাহিরের খোপে বেশ সুডৌল স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট নরনারীর মূর্ত্তি, অতি ছোট হইলেও দুই হাত পর্য্যন্ত বড় মূর্ত্তি দেখা যায়। এই সকল মূর্ত্তি গড়িতে শিল্পী যথেষ্ট গুণপনার পরিচয় দিয়াছে। এই মন্দিরে যেমন অনঙ্গরঙ্গের বহু মূর্ত্তি আছে, অপর মন্দিরে তত নাই; সেই সকল অশ্লীল অথচ সুগঠিত মূর্ত্তি দেখিলে চোখে কাপড় দিতে হয়। নানা দেবদেবীর মূর্ত্তির অভাব নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, সেজন্য কোন লিঙ্গ না থাকায় এই মন্দিরটী বহু দিন হইতেই পরিত্যক্ত এবং এখানকার অযত্নরক্ষিত পাষাণময় বহুরূপ সুন্দর মূর্ত্তিগুলি যেন সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। জেনারল ষ্টুয়ার্ট ও কর্ণেল মেকেঞ্জি এই মন্দির দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ইহার অনেক সুন্দর মূর্ত্তি তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন; এখনও তাহার কএকটী কলিকাতার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। অঙ্গহীন হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহাতেই দর্শকের চিত্ত আকৃষ্ট হয়। কেন এই মন্দির দেবোদ্দেশে উৎসৃষ্ট হয় নাই, তাহার পরিচয় দিতে সকলেই অক্ষম। ইহার গঠনপ্রণালী ও শিল্পকৌশল অনেকটা ব্রহ্মেশ্বরমন্দিরের অনুরূপ। এ কথা অসম্ভব নহে, যে উদ্দ্যোতকেশরী নিজ মাতার জন্য ব্রহ্মেশ্বর-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার মহিষীর যত্নে এই সুদৃশ্য দেউলটী গঠিত হইয়াছে। এ জন্য এই দেউলটী রাজারাণীর দেউল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহামন্দিরের দক্ষিণদিকে ৫।৭ বিঘা জঙ্গল পড়িয়া আছে, অনেকের বিশ্বাস, ঐ স্থানেই রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও সেই প্রাসাদের চিহ্ন ও রাজোদ্যানের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সেই প্রাসাদেই উদ্দ্যোতকেশরী বাস করিতেন। কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের আক্রমণে তিনি হৃতরাজ্য হইলে, তাঁহার বহু যত্নের দেউলটীও দেবপ্রতিষ্ঠার অভাবে অঙ্গহীন রহিয়া যায়। শত্রুকরে তাঁহার প্রাসাদ বিধ্বস্ত হইলেও দেবোদ্দেশে নির্ম্মিত বলিয়া দেউলটী হিন্দুবিজেতার হস্তে রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু বিজিত নৃপ বংশের কীর্ত্তি বলিয়া, অঙ্গহীন মন্দির মধ্যে দেবপ্রতিষ্ঠা প্রতাপশালী গঙ্গরাজগণ অনাবশ্যক ও হীন-চিত্তের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন।

উদ্দ্যোতকেশরীর পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উক্ত জঙ্গলের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে।

মেঘেশ্বর।

ভাস্করেশ্বরের পূর্ব্বে ২০০ হাত দূরে মেঘেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির। উড়িষ্যার প্রত্নতত্ত্বে রাজা রাজেন্দ্রলাল এই মন্দিরের নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু একাম্রপুরাণে, স্বর্ণাদ্রি মহোদয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই মেঘেশ্বরের মাহাত্ম্য সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে। একাম্রপুরাণ মতে, 'আটটী মেঘ সিদ্ধিলাভের ইচ্ছায় একাম্রক্ষেত্রে আসিবার জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রের আদেশ

পাইয়া একত্র আসিয়া কল্পবৃক্ষ হইতে ১৭০০ ধনু দূরে এক অমল শিলাতল বাছিয়া লইলেন এবং বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিয়া তথায় পরিখা, তোরণ, কুণ্ড, গোপুরাদি সর্ব্বাবয়বযুক্ত একটী তুঙ্গ প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। এখানে তাঁহাদের দান, অর্চ্চনা, তপ ও যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর দেখা দিলেন ও বর দিতে চাহিলেন। তখন মেঘগণ প্রার্থনা করিলেন, আমরা এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, আপনি এখানে অবস্থান করুন। মহাদেব বলিলেন, আমি এখানে মেঘেশ্বর নামে অবস্থান করিব, ইহার বিমলজল হ্রদও আমার প্রীতি-প্রদ ও সর্ব্বপাপনাশক হইবে। (একাম্রপুরাণ ৩৮ অধ্যায়)

একাম্রপুরাণ যাহাই বলুক, এই মেঘেশ্বরমন্দির উৎকল-বিজয়ী চোড়গঙ্গের পুত্র রাজরাজের শ্যালক মহাবীর স্বপ্নে-শ্বর দেবের কীর্ত্তি। মেঘেশ্বরে পূর্ব্বে একখানি শিলাফলক ছিল, তাহা এখন অনন্তবাসুদের মন্দিরে ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির পার্শ্বে রক্ষিত আছে। জেনারল ষ্টুয়ার্ট কর্ত্তৃক উক্ত শিলালিপি স্থানচ্যুত হইয়াছিল এবং মেজর কিটো কর্ত্তৃক বর্ত্তমান স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গৌতমগোত্রে রাজপুত্র দ্বারদেব জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপুত্র মূলদেব, তৎপুত্র অহিরম, অহিরমের স্বপ্নেশ্বর নামে একপুত্র ও সুরমা নামে এক কন্যা জন্মে। এই সুরমার সঙ্গে চোড়গঙ্গরাজপুত্র রাজরাজদেবের বিবাহ হয়। বিবাহ সম্বন্ধে স্বপ্নেশ্বর গঙ্গরাজসভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। এই স্বপ্নেশ্বর দেবই বর্ত্তমান মেঘেশ্বরের সুন্দর মন্দিরটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরের পার্শ্বে যে মেঘকুণ্ড আছে, তাহাও স্বপ্নেশ্বরের যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। স্বপ্নেশ্বরের ভগিনীপতি রাজরাজ খৃষ্টীয় ১১ শতাব্দে বিদ্যমান ছিলেন, সেই সময় মন্দিরের যেরূপ শোভা ছিল, এখন তাহা নষ্ট হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাও দেখিবার জিনিস সন্দেহ নাই। *

মুক্তেশ্বর।

রাজারাণী-দেউলের ৬০০ হাত দূরে একটী আম্রবন ছিল, এবং এখানে কয়েকজন সিদ্ধ বাস করিতেন, তজ্জন্য এইস্থান সিদ্ধারণ্যনামে খ্যাত হয়। এখানে স্বভাবজ বহু শীতল প্রস্রবণ রহিয়াছে। কাজেই এমন মনোরম স্থানে শ্রেষ্ঠ দেবালয় কেন না নির্ম্মিত হইবে? এমন সুরম্য নির্জ্জন স্থানে কে না থাকিতে চাহে? তাই দেখিতে পাই, উৎকলের ভূপতিগণ বিভিন্ন সময়ে এখানে মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি সৌধাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্থায়ি কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। এখানে যতগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে মুক্তেশ্বর বা মুক্তীশ্বর ভুলিবার নহে। উৎকল-শিল্পিগণ এই মন্দিরে তাহাদের গুণ-পণার চরম দেখাইয়া গিয়াছে। মন্দিরের সে পূর্ব্ব দৃশ্য আর নাই বটে, এখন অস্পষ্ট, বর্ণহীন ও অঙ্গহীন হইয়াছে, তথাপি এখনও অতি সুন্দর বিগত শিল্পনৈপুণ্যের মর্য্যাদাপরিচায়ক। দেউল সবে মাত্র ৩৫ ফিট্ উচ্চ ও মোহন ২৫ ফিট্ মাত্র, মোহনের সম্মুখে তোরণ ১৫ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু বিভিন্ন অংশের রচনাবিন্যাস, স্থান-নির্ব্বাচন ও পরিমাণ-পারিপাট্য দেখিলে শিল্পীর অসাধারণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে যেটী সাজে, সেখানে সেটী সন্নিবিষ্ট, যেখানে যেটী রাখিলে সকলের নয়ন মন আকর্ষণ করিতে পারে, শিল্পী যেন দৈব-শক্তিপ্রভাবে পাথর লইয়া সেই খেলা খেলিয়াছেন! কি সাজের বাহার—কোথায় স্তবকে স্তবকে পুষ্পগুচ্ছ, কোথায় সুসজ্জিত ও সুনিয়মিত নরনারী-মূর্ত্তি, কোথাও গজবাসিনী দেবীমূর্ত্তি অসিবর্ম্মাবৃত অসুর-বিনাশে উদ্যতা, কোথাও ভগবতী অন্নপূর্ণা ভোলানাথকে অন্নভিক্ষাদানে নিরতা, কোথাও পঞ্চশিরা ভুজঙ্গের চক্রতলে অর্দ্ধসর্পাকৃতি রমণী, কোথাও সিংহ গজের উপর, আবার কোথাও সিংহসহ গজের যুদ্ধ, কোথাও গজশুণ্ডে সিংহ আবদ্ধ;—নর্ত্তকীগণের আবার হাবভাবযুক্ত নানাদৃশ্য,—কেহ নাচিতেছে, কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা অথবা তম্বুরা বাজাইতেছে,—কেহ প্রেমাবেশে প্রিয়-তমকে আলিঙ্গন করিতেছে;—কোন বলিষ্ঠ রাক্ষসমূর্ত্তি ভার বহিতেছে, সিদ্ধর্ষিগণ শিবপূজায় নিযুক্ত আছেন, গুরু শিষ্যকে উপদেশ দিতেছেন, কেহ বা চৌপায়ায় রক্ষিত পুথি পড়িতেছে, ছত্রতলে যেন কোন নারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোন নারী আবার দ্বারদেশে শুকপাখী হাতে করিয়া আছে, কোন রমণী বৃক্ষতলে, কেহবা কূর্ম্মের উপর শোভা পাইতেছে। রমণীগণের কেশ পাশেরই কত বাহার! মাথারই বা কত অপরূপ সাজ;—ফুলের সাজ, লতাপাতার কাজ, ঝাড়ের কাজ কি সুন্দর! কি বলিব, কি লিখিব! বাস্তবিক মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য লেখনী দ্বারা ব্যক্ত করা অসম্ভব, যে দেখিয়াছে, সেই জানিয়াছে, সেই ভুলিয়াছে, উৎকলশিল্পের সহস্র ধন্য-বাদ না করিয়া দ্রষ্টা কখন ফিরিতে পারেন না। এত কারি-গরী, এত শিল্পচাতুর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও যেন অনুকূল। মন্দির মধ্যে যেখানে যেখানে জল থাকিলে ভাল হয়, সেই সেই স্থানেই স্বভাবজাত প্রস্রবণ শিল্পীর কৌশলে গৃহায়তনের

* মন্দির ও শিলালিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ Journal of Asiatic Soceity of Bengal, Vol. LXVI. pp. 11-22 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। বাস্তবিক এই নির্জ্জন সিদ্ধারণ্যে মুক্তিদাতা মুক্তেশ্বরের মন্দিরে আসিলে আর মন সংসারে ফিরিতে চায় না, ইচ্ছা হয় এখানে চিরদিন থাকি, আর সেই ভূতভাবন ভবানীপতির উদ্দেশ্যে মন প্রাণ সমর্পণ করি।

মুক্তেশ্বরের পার্শ্বেই একটী বাদামীধরণের সরোবর। এটী দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে ১০০ ও ২৫ ফিট্। ইহার তিনধার পাথর দিয়া বাঁধান, ও একধারে নাগকেশরের ছায়াতলে পাষাণ-সোপান শোভিত। এই সরোবর মধ্যে অনেকগুলি প্রস্রবণ আছে, সে জন্য কুণ্ডে চিরকালই সমভাবে পরিষ্কার জল থাকে। এই জলই কুম্ভীরাকৃতি মুখ দিয়া গৌরীকেদারকুণ্ডে পতিত হইতেছে। এই কুণ্ডটীও দৈর্ঘ্যে ৭০ ফিট্, প্রস্থে ২৮ ফিট্। ইহারও তিনধার পাথর দিয়া বাঁধান, দক্ষিণাংশে ২০ ফিট্ লম্বা ও ১০ ফিট্ চওড়া পাষাণ-সোপান আছে। এই গৌরীকেদারের জল এত পরিষ্কার যে, ১৬ ফিট্ গভীর হইলেও ইহার তলদেশ পর্য্যন্ত দেখা যায়। এমন সুস্বাদু ও পরিষ্কার পানীয় জল ভুবনেশ্বরের আর কোথাও নাই। এই কুণ্ডের তলদেশেও প্রস্রবণ আছে। শিবপুরাণের মতে, গৌরী নিজ হস্তে এই পুষ্করণী খনন করিয়াছেন। এখানে সংবৎসর সমাহিতচিত্তে স্নান করিলে সর্ব্বকাম সিদ্ধ হইয়া থাকে।* কপিলসংহিতার মতে, এই কুণ্ডের জল পান করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।†

কুণ্ডের ঘাটে কএকটী ছোট ছোট ঘর আছে, তন্মধ্যে একটীর বাহিরের দেওয়ালে ৮ ফিট্ উচ্চ একটী হনুমানমূর্ত্তি ও আর একটীতে সিংহবাহিনী দুর্গামূর্ত্তি গাঁথা আছে। এই দেবীর মত সুন্দর মুখশ্রী ভুবনেশ্বরের আর কোন মূর্ত্তিতে নাই। উভয়েরই প্রত্যহ পূজা হয়।

কেদারেশ্বর।

দুর্গাদেবীর দক্ষিণভাগে ৪১ ফিট্ উচ্চ কেদারেশ্বরের মন্দির। এই মন্দির বা ইহার চতুরস্র মোহনেও জাকজমক বা সাজসজ্জা কিছুই নাই। দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার গর্ভগৃহ মূল মন্দির অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুরাণে এই কেদারেশ্বরলিঙ্গের উল্লেখ আছে। কেদারেশ্বরের প্রবেশদ্বারের চৌকাটের দক্ষিণ বাজুতে অস্পষ্ট শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, ১০০৪ শকে উৎকলবিজেতা চোড়গঙ্গের আধিপত্যকালে এই কেদারেশ্বরমন্দির নির্ম্মিত হয়। একাম্রপুরাণ ও কপিলসংহিতায় ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

কেদারেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখেই গৌরীমন্দির, শীতলাষষ্ঠীর দিন এখানে ভুবনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি গৌরীদেবীকে বিবাহ করিতে আসেন।

সিদ্ধেশ্বর।

মুক্তেশ্বরের ১০০ হাত উত্তরপশ্চিমে একটী অতি প্রাচীন ভগ্নমন্দির আছে। একাম্রপুরাণমতে, বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। শিবের উপাসনায় বিষ্ণু এখানে সিদ্ধিলাভ করেন, তজ্জন্য এখানকার অধিদেবতার নাম সিদ্ধেশ্বর হইয়াছে। এই মন্দিরের উচ্চতা ৪৭ ফিট্। এই মন্দিরের দক্ষিণে চক্রেশ্বর, শঙ্করেশ্বর, শক্রেশ্বর, শক্ত্যেশ্বর, বায়ব্যেশ্বর, বরুণেশ্বর, ধনদেশ্বর, পাবকেশ্বর, চন্দ্রশেখর, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি কএকটী মন্দির আছে। শেষোক্ত পরশুরামেশ্বর মন্দিরটী প্রায় ৬০ ফিট্ উচ্চ। ইহার সর্ব্বাঙ্গ নানাশিল্পনৈপুণ্যযুক্ত। রাজা রাজেন্দ্রলালের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধবিহারের অনুকরণে এই মন্দিরের কোন কোন অংশ নির্ম্মিত হইয়াছে। কোন কোন অংশ দেখিলেই যেন বিলাতের সাক্সন দিগের গির্জ্জা বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মন্দিরের গঠন দেখিলেই মহামন্দির অপেক্ষা অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। একাম্রপুরাণে পরশুরামেশ্বর 'দৈত্যেশ্বর' নামে বর্ণিত।

অলাবুকেশ্বর।

পরশুরামেশ্বরের উত্তরপশ্চিমে নাতিদূরে অলাবুকেশ্বরের মন্দির। অনেকেরই বিশ্বাস যে, এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা অলাবু কেশরীর নাম হইতেই ইহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই দেখাইয়াছি যে, অলাবুকেশরী নামে কোন রাজাই ছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। একাম্রপুরাণমতে, মহাদেবের অলাবু-কমণ্ডলু হইতেই ইহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। এই মন্দিরের ২০০ গজ পশ্চিমে নাকেশ্বর নামে ১টী সুন্দর অথচ পরিত্যক্ত মন্দির রহিয়াছে।

উত্তরেশ্বর।

বিন্দুসাগরের উত্তরতীরে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র বৃহৎ মন্দির আছে, তন্মধ্যে উত্তরেশ্বর প্রধান। একাম্রপুরাণমতে, এখানে মহাদেব ভীমমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং দেবী ভগবতী তাঁহাকে ভুলাইবার জন্য বহুরূপ ধরিয়াছিলেন। পৃথ্বীমধ্যে এই স্থান সর্ব্বাপেক্ষা পুণ্যদ বলিয়া বর্ণিত। ইহার নিকট ভীমেশ্বরনামে একটী মন্দির আছে। প্রবাদ, মধ্যম পাণ্ডব ভীম এখানে আসিয়া ঐ

---

* "তত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবী গৌরী ত্রৈলোক্যসুন্দরী।
স্বয়মেবাকরোৎ কুণ্ডং সর্ব্বপাপপ্রণাশনম্॥
স্নাত্বা তস্মিন্ মহাকুণ্ডে সংবৎসরসমাহিতঃ।
কৃত্তিবাসোঽর্চ্চনং তত্র সর্ব্বকামফলপ্রদম্॥"
(শিবোপপুরাণ উত্তরখণ্ড)

† "বিন্দুহ্রদে তনুত্যাগাৎ ত্রিসন্ধ্যে পিণ্ডদানতঃ।
কেদারে উদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥" (কপিলসংহিতা)

মন্দির নির্ম্মাণ করেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, ভুবনেশ্বর মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিলাফলকোক্ত রাজা ভীমদেব কর্ত্তৃক সম্ভবতঃ এই ভীমেশ্বর মন্দির স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

উক্ত স্থানের উত্তরপশ্চিমে অর্দ্ধমাইল দূরে রামাশ্রম অশোকবন দৃষ্ট হয়। এখানে একসময়ে কোন কেশরীরাজের প্রাসাদ ছিল, তাহারই নিকট রামেশ্বর-মন্দির ও অশোকতীর্থ। অশোকতীর্থের চারিধারেও অনেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, হনুমান প্রভৃতির ক্ষুদ্র মন্দিরও দেখা যায়। ইহারই অনতিদূরে গোসহস্রহ্রদ ও তাহার তীরে গোসহস্রেশ্বর মন্দির। একাম্রপুরাণমতে, এখানে ভগবতী গোচারণকালে লিঙ্গের উপর গোক্ষীর নিঃসারিত হইতে দেখিয়াছিলেন। গোসহস্রেশ্বরের উত্তরপূর্ব্বে ঈশানেশ্বর, তৎপরে যথাক্রমে ভদ্রেশ্বর, কুক্কুটেশ্বর, পরমেশ্বর, পূর্ব্বেশ্বর, স্বর্ণকুটেশ্বর, বৈদ্যনাথ, সূক্ষ্মাম্রাতকেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, বালকেশ্বর বা ডেকরা ভীমেশ্বর, উৎপলেশ্বর, জটিলেশ্বর, আম্রাতকেশ্বর, বৈতাল দেউল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি শিবালয় আছে। এতন্মধ্যে বৈতাল দেউলের গঠনের কিছু বিশেষত্ব আছে, ইহার চূড়া চারিকোণী, উপরে তিনটী কলস, দূর হইতে দেখিলে অনেকটা দাক্ষিণাত্যের গোপুর বলিয়া মনে হয়। মন্দিরে যথেষ্ট কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়।

সোমেশ্বর।

বৈতাল দেউলের প্রায় ১০০০ হাত দক্ষিণে সোমেশ্বরের মন্দির। এই দেবায়তন দেখিলেই মন বিমুগ্ধ হয়—ইহার সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য কোন কোন অংশে মুক্তেশ্বরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই মন্দির উচ্চে ৩৩ ফিট্ মাত্র, ইহার মোহন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৩×২১ ফিট্। ইহারই পার্শ্বে বউলমালা পাথরে গাঁথা একটা বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম পাপনাশিনী। প্রথমাষ্টমীর সময় এখানে ভুবনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি আনীত হয়।

সারী দেউল।

মহামন্দিরের উত্তরে এবং বড়াদণ্ড ও বিন্দুসাগর যাইবার রাস্তার ধারে বহু মন্দির আছে, তন্মধ্যে সারী দেউল উল্লেখযোগ্য। এই দেউল উচ্চে ৬৩ ফিট্। মন্দিরের ভিত্তি প্রায় ২৬ ফিট্ চওড়া, গৃহের ভিতর ১২×১১ ফিট্। মন্দির ও মোহনে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য আছে। ইহার সাজের কিছু বিশেষত্ব আছে। ভুবনেশ্বরের আর কোন মন্দিরে এরূপ দেখা যায় না। ধারী, খিলান ও পোস্তার মাথায় বহুবিধ চিত্রিত পাত্র দেখা যায়। দেখিলেই যেন প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের চিত্রপাত্র বলিয়া মনে হয়।

কপিলেশ্বর।

মহামন্দিরের সম্মুখ দিয়া একটা রাস্তা উত্তরে বড়াদণ্ড হইয়া ইহার আধ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া কপিলেশ্বর গ্রামে মিলিত হইয়াছে। এই গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস; বাস গৃহগুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুচিত্রিত। এই গ্রামের শেষ সীমায় কপিলেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার চত্বর ১৭৮×১৭২ ফিট্, তাহার চারিদিকে ৮ ফিট্ উচ্চ দুর্ভেদ্য পাথরের প্রাচীর। মধ্যস্থলে মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপযুক্ত দেউল। দেউল ৪৬ ফিট্ উচ্চ, বউলমালা পাথরে নির্ম্মিত। সমস্ত মন্দিরেই সাদাসিদা শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। দেখিলেই লিঙ্গরাজের মহামন্দির অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ মূলমন্দির ও মোহনের অনেক পরে নির্ম্মিত হয়। ভোগমণ্ডপে সুন্দর নানা রঙের মণ্ডোদক চিত্র দেখা যায়। মন্দিরের দক্ষিণ-প্রবেশদ্বারের নীচে একটা বৃহৎ সরোবর আছে। সরোবরের মধ্যে চিরস্থায়ী একটা প্রস্রবণ রহিয়াছে। তজ্জন্য জলও অতি পরিষ্কার। ইহার জল গ্রামের লোকেরা পান করিয়া থাকে। শিবপুরাণ, একাম্রপুরাণ, কপিলসংহিতা, স্বর্ণাদ্রিমহোদয় ও একাম্রচন্দ্রিকায় ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। বহুযাত্রী এই কপিলেশ্বর দর্শনে আসিয়া থাকে। ইহার নিত্য সেবাদি ভুবনেশ্বরেরই মত।

লিঙ্গরাজ।

অপরাপর শিবলিঙ্গের ন্যায় লিঙ্গরাজেরও পত্র, পুষ্প, ভাঙ্গ, দুগ্ধ, জল প্রভৃতি দ্বারা পূজা হয়। তবে জগন্নাথের ন্যায় ইঁহারও নিত্য অন্নভোগের বন্দোবস্ত আছে। অন্য স্থানের শিবনির্ম্মাল্য অগ্রাহ্য, কিন্তু ভুবনেশ্বরের নির্ম্মাল্য কখনও কেহ পরিত্যাগ করে না, যাত্রিমাত্রেই পরম ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন জগন্নাথের অন্নভোগ আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলে একত্র বসিয়া আহার করিতে পারে, লিঙ্গরাজের ভোগও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিকেই একত্র ভোজন করিতে দেখা যায়। নীচজাতি-স্পৃষ্ট হইলেও লিঙ্গরাজের ভোগ কখন অপবিত্র হয় না

নিত্যসেবা ব্যতীত লিঙ্গরাজের দ্বাদশ যাত্রা ও উপযাত্রা হইয়া থাকে।

দ্বাদশ যাত্রা যথা—১ম মার্গশীর্ষের কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে প্রথমাষ্টমা যাত্রা, ২য় ঐ মাসের শুক্লাষষ্ঠীতে প্রাবরণোৎসব, ৩ পৌষ-পূর্ণিমার পুষ্যযাত্রা, ৪ মকর-সংক্রান্তিতে ঘৃতকম্বলযাত্রা, ৫ মাঘসপ্তমী-যাত্রা, ৬ শিবরাত্রি, ৭ চৈত্রমাসে অশোকাষ্টমী, ৮ চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দ্দশীতে দমনভঞ্জিকা, ৯ বৈশাখ

অক্ষয়তৃতীয়া চন্দনযাত্রা, ১০ আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমীতে পরশুরামাষ্টমী যাত্রা, ১১ ঐ শুক্লা চতুর্দ্দশীতে শয়নচতুর্দ্দশীযাত্রা, ১২ শ্রাবণের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে পবিত্রারোপণযাত্রা। এতদ্ভিন্ন কার্ত্তিকমাসে যমদ্বিতীয়া ও উত্থানচতুর্দ্দশীযাত্রা হইয়া থাকে।

উপযাত্রা—অগ্রহায়ণে ধনুসংক্রান্তি, মাঘে বসন্তপঞ্চমী ও ভীমৈকাদশী, ফাল্গুনে কপিলযাত্রা ও দোলযাত্রা, চৈত্রে বাসন্তীপূজার সময় নবপত্রিকা, জ্যৈষ্ঠে শীতলাষষ্ঠী, ভাদ্রে জন্মাষ্টমী ও গণেশচতুর্থী, আশ্বিনে ষোড়শদিনপর্ব্ব ও দশহরা, এবং কার্ত্তিকে কুমারোৎসব হইয়া থাকে।

[ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ একাম্র শব্দে দ্রষ্টব্য।]

ভুবনেশ্বরী (স্ত্রী) ভুবনস্য ঈশ্বরী। দশ মহাবিদ্যার অন্তর্গত দেবীভেদ।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।" (তন্ত্রসা॰)

প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে,—পুরাকালে ভগবান্ ব্রহ্মা যখন জগৎ সৃষ্টি করিবার জন্য তপস্যায় নিমগ্ন হন, তখন এই পরমাশক্তি পরমেশ্বরী তাঁহার তপস্যার সন্তুষ্ট হইয়া চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিথিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

"অথ শ্রীভুবনাং বক্ষ্যে ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতরম্।
পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টুং তপোঽতপ্যত দারুণং।
তপসা তস্য সন্তুষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী।
চৈত্র-শুক্লনবম্যান্তু উৎপন্না তারিণী স্বয়ং॥" (প্রাণতোষিণী)

ব্রহ্মপুরাণে ইনি আঙ্গিরসবংশীয়দিগের কুলদেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

"দিদেশাঙ্গিরসং বংশে স দেবীং ভুবনেশ্বরীং" (ব্রহ্মপু॰ ১৮।৪)

[দশমহাবিদ্যা মহাবিদ্যা ও শক্তি শব্দেদেখ।]

ভুবনেশ্বরী কবচ (স্ত্রী) তন্ত্রসারোক্ত ধারণীয় কবচভেদ।

ভুবনেশ্বরী ভৈরবী (স্ত্রী) তন্ত্রোক্ত ভৈরবীভেদ।

ভুবনেষ্ঠা (পুং) মায়াতৎকার্য্যাত্মকে ভুবনে ভূতজাতে তিষ্ঠতি উপহিতঃ সন্ বর্ত্তত ইতি ভুবনে স্থা-বিচ্, তৎপুরুষে কৃতি বহুলমিতি সপ্তম্যা অলুক্ ততঃ ষত্বং। সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা। (অথর্ব্ব ২।১।৪)

ভুবনৌকস্ (পুং) ভুবনে ওকঃ স্থানং যস্য। ভুবনবাসী।

ভুবন্তি (পুং) ভুবং তনোতি তন-বাহু॰ তি, মুম্। ভূমণ্ডলবিস্তারক। "বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভুবন্তয়ে" (শুক্লযজু॰ ১৬।১৯) 'ভুবন্তির্ভূমণ্ডলবিস্তারকঃ' (বেদদীপ)

ভুবন্যু (পুং) ভবতীতি (কন্যুচ ক্ষিপেশ্চ। উণ্ ৩।৫১) ইতি চকারাৎ ভূতো রপি কন্যুচ্। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি। ৩ চন্দ্র। (মেদিনী) ৪ প্রভু। (উজ্জ্বল)

ভুবপতি (পুং) অগ্নির ভ্রাতৃভেদ। "ভুবপতয়ে স্বাহা" (শুক্লযজু॰ ২।২) 'ভুবপত্যাদয়স্ত্রয়োঽগ্নে র্ভ্রাতরঃ' (বেদদীপ॰) ২ ভুবলোকপতি।

ভুবস্ (অব্য॰) ভবতীতি ভু (ভুরঞ্জিভ্যাং কিৎ। উণ্ ৪।২১৬) ইতি অসুন্ সচ কিৎ। ১ আকাশ। (হেম) ২ মহাব্যাহৃতি ভেদ।

"অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহৎ ভূর্ভুবর্স্বরিতীতি চ॥" (মনু ২।৭৬)

ভুবর্লোক (পুং) ভুবশ্চাসৌ লোকশ্চেতি। ভূরাদি সপ্ত লোকের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক।

"ভূমিসূর্য্যান্তরং যচ্চ সিদ্ধাদিমুনিসেবিতাম্।
ভুবর্লোকস্তু সোঽপ্যুক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম॥"(বিষ্ণুপু॰২।৭অ॰)

ভূমি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহা ভুবর্লোক বা দ্বিতীয় লোক নামে অভিহিত। এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্ত্তৃক সেবিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে পরিমাণ, ভুবর্লোকের বিস্তার ও পরিমণ্ডলও তদ্রূপ।

ভুবস্পতি (পুং) ভুবো লোকস্বামী। (অথর্ব্ব ১০।৫।৪৫)

ভুবিষ্ঠ (ত্রি) ভুবি তিষ্ঠতি স্থা-ক, অলুক্ স॰ ততঃষত্বং। ভুবি স্থিত, পৃথিবীস্থিত।

"মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনং ভুবিষ্ঠং।
ন প্রাহরন্ যদনুভবে নিরস্তচিত্তাঃ॥" (ভাগ॰ ১।১৫।১৭)

ভুবিস্ (ক্লী) ভবতীতি ভবত্যস্মিন্ রত্নাদীনি বা ভূ-(ভুবঃ কিৎ। উণ্ ২।১১৩।) ইতি ইসিন্, সচ কিৎ। সমুদ্র। (উজ্জ্বল)

ভুবিস্পৃশ্ (ত্রি) ভুবি স্পৃশতি স্পৃশ্-ক্বিপ্, অলুকসমাস। পৃথিবীতে স্পর্শকারী।

"নাসাং বরো বংশতমা ভুবিস্পৃক্
পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্॥" (ভাগ॰ ৪।২৫।২৯)

ভুলুয়া, বর্ত্তমান নোয়াখালি জেলার প্রাচীন নাম। এখানে বারাহী-দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (দেশাবলী)

[নোয়াখালি দেখ।]

ভুলেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার মালশিরাগ্রামস্থ শিবলিঙ্গভেদ। এই সুপ্রাচীন দেবমন্দির প্রস্তরনির্ম্মিত ও অষ্টকোণাকার। ভার্গব স্বামী নামা জনৈক ব্যক্তি ইহার সভামণ্ডপ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতিবৎসর শ্রাবণী সংক্রান্তিতে এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভুশুণ্ডী, (ভুষণ্ডী) পুরাণবর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাকবিশেষ। প্রবাদ, এই কলির ভুশুণ্ডী আবহমান কাল বিদ্যমান থাকিয়া জগতের যাবতীয় ঘটনাপরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া আসিতেছেন। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের অবসানে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ

ভুশুণ্ডীকে রণবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সত্যযুগের শুম্ভ-নিশুম্ভ-যুদ্ধে বিনা আয়াসে তিনি দৈত্যরক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগের রাম-রাবণ-যুদ্ধে তাঁহাকে অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কিন্তু এই কুরুপাণ্ডবযুদ্ধে তাঁহার কষ্টের সীমা ছিল না। এতদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, শুম্ভসংহার কারণ দেবদানবযুদ্ধ জগতের একটী মহতী ঘটনা। রাক্ষসপতি রাবণনিধনব্যাপার সামরিক মহাঘটনার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে এবং এই তৃতীয় কৌরব যুদ্ধ পূর্ব্ব দুইটী যুদ্ধ অপেক্ষা অনেকাংশে হীন। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণের নির্ব্বাণ-প্রকরণের পূর্ব্বভাগে ১৫-২৭ অধ্যায়ে ভুশুণ্ডীর উপাখ্যান সবিস্তার লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পুরীধামস্থ সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে ভূশুণ্ডী কাকের প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উক্ত মূর্ত্তি চতুষ্পদ বিশিষ্ট। [জগন্নাথ দেখ]

ভুশুণ্ডীর এই সর্ব্বজ্ঞতা প্রচারিত থাকায় বর্ত্তমান বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রকেই শ্লাঘা করিয়া 'কলির ভুশুণ্ডী' শব্দে অভিহিত করাইয়া থাকে।

ভুষণ্ডী (স্ত্রী) পাষাণক্ষেপণার্থ চর্ম্মময় চন্দ্ররূপ অস্ত্রভেদ।

(ভারত ১।২২৭ অ০ নালকণ্ঠ)

"ততঃ পরিঘনিস্ত্রিংশৈঃ প্রাশশূলপরশ্বধৈঃ।
শক্ত্যৃষ্টিভির্ভুষণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈ শরৈরপি ॥"(ভাগ০৪।১০।১১)

ইহা প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণের একটী যুদ্ধাস্ত্র, ছুড়িয়া বা ফেলিয়া মারিতে হয়। ইহা বাহুত্রয় পরিমিত লম্ব, গ্রন্থি-যুক্ত ও স্থূলকায়। ইহার বর্ণ কৃষ্ণসর্পের ন্যায় উগ্রদর্শন। পাতন ও ঘূর্ণননামক গতিদ্বয় ইহার ক্ষেপণানুগত।

"ভুষণ্ডী তু বৃহদ্‌গ্রন্থির্বৃহদ্দেহঃ সুমৎসরঃ ॥
বাহুত্রয়সমুৎসেধঃ কৃষ্ণসর্পোগ্রবর্ণবান্।
পাতনং ঘূর্ণনঞ্চেতি দ্বে গতী তৎসমাশ্রিতে ॥" (ধনুর্ব্বেদ)

ভুসড়ি (দেশজ) ১ শূকর। ২ বীজকোষ।

ভুসা (দেশজ) ১ বর্ত্তিকার ধূমোত্থিত মসী। ২ ধান্যাদির তুষ।

ভুসাবল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫৭১ বর্গ মাইল। তাপ্তী, পূর্ণা, বাঘর, পুর, ভগবতী ও সুখী নদী ব্যতীত এখানে চাসবাসের সুবিধার জন্য দ্বিসহস্রাধিক কূপ খনিত আছে। নদী-তীরবর্ত্তী স্থান-বিশেষে উর্ব্বরতা ও শস্যপ্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইলেও, অপরাপর স্থানসমূহ আম্র, বাবুল প্রভৃতি বনমালায় পরিবেষ্টিত দেখা যায়। স্থানীয় স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। কেবল মাত্র পূর্ণা হইতে সুখী নদীর পার্ব্বত্য ভূভাগ পর্য্যন্ত স্থান রোগের আকর বলিয়া গণ্য। রোগের প্রাবল্য ও মৃতের আধিক্য হেতু এই স্থান জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এই উপবিভাগে ৩টী নগর ও ১৮৫ খানি গ্রাম আছে।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা০ ২১°১′৩০″ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৫:৪৭′ পূঃ। এখানে গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্‌সুলা রেলপথের নাগপুর শাখার সঙ্গম হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভুসী (দেশজ) দাইল প্রভৃতির তুষকে ভুসী কহে।

ভুসীমাল (দেশজ) বাণিজ্য ব্যাপারে ছোলা, তিসি, সরিষা, যব, গম, প্রভৃতিকে ভুসীমাল কহে।

ভূ, ১ সত্তা। ২ প্রাপ্তি। ভ্বাদি০ পরস্মৈ০ অক০ সেট্, প্রাপ্ত্যর্থে উভয়০ সক০। লট্ ভবতি, ভবতঃ, ভবন্তি। আত্মনেপদে ভবতে, ভবেতে, ভবন্তে। বিধিলিঙ্ ভবেৎ, ভবেত। লোট্ ভবতু, ভবতাং। লঙ্ অভবৎ, অভবত। লুঙ্ অভূৎ, অভূতাং, অভূবন্। অভবিষ্ট, অভবিষাতাং অভবিষত। লিট্ বভূব, বভূবে। লুট্ ভবিতা। আশীর্লিঙ্ ভূয়াৎ, ভবিষীষ্ট। সন্ যঙ্ বোভূয়তে বুভূয়তি। যঙ্ লুক্ বোভবীতি বোভোতি। ণিচ্ ভাবয়তি। লুঙ্ অবীভবৎ।

"ভবতে হুরিতক্ষয়ং যথোক্তৈঃ ক্রতুভির্ভাবয়তে নাগলোকম্।
ভবতি ত্রিদশৈশ্চ পূজিতো যস্তুণবৎ ভাবয়তি দ্বিষশ্চ সর্ব্বান্ ॥"

(কবির০)

অধি+ভূ=আধিক্যরূপে ঐশ্বর্য্য। অনু+ভূ=অনুভব, ইহা এক প্রকার জ্ঞানভেদ। এই অর্থে সকর্ম্মক। অন্তর+ভূ=তিরোভাব, অক০। অভি+ভূ=তিরস্কার, ২ আক্রমণ। সকর্ম্মক। 'অভিভবতি শত্রূন্'। আবিস্+প্রাদুস্+ভূ=প্রথম প্রকাশ। উদ্+ভূ=উৎপত্তি। অকর্ম্মক। তিরস্+ভূ=অন্তর্ধান, স্থিত বস্তুর কারণরূপে অবস্থান। পরা+ভূ=অসহন, পরাভব। পরি+ভূ=পরিভব, তিরস্কার। প্রতি+ভূ=তুল্যরূপ ভবন, প্রতিভূ। বি+ভূ=ব্যাপ্তি, বিভু। বি+অতি+ভূ=পরস্পর ভবন। আত্মনে০ সক০। "ব্যতিভবতে অক-মিন্দুঃ" (বোপদেব) সম্+ভূ=যোগ্যত্ব। প্র+ভূ=ঐশ্বর্য্য। অক০। 'ধনে প্রভবতি ধনমীষ্টে ইত্যর্থ'। সম্+ভূ=সম্ভব। নিশ্চিত প্রায় বিষয় অক০।

'যত্নে বিদ্যা সম্ভবতি, যত্নে সতি বিদ্যা প্রায়েণ নিশ্চিতমিত্যর্থঃ।'

ভূ, প্রাপ্তি। চুরাদি০ আত্মনে০ সক০ সেট্। লট্ ভবয়তে। লুঙ্ অবীভবত।

ভূ (অব্য০) ভূ-ক্বিপ্। রসাতল। (হেম)

ভূ (স্ত্রী) ভূ-আধারে কর্ত্তরি অপাদানে বা ক্বিপ্। ১ পৃথিবী, ভূমি। ২ স্থানমাত্র।

"যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ।
বিবাদ-সংবাদভুবো ভবন্তি॥" (ভাগ° ৬।৪।৩১)

৩ যজ্ঞাগ্নি। (জটাধর)

ভুঁইআদা (দেশজ) ভূমি আদ্রক,আদ্রকভেদ। (Hedychium angustifolium.) [আদা দেখ।]

ভুঁই (দেশজ) ভূমি। ভূমি শব্দের অপভ্রংশ।

ভুঁইআমলকী (দেশজ) গুল্মভেদ (Flacourtia cataphracta)।

ভুঁইওকড়া (দেশজ)ওকড়া বা গুল্মভেদ।(Verbena nodiflora.) ইহাতে এক প্রকার সদ্গন্ধ আছে।

ভুঁইকম্প (দেশজ) ভূকম্প, ভূমিকম্প।

ভুঁইকামড়ি (দেশজ) গুল্মভেদ (Convolvulus reniformis)।

ভুঁইকুমড়া (দেশজ) ভূমিকুষ্মাণ্ড। (C, paniculatus)

ভুঁইচাপা (দেশজ) ভূমিচম্পক (Kæmpferia rotunda)।

ভুঁইছাতী (দেশজ) ছত্রাকভেদ।

ভুঁইজাম (দেশজ) ভূমিজম্বু (Premna herbacea.)

ভুঁইডালিম (দেশজ) ডালিমভেদ। [দাড়িম্ব দেখ।]

ভুঁইডুমুর (দেশজ) একপ্রকার ডুম্বর গাছ। (Ficus-repens) [ডুম্বুর দেখ।]

ভুঁইমালি (ভূমন্দর), পূর্ব্ববঙ্গবাসী কৃষিজীবী নিকৃষ্টজাতি-বিশেষ। পাল্কীবহন ও দাসবৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও কার্য্যাদি লক্ষ্য করিলে অনুমান হয় যে, তাহারাই পূর্ব্বকালে বঙ্গের আদিম অধিবাসী ছিল। পরে হিন্দুধর্ম্মের প্রসার-প্রসঙ্গে তাহারা ক্রমশঃই হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ ও রীতিনীতি অভ্যাস করিতে শিখিয়াছে। দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে তাহারা হাড়ীর সমশ্রেণী বলিয়া গণ্য। ঢাকার ভুঁইমালিগণ বলে যে, তাহারা এক সময়ে শূদ্র ছিল, পরে আপনাদিগের কর্ম্মফলে এরূপ হীনবর্ণত্ব লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, একদা হরপার্ব্বতী ভক্তবৃন্দের পরিতুষ্টির জন্য মর্ত্ত্যধামে আগমন করেন। সকল জাতিই দেবীর মোহিনীমূর্ত্তি সন্দর্শনে তৃপ্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র জনৈক দুর্ভাগ্য ভুঁইমালি অস্ফুট স্বরে বলিয়াছিল যে, 'যদি আমি এরূপ রূপবতী যুবতী পাই, তাহা হইলে সকল প্রকার নিকৃষ্ট কর্ম্ম করিতে প্রস্তুত আছি ?' দেবা-দিদেব ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটী রূপ-গুণবতী ভার্য্যা প্রদানপূর্ব্বক ঝাড়ুদাররূপ নিকৃষ্ট কর্ম্মে নিয়োগ করেন। তদবধি তাহারা এইরূপ নিকৃষ্ট কর্ম্মই করিয়া আসিতেছে।

তাহাদের মধ্যে বড়ভাগিয়া ও ছোটভাগিয়া নামে দুইটা স্বতন্ত্র থাক আছে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত নাই। প্রথমোক্ত ভুঁইমালি-গণ কৃষি, গীতবাদ্য ও পাল্কীবহন প্রভৃতি কার্য্য করে, কিন্তু শেষোক্ত শ্রেণীর ভুঁইমালিগণ ময়লা ফেলার কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা ডোম, মেহতর বা হালালখোর প্রভৃতির ন্যায় নিকৃষ্ট কার্য্যে লিপ্ত হয় না বা আপনাদের রমণীগণকে তদ্রূপ নিকৃষ্ট কার্য্যে নিয়োজিত করে না। ত্রিপুরা-রাজ্যের সরাইল-বাসী ভুঁইমালিগণ শূকর পোষে, তাহারা অন্যান্য ভুঁইমালি কর্ত্তৃক স্বশ্রেণী মধ্যে গৃহীত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণী ব্যতীত, মিত্রসেনী-বেহারানামে তাহাদের একটী থাক আছে। তাহারা বল্লালসেনাত্মজ মিত্রসেন-নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালার আদিম বেহারার জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ তাহারা সেনরাজাদিগের সময় হইতে বেহারার কার্য্য করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই কৃষি-জীবি। অনেক হিন্দু-পরিবার তাহাদের মধ্য হইতে ভৃত্যগ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হন না। একই ব্রাহ্মণ তাহাদের পরস্পরের যাজকতা করিলেও বড়ভাগিয়াগণ মিত্রসেনীদিগকে ঘৃণা করে, কখন উভয়ে একত্র আহার করে না।

কীর্ত্তন ও গীতবাদ্যব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া এখন তাহারা গ্রামে গ্রামে চৌকীদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। গ্রামের শ্রীবৃদ্ধির জন্য অনেকে জমিদার বা গ্রাম্য পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক ঝোড়-জঙ্গল-পরিষ্কার, পথঘাট-নির্ম্মাণ, ঝাড়ুদার ও মৃত জীবদেহ গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ পাত্রের বিবাহে তাহারা একটাকা ও পাত্রীর বিবাহে আটআনা পয়সা পাইয়া থাকে। বিবাহের সময় তাহারা মসালচীরও কার্য্য করে। হিন্দুর আলয়ে ভুঁইমালি ঝাড়ুদারের কার্য্য নিষিদ্ধ, কারণ তাহাদের পদার্পণে গৃহাদি অপবিত্র হয়; কিন্তু তাহাদের বালিকা কন্যা (দাসী বা ছুকরী নামে অভিহিত) কোন কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কারকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তাহাদের রমণীগণ সাধারণতঃ ধাত্রী-কার্য্য করে। কখন কখন তাহারা গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য বাসনাদি মাজিয়া ধুইয়া দিয়া যায়।

হিন্দু-গৃহে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহারা বেদী প্রস্তুত করে। দুর্গোৎসব প্রভৃতি কার্য্যে তাহারা প্রাঙ্গণভূমি পরিষ্কার করিয়া গোময় লেপন করিয়া দেয়। সন্ধ্যাকালে দেবপ্রদত্ত বলির ভাগ তাহারা ব্যতীত অপরে গ্রহণ করিতে পারে না। বাস্তু-পূজা ও গৃহ-নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেও তাহাদের সাহায্য আবশ্যক।

ঢাকা ও ব্রহ্মপুত্রনদের প্রাচীন খাতবাসী ভুঁইমালিগণের মধ্যে পরাশর ও আলম্যান গোত্র প্রচলিত আছে। তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করে না, বিবাহে নিম্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাদের পৌরোহিত্য করে। তাহারা সাধারণতঃই বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ তাহা-দের প্রধান উপাস্য দেবতা। প্রায় সকল হিন্দুপর্ব্বই তাহারা পালন

করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন খাজাখিজর ও পীর বদরের পূজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আষাঢ় মাসের অম্বুবাচীর তিন দিন তাহারা ভূমিকর্ষণাদি করে না।

উচ্চশ্রেণীয় হিন্দুগণের ক্রিয়াকলাপাদি অনুসরণ করিয়া শূদ্রশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইলেও,তাহারা এখনও গ্রামের ভিতর থাকিতে পায় না। এখনও তাহারা জাতিগত নীচবৃত্তি লইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর ন্যায় এখন তাহারা শূকরভোজন ত্যাগ করিয়াছে। ২০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা চণ্ডালদিগের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিত, কিন্তু এখন উচ্চ-সমাজে মিলিত হইবার আশায় তাহারা তাহাদের সাহচর্য্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভূঁইয়া, স্বনামখ্যাত ভারতবাসী জাতিবিশেষ। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই 'ভূঁইয়া' শব্দ জাতিবাচক কিনা, তদ্বিষয়ে জাতি-তত্ত্ববিদ্‌গণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে আসাম হইতে পশ্চিমে রাজপুতানা এবং উত্তরে উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে দক্ষিণে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগে ভূঁইয়া নামধেয় শ্রেণীবিশেষের বাস আছে। উহাদের সকলের মধ্যেই যে অনার্য্যরক্ত প্রবাহিত এরূপ নহে। রাজপুতানার ভূঁইয়া (ভূমিয়া)গণ রাজপুত, বেহারের ভূঁইয়া (ভূমীহার)গণ বাভন এবং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের ভূঁইয়া (বার ভূঁয়া)গণের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দুজাতির সমাবেশ থাকায় তাঁহারা অনুমান করেন যে, এই ভূঁইয়া শব্দ জাতিগত না হইয়া বরং ব্যক্তিগত ছিল। যে সকল ব্যক্তি পূর্ব্বকালে স্থানবিশেষে আসিয়া বন কাটিয়া বসতি করিয়াছে,তাহারা স্থানীয় জমিদার বা রাজার নিকট সেই ভূমির সত্ব লাভ করিয়া ভূঁইয়া নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এখনও আসামের অনেক ভূম্যধিকারী ভূঁইয়া উপাধি রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এইরূপে গাঙ্গপুর ও বোনাই সামন্তরাজ্যে, ছোটনাগপুর ও মানভূমে, কেঁউঝরে এবং লোহারডাগার মুণ্ডা, ওরাওন্ প্রভৃতি অনার্য্যজাতির মধ্যেও ভূমিজ বা ভূঁইয়া উপাধি দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, বর্ত্তমান ভূঁইয়া নামধেয় অনার্য্যজাতির পূর্ব্ব-পুরুষগণ এখানে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে বসবাস করে। যাহারা সেই সময়ে বন্যবিভাগ পরিষ্কার করিয়া সেই ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ ভূমিহার, ভূঁইয়ার বা ভূঁইয়া আখ্যালাভ করিয়াছে। ক্রমে একস্থানে বাসনিবন্ধন এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ এরূপ একটা স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত হইয়া আসিতেছে।

দ্রাবিড়-শাখাভুক্ত যে অনার্য্য-সম্প্রদায় এইরূপে একত্র বসবাস করিয়াছে,তাহারাও কালে ভূঁইয়া নামধারী জাতিরূপে গণ্য হয়। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি জাতি বা বংশের উপাধি-ধারী ভূঁইয়াদিগকে ছাড়িয়া ছোটনাগপুর-অধিত্যকার দক্ষিণস্থ গাঙ্গপুর, বোনাই, কেঁউঝর ও বামড়া প্রভৃতি সামন্তরাজ্যবাসী ভূঁইয়াদিগের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিলে, শেষোক্তদিগকেই প্রকৃতপক্ষে ভূঁইয়া জাতি বলা যায়। সিংহভূম, হাজারিবাগ ও দক্ষিণবেহারে মুসাহারনামক ভূঁইয়াদিগের প্রতিপত্তি দেখা যায়।

মীর্জাপুরবাসী ভূঁইয়াগণের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে:—মোম ও কুম্ভনামক ঋষিদ্বয়ের যথাক্রমে ভদ্র ও মহেশ নামে দুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ভদ্র মগধের বিজন অরণ্যে গমন করিয়া তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হন। মহেশও তাঁহার সেবার জন্য বনগমন করেন। [illegible] মহেশ বনমধ্যে গমনপূর্ব্বক ফলমূল আহরণ করিতেন। অর্দ্ধেক আপনি ভক্ষণ করিয়া অপরার্দ্ধ ভ্রাতৃসেবার্থ রাখিয়া দিতেন। যে নিম্বতরুমূলে ভদ্র ধ্যানে নিরত হইয়াছিলেন, একদা তিনি ক্ষুধাবশে তাহারই ছাল ভক্ষণ করিলেন। তদবধি তিনি নিম্ব-ঋষি নামে খ্যাত হন।

এইরূপ কঠোর তপশ্চর্য্যায় দ্বাদশবর্ষ কাল অতিবাহিত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে ছলন করিবার জন্য জনৈক স্বর্গ-বিদ্যাধরীকে প্রেরণ করেন। নিম্বঋষি তাহার সেবা ও রূপদর্শনে কামাভিভূত হইয়া তাহার সহবাস করিলেন। এই সংযোগফলে তাঁহার সাত পুত্র হয়। ঐ সাত পুত্রের বংশ হইতে মগহিয়া, তীরবাহ, দণ্ডবার, ধেলবার, মুসাহার, ভূঁইহার বা ভূঁইয়ার জাতির উৎপত্তি হয়। উক্ত ঋষি হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ভূঁইয়াগণ আপনাদিগকে ঋষিয়ান্ ভূঁইয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মীর্জাপুরী-ভূঁইয়াগণ মুসাহার ও ভূমিহারদিগের সহিত আপনাদের আত্মীয়তা স্বীকার করে; কিন্তু ছোটনাগপুরে ভূঁইয়াদিগের সহিত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া স্বীকার করে না। শেষোক্ত স্থানের ভূঁইয়াগণ শম্বুক হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করে এবং কোন কোন স্থানের ভূঁইয়াগণ কোল, সাঁওতাল বা খাসিয়া জাতির ন্যায় আপনাদের উৎপত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিয়া থাকে।

গাঙ্গপুর ও বোনাইবাসী ভূঁইয়াগণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ, সুগঠিত, মধ্যমাকৃতি ও কর্ম্মঠ। অতিশয় পরিশ্রমেও তাহারা কাতর হয় না। তাহাদের চতুরস্র মুখাকৃতি, নাসা, গণ্ডাস্থি, হনু, দন্ত ও চিবুকাস্থি লক্ষ্য করিলে সমতলবাসী বলিয়াই অনুমিত হয়। আবার কেঁউঝরবাসী পার্ব্বতীয় ভূঁইয়াগণের আকৃতি অনেকাংশে তুরাণীয়বৎ। তাহাদের প্রশস্ত মুখ, পুষ্ট অধরোষ্ঠ, ক্ষুদ্র কপাল ও চক্ষু প্রভৃতি হইতে তাহার বিশেষ

প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্ব্বোক্তের ন্যায় কৈউঝরা ভুঁইয়াগণও বলিষ্ঠ এবং ক্ষুদ্রাকার। মীর্জাপুরীদিগের সহিত কৈউঝরী-দিগের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

সিংহভূমের দক্ষিণস্থ ভুঁইয়াগণ পবন-বংশ বা 'পবন-কা-পুৎ' বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। বেহারের দক্ষিণস্থ মুসাহার হইতে লোহারডাগার দক্ষিণের খণ্ডাইৎ-পাইক পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানবাসী ভুঁইয়াগণ ঋষিমুনি বা ঋখিয়াসন্‌কে আপ-দের কুলদেবতা বলিয়া স্বীকার করে। ঋক্ষ (ভল্লুক) তাহাদের জাতিনির্ব্বাচক ছিল*। কালে সেই ঋক্ষ দেবতা, মুনি বা পূর্ব্বপুরুষরূপে পূজিত হইতেছে। এই প্রবাদমূলে যাহাই থাকুক না কেন, এতদ্দ্বারা অনুমান হয় যে, মীর্জা-পুর, সিংহভূম, গাঙ্গপুর প্রভৃতি সামন্তরাজ্য এবং বেহার ও লোহারডাগার পার্ব্বত্য অধিত্যকাবাসী ভুঁইয়াগণ এক শ্রেণীতে নিবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু তাহাদের মধ্যে নানা বিষয়ে পার্থক্য এবং দূরতানিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে অনেক জাতায় বৈষম্য সংঘটিত হইয়াছে।

বাঙ্গালার ভুঁইয়াদিগের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা সুকঠিন। স্থানবিশেষে অবস্থার পরিবর্ত্তনহেতু তাহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উড়িষ্যার সামন্তরাজ্যস্থ ভুঁইয়াগণ পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করিয়া পূর্ব্বপুরুষা-র্জ্জিত ভূসম্পত্তিসমূহ আপনাদিগের আয়ত্তাধীন রাখিয়া একটি স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিলেও, আপনাদের সামাজিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও সর্দ্দারের অধীনস্থ দলপতিদিগের নিকট হইতে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায্য পাইবার প্রত্যাশায় সকলকেই পূর্ব্বপ্রথামত ভূমিদান করিয়া থাকেন। এইরূপে ভূমিলাভ করিয়া উড়িষ্যার খণ্ডাইত-সম্প্রদায় দল-বলপুষ্ট হইয়া সমাজে সমধিক সমুন্নত হইয়াছে এবং সমাজে প্রাধান্য-লাভ করিয়া তাহারা আর পূর্ব্বতন ভুঁইয়া নামধারণ-পূর্ব্বক নিকৃষ্টজাতিত্বের পরিচয় দিতে স্বীকৃত হয় না।

উড়িষ্যা-রাজবংশের উন্নতিসময়ে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিয়া খণ্ডাইৎ প্রভৃতি সভ্যতার সোপানে আরোহণপূর্ব্বক সমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; বেহারে তাহাদের সহ-যোগিগণ উপনিবেশ স্থাপনের পর সেরূপ প্রশস্তক্ষেত্র না পাওয়ায় পূর্ব্ববৎ বন্যস্বভাবই বহন করিতেছে। এখানে তাহারা ভূমিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় বাভন ও রাজপুতদিগের অধীনে কৃষি বা অন্যান্য কর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এখানে তাহারা অনার্য্যরীতি-অনুসারে মেঠো ইন্দুর ধরিয়া খাইত বলিয়া হিন্দুদিগের নিকট মুসাহার নামে পরিচিত হইয়াছে। বিদেশে আসিয়া সামাজিক অবস্থায় হীন হইলেও তাহারা ভুঁইয়া নামের গৌরব পরিত্যাগ করে নাই, কিন্তু খণ্ডাইতগণ সমাজে প্রকৃষ্ট স্থান-লাভাশায় ঘৃণার সহিত সেই নাম বর্জ্জন করিয়াছে।

কৈউঝরের ভুঁইয়াদিগের মধ্যে মাল, দণ্ডসেন, খট্টি ও রাজকুলী নামে ৪টী স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। রাজবংশের সহিত সংস্রব থাকায় শেষোক্ত থাকের নাম রাজকুলী হইয়াছে। শুনা যায়, প্রায় ২৭ পুরুষ পূর্ব্বে ভুঁইয়াগণ জনৈক ময়ূরভঞ্জ রাজপুত্রকে অপহরণ করিয়া আপনাদের রাজা করে। ঐ রাজপুত্রের ঔরসে ভুঁইয়া-রমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহারাই রাজকুলী নামে খ্যাত।

মীর্জাপুরী ভুঁইয়াদিগের মধ্যে তীরবাহ, মগহিয়া, দণ্ডবার মহৎবার, মহাঠেক, মুসাহার, ভুঁইহার বা ভুঁইয়ার নামে আটটী থাক আছে। তন্মধ্যে লোহারডাগা ও মানভূমি অঞ্চলে দণ্ডবার, মগহিয়া, মহৎবার, তীরবাহ ও মুসাহার-শাখা-ভুক্ত ভুঁইয়ার বাস দেখা যায়। ঐ ৮টী শ্রেণীর নাম কার্য্য, স্থান বা জীববিশেষের নাম হইতে অনুকৃত হইয়াছে। তীর হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তীরবাহ, দণ্ড-(ব্যায়াম) কুশলী বলিয়া দণ্ডবার, মগধে বাস হেতু মগহিয়া, মুসা (ইন্দুর) ভক্ষণ করে বলিয়া মুসাহার, দলপতি বা মণ্ডলের পদস্থ বলিয়া মহৎবার। এখানকার মুসাহারগণ বলে যে, ৩ বা ৪ পুরুষ হইল তাহারা মগধরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া এতদ্দেশে বসবাস করিয়াছে। তাহাদের বিবাহাদি সকল কার্য্যই এখানে সম্পাদিত হয়। বেহারবাসী মুসাহারদিগের সহিত তাহাদের কোনও সম্পর্ক নাই।

এখানকার তীরবাহ, দণ্ডবার ও মহৎবারের মধ্যে পর-স্পর আদান প্রদান প্রচলিত আছে এবং মগহিয়া, মহঠেক, ভুঁইয়ার বা ভুঁইহার ও মুসাহারগণ পরস্পরের মধ্যে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেয়। সকল সময়েই যে এই নিয়ম পরিরক্ষিত হইতেছে, এরূপ নহে, কখন কখন তাহারা আপনাপন থাকের মধ্যেও বিবাহ দেয়। স্বশ্রেণীস্থ দুই তিন পুরুষের মধ্যে কোন বিবাহসম্বন্ধ না থাকিলেও সেই পরিবারের সহিত বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপনে কোন নিষেধ দৃষ্ট হয় না।

হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণার ঘাটবাল ভুঁইয়াগণ এবং টিকাইত ভুঁইয়াগণ ভূম্যধিকারী বলিয়া সমাজে উচ্চাসন লাভ করিয়াছে। তাহারা ক্রমশই স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর রাজ-

* এখনও অনেক পার্ব্বতীয় বন্যজাতির মধ্যে গাছ, পাহাড়, ভেক, শূকর প্রভৃতি হইতে জাতীয় নামকরণ প্রচলিত রহিয়াছে।

পূত জাতির সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে ; এতদ্ভিন্ন সাঁওতাল-পরগণায় রায় ভূঁইয়া ও দেশবালী এবং মানভূমে কাতুরা, মুসাহার ও ধোয়া ভূঁইয়া প্রভৃতি কয়টী থাক দৃষ্ট হয়।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহাদের বিবাহসম্বন্ধে বিশেষ বিধিনিষেধ নাই। এক শ্রেণীর মধ্যে দুই তিন পুরুষ কাটিয়া গেলে অথবা সেই পূর্ব্বতন সম্বন্ধ স্মৃতিপথ হইতে বিস্মৃতিসলিলে বিলীন হইলে, পুনরায় সেই পরিবারের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব্ব সম্পর্কের জন্য কিছুই আসে যায় না। এইজন্য বিবাহের পূর্ব্বে তাহাদের জাতীয় পঞ্চায়ত বসে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালে জ্ঞাতিকুটুম্বকে ভোজ না দিলে, স্বশ্রেণীবহির্ভূত ব্যক্তির সহিত পানভোজন করিলে এবং ব্যভিচার-দোষদুষ্ট হইলে পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক সেই ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধি নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ একস্থানবাসী ভ্রাতৃবর্গকে ছাগমাস, মদিরা ও অন্ন খাওয়াইতে পারিলেই দোষস্খলন হইতে পারে। এই জাতীয় পঞ্চায়তের দলপতি মহতো নামে খ্যাত এবং এই পদটীও সাধারণতঃ পিতৃপদানুসারী হইয়া থাকে। যদি কখন বালক মহতো দলপতি হন, তাহা হইলে পঞ্চায়ত কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া অপর এক ব্যক্তি তৎপরিবর্ত্তে কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহারা কন্যাপুত্রের বিবাহের জন্য দেশান্তরে পাত্র বা পাত্রী অন্বেষণে গমন করে না। এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া যে সকল ভূঁইয়া বাস করে, তাহারা সামাজিক বিধিনিষেধ রক্ষা করিয়া আপনাদের মধ্য হইতেই পাত্র বা পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া লয়। এক ব্যক্তি সমর্থ হইলে একাধিক পত্নী ক্রয় করিতে পারে। ঐ পত্নীগণ স্বামিগৃহে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে বাস করিতে অথবা পিত্রালয়াদিতে ইচ্ছামত থাকিতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন ভ্রমণেচ্ছা বলবতী দেখা যায়। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা এইরূপ স্বাধীন ভাবে অবস্থানকালে স্বশ্রেণীর কোন যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে কন্যার পিতা সাধারণ ভোজ দিয়া ঐ প্রণয়ীর সহিত প্রণয়িনী কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু যদি সে অপর জাতীয় কোন পুরুষের সহিত গুপ্তপ্রেমে মজিয়া যায়, তাহা হইলে পঞ্চায়ত তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। পিতা মাতার অভিমতেই পুত্র-কন্যার বিবাহ হয়। বালক বালিকার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিবাহের কাল। ধনী ও নির্ধনের পক্ষে কন্যাপণ পাঁচ টাকা, ৮ সের চাউল, ২ সের চিনি ও ১ সের হরিদ্রা। বিবাহের পর বরকন্যা উভয়ের মধ্যে কেহ মূক, উন্মাদ, কুব্জ, ধ্বজভঙ্গ বা ভগ্নাঙ্গ প্রকাশ পাইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্র পরস্পরে সন্দিহান হইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চায়তকে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ না দেখাইতে পারিলে কোন উপায় নাই। স্বামিত্যাগের পর সেই রমণী পুনরায় বিবাহিত হইতে পারে। কুমারী, বিবাহের পণ দিতে অক্ষম এরূপ মৃতদার ব্যক্তি ঐ রমণীর পাণিগ্রহণে সমর্থ। সাগাই-প্রথামত তাহারা বিধবাবিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সে সময়ে ঐ স্ত্রীর শ্বশুরপক্ষীয় লোকদিগকে এ বিবাহে কেবলমাত্র পুত্রীকে একখান সাড়ীদান ও স্বগৃহে স্বজাতি-ভোজ ব্যতীত অপর কোনরূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না। কনিষ্ঠ দেবর যদি জ্যেষ্ঠ জায়ার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা না করে, তাহা হইলে সেই বিধবা রমণী অন্যত্র স্বামিগ্রহণে সমর্থ হয়।

দেবরকে পরিত্যাগ করিয়া যে রমণী অপরকে বিবাহ করে, তাহার পূর্ব্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র বা সম্পত্তির উপর অধিকার থাকে না। ঐ বালকগণ পিতৃব্যের অধীনে প্রতিপালিত হইয়া পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। দেবর যদি জ্যেষ্ঠ-জায়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগকে পালন করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা সাবালক হইলে সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ নিজে লইয়া অপরার্দ্ধ ভ্রাতুষ্পুত্রগণকে প্রদান করিয়া পৃথক্ হয়।

তাহাদের মধ্যে দত্তকগ্রহণের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। ভ্রাতুষ্পুত্র বা দৌহিত্রকে দত্তক লইতে পারে, কিন্তু ভাগিনেয়কে লওয়া একান্ত নিষিদ্ধ। সাধু পুরুষ ব্যতীত অকৃতদার, খঞ্জ, অন্ধ বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তি দত্তকগ্রহণে সমর্থ। দত্তকগ্রহণকালে তাহাদের বিশেষ কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

সূতিকাগারে প্রসূতি প্রসূত হইলে, জনৈক চামাররমণী আসিয়া জাতবালকের নাড়ী কাটিয়া সেই নাড়ী, যে স্থানে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, ঠিক সেইস্থানেই পুতিয়া ফেলে। ছয় দিন প্রসূতিকে সূতিকাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়, শেষ দিনে ষষ্ঠী পূজা। ঐ দিন পরিবারস্থ সকলকেই ক্ষৌরকার্য্য করিতে হয় ও রন্ধনশালার পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া নূতন হাঁড়িতে খাইতে হয়। ধাত্রী, প্রসূতি ও বালককে স্নান করাইবার সময় ননদিনী আসিয়া সূতিকাগৃহ পরিষ্কার করিয়া যায়।

জাতবালকের পঞ্চম বা ষষ্ঠবর্ষে কর্ণবেধ হয়। বিবাহকালে বরের পিতা কন্যা নির্ব্বাচন করিয়া আইসে। তৎপরে পাত্রের মাতুল, মহতো ও চারি পাঁচজন বন্ধু কন্যার পিত্রালয়ে গমন করে। বিবাহপ্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে, বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে খাওয়ান হয়। পরদিন প্রভাতে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে ময়দার একখানি চৌকা আসন প্রস্তুত করিয়া বা তদুপরে কন্যাকে দাঁড় করান হয়, তৎপরে কন্যাপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় উক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইয়া পাত্রীকে দেখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া যায়।

বাগ্‌দান হইলে বিবাহের দিন স্থির হয়। উহার তিন দিন পূর্ব্বে মাঠমঙ্গল উৎসব সমাহিত হয়। তৎপরে যথাক্রমে টীকাদান, তেলহাঁড়ি, ভাতবান, ইম্‌লিঘোটনা, পরছন প্রভৃতি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বরযাত্রীদিগকে লইয়া বর, কন্যার পিত্রালয়ে গমন করে এবং নির্দ্দিষ্ট একটা বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করে। কন্যা-পক্ষীয়গণ ঐখানে আসিয়া বরের পা ধোয়াইয়া দেয়। তৎপরে কন্যার পিতা আসিয়া জামাতাকে গৃহে লইয়া যায়। এখানে আসিয়া বর, কন্যাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া বিবাহমঞ্চ হইতে বাহির করিয়া আনে। তৎপরে বৃক্ষকে বিবাহ করিয়া তাহাতে সিন্দুর-দানান্তর কন্যার সীমন্তে সিন্দুর দান করে। ইহাই বিবাহ-বন্ধনের একমাত্র নিয়ম।

তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনপ্রকার বিবাহ চলিত দেখা যায়। ১ চরহৌবা বা কুমারীদান, ২ সাগাই বা বিধবাবিবাহ এবং ৩ গুরাবৎ বা পরিবর্ত্ত বিবাহ।

কন্যা শ্বশুরালয়ে আসিলে, সাধারণ হিন্দুর মত আশী-র্ব্বাদাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়। তৎপরে জ্ঞাতিভোজ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হিন্দুর সংস্পর্শে বসবাসহেতু তাহারা বিবাহব্যাপারে হিন্দুর আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিলেও আপনাদিগের পূর্ব্বতন অনার্য্যরীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই।

তাহারা পীড়িত আত্মীয় স্বজনকে ঘরে না মারিয়া নিকট-বর্ত্তী নদীতীরে লইয়া যায় এবং প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইলে পর যথানিয়মে দাহ করে। মুখাগ্নি দিবার প্রথা থাকিলেও কোন মন্ত্রতন্ত্র নাই। সকল বিষয়ই সাধারণ হিন্দুর অনুকরণে সম্পা-দিত হইয়া থাকে। যে নিকটাত্মীয় মৃতের মুখাগ্নি দেয়, সে পরদিন প্রভাতে আসিয়া দাহস্থান হইতে অস্থিভস্ম উঠাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করে। তাহার অশৌচ ১০ দিন থাকে। ঐ সময় সে একাকী হবিষ্যান্ন পাক করিয়া খায় এবং প্রত্যহ ভোজন করিবার পূর্ব্বে মৃতের উদ্দেশে সেই অন্ন হইতে প্রথম একটা পিণ্ড দিয়া থাকে। ১০ম দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তে সে আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া মৃতের গৃহে উপস্থিত হয় এবং প্রেতের তৃপ্তির জন্য একটা ছাগ মারিয়া রন্ধন করে। পরে মদ্যাদি পান ও মাংস, অন্ন প্রভৃতি ভোজনের পর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পন্ন হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিন্দুপ্রধানস্থানে বাস করিয়া তাহারা নানা বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহ, জাতকর্ম্ম, শবদাহ এবং দেবপূজাদিও তাহারা হিন্দুর মত সমাধা করিয়া থাকে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, পূর্ব্বোক্ত কোন কাজেই তাহাদের ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না। কালী, পরমেশ্বর, পাহাড়ীদেবী, ধরিত্রীমাতা প্রভৃতি তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। অনন্তচতুর্দ্দশী তাহাদের মধ্যে একটী মহোৎসব।

বোনাইবাসী ভুঁইয়াদিগের মধ্যে দসুমপৎ, বামোণীপৎ, কোইসরপৎ ও বোরম নামে চারিটী গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রচলিত দেখা যায়। 'দেওসারা' নামক গ্রাম্য নিকুঞ্জে তাহাদের পূজা হয়। তাহাদের মধ্যস্থিত 'দেওরী' নামক সম্প্রদায় পূজারীর কার্য্য করিয়া থাকে।

কেঁউঝর, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরাণীমাই, দুর্গামাতা প্রভৃতি দেবী এবং দর্হা, কুদ্রা, কদ্রি, পাচেরিয়া, হাঁসেরবাড়, পকাহি প্রভৃতি উপদেবতার পূজা প্রচলিত দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ঋষিমন্, নাড়ুবীর ও তুলসীবীর প্রভৃতি পূর্ব্ব-পুরুষের স্মরণার্থ নানা প্রকার গল্প ও বীরত্বকাহিনী শ্রুত হওয়া যায়। প্রবাদ, নাড়ুবীর এক ঋষিকন্যার পাণিগ্রহণ করেন, পরে পুত্রকাম হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কামরূপ-কামাখ্যায় উপনীত হন। এখানে নয়না-যোগিনীর কুহকে মজিয়া তিনি কালাতিপাত করেন। রাজ-কন্যা নয়না ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাকে দিবসে বৃষরূপে রাখিত ও রাত্রে পূর্ব্বরূপ লইয়া সুখে আমোদ করিত। একদা নয়নার আদেশে সে পূর্ব্বপত্নীকে দেখিতে আইসে, এই সময় তাহার গর্ভ হয়। ঐ গর্ভজাত বালক তুলসীবীর মায়াজাল ভেদ করিয়া পিতাকে উদ্ধার করে। পরে তুলসী মরঙ্গ-নগরস্থ বীর গদাধর ও গঙ্গারাম ভ্রাতৃদ্বয়কে রণে পরাভূত করিয়া তাহাদের ভগিনী বারি-যশোমীতকে হরণ করে। যশোমতীর গর্ভে লহঙ্গবীরের জন্ম হয়। লহঙ্গের পূজায় ভুঁইয়াগণ ছাগ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি উৎসর্গ করে।

ভুঁইয়ার, উঃপঃ প্রদেশের মীর্জাপুরের দক্ষিণদিগ্বাসী অনার্য্য জাতিবিশেষ। বেওরা প্রথায় অর্থাৎ বন দখল করিয়া আপ-নাপন উপযোগী কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করে বলিয়া, তাহারা বেও-রিহ আখ্যা লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, তাহারা ভোড়ঁদহ নামক স্থান হইতে এখানে আসিয়া এখন হিন্দুর আচার ব্যব-হারের অনুকরণকারী হইয়াছে। এমন কি, তাহারা সন্নি-কটস্থ ভূমিহার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দিগের নাম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত নয়। তাহারা ভূমিহার হইতে আপনাদিগকে ভুঁইহার নামে পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং ক্রমে তাহা হইতে ভুঁইয়ার সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। তাহাদের অনার্য্য আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া জাতিতত্ত্ববিদ্‌গণ তাহাদিগকে মুণ্ডা, ভুঁইয়া প্রভৃতি জাতির সমশ্রেণী বলিয়া স্বীকার করেন।

জোনাথন ডন্‌কান্ সাহেব তাহাদের 'বেবারিয়া' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

মীর্জাপুরী ভুঁইয়ারদিগের মধ্যে ১৫টী কুড়ি বা থাক আছে, তন্মধ্যে খগোরিহ, সুইদহ, থটকরিহ, দেওহরিয়া ও যারগোরিহা নামক ও ৫টী থাক বাসভূমির নামে কল্পিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভুঁইহার, নাপান, ভূসার, ভল্ল, শিশি বুন্‌বুন্, কড়্‌রা রায়, দাসপুত ও ভনিহা নাম বিভিন্ন বিষয় হইতে গৃহীত বোধ হয়।

স্ব স্ব কুড়ি মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদান নিষেধ নাই। মামেরা, চাচেরা, ফুফেরা বা মৌসেরা প্রথায় বিবাহে কোন বিশেষ আপত্তি নাই। এক পুরুষ গত হইলে পুনরায় পিতৃ ও মাতৃকুলে বিবাহ চলিতে পারে।

পঞ্চায়ত-সভা হইতে সামাজিক গোলযোগের নিষ্পত্তি হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিরাই মধ্যস্থ হইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়া থাকে। পুরুষ ব্যভিচারী ও পরদারগামী হইলে দুই বৎসরের জন্য জাতিচ্যুত হয় এবং রমণীগণ অপর জাতির পুরুষের সহিত আসঙ্গলিপ্সায় জড়িত হইলে স্বজাতিবর্গকে মদ্যমাংস খাওয়াইয়া অব্যাহতি পায়।

তাহাদের বিবাহ অনেকাংশে অনার্য্য জাতির ন্যায়। বিবাহের পূর্ব্বে বরকে কন্যাহরণ করিতে হয়। তৎপরে কন্যাকে আনিয়া বর নিজরক্তে তাহার সীমন্তে সিন্দুর-দান-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

পুরুষে একাধিক বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পণ-দানে ও রমণীর ভরণপোষণে সমর্থ হইলে তাহার বিবাহে বাধা নাই। প্রথমা পত্নী সর্ব্ববিষয়ে স্বামীর শ্রেষ্ঠা অধিকারিণী, অন্যান্য পত্নী অপেক্ষা সে অধিক রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইতে পারে। বাসগৃহ বড় হইলে সপত্নীগণ একত্র স্বামিসহবাস করিতে পারে, অন্যথা প্রাঙ্গণপার্শ্বস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে বিশেষ কষ্টে কাল যাপন করে। তাহাকে আলাহিদা থাইতে হয়। গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে হইলে তাহাকে হাঁটু গাড়িয়া যাইতে হয়, কেননা তাহার পাদস্পর্শে গৃহ অপবিত্র হইবার সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ ভগিনীপতি আসিয়া শ্যালকের বিবাহ ধার্য্য করে। বর ও কন্যা উভয়ের সম্মতি হইলে বিবাহ হয়। পাঁচ টাকা, ১৫ সের মদ ও একখানি উড়ানি কন্যাপণ দিলে বিবাহ হইয়া যায়। বিবাহের পর যদি বরের কুষ্ঠাদি রোগ প্রকাশ পায়, তাহা হইলে কন্যাকর্ত্তা নিজ কন্যাকে আট্‌কাইয়া রাখে এবং পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া তাহার দেবরের সহিত বিবাহ দেয়। বিবাহের পর কন্যার দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হইলেও স্বামী তাহাকে লইয়া ঘর করিতে বাধ্য।

বিধবাগণ সাগাইপ্রথায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহার আত্মীয়বর্গের অভিমত থাকা চাই। দেবর ভ্রাতৃজায়াকে গ্রহণ করিতে অসম্মত হইলে, সে রমণী অপর পুরুষকে বিবাহ করিতে পায়। এতদ্ভিন্ন তাহাদের মধ্যে বীনাবিবাহ বা ঘরদামাদ ও ঘরজেয়াল নামে বিবাহ প্রচলিত আছে। উহা কতকাংশ ঘরজামাতার অনুরূপ হইলেও অনেক বিষয়ে স্বতন্ত্র। ইহাতে জামাতাকে পত্নীর মনস্তুষ্টির জন্য বিবাহের পূর্ব্বে আসিয়া ভাবী শ্বশুরের মন যোগাইতে হয়। পরে বিবাহ হইলে সে শ্বশুরবাড়ী থাকে। কিন্তু নিজ পিতৃসম্পত্তি ব্যতীত সে শ্বশুরের কোন বিষয়ে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

হিন্দুর প্রথা দেখিয়া, তাহারা দত্তক গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে। কিন্তু তাহারা কোন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে না। জ্যেষ্ঠ পুত্র অপর সকলের কিঞ্চিদধিক পিতৃসম্পত্তি পায়। প্রথমা-পত্নী-গর্ভজাত পুত্রই সকল বিষয়ের অধিক অধিকারী।

তাহাদের জাতক্রিয়া কিছুই নাই। বিসূচিকা বা বসন্ত-রোগে অথবা অবিবাহিতাবস্থায় মরিলে গ্রামের নিকটবর্ত্তী সমাধিস্থানে পুতিয়া ফেলে এবং অপর সাধারণকে নদীতীরে লইয়া পোড়াইয়া ভস্মসাৎ করে। পরদিন সেই ছাই নদীতে ভাসাইয়া দেয়। তৃতীয় দিনে ক্ষৌর কর্ম্ম করিয়া নদীজলে স্নানপূর্ব্বক অশৌচান্ত হয়। প্রেতপূজা ও উপদেবতার পূজায় তাহারা জীব বলি দেয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা মহাদেব ও ধরিত্রী মাতার উপাসনা করে। সেবনারিয়া নামক গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রচলিত। আশ্বিন মাসে ও ফাল্গুনের হোলিপর্ব্বে তাহারা বিশেষ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকে।

ভুইলাডিহি, উঃ পঃ প্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানকার ধ্বংশাবশেষ ও স্তূপরাশি দেখিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ এই স্থানকে এক সময় প্রাচীন কপিলবাস্তু মহানগরীর ধ্বংশাবশেষ বলিয়া মনে করিতেন। এখন তরাইএ কপিলবাস্তু বাহির হইয়াছে।

ভু ইশণ (দেশজ) গুল্মভেদ। (Crotolaria prostrata)

ভূক (ক্লী) ভবতীতি ভূ-(স্ব-কু-ভূ-শুধি-মুবিভ্যঃ. কক্। উণ্ ৩।৪১) ইতি কক্। ১ ছিদ্র। ২ কাল। (মেদিনী) (পুং) ৩ অন্ধকার। (শব্দমালা)

ভূকদম্ব (পুং) ভুবি কদম্ব ইব। অলম্বুষ বৃক্ষ, চলিত কোক-সীম। (রত্নমালা) হিন্দী কোটীমুণ্ডী, ভুঁইকদম। ২ মহা-শ্রাবণিকা। (রাজনি॰)

ভূকদম্বক (পুং) ভূকদম্বসংজ্ঞায়াং কন্। যবানী। (রাজনি॰)
ভূকদম্বা (স্ত্রী) গোরক্ষমুণ্ডী। (বৈদ্যকনি॰)
ভূকন্দ (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কন্দ ইব। মহাশ্রাবণিকা, চলিত থুলকুড়ী। (রাজনি॰) ২ শূরণ, ওল।
ভূকপিত্থ (পুং) কপিত্থ বৃক্ষভেদ। (Feronia elephantum) (ক্লী) তৎফল।
ভূকম্প (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কম্পঃ। ভূমিকম্পন। ইহা ভূমিজ উৎপাত বিশেষ।
"চরস্থিরভবং ভৌমং ভূকম্পমপি ভূমিজম্।
জলাশয়ানাং বৈকৃত্যং ভৌমন্তদপি কীর্ত্তিতম্॥
ভৌমং জাপ্যফলং জ্ঞেয়ং চিরেণ পরিপচ্যতে॥"
(জ্যোতিস্তত্ত্ব) [বিশেষ বিবরণ ভূমিকম্প শব্দে দেখ]
ভূকর্ণ (পুং) জ্যোতিঃশাস্ত্রে নিরক্ষমণ্ডলের ব্যাসার্দ্ধ। Radius of the equator.
ভূকর্ণি (পুং) জনৈক মুনি। (প্রবরাধ্যায়)
ভূকর্ব্বুদারক, বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী ছোটাল সোড়া, পর্য্যায়,—ক্ষুদ্রশ্লেষ্মান্তক, ভূশেলু, লঘুশেলু, লঘুপিচ্ছিল, লঘুশীত, সূক্ষ্মফল, লঘুভূতদ্রুম, ভূকর্ব্বুদার। ইহার গুণ মধুর, ক্রমি ও শূলনাশক, বাতপ্রকোপণ, কিঞ্চিৎ শীতল ও স্বর্ণমারক। (রাজনি॰)
ভূকল (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কলঃ। দুর্বিনীতাশ্ব। (রাজনি॰)
ভূকশ্যপ (পুং) ভুবি পৃথিব্যাং কশ্যপ ইব, ভুবঃ কশ্যপ ইতি বা। বসুদেব।
"তদস্য কশ্যপস্যাংশস্তেজসা কশ্যপোপমঃ।
বসুদেব ইতি খ্যাতো গোষু তিষ্ঠতি ভূতলে॥"(হরিবং ৫৬ অ॰)
কশ্যপের অংশে বসুদেব অবতীর্ণ হন, এইজন্য তাঁহার নাম ভূকশ্যপ হইয়াছে।
ভূকাক (পুং) ভুবি খ্যাতঃ কাকঃ। ১ স্বল্পকঙ্ক। ২ ক্রৌঞ্চ। ৩ নীল কপোত। (শব্দরত্না॰)
ভূকুম্ভী (স্ত্রী) ভুবি কুম্ভীবঃ। ভূপাটলী (রাজনি॰)
ভূকুষ্মাণ্ডী (স্ত্রী) ভুবি কুষ্মাণ্ডীব। বিদারী, ভূকুষ্মাণ্ড, চলিত ভুঁইকুমড়া।
ভূকেশ (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কেশ ইব। ১ শৈবাল। ২ বট।
ভূকেশা (স্ত্রী) ভূকেশ-টাপ্। রাক্ষসী। (শব্দরত্নাবলী)
ভূকেশী (স্ত্রী) ভূকেশ-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। অবল্গুজ নামক বৃক্ষবিশেষ, চলিত সোমরাজ। (মেদিনী)
ভূক্ষিৎ (পুং) ভুবং ক্ষিতিং ক্ষিণোতীতি ক্ষিদ্-ক্বিপ্। শূকর।
ভূক্ষীরবাটিকা (স্ত্রী) কাশ্মীরের একটী নগরী।
"ভূক্ষীরবাটিকায়াং যো নির্ব্বাস্য লঘুনাশিনঃ।"
(রাজতরঙ্গিণী ১।১৪৭)

ভূখড়, দশনামী সন্ন্যাসিসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা খর্পর লইয়া ভিক্ষা করে। [দশনামী দেখ।]
ভূখণ্ড (ক্লী) ১ ভূমিখণ্ড। ২ পদ্ম ও স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত খণ্ডভেদ।
ভূখর্জ্জূরী (স্ত্রী) ভুসংলগ্না খর্জ্জূরী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। ক্ষুদ্র খর্জ্জূরী,পর্য্যায়—ভূযুক্তা, বসুধাখর্জ্জূরিকা, ভূমিখর্জ্জূরী। ইহার গুণ মধুর, শীতল, দাহ ও পিত্তনাশক। (রাজনি॰)
ভূগন্ধা (স্ত্রী) মুরা নামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী। (শব্দচি॰)
ভূগর (ক্লী) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ গরঃ। বিষ। (রাজনি॰)
ভূগর্ভ (পুং) ১ ভবভূতিকবি। (জটাধর) ভূঃ সর্ব্বভূতাশ্রয়ভূতা পৃথ্বীগর্ভে কুক্ষৌ যস্যেতি। ২ বিষ্ণু।
"হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধবো মধুসূদনঃ।" (ভারত ১৩।১৪৯।২১)
৩ ভূমির অভ্যন্তর ভাগ।
ভূগৃহ (ক্লী) ভূমধ্যস্থিত গৃহং। ১ ভূমধ্যস্থিত গৃহ। ২ তন্ত্রোক্ত যন্ত্র বহিঃস্থিত রেখাত্রয় বিশেষাত্মক পদার্থ। (তন্ত্রসার)
ভূগোল (পুং) ভূগোলো মণ্ডলমিব। ভুবনকোষ, গোলাকার মণ্ডল। ভূমণ্ডল।
"মধ্যে সমন্তাদণ্ডস্য ভূগোলো ব্যোম্নি তিষ্ঠতি।
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্॥" (সূর্য্যসি॰)
যে শাস্ত্রে পৃথিবীর উপরিভাগের বিবরণ কথিত হয়। [খগোল, গোল, পৃথিবী ও ভুবনকোষ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

জ্যোতিষিক ভূগোল।

ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতির্ব্বিদগণের মতে, পৃথিবী গোলাকার ও অচলা। ইহা কোন মূর্ত্ত পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে। পৃথিবীর গতি নাই, এবং গ্রহগণ ও নক্ষত্রমণ্ডল ইহাকেই পরিভ্রমণ করিতেছে। কদম্বকুসুম যেমন কেশরকলাপে পরিবেষ্টিত, সেই প্রকার এই ভূগোলের চতুর্দ্দিকেও পর্ব্বত, চৈত্য, মনুষ্য, অসুর, ও দেবগণ প্রভৃতি দ্বারা বেষ্টিত। (সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়)

আর্য্যভটের মতে, পৃথিবী অচলা নহে, অনবরতই ভ্রমণ করিতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নিশ্চল, পৃথিবীর গতি অনুসারেই তাহাদের উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তশিরোমণিকার গণিত ও যুক্তিবলে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

"ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাঙ্কজ্ঞ-কবিরবি-কুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা-
বৃত্তৈর্বৃতোবৃতঃ সন্ মৃদনিল-সলিল-ব্যোমতেজোময়োঽয়ম্।
নান্যাধারঃ স্বশক্ত্যৈব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্য পৃষ্ঠে
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমনুজাদিত্যদৈত্যং সমন্তাৎ॥"
(সিদ্ধান্তশিরোমণি)

এই পরিদৃশ্যমান গোলাকার ভূখণ্ড, চন্দ্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্তে পরিবৃত হইয়া, অন্য আধারের অপেক্ষা না করিয়া স্বশক্তিবলে নিয়তই আকাশে অবস্থান করিতেছে এবং সেই শক্তিতেই দানব, মানব ও দেবদৈত্যাদি সহ বিশ্বসংসার অধিষ্ঠিত আছে।

ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদ্গণ পৃথিবী যে গোল নহে, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব মনে করিতেন। সিদ্ধান্ত-শিরোমণিকার গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, গোলানভিজ্ঞ গণক, রাজাহীন রাজ্যের ন্যায়, বক্তাহীন সভার ন্যায় এবং ঘৃতহীন ভোজনের ন্যায়।

ভাস্করাচার্য্য পৌরাণিক-মতে পৃথিবীর সমতলভাব নিরাকরণে বলিয়াছেন,—

"যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ।
উপরি দূরগতোঽপি পরিভ্রমন্ কিমু নরৈরমরৈরিব নেক্ষ্যতে॥"

পৃথিবী যদি দর্পণোদরের ন্যায় সমতল, তবে কি জন্য পৃথিবীর বহু উচ্চে ভ্রমণশীল সূর্য্য নর ও অমরগণ দ্বারা সর্ব্বদা পরিদৃষ্ট না হয়?

পৃথিবীর গোলত্বপ্রতিপাদনমানসে প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদ্ লল্লাচার্য্য বলেন;—

"সমতা যদি বিদ্যতে ভুবস্তরবস্তাল-নিভা বহুচ্ছ্রয়া।
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং ন্নুরহো যান্তি সুদূরসংস্থিতাঃ॥"

যদি পৃথিবীর সমতলতা থাকে, তবে কি হেতু তালসদৃশ অত্যুচ্চ বৃক্ষ সকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয়?

পৃথিবীর গোলত্বনিবন্ধনই যে দিবারাত্র হইতেছে, পৌরাণিক মতখণ্ডনস্থলে তাহা ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—

"যদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ কিমু তদন্তরগঃ স ন দৃশ্যতে।
উদগয়ং ননু মেরুরথাংশুমান্ কথমুদেতি স দক্ষিণভাগতঃ॥"

যদি কনকাচল সুমেরু রাত্রির কারণ হয়, তাহা হইলে সূর্য্য অস্তমিত হইলে সে স্বর্ণময় সুমেরু কেন দৃষ্ট হয় না? উক্ত পর্ব্বত উত্তরদিকস্থ, কি হেতু অংশুমালী সূর্য্য দক্ষিণে উদিত হন?

পৃথিবী গোল হইলেও আপাততঃ ইহাকে সমতলের মত প্রতীয়মান হয়; তাহার কারণ,—

"অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্ব্বতোমুখং।
পশ্যন্তি বৃত্তামপ্যেতাং চক্রাকারাং বসুন্ধরাং॥"
(সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

মনুষ্য পৃথিবীর আয়তনের অনুপাতে অতিক্ষুদ্র বলিয়া পৃথিবী বর্ত্তুলাকার হইলেও চক্রাকার সমতল ক্ষেত্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়।

"সমো যতঃ স্যাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথ্বী চ পৃথ্বী নিতরাং তনীয়ান্।
নরশ্চ তৎ পৃষ্ঠগতস্য কৃৎস্না সমেব তস্য প্রতিভাত্যতঃ সা॥"
(গোলাধ্যায়)

পৃথিবী অতি বিপুলা বলিয়া ইহার পরিধির শতাংশও তৎপৃষ্ঠস্থ মনুষ্যের পক্ষে সমতলরূপে প্রতীত হয়।

পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইলে, অবশ্যই তাহার উর্দ্ধাধঃ মানিতে হইবে। কারণ বর্ত্তুলাকার পদার্থের একদিক্ উপরে থাকে ও অপর দিক্ নিম্নে থাকে। এরূপ স্থলে নিম্নস্থ অধিবাসীদিগের মস্তক নীচের দিকে থাকায় স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব এইরূপ মনে হইতে পারে।

এ বিষয় সূর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—

"সর্ব্বত্রৈব মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং।
মন্যন্তে খে যতো গোলস্তস্য ক্বোর্দ্ধং ক বাপ্যধঃ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

গোলাকার পৃথিবী অনন্ত আকাশে স্থিত, সুতরাং তাহার উর্দ্ধই বা কোথায়, আর অধই বা কোথায়? সকলেই স্ব স্ব স্থানকে উপরিস্থিত মনে করিতেছে।

এ বিষয়ে ভাস্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন—

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থামাত্মানমস্যা উপরিস্থিতঞ্চ।
স মন্যতেঽতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথশ্চ তে তির্য্যগিবামনন্তি॥
অধঃ শিরস্কাঃ কুদলান্তরস্থাঃ ছায়া মনুষ্যা ইব নীরতীরে।
অনাকুলাস্তির্য্যগধঃ স্থিতাশ্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বয়ং যথাত্র॥"

যে ব্যক্তি যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই স্থানে থাকিয়া অবনীতলকে স্বীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত বলিয়া জানে। পৃথিবীর চতুর্থ ভাগস্থ ৯০° অংশ অর্থাৎ প্রাচীন মহাদ্বীপের মধ্যস্থলে ব্যক্তিমাত্রেই ধরামণ্ডলের উপর অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাহারা যেন তির্য্যগ্‌ভাবে আছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাহারা বিপরীত ভাগে (১৮০° অংশ অর্থাৎ নূতন-মহাদ্বীপে) অবস্থান করে, তাহারা আমাদিগের নিকট জলাশয় তীরস্থ মনুষ্যের জলস্থ অধঃশিরস্ক প্রতিবিম্বের ন্যায় বোধ হয়। ফলতঃ ইহা একটী ভ্রম মাত্র।

কারণ ঐ অনন্ত আকাশ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে। সুতরাং পৃথ্বীবাসী মনুষ্যমাত্রেরই মস্তকের উপর গ্রহনক্ষত্রে মণ্ডিত আকাশ এবং পদতলে বসুন্ধরা। এ স্থানে আমরা যেমন অবস্থান করিতেছি, তাহারাও সে স্থানে সেইরূপ অবস্থিত করিতেছে।

ভূমণ্ডলের গোলত্ব সম্বন্ধে গোলাধ্যায়ে অন্যান্য অনেক প্রমাণ আছেঃ—

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমণ্ডলোপগৌ ধ্রুবৌ নরঃ পশ্যতি দক্ষিণোত্তরৌ
তদাশ্রিতং খে জলযন্ত্রবৎ তথা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি॥"

উদগ্দিশং যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা স্যান্নতমৃক্ষমণ্ডলং।
উদগ্ধ্রুবং পশ্যতি চোন্নতং ক্ষিতেস্তদন্তরে যোজনজাংপলাংশকা ॥"

(গোলাধ্যায়)

নিরক্ষদেশস্থ মনুষ্য দক্ষিণ ও উত্তর ধ্রবকে ক্ষিতিমণ্ডলের সহিত সংলগ্ন এবং ধ্রুবাশ্রিত রাশিচক্রকে নিজমস্তকোপরিস্থ আকাশে জলযন্ত্রের ন্যায় ভ্রমণশীল দেখিতে পায়। নিরক্ষদেশ হইতে মনুষ্য যতই উত্তরদিকে অগ্রসর হয়, ততই নিজ মস্তকোপরিস্থ ঋক্ষমণ্ডলকে পশ্চাদ্দিকে অবনত এবং উত্তর ধ্রুবকে উত্তরোত্তর উন্নত দেখিতে পায়। ইহাতে পৃথিবীর গোলত্ব স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

পুরাণেও পৃথিবীর গোলত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

"উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্ম্মিতো মণ্ডলাকৃতিঃ।
স্বর্ভানোস্ত বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং যৎ তমোময়ম্ ॥"

(মৎস্য ১২৮।৬০, কূর্ম্ম ৪০।১৫)

এই বিপুলায়তনা পৃথিবী, শূন্যমার্গে উৎক্ষিপ্ত শিলাখণ্ডের ন্যায় অধোদিকে না পড়িয়া, কোন্ শক্তিবলে শূন্যমার্গে অবস্থিত আছে, তাহাও ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে।

"আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তয়া যৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা।
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি সমে সমন্তাৎ ক্ব পতত্বিয়ং খে ॥"

(গোলাধ্যায়)

পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে পৃথিবী শূন্যে স্থির হইয়া আছে এবং সেই আকর্ষণী শক্তিবলে আকাশে উৎক্ষিপ্ত গুরু বস্তু ইহার অভিমুখে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা যেমন মনে করিতেছি, আকাশ উপরে অবস্থিত; সেইরূপ ভূমণ্ডলের সকল পার্শ্বস্থ লোকেরা আকশকে উপরে অবস্থিত মনে করিতেছে। সুতরাং সকলের মতেই যদি পৃথিবী নীচের দিকে পড়িতে থাকে তবে পৃথিবী কোথায় পড়িবে, কারণ উচ্চারসাপেক্ষ, বাস্তবিক উচ্চনীচ কোন স্থানই নহে, সুতরাং পৃথিবী আকাশে স্থির হইয়া থাকিবে।

পৌরাণিক মতে, ভূগোলবর্ণনায় অনেক মতভেদ দেখা যায় এবং ইদানীন্তন কালে সেগুলি কল্পিত বলিয়া মনে হয়। গোলাধ্যায়ে ভূগোলপুরনিবেশ এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটীরস্যাঃ প্রাক্‌পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং সুমেরুঃ সৌম্যেঽথ যাম্যে বড়বানলশ্চ।
কুবৃত্তপাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড় গোলবিদো বদন্তি ॥
লঙ্কাপুরেঽর্কস্য যদোদয়ঃ স্যাৎ তদা দিনার্দ্ধং যমকোটিপুর্য্যাং।
অধস্তদা সিদ্ধপুরেঽস্তকালঃ স্যাদ্ রোমকে রাত্রিদলং তদৈব ॥"

(গোলাধ্যায়)

ভূগোলের মধ্যস্থলে লঙ্কা, পূর্ব্বে যমকোটি, পশ্চিমে রোমকপত্তন, অধস্তলে সিদ্ধপুর, উত্তরে সুমেরু, ও দক্ষিণে বড়বানল (কুমেরু)। গোলবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত ছয়টি স্থানকে ভূপরিধির পাদান্তরিত অর্থাৎ চতুর্থাংশ সমান অন্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন। লঙ্কাপুরে যখন সূর্য্যোদয় হয়, সেই সময় যমকোটিতে দিন দ্বিপ্রহর, সিদ্ধপুরে অস্তকাল ও রোমকপত্তনে দ্বিতীয়প্রহর রাত্রি হইয়া থাকে।

ধ্রুবোন্নতি ও অক্ষাংশের অভাব দ্বারা ভূগোলের মধ্যস্থল নির্ণিত হয়। [গোলশব্দে দ্রষ্টব্য।]

"তেষামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ।
ন তাসু বিষুবচ্ছায়া নাক্ষস্যোন্নতিরিষ্যতে ॥"

বিষুববৃত্ত ঐ পুরী চতুষ্টয়ের উপর দিয়া গমন করিয়াছে, এই জন্য দিবাকর উক্ত বিষুববৃত্ত দিয়া গমনকালে, ঐ সকল স্থানে অক্ষচ্ছায়া এবং ধ্রুবোন্নতি থাকে না। এই হেতু উক্ত বৃত্তকে নিরক্ষবৃত্ত কহে। যে দিন দিবারাত্র সমান হয়, সেইদিন সূর্য্য ঐ বৃত্তের উপর দিয়া গমন করেন। নিরক্ষবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত পরস্পর অভিন্ন। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর আকাশোপরি দুইটী ধ্রুবতারা আছে। নিরক্ষদেশস্থ লোকে উক্ত তারকাদ্বয়কে ক্ষিতিজ (Horizon) বৃত্তে সংলগ্ন দেখিতে পায়। এই জন্য নিরক্ষবৃত্তে অবস্থিত লঙ্কা প্রভৃতি পুরী চতুষ্টয়ের ধ্রুবোন্নতি নাই, কিন্তু নিরক্ষদেশ হইতে যত উত্তরে অগ্রসর হওয়া যায়, ধ্রুবকে তত উর্দ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্য ধ্রুবোন্নতি দ্বারা সকল স্থানের অক্ষাংশ নিরূপিত হয়। প্রমাণ—

"মেরোরুভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে ॥
অতো নাক্ষোচ্ছ্রয়স্তাসু ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজাশ্রয়োঃ।
নবতির্লম্বকাংশস্তু মেরাবক্ষাংশকাস্তথা ॥" (সূর্য্যসিদ্ধান্ত)

নিরক্ষদেশের অক্ষাংশ ০ এবং মেরুর অক্ষাংশ নিরক্ষ হইতে ৯০° অংশ।

তৎপরে সিদ্ধান্তশিরোমণিগ্রন্থের গোলাধ্যায়ে ভূগোল বা ভুবনকোষের দ্বীপ ও সমুদ্রসংস্থান এবং পরিধি ও পৃষ্ঠফল এইরূপ কথিত হইয়াছে,—

লবণ-সিন্ধুর মধ্যস্থ অর্দ্ধভূমিভাগকে আচার্য্যগণ জম্বুদ্বীপ কহিয়া থাকেন। পরার্দ্ধে ছইটী দ্বীপের দক্ষিণে লবণ ও ক্ষীরোদ প্রভৃতি সমুদ্র নিবেশিত আছে। প্রথমে লবণজলধি, তৎপরে দুগ্ধসিন্ধু, এই দুগ্ধসিন্ধু হইতে অমৃত, অমৃতাংশু চন্দ্র, এবং লক্ষ্মী উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তথায় পূজনীয় ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বাসুদেব বাস করিতেছেন। দধি, ঘৃত, ইক্ষু, সুরা, ও নির্ম্মল জলময় সমুদ্র পরে অবস্থিত আছে।

'পাতাল-লোকাদির আবাসস্থল বড়বানল স্বাদু জলময় এবং এই পাতালপ্রদেশে ফণাস্থিত মণিকিরণে সমুজ্জ্বলকান্তি ফণিগণ ও অসুরগণ বাস করে এবং এই স্থলেই সিদ্ধগণ উজ্জ্বল সুবর্ণমণ্ডিতদেহ দিব্যরমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। তৎপরে শাক, শাল্মল, কৌশ (কুশ), ক্রৌঞ্চ, গোমেদক ও ও পুষ্কর দ্বীপ ছইটা ছইটা সমুদ্রের অন্তরে অবস্থিত।

'লঙ্কা দেশের উত্তরভাগে হিমগিরি, পরে হেমকুট, তৎপরে সিন্ধুপর্য্যন্ত দীর্ঘ নিষধদেশ এবং সিন্ধুপুরের উত্তরে শৃঙ্গবৎ শুক্লনীলবর্ষ বিদ্যমান আছে; তন্মধ্যে দ্রৌণিদেশ অবস্থিত। এই ভারতবর্ষের উত্তরে কিন্নরবর্ষ, তৎপরে হরিবর্ষ, তৎপরে সিদ্ধপুর, পরে কুরুবর্ষ, পরে হিরণ্ময় ও রম্যকবর্ষ। মাল্যবান্ পর্ব্বত যমকোটিপত্তন হইতে এবং গন্ধমাদন রোমকপত্তন হইতে নীলশৈল ও নিষধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ছুই পর্ব্বতের অন্তরালে ইলাবর্ষ। জলধি-মধ্যবর্ত্তী মালার ন্যায় যাহাকে বুধগণ ভদ্রতুরগ বলেন, গন্ধমাদন ও জলধি মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে কলাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেতুমাল বর্ষ কহেন। ইলাবৃত বর্ষ দেবগণের লীলাক্ষেত্র।'*

ভাস্করাচার্য্য পৌরাণিক ভূগোলেরই অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ পুরাণে ভূগোল বিবরণ আছে, তাহা পুরাণশব্দে অষ্টাদশ পুরাণের সূচীপাঠ করিলেই জানা যাইবে। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত এখানে লিখিত হইল না। [পৃথিবী, ভুবনকোষ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কোন কোন পুরাণমতে পৃথিবী সমতল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য সে সমস্ত অসমীচীন মত ও বৌদ্ধ-জৈনদিগের সমস্ত মতই গোলাধ্যায় যুক্তি দ্বারা খণ্ডন করিয়াছেন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বরেণ্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণিত জ্যোতিষে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেও ভৌগোলিক দেশ দ্বীপ সাগরাদি সংস্থানবিষয়ে পৌরাণিক মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যভাবসুলভ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা দুরূহ গণিত ও জ্যোতিষের বর্ণনাকালেও কবিত্ব প্রদর্শন করিতে ছাড়েন নাই। মানসসরোবরের একটু নামোল্লেখ করিতে যাইয়াই কবিত্ব প্রলোভন ভুলিতে পারেন নাই। তাই লিখিয়াছেন,—"সরঃসু রামারমণশ্রমালকাঃ সুরা রমন্তে জলকেলিলালসাঃ" ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় তাঁহারা ভূগোলের যথার্থ স্থান নিরূপণে মনোযোগ না দিয়া "পুরাণবিদঃ সমবর্ণয়ন্" বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

ভারতবাসী বহুপূর্ব্বকাল হইতে ভূগোলতত্ত্ব জানিতেন, তাঁহারা যোগপ্রভাবেই হউক, অথবা অধ্যবসায়ের গুণেই সেই অতি প্রাচীনকালে চিরতুষারাবৃত উত্তরকুরু ও সোমগিরি (Aurora Borealis) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আমরা উত্তরকুরু ও উত্তরমদ্রের উল্লেখ পাই। বাল্মীকির রামায়ণে কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ডে সীতান্বেষণকালে সুগ্রীব কর্ত্তৃক সমুদ্রের অপরপারস্থ বহু জনপদের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তৎপাঠে সকলেরই মনে হইবে যে, ভারতবাসী সেই অতি প্রাচীনকালে ভূমণ্ডলের বহুদূরদেশ অবগত ছিলেন। মহাভারতেও জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপ্রসঙ্গে ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। পুরাণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

বৌদ্ধ ও জৈনেরাও ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়া গিয়াছেন। জৈনদিগের সূর্য্য-প্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি ও ক্ষেত্র-সমাস হইতে ভূগোলের অনেক কথা পাওয়া যায়। বিক্রম-সাগর, দেশাবলীবিবৃতি, দিগ্বিজয়প্রকাশ প্রভৃতি বহুসংস্কৃত গ্রন্থে নানা জনপদের ভূবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ভারতবাসীও পূর্ব্বকাল হইতেই যেমন খ-লোকের ধ্রুবক ও বিক্ষেপ স্থির করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভূগোলেরও নানাস্থানের অক্ষাংশ স্থির করিয়া গিয়াছেন, যন্ত্ররাজ নামক গ্রন্থে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

* "ভূমেরর্দ্ধং ক্ষীরসিন্ধোরুদক্স্থং জম্বূদ্বীপং প্রাহুরাচার্য্যবর্য্যাঃ।
অর্দ্ধেঽন্যস্মিন্ দ্বীপষট্কস্তু যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্বুধীনাং নিবেশঃ॥
লবণজলধিরাদৌ দুগ্ধসিন্ধুশ্চ তস্মাদমৃতমমৃতরশ্মিঃ শ্রীশ্চ যস্মাদ্বভূব।
মহিতচরণপদ্মঃ পদ্মজন্মাদিদেবৈর্ব্বসতি সকলবাসো বাসুদেবশ্চ যত্র॥
দধ্নো ঘৃতস্যেক্ষুরসস্য তস্মান্মদ্যস্য চ স্বাদুজলস্য চান্ত্যঃ।
স্বাদূদকান্তর্ব্বড়বানলোঽসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি॥
চঞ্চৎফণামণিগণাংশুকৃতপ্রকাশা এতেষু সাসুরগণাঃ ফণিনো বসন্তি।
দীব্যন্তি দিব্যরামণীরমণীয়দেহৈঃ সিদ্ধাশ্চ তৎ হি বিলসৎকনকাবভাসৈঃ॥
শাকং ততঃ শাল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চঞ্চ গোমেদকপুষ্করে চ।
দ্বয়োর্দ্বয়োরন্তরমেকমেকং সমুদ্রয়োর্দ্বীপমুদাহরন্তি॥
লঙ্কা দেশাদ্ধিমগিরিরুদক্ হেমকুটশ্চ তস্মাত্তস্মাচ্চান্যো নিষধ ইতি তে
সিন্ধুপর্য্যন্তদৈর্ঘ্যাঃ।
এবং সিদ্ধাদ্রুদগপি পুরাৎ শৃঙ্গবচ্ছুক্লনীলাবর্ষাণ্যেষাং জতুরিহ বুধা
অন্তরে দ্রৌণিদেশান্॥
ভারতবর্ষমিদং হ্যুদগস্মাৎ কিন্নরবর্ষমতো হরিবর্ষং।
সিদ্ধপুরাচ্চ তথা কুরু তস্মাৎ বিদ্ধি হিরণ্ময়রম্যকবর্ষে॥
মাল্যবাংশ্চ যমকোটিপত্তনাৎ রোমকাচ্চ কিল গন্ধমাদনঃ।
নীলশৈলনিষধাবধী চ তৌ অন্তরালমনয়োরিলাবৃতঃ॥
মাল্যবজ্জলধিমধ্যবর্ত্তি যত্তত্ ভদ্রতুরগং জগুর্বুধাঃ।
গন্ধশৈলজলরাশিমধ্যগং কেতুমালকমিলাকলাবিদঃ॥
নিষধনীলসুগন্ধসুমালকৈরলমিলাবৃতমাবৃতমাবভৌ।
অমরকেলিকুলায়সমাকুলং রুচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলং॥" (গোলাধ্যায়)

পাশ্চাত্য ভূগোল-বিবরণ।

যে শাস্ত্রে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিবরণ আছে, তাহাকে ভূগোল (Geography) কহে। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠস্থিত দেশাদির প্রাকৃতিক বিভাগ, নদ, নদী, হ্রদপর্ব্বতাদির বর্ণনা, জীব, উদ্ভিজ্জ ও উৎপন্ন সামগ্রী এবং রাজকীয় শাসনাদির বিবরণবিশিষ্ট শাস্ত্রকে ভূগোল বলা যায়। ভূগোল ও ইতিহাস এ দুইটী পরস্পর সাপেক্ষশাস্ত্র।

পাশ্চাত্য জগতে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক কবি হোমরের কাব্যে সর্ব্ব প্রথমে ভূগোলের উল্লেখ দেখা যায়; প্রসঙ্গক্রমে উক্ত কাব্যে অনেক ভৌগোলিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দী হইতে হোমরের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ ভূগোলের উল্লেখ করিতে থাকেন। হোমর পৃথিবীকে ডিম্বাকার ও সমতল এবং ইহার চতুর্দ্দিকে একটী অবিরামবাহী জলস্রোত প্রবাহিত হইতেছে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন। যাহা হউক, হোমর-বর্ণিত ভূগোলে ইউরোপের কয়েকটী স্থান এবং এসিয়া ও আফ্রিকার নামোল্লেখ মাত্র আছে। খৃঃ পূঃ ৮ম শতাব্দীতে ভূগোলের কলেবর কিছু বর্দ্ধিত হয়, এবং তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের অনেক স্থানের বিবরণ ও নীলনদের এবং আফ্রিকার দক্ষিণখণ্ডবাসী ইথিওপীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়।

খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দীতে ফিনিকীয় বণিকগণ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিবার মানসে, সর্ব্ব প্রথমে সমুদ্রযাত্রা করেন, পরে পিথাগোরা সের সময় পৃথিবী বর্ত্তুলাকার ইহা নিরূপিত হইয়া তৎপরবর্ত্তী প্লেটোর সময়ে সিদ্ধান্তে পরিণত হয়। এই সময়ে বণিকৃবিদ্যার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় অনেক নূতন স্থান আবিষ্কৃত হয় এবং হিমিস্কো নামক এক নাবিক ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

• হোমরের সময়ে পৃথিবীর দুইটী বিভাগ ছিল। এক্ষণে চারিটী বিভাগ হইল, উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিম। হিরোদোতাস যেমন ইতিহাসের জনক, সেইরূপ তিনি সর্ব্বপ্রথম ভূগোলরচয়িতা। তিনি নিজে বাবিলন ও ইজিপ্ট প্রভৃতি অনেক স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এতাবৎকাল পর্য্যন্ত গ্রীস্‌দেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলোচনা দৃষ্ট হয় না। খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দার্শনিক পণ্ডিত থেলিস্ সর্ব্ব প্রথমে একটী সূর্য্যগ্রহণ গণনা করেন। ইহার কিছুকাল পরে গ্রীকপণ্ডিতগণ আলেকসান্দ্রিয়ার জ্যোতির্ব্বিদগণের অনুকরণে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা গণনা দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ স্থানসমূহের দূরত্বনির্ণয়ে সচেষ্ট হন।

কিছুদিন পরে গ্রীকৃপণ্ডিত এরাটোস্থিনিস্ প্রকৃত প্রস্তাবে একখানি ভূগোল রচনা করেন। তাঁহার প্রদত্ত মানচিত্রে য়ুরোপের অনেক স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। পরে এই সময়ে গ্রীসে জ্ঞানের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পর্য্যটকগণ নূতন দেশদর্শনে কুতুহলী হইয়া পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পরে এসিয়া মাইনরনিবাসী ষ্ট্রাবো পূর্ব্বলব্ধ বিবরণাবলী একত্র করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে তাহার ভূগোলবিবরণ প্রকাশ করেন।

যাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধিৎসু অদ্যাপি তাঁহাদিগকে ষ্ট্রাবোর সাহায্য লইতে হয়।

যখন ষ্ট্রাবো ভূগোল প্রণয়ন করিলেন, তখন রোমসাম্রাজ্যের সৌভাগ্যসূর্য্যের উজ্জল কিরণে পৃথিবী আলোকিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাবোর ভূগোল উক্ত রোমসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্রই সাদরে পঠিত হইতে লাগিল। তখন আলেক্‌সান্দ্রিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া জগতে গৌরবান্বিত ছিল।

আলেক্‌সান্দ্রিয়ার জ্যোতির্ব্বিদ্যার এই সময়ে সমধিক উন্নতি হয়। এই সময়ে মিশরের অন্তঃপাতী পিলুসিয়াম্ নগরের সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য জ্যোতির্ব্বিদ্ টলেমীর জন্ম হয়। টলেমী আলেক্‌সান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া খগোল ও ভূগোল সম্বন্ধে অপূর্ব্ব গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের নাম আলমেজিষ্ট। ৭ম শতাব্দীতে এই গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদিত হয়। [হারুণ অল্ রসিদ্ দেখ।]

যাহা হউক টলেমীই প্রাচীন কালের একমাত্র প্রসিদ্ধ ভূগোলপ্রণেতা।

টলেমীপ্রকাশিত ভূগোলে গ্রীক ও রোমকগণ ভূমণ্ডলের যতদূর জানিতেন সমস্তই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। টলেমীর পুস্তক ১৪ শত বৎসর পাশ্চাত্য জগতে অপ্রতিহতভাবে জ্ঞানরশ্মি বিকীর্ণ করিয়াছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত টলেমীর ভৌগোলিক জ্ঞানভাণ্ডারে আর একটী রত্নও সঞ্চিত হয় নাই। তার পর রোমের সৌভাগ্যসূর্য্য অসভ্য বর্ব্বররাহুকবলে গ্রস্ত হইলে, বিজ্ঞানচর্চ্চাও পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে তিরোহিত হইয়াছিল।

পরে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন য়ুরোপে বিদ্যালোচনার নবযুগের অভ্যুদয় হইল, তখন শাস্ত্রচর্চ্চার বিবিধ দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া নানা লুপ্ত রত্নের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। এই সময়ে স্পানিয়ার্ডেরা জগতের ইতিহাসের সৌভাগ্যশীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার করিলেন, ওলন্দাজেরা উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া

ভারতবর্ষে আসিয়া পড়িল এবং মেগেলন, ড্রেক, কাপ্তেন কুক প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত নাবিকগণ ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের চরমোন্নতি করিলেন। ইহার পরবর্ত্তী সময়ের ভূগোলবিবরণ আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেরই বিদিত এবং বিশ্বকোষের মহাদেশ ও দেশাদির বর্ণনায় তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে ও হইবে। এই জন্য বাহুল্য ও পৌনরুক্তিভয়ে তৎসমুদায়ের পুনরালোচনা করা হইল না।

ভূপৃষ্ঠভাগের বিবরণ।

পৃথিবীর উপরিদেশ জল ও স্থল-ভাগে বিভক্ত। উহার প্রায় তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল।

জলভাগ—মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, প্রণালী, হ্রদ, নদী, উপনদী প্রভৃতি নামে কল্পিত।

যে বিস্তীর্ণ লবণ-জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা মহাসাগর। ভৌগোলিকগণ সুবিধার জন্য উহার স্বতন্ত্র নামে অবস্থান-নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহাদেশের ব্যবধান লইয়া উহা ৫ ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) উত্তর (আর্কটিক) মহাসাগর, (২) দক্ষিণ (এণ্টার্কটিক) মহাসাগর, (৩) প্রশান্ত (প্যাসিফিক) মহাসাগর, (৪) আট্‌লাণ্টিক মহাসাগর, (৫) ভারত (ইণ্ডিয়ান) মহাসাগর।

১ উত্তরমহাসাগর—উত্তরমেরুপ্রদেশে। ২ দক্ষিণ মহাসাগর—দক্ষিণমেরুপ্রদেশে। ৩ প্রশান্তমহাসাগর—এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। ৪ আট্‌লাণ্টিকমহাসাগর—ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যে। ৫ ভারত মহাসাগর—এসিয়ার দক্ষিণে।

এই ৫টী মহাসাগরের মধ্যে প্রশান্তমহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উত্তরমহাসাগর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। সমগ্র জলভাগের পরিমাণফল প্রায় ১৪ চৌদ্দ কোটী ৫০ লক্ষ বর্গমাইল।

মহাসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র লবণময় জলভাগের নাম সাগর। ঐরূপ জলভাগ প্রায় চতুর্দ্দিকে স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে উপসাগর নামে কথিত হয়।

যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ দুই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে, অথবা দুইটী স্থলভাগের মধ্যে প্রবাহিত থাকে, তাহার নাম প্রণালী।

চতুর্দ্দিকে সম্পূর্ণরূপে স্থল দ্বারা বেষ্টিত স্বাভাবিক জলভাগের নাম হ্রদ। হ্রদ বৃহদায়তন হইলে সাগর পদবাচ্য হয়। যেমন কাস্পিয়ান সাগর।

যে জলপ্রবাহ পর্ব্বত, হ্রদ বা প্রস্রবণ হইতে বহির্গত হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহার নাম নদী।

যে নদী পর্ব্বতাদি হইতে বাহির হইয়া অপর কোন নদীতে আসিয়া মিলিত হয়, তাহাকে উপনদী এবং যাহা নদীগাত্র ভেদ করিয়া ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়, তাহাকে শাখানদী বলা যায়। নদীদ্বয়ের সম্মিলনস্থানকে সঙ্গম কহে।

যে স্থান হইতে নদীর উৎপত্তি হইতেছে, তাহা নদীর উৎপত্তিস্থান এবং যে স্থানে গিয়া নদী সমুদ্রে বা হ্রদে মিলিত হইয়াছে, তাহাকে নদীমুখ বা মোহানা কহে। নদীর মোহানার নিকটস্থ ত্রিকোণাকার ভূমির নাম ব-দ্বীপ বা ডেল্‌টা।

বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ ভূপৃষ্ঠকে দুইটী মহাদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছেন—পূর্ব্ব বা প্রাচীন মহাদ্বীপ এবং পশ্চিম বা নূতন মহাদ্বীপ। এই মহাদ্বীপের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড, যাহাতে অনেক দেশ আছে, তাহাকে মহাদেশ বলা যায়।

প্রাচীন মহাদ্বীপে—(১) এসিয়া, (২) য়ুরোপ ও (৩) আফ্রিকা। নূতন মহাদ্বীপে—(১) উত্তর আমেরিকা ও (২) দক্ষিণ আমেরিকা; এই পাঁচটী মহাদেশ।

এক্ষণে ওসেনীয়া (সামুদ্রিক) নামক সমুদ্রগর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপগুলিকে লইয়া ভৌগোলিকগণ একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ কল্পনা করিয়া থাকেন।

মহাদেশের মধ্যে এসিয়া সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বহুজনপূর্ণ। য়ুরোপ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্র হইলেও উন্নত ও সুসভ্য। আমেরিকার জনসংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প; এবং আফ্রিকা সকলের মধ্যে অনুন্নত ও অসভ্য। [মহাদেশগুলির বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।]

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত য়ুরোপীয় নাবিক কলম্বস, আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া স্বীয় পোতাধ্যক্ষ আমেরিকা ভেস্‌পুচির নামানুসারে এই স্থানের আমেরিকা নামকরণ করেন।

পরিমাণফল—সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণ সাড়ে উনিশ কোটী বর্গমাইলের অধিক। তন্মধ্যে জল সাড়ে চৌদ্দ কোটির অধিক, আর স্থল পাচ কোটির অধিক।

লোক-সংখ্যা—সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় দেড় শত কোটি।

স্থলভাগ সাধারণতঃ—মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, অন্তরীপ, যোজক, উপকূল, পর্ব্বত ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত।

বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডকে মহাদেশ এবং তাহার এক একটা অংশকে দেশ বলা যায়। চতুর্দ্দিকে জল দ্বারা বেষ্টিত ভূমিখণ্ডকে দ্বীপ বলে এবং ঐরূপ কতকগুলি দ্বীপ একত্র সংবদ্ধ প্রায় থাকিলে তাহাকে দ্বীপপুঞ্জ বলে। ঐরূপ মহাদেশ সমীপবর্ত্তী প্রায় চতুর্দ্দিকে জল-পরিবেষ্টিত কোন